শিশু ভোলানাথের রাজত্বে
বিভুরঞ্জন গুহ

কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের
বি, এড এবং বি, টি সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।

শিশু ভোলানাথের রাজত্বে

[A TEXT BOOK ON PRE-PRIMARY
EDUCATION & PRIMARY METHOD]

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ এম. এ.

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক: কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, শিলচর গুরুচরণ কলেজ,
কলিকাতা আশুতোষ কলেজ ফর উইমেন।
শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা, শিক্ষায় পথিকৃৎ, অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা
মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার ইত্যাদি গ্রন্থ রচয়িতা।

এডুকেশনাল বুক করপোরেশন
পুস্তক প্রকাশক
৪।এ, কীর্তিবাস লেন
কলিকাতা-২৬

উৎসর্গ

শিশু ভোলানাথ'এর সমস্ত দৌরাত্ম্য ও আবদার সহ্য করিয়া যে মাতৃহৃদয়া শিক্ষিকারা তাহাদের খেলাধূলা, কাজ ও আনন্দে হাসিমুখে সঙ্গী হইয়াছেন, সমাজের সেই শ্রেষ্ঠ সেবিকাদের উদ্দেশ্যে।

নিবেদন

আমরা শিশুদের শিক্ষা-বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন হইয়াছি। এ বিষয়ে প্রধান প্রমাণ কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী পরিচয়ে বহু শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল পিতামাতারা 'পাঁচ বৎসর হইলে সরস্বতীপূজাদিন হাতে খড়ি দিয়া শিশুদের বিদ্যারম্ভ করিতে হয়' এই প্রাচীন সংস্কার কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা তিন বৎসর না পূর্ণ হইতেই সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য এই সব শিশুবিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হন। উচ্চবিত্তদের দেখাদেখি মধ্যবিত্তেরাও খুব অল্প বয়স হইতেই শিশুদের সুশিক্ষার কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হন। যাঁহারা নিম্নবিত্ত তাঁহারাও সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া সন্তানদের শিশুবিদ্যালয়ে দিবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে ইংল্যাণ্ডে দেড়শত বৎসরেরও পূর্বে নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রচলন হইয়াছিল ; তাহার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে। কঠিন অর্থনৈতিক চাপে পিতামাতা দুইজনকেই জীবিকার প্রয়োজনে সকালে ৯টার মধ্যে কাজের জায়গায় যাইতে হয়। এ অবস্থায় সংসারে কোন অভিভাবক না থাকিলে সংসারে ছোট শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশে ক্রেশ্ বা 'বেবীসিটাররের' প্রচলন হয় নাই। এই অবস্থায় এই শিশুবিদ্যালয়গুলি অত্যন্ত জরুরী একটা সামাজিক প্রয়োজন মিটাইতেছে। এদিক হইতে বিচার করিলে এ-জাতীয় শিশুবিদ্যালয় আরো বহু সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।

কিন্তু এই নার্সারী বিদ্যালয়গুলি কি পিতামাতার সাময়িক অনুপস্থিতিকালে দুরন্ত শিশুদের সামলাইয়া রাখিবার কারাগার? তাহা হইলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থকতা ইহাদের কিছুই নাই।

তাহা ছাড়া, বর্তমানে কলিকাতায় এই জাতীয় যে বহু বহু নার্সারী কিণ্ডারগার্টেন মন্তেসরী ছাপওয়ালা শিশুবিদ্যালয় ব্যাং-এর ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে তাহাদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে শিশুমনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ক্ষমতাময়ী শিক্ষিকাদের দ্বারা সুপরিচালিত সুন্দর পরিবেশপূর্ণ শিশুবিদ্যালয় তিন থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের দৈহিক বুদ্ধিগত অনুভূতি বিষয়ক এবং সামাজিক সর্বাঙ্গীণ সুষম বিকাশের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। কলিকাতায় অবশ্যই কয়েকটি সুপরিচালিত প্রাক্-প্রাথমিক শিশু-বিদ্যালয় আছে এবং সেখানে বাস্তবিকই শিশুদের বিজ্ঞানসম্মত সুশিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই প্রশংসা অধিকাংশ শিশুবিদ্যালয়ের প্রাপ্য নয়। খুব সোজাসুজিই এই কথা বলা চলে যে, এই সব বিদ্যালয়ের অনেকগুলিই নিতান্ত ব্যবসায় বুদ্ধিপরিচালিত বিদেশীদের স্থাপিত নামী নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেনের নকলের নকল। শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এবং আধুনিক শিক্ষানীতি সম্পর্কে অনেকেরই কোন বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান নাই। এই বিদ্যালয়গুলির

বিলাতী ধরনের নাম, লম্বা মাহিনা, দামী পোশাক আর 'English Medium School' এই বিজ্ঞাপন, 'প্রেষ্টিজ্-সচেতন' বহু অভিভাবকে প্রলুব্ধ করে। বাস্তবিক পক্ষে, এইগুলি 'ছেলে ধরার ফাঁদ'।

অধুনিক শিশুমনস্তত্ত্ব, শিক্ষানীতি, নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন বা মন্তেসরী বিদ্যালয়ের তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক ভিত্তির আলোচনা-সহ প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার সংগঠন ও ক্রমবিকাশ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা বাংলাভাষায় বেশী নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণের পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীতে 'প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা একটি ঐচ্ছিক বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। একটি উৎকৃষ্ট নার্সারী বিদ্যালয়ের মরমী আলোচনাসহ দুই একখানা সুলিখিত পুস্তক থাকিলেও সামগ্রিক পাঠ্যসূচী বিষয়ে সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাপূর্ণ কোন বই বাংলাভাষায় আছে বলিয়া জানি না। সেই অভাবটি সাধ্যমত পূরণ করিতে চেষ্টা করা গেল।

শিশুমনস্তত্ত্ব অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বিষয় এবং শিশুশিক্ষায় তত্ত্ব ও প্রণালী সম্বন্ধে বহু পুস্তক সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে এবং বহু গবেষণাও হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে আমাদের মুখ্যতঃ বিদেশী পণ্ডিতদের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই বিষয়ে আগ্রহী হইয়া যথাসাধ্য সর্বাধুনিক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সর্বত্রই পুর্বসূরীদের নিকট যথোচতি ঋণ স্বীকার করিয়াছি। বিতর্কিত বিষয়ে সর্বদাই নিজের বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ করিয়াছি ; সুতরাং ভ্রমত্রুটির দায়িত্ব আমারই।

শিশু বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় সামান্য। তাই ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়-মন্তেসরী বিভাগ, গোখেল্ মেমোরিয়াল স্কুল-নার্সারী বিভাগ, বাগবাজার গভঃ স্পন্সর্ড মালটিপারপাস্ গার্লস স্কুল প্রাইমারী ও নার্সারী বিভাগ, সুরেন ঠাকুর রোডের মন্তেসরী বিদ্যালয়, খড়দহ সন্দীপণ শিশু শিক্ষালয়, এবং মফস্বলের কয়েকটি প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিদ্যালয়সমূহের প্রধানাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। শ্রীমতী অনুপা দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা ব্যানার্জি, শ্রীমতী অণিমা মুখার্জি, শ্রীমতী অনিতা বসু, শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী, শ্রীমতী কণা সেন, শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী, ধৈর্য্যের সঙ্গে বারে বারে তাঁহাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। শ্রীমতী অরুণিমা দাস ও শ্রীমতী কল্যাণী মুখার্জির নিকট হইতেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। যাঁহারা পুস্তক প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে অধ্যক্ষ শান্তি দত্ত, অধ্যাপক ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা লীনা রায় ও অধ্যক্ষ বিভুতিভূষণ ভট্টাচার্যের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

মন্তেসরী বাল মন্দিরে মন্তেসরী শিক্ষা উপাদানের প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিত হইয়া

তাহাদের বাস্তব ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হইয়াছিল। এমন
বাল মন্দিরের প্রধানা দীপ্তি দেবীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

শরীর বৃত্ত, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যের পরিমাপ এই কয়টি অধ্যায়, প্রস্তুত করিতে ডাঃ বি এন রায় ও ডাঃ মীরা বেরীর নিকট হইতে মূল্যবান্ সাহায্য পাইয়াছি। ডাঃ রায় বিশেষ যত্ন করিয়া আধুনিক গবেষণা এবং নিজ বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুদের উপযোগী সুষম খাদ্য কি করিয়া আমাদের দরিদ্র দেশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনি শিশুকল্যাণকর বহু সেবা কার্যের আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভগবান্ এই মহৎপ্রাণ সাধু ব্যক্তিটির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। তাঁহার মত মহৎ ব্যক্তির প্রীতি ও সৌহার্দ্য অর্জন আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যাঁহারা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পুস্তকের কোন কোন অধ্যায় পাঠ করিয়া এবং আলোচনা দ্বারা আমার চিন্তার প্রকাশকে অধিকতর সুশৃংখল করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ক'জনের নাম বিশেষ আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করিতেছি—অধ্যাপিকা সুনন্দা ঘোষ, শ্রীমতী ভারতী গুহ, শ্রীমতী রাধারাণী সেন, শ্রীমতী সুমিত্রা বসু, শ্রীমতী মিঠু চৌধুরী, শ্রীমতী মমতা চৌধুরী, ডঃ নমিতা চক্রবর্তী ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইহারা কেহ আমার আত্মজা কেহ বা আমার দুহিতোপমা পরম প্রিয়পাত্রী আর কেহ বা আমার শুভানুধ্যায়ী প্রিয় সুহৃদ। ইহাদের প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করি।

গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক বিষণ্ণতার মধ্যে বইখানা লেখা শুরু করি। এ বিশ্বাস ছিল না যে বইখানা সমাপ্ত করিতে পারিব। তবুও ভগবান শক্তি দিয়া এই দুরূহ কাজ এই অক্ষমকে দিয়া করাইয়া নিয়াছেন। আর যে মা ও বোনেরা, কন্যা সমানা আত্মজন ও ছাত্রীরা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুজনেরা নিয়ত সেবা দিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, সাহস দিয়া, স্নেহ ও শুভকামনা দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিতান্ত ধৃষ্টতা। ভগবান ইহাদের কল্যাণ করুণ।

এইস্থানে বিশেষ ভাবে স্বরাজ ভাণ্ডারের তরুণ স্বত্বাধিকারী শ্রীমান বিনয়েন্দ্র চক্রবর্তী ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তী আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়াছেন, পুস্তক প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ প্রকাশক ও লেখকের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ মাত্র ছিল না। ইহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষক শিক্ষিকা অথবা শিশু শিক্ষা ব্যাপারে আগ্রহী পিতামাতার ব্যবহারের জন্য পুস্তকখানা লেখা হইল তাঁহারা ইহা দ্বারা উপকৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এইজন্য দেশী ও বিদেশী বহু লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং কয়েকটি

শিশু বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া সাধ্যমত বিষয়টির বিভিন্ন দিক বুঝিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কোন ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে তাহার প্রতি যদি কেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। আশা করিতেছি, কেবল মাত্র শিক্ষক শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদেরই বইখানা কাজে লাগিবে না, সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং কৌতূহলী পিতামাতারাও এই আলোচনাতে আকৃষ্ট হইবেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৭৭ — বিনীত—

৭, জে. এম্. আর. দাশ. রোড, কলি.-২৬ — বিভুরঞ্জন গুহ

ফোন : ৪৬-৮৯৩৯

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

———

শিশু ভোলানাথের রাজত্বে

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ

আমরা যখন শিক্ষার কথা ভাবি, তখনই পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয়, শ্রেণীবিভাগ, শিক্ষক এসবের কথা ভাবি। একথা অবশ্যই সত্য, আধুনিক শিক্ষার এগুলি অপরিহার্য অঙ্গ। এ শিক্ষাকে আমরা বলি বিধিবদ্ধ শিক্ষা—formal education. কিন্তু এটা শিক্ষা সম্পর্কে একটি সংকীর্ণ ধারণা। ছোট শিশু সংসারে বাপ মা ভাই বোনদের দেখাদেখি কথা বলতে শেখে, হাঁটতে শেখে, খেলতে শেখে, মেলামেশা করতে শেখে। তার চারদিকের প্রকৃতি থেকে সে শেখে পূব দিকে সূর্য ওঠে, রাত্রে চাঁদ আলো দেয়, বাগানে মাটি খুঁড়ে ঢ্যাঁরশ গাছ লাগালে কিছুদিন বাদে ফল ফলে। আবার তার পাশের সমাজজীবন থেকে শিশু শেখে সরস্বতী পূজোর সময় ভোরবেলা স্নান করে, শুকনো শিউলির বোঁটার ছোপানো শাড়ী পরে' পুজোর কাজ করতে হয়, অঞ্জলি দিতে হয়; পরের বাড়ী গিয়ে কোন জিনিষ চাইতে হয় না, 'খারাপ কথা' বলা 'অসভ্যতা'। এসবও কিন্তু শিক্ষার অঙ্গ। এ হোল 'শিক্ষা'র ব্যাপকতর অর্থ। একে বলব 'অবিধিবদ্ধ' শিক্ষা। এ শিক্ষাই সম্ভবতঃ মানুষের জীবনে বেশী মূল্যবান্। শিশুর জীবনে এর প্রভাব অনেক বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ শিক্ষা, ক্লাশ করে', ঘণ্টা মাফিক, রুটিন ধরে শেখানো হয় না সত্য। কিন্তু, এ শিক্ষার মধ্যেও কখনো কখনো উপদেশ, পুরস্কার-তিরস্কার-নির্দেশ থাকে, যদিও প্রধানতঃ এ শিক্ষা অভিভাবন (suggestion) ও অনুকরণ-ভিত্তিক।

হিন্দুদের মধ্যে ধারণা পাঁচ বছরে সরস্বতী পূজোর দিন হাতে-খড়ি' হওয়ার পরেই পড়াশুনা আরম্ভ হবে। রুশো বা হার্বার্ট স্পেন্সার ইত্যাদি বিদেশী শিক্ষাবিদেরাও পাঁচ বছরের পূর্বে বিধিবদ্ধ শিক্ষার বিপক্ষে। তাঁরাও বলেন শিশুকে অযথা তাড়া না দিয়ে, নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বেড়ে উঠতে দেওয়াই উচিত। যখন তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কৌতূহল জাগ্রত হবে, যখন তার মধ্যে প্রশ্ন জাগবে তখনই তাকে শেখানোর প্রকৃত সময়। সে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে, অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিলেমিশে তার ইন্দ্রিয়ের সতেজতা আর পেশী ও অঙ্গসঞ্চালনের নিপুণতা বাড়িয়ে তুলবে—আনন্দের মধ্যে, খেলার মধ্যে, গঠনের মধ্যে নিজ রুচি, প্রবণতা ও শক্তির পরিচয় দেবে। কিন্তু এ বয়সটায় তাকে বিশেষ ছাঁচে গড়বার চেষ্টা না করে', তার নিজস্ব

রূপে গড়ে উঠতে দেবার সুযোগ দেওয়াই উচিত—প্রকৃতির নিজস্ব ধারাকে যতটা সম্ভব কম বাধা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রুশো বলবেন এটা হবে নেতিবাচক শিক্ষার বয়স—তার স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে বাধা না দেওয়াই তার মূল কথা।

প্রাক্-প্রাথমিক বা নার্সারি স্তরের শিক্ষা কি ও কেন?

প্রাক্-প্রাথমিক বা নার্সারী স্তরের শিক্ষা বলতে বোঝায় ২।৩ থেকে ৫।৬ বৎসরের ছেলে মেয়ের খেলা ও নানা আনন্দময় কাজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ সুস্থ জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন। এই স্তরের যে শিক্ষা তা বইপত্র নিয়ে বিভিন্ন 'বিষয়' শিক্ষা নয়। এ হচ্ছে শিশুর আগ্রহ, শক্তি, সামর্থ্য, রুচিকে উদ্দেশ্যমুখী ও সুসম্বদ্ধ করে তুলবার প্রথম স্তর। এখানে অন্য দশটি সমবয়স্ক শিশুর সঙ্গে স্বাধীনতা ও আনন্দের আবহাওয়ায় শিশু নিজেকে আবিষ্কার করে নিজেকে পূর্ণতর ভাবে বিকশিত করবার সুযোগ পায়।

এতদিন পর্যন্ত এ ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশু গৃহেই লালিতপালিত হবে। পারিবারিক পরিবেশেই তার বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য, ভাষাজ্ঞান, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী বিনা আয়াসেই গঠিত হবে। তার পরেই তার দেহমন বিদ্যালয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। এর আগে শিশুকে কোন সুসম্বদ্ধ শিক্ষা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এ স্তরেও যে বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং তার জন্যেও যে বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব, এ কথাটার প্রথম স্বীকৃতি পাই কমেনিয়াসের (১৫৯২-১৬৭০) School of the Mother's Knee এবং The School of Infancy-তে। তিনি বলেছিলেন যে শিশু ৫।৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে যাবে। কিন্তু তার পূর্বেই শিশুর আগ্রহকে অনুসরণ করে মা কোলে বসিয়েই শিশুকে তার চারপাশের নানা জিনিষ ও ঘটনা লক্ষ্য করতে ও বুঝতে শেখাবেন, ভাষা শেখাবেন, গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও নীতির মূল কথাগুলিও শিশুর মনে গেঁথে দেবেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে শিশুমনস্তত্ত্বের অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজ এটা শিশুমনোবিদেরা বুঝতে পাচ্ছেন যে, শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত করে গড়তে গেলে শিশুশিক্ষার আয়োজন ২-৩ বৎসর বয়স থেকেই শুরু করতে হবে।

শিশুর জীবনে ২-৬ বৎসরের বিশেষ তাৎপর্য

শিশুর জীবনে এই কটি বছরের বিশেষ তাৎপর্য কি কারণে? আজ একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবের এই কাল যেমন চিকিৎসাবিদ্যা তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সটাই হচ্ছে সুস্থ জীবন ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযোগী অভ্যাসে হাতেখড়ির বয়স।

স্যার জর্জ নিউম্যান্ বলেছেন পাঁচ বৎসরের নীচে শৈশবকালই হচ্ছে দেহ ও মন গঠনের সবচেয়ে উপযোগী কাল। এই বয়সেই দেহ ও মনের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।[১] শিশু লালন বিদ্যা যে অত্যন্ত দুরূহ বিজ্ঞান—তার জন্যে পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ ও সাধারণ বুদ্ধিই যে যথেষ্ট নয়, তা ক্রমেই আমরা বুঝতে পাচ্ছি। এটাও আমরা বুঝতে পাচ্ছি এই বিশেষ ধরণের উপযুক্ত শিক্ষা বহু পিতামাতারই নাই। তাই প্রয়োজন আছে এমন প্রতিষ্ঠানের যেখানে এমন সব শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা শিশুপালনের এই সব চিকিৎসা-বিজ্ঞানগত ও মনস্তত্ত্বগত জ্ঞানে পারদর্শিণী, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুদের মানুষ করবার ভার নিতে পারেন। এখানে থাকবে মাতৃহৃদয়ের মমতার সঙ্গে শিশুমনস্তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষা ও জ্ঞান।[২]

নার্সারী বিদ্যালয় নিতান্তই বিংশশতাব্দীর সৃষ্টি। নতুন যুগের নতুন প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এর সৃষ্টি হয়েছে। আশ্চর্য কল্যাণকর ও আনন্দময় শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নার্সারী বিদ্যালয়কে বর্তমানে যে রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গোড়াতে কিন্তু সেরূপ ছিল না। তখন তা ছিল দরিদ্র শ্রমিক পিতামাতার সন্তানদের সাময়িক কারাগার মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইংল্যাণ্ডে যখন সন্তানের জননীরা বহু সংখ্যায় কলকারখানায় কাজ নিতে লাগলেন তখন মস্ত সমস্যা দাঁড়ালো, যে সব শ্রমিক পিতামাতা দুজনেই কলকারখানায় কাজ করেন তাঁদের সারাদিন অনুপস্থিতি কালে তাঁদের সন্তানদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করে? কাজেই বুদ্ধিমান্ কলকারখানার মালিকেরা এই ছোট শিশুদের জন্যে ডে-নার্সারী বা ক্রেশ্ (creche) গঠন করলেন। বাপ মা সন্ধ্যার পর কাজের শেষে নিজের সন্তানদের নার্সারী থেকে বাড়ী নিয়ে যেতেন। কি করে এর ক্রমবিকাশ হয়েছে সেটা আমরা পরে দেখব।[৩]

১৯১১ সালে, সুশিক্ষিতা, সহৃদয়া, দূরদৃষ্টিসম্পন্না, অসমসাহসিকা দুই ভগ্নী

১। The age under five is the most susceptible age for body and mind.
Sir George Newman

২। There is only one road to progress,—in education as in other human affairs, and that is: Science wielded by love. Without Science, love is powerless; Without love, Science is destructive.

All that has been done to improve the education of little children, has been done by those who loved them: all that have been done by those who know all that science could teach on the subject. Russell: On Education. p. 185.

৩। Hard-headed industrialists, seeking potential cheap child labour, soon saw the possibility of using these Day Nurseries as places of instruction for training the children of their workers in habits of industry and work and many of the first Nurseries were glorified 'children's work-house' and little else. A. D' Souza: Some aspects of Education in India and Abroad. p. 28

র‍্যাসেল্ ম্যাক্‌মিলান ও মার্গারেট্ ম্যাক্‌মিলান লণ্ডনের বস্তী অঞ্চল ডেপট্‌ফোর্ডে প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নার্সারী স্কুল স্থাপন করেন। তাঁদের এই মনোরম বিদ্যালয়টিই আজও সমস্ত নার্সারী বিদ্যালয়ের আদর্শ হয়ে আছে এবং তাঁদের বিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলেই সমস্ত বিশ্বে আজ নার্সারী বিদ্যালয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

আধুনিক নার্সারী বিদ্যালয় হবে যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রচুর আলোবাতাসে ভরপুর মনোরম উদ্যান ও খেলার মাঠসংযুক্ত সুদৃশ্য গৃহ। এখানে শিশুদের খেলার জন্যে থাকবে অজস্র উপকরণ, ছবি, রঙীন খেলনা, বালি, জল, কাঠের ব্লক্‌স্, প্লাষ্টিসিন্ ইত্যাদি নানা রকম গঠনের উপাদান আর হাতের কাজের জন্যে থাকবে তুলি, রং, রঙীন চক্, কাগজ, কাঠকয়লা ইত্যাদির অকৃপণ আয়োজন। শিশুরা এখানে অবাধ আনন্দে খেলা করবে। নিজের খুশীমত গড়বে, ভাঙবে, দশজনে একত্র হ'য়ে প্ল্যান করবে, গল্প করবে, গান শুনবে, অভিনয় করবে এবং এরি মধ্য দিয়ে তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি তীক্ষ্ণতর হবে, তারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীসঞ্চালনে নিপুণতা অর্জন করবে এবং স্বাধীন আবহাওয়ায় সুস্থ সুন্দর জীবনের ভূমিকা গঠন করবে।

আধুনিক নার্সারী স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৪০।৫০-এর অধিক নয়। এর পরিবেশ হৃদ্য ও ঘরোয়া—এ যেন স্নেহপূর্ণ গৃহেরই এক বৃহত্তর রূপ—an ideal home writ large. কিন্তু গৃহে যে আবদ্ধতা আছে এখানে তা নেই—এখানে আছে খোলা আলোবাতাসের মুক্ত আবহাওয়া—ছুটাছুটি হৈ-হল্লা করবার অবাধ স্বাধীনতা—যা অধিকাংশ গৃহেই থাকে না। আর আছে অন্য দশটি ছেমেমেয়ের সঙ্গে মিলেমিশে জীবনের পরিধি বিস্তারের সুযোগ।

নার্সারী বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ই প্রত্যেক শিশুকে ভাল করে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয় এবং কোন রোগ থাকলে তৎক্ষণাৎ তার সংশোধনের ব্যবস্থা হয়। এখানে শিশু স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সুঅভ্যাস গঠন করে, স্বাস্থ্যকর খাদ্য পায় ও খোলা আলোবাতাসে খেলাধুলার মধ্যে দিনের কয়েক ঘণ্টা কাটায়। দুপুরবেলা শিশুদের বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ফলে নার্সারী বিদ্যালয়ে এসে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েরই স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। যদিও শিশুরা স্কুলে কয়েক ঘণ্টা থেকেই তাদের অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে ফিরে যায় এবং ছুটির দিন বাড়ীতেই কাটায়, তথাপি এই নার্সারী স্কুল থেকে দেহের যে স্বাস্থ্য ও মনের যে স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত যে সুঅভ্যাসগুলি গঠন করে তা নষ্ট হয়ে যায় না। তা ছাড়া, তারা এখানে শিখে আত্মনির্ভর হতে, নিজের মৌলিক দৈহিক প্রয়োজনগুলি নিজেই মেটাতে। মিস্ মার্গারেট্ ম্যাক্‌মিল্যান্ তাঁদের বিদ্যালয়ে শিশুদের যে আশ্চর্যজনক উন্নতি ঘটে তার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর বইয়ে।[১] এটা নার্সারী স্কুলে শিক্ষার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব।

১। Margaret Macmillan. The Nursery School.

কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয় শিশু চিকিৎসালয় নয়। শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এটাই নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপনের একমাত্র যুক্তি নয়। এর সপক্ষে প্রবল মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিও রয়েছে। শিশু মনোবিদ্‌রা এটা জেনেছেন ২২ থেকে ৩ বৎসরের সময় শিশু গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে। মা বাবা এবং পরিবার পরিজনের স্নেহ ও সঙ্গই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়; সে চায় তার বয়সী আর দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গ। অবশ্য মায়ের ভালবাসাও সে ছাড়তে চায় না। কিন্তু শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে সমবয়স্ক অন্য শিশুর সঙ্গও নিতান্ত প্রয়োজন। নার্সারী স্কুল শিশুদের এই মৌলিক প্রয়োজনটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মেটায়। তা ছাড়া, শিশুর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—ছবি-আঁকা, বাড়ী-গড়া, গান, অভিনয়, খেলার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ খোঁজে। নার্সারী বিদ্যালয়ের এই দিকটি অত্যন্ত মূল্যবান্। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারে শিশুর এই মৌলিক প্রয়োজনটি মিটাবার ব্যবস্থা থাকে না।[১]

নার্সারী বিদ্যালয়ে 'ইস্কুল-ইস্কুল ভাবটা' থাকে না। এখানে অনেক শিশুকে বিভিন্ন 'ক্লাশ'-এ ভাগ করে', ঘণ্টা মেপে 'লেখা-পড়া' শেখানো হয় না; বাস্তবিকপক্ষে অনেক নার্সারী বিদ্যালয়ে ঘণ্টার বালাই নেই। এখানে শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে', অথবা আলাদা আলাদা,—নিজেদের আগ্রহ, সামর্থ্য ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী খেলাধুলা ও কাজ করতে দেওয়া হয়। শিক্ষিকারা এখানে শিশুদের খেলার সাথী, তাদের সাথে খেলা করেন, তাদের উৎসাহে তাল দেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, তাদের যখন কোন খেলায় বা হাতের কাজে মন লাগে না দেখেন, তখন তাদের গান শোনান, তাদের গল্প বলেন, অথবা বিশ্রাম করতে দেন। এখানে শিশুই রাজা—তার প্রয়োজন, তার আনন্দ, তার বেড়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আয়োজন। গৃহে বড়দের রাজত্ব—কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুই কেন্দ্র—শিশুর স্বার্থই একমাত্র বিবেচ্য। এই স্বাধীনতা ও আনন্দের আবহাওয়াতেই শিশুর দেহ, মন, বুদ্ধি, আগ্রহ, উদ্যম—এক কথায় তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশ ঘটে। ফ্রোএবেল্, মন্তেসরী, সুজান্ আইজ্যাকস্ ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিকেরা এই

১। The people who started the nursery school idea said. "All small children need a chance to be with other children, not just the one whose mothers are working. All young children need space, music, paints and clay to enrich their spirits." Furthermore, they said : it isn't enough that a person who is going to take charge of young children should just love them : she must understand them, too ; and that means going to a training school for nursery school teachers.

Spock : Pocket Book of Baby & Child Care. (38th printing) p. 276

বিষয়ে একমত যে শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের পটভূমিকাটি ২।৩ থেকে ৫।৬ বছরের মধ্যেই স্থাপিত হওয়া উচিত।[১]

সমস্ত শিশু-শিক্ষার মূলসূত্রটি আধুনিক শিক্ষাবিদেরা পেয়েছেন রুশোর কাছ থেকে। তাঁর 'এমিল্' (Emile) গ্রন্থে তিনি বলেছেন "প্রত্যেক শিশুর মনের নির্দিষ্ট একটি গঠন ও প্রবণতা আছে। তাকে সে অনুযায়ীই চালিত করতে হবে। আর শিক্ষকের চেষ্টা সফল হতে হ'লে, প্রত্যেক শিশুকে তার মানসিক গঠন অনুযায়ীই—তার নির্দিষ্ট প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ীই চালনা করতে হবে।" তাই নার্সারী বিদ্যালয়ে কোন 'ক্লাশ' নেই প্রত্যেক শিশুকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়ার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু শিশুর এই স্বাধীনতা অবাধ মনে হলেও, বাস্তবিকপক্ষে, তাদের খেলা ও কাজ সুপরিকল্পিত ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যচালিত। যদিও নার্সারী বিদ্যালয়ে, মন্তেসরীর ভাষায়, শিক্ষিকা 'পশ্চাৎপটে' থাকবেন, তথাপি, বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর প্রকৃতি তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন এবং প্রত্যেকটি শিশুর খেলা ও কাজ তার বিকাশের স্তর, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ীই নির্বাচিত ও পরিকল্পিত হয়।[২]

যদিও রুশোর শিক্ষাদর্শই আধুনিক শিশুশিক্ষানীতির মূল তথাপি তাঁর এই মত আধুনিক শিশুশিক্ষাবিদেরা গ্রহণ করেন নি যে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুকে কোন অভ্যাস-গঠনে নিশ্চেষ্ট থাকতে হবে: "কেবল এই অভ্যাসটিই শিশুকে আয়ত্ত করতে দেওয়া হবে যে সে কোন অভ্যাসই আয়ত্ত করবে না— The only habit the child should be allowed to form is to contract no habit whatsoever. এমন কি, তাঁর মতে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্তও শিশুকে ইতিবাচক ভাবে কিছু শেখাবার চেষ্টা করা হবে না—সময়ের সদ্ব্যবহার করে' তাকে দিগ্‌গজ করবার জন্যে তাড়াহুড়া করা হবে না—এখনও শিক্ষার

১। S. Isaacs: The Children We Teach. p. 3.

২। So much for his or her physique. Mentally he is alert, sociable eager for life and new experience. He can read and spell perfectly or almost perfectly. He writes well and expresses himself easily. He speaks good English and also French. He can not only help himself but he or she has for years helped younger children. He or she can count and measure and design and has had some preparation for Science. His first years were spent in an atmosphere of love and calm and fun, and his last two years were full of interesting experiences and experiment. In short, the nursery school, if it is a real place of nurture and not merely "a place where babies are minded" till they are five, will affect our whole educational system very powerfully and very rapidly.

Macmillan. The Nursery School.

সূত্র হবে' সময় বইয়ে দেওয়া, সময় বাঁচানো নয়—Not to gain time, but to lose time. কিন্তু ফ্রোয়েবেল একেবারে শিশুকাল থেকেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করার পক্ষে ; কারণ তখন তার মন সবচেয়ে বেশী গ্রহণেচ্ছু। ফ্রোয়েবেল্ বলেছেন, জীবনের প্রথম স্তরে শিশু কৌতূহল দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে, তার চারপাশের জিনিষ-পত্রকে গাছ পাতা পশু পাখীকে পর্যবেক্ষণ করবে, সম্ভব হ'লে তাদের নাড়াচাড়া করে দেখবে—সে তখন বাইরকে নিজের ভিতরের জিনিষ করে নিচ্ছে—making the external internal. তখন সে মেঘ রৌদ্রের খেলা দেখবে, লক্ষ্য করবে ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে নানা ফুল ফলের আবির্ভাব। নানা প্রশ্ন তার মনে জাগবে, নানা ছাপ পড়বে তার মনের মধ্যে। আর একটু বড় হলে সে চাইবে নিজের মনের ভাব, ইচ্ছা, কল্পনাকে ছবিতে প্রকাশ করতে, মাটি দিয়ে, পাতা দিয়ে, কাঠের টুকরো দিয়ে গড়তে। এভাবে সে নিজেকে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করবে—নিজের শক্তি সম্বন্ধে সানন্দে সচেতন হবে।

মন্তেসরীও রুশোর মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে তিন থেকে পাঁচ বৎসরই সমস্ত ইন্দ্রিয় (বিশেষতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়) সর্বাপেক্ষা গ্রহণেচ্ছু, সে সময় ইন্দ্রিয়ের যে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা থাকে, সে সময়টি পার হয়ে গেলে আর তা কখনও ফিরে পাওয়া যায় না। তাঁর শিক্ষানীতিতে স্পর্শের সাহায্যে শিক্ষাই শিশু শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। দ্রব্যের আয়তন, আকার, গুরুত্ব, ঘনত্ব এবং তলের কর্কশতা, মসৃণতাবোধ ইত্যাদি শিশু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শেখে। ইন্দ্রিয় অনুভূতির শিক্ষা (sense training) ও পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুসমন্বিত সঞ্চালনের শিক্ষাই (motor training) সমস্ত শিশুশিক্ষার ভিত্তি। মন্তেসরী মনে করেন যে সমস্ত শিশু বুদ্ধির দিক থেকে অনগ্রসর, তাদের ইন্দ্রিয়গুলির শৈশবে যথোচিত চর্চা হয় নি বলেই তারা পেছিয়ে পড়েছে এবং আবার ইন্দ্রিয়গুলির চর্চা দ্বারাই তাদের বুদ্ধিকে অনেকটা স্বাভাবিক করা যেতে পারে, যদিও তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। যে ছেলেমেয়েরা সুস্থ, তাদের যথোচিত শিক্ষার জন্যও মন্তেসরীর আশ্চর্য সুন্দর শিক্ষা-উপাদানগুলি পরিকল্পিত। ২½ বছর থেকেই শিশুরা এই উপাদানগুলি খেলাচ্ছলে নাড়াচাড়া করে তাদের বিকাশের স্তর অনুযায়ী তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল ইন্দ্রিয়জ্ঞান লাভেও সুশৃংখল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চঞ্চালনে পটু হ'য়ে ওঠে। এ শিক্ষা-উপাদানগুলি বয়স বৃদ্ধি অনুযায়ী এবং বিকাশের স্তর অনুযায়ী ক্রমশঃ জটিলতর এবং এমনই সুন্দর ভাবে এগুলি পরিকল্পিত যে, শিশু নিজেই নিজের ভ্রম সংশোধন করে নির্ভুল জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। শারলট্ বুহ্লার শিশুদের খেলার সরঞ্জাম নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। তাঁরও মত যে শিশুর সুস্থ ও সুষম বিকাশের পক্ষে ২½ বৎসর থেকে এ সমস্ত উপাদান শিশুর সামনে সুপরিকল্পিত ভাবে উপস্থাপন অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। এই উপাদানগুলির ব্যবহারের দ্বারাই শিশুদের অনুসন্ধিৎসা, মনোযোগ, একাগ্রতা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা, সাহস,

ধৈর্য, সংগঠনশক্তি সবই সুষম বিকাশলাভের সুযোগ পায়। নার্সারী স্কুলে শিক্ষায় শিশুরা এ বিশেষ সুযোগ পায়, যেটা অধিকাংশ গৃহে পাওয়া সম্ভব নয়।

উইলিয়ম্ জেম্‌সেরও মত যে সুশিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে সুঅভ্যাস গঠন এবং শৈশবই হচ্ছে সুঅভ্যাস গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট কাল সুতরাং সুঅভ্যাস গঠনের জন্য পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা উচিত, রুশোর এই মত জেমস্‌ও গ্রহণ করেন না।

শিশুর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও সমাজজীবনবোধের সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ. কিন্তু গেসেল্ ও সুজান্ আইজ্যাক্‌স্ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে শিশুর অনুভূতি জীবনের তৃপ্তি ও সুসামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বেশি জোরের সঙ্গে বলেছেন। তাঁদের মতে ২½ বৎসর থেকে ৫ বৎসর, শিশুর অনুভূতিজীবনের সুস্থতার দিক থেকে বিশেষ সংকটময় কাল। এ বয়সে শিশুদের প্রক্ষোভের সংখ্যা বেশী না হলেও তারা প্রবল ও শিশুর জীবনে তারা বিষম আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় এই প্রক্ষোভগুলিকে সুসংহত ও কল্যাণকর পথে চালিত না করতে পারলে, অথবা এগুলির উপযুক্ত সুস্থ প্রকাশের সুযোগ না থাকলে তারা অবদমিত হয়ে ভবিষ্যতে শিশুর মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত করবে এমন আশঙ্কা থাকে। নার্সারী স্কুলে খেলা, গান, ছবি আঁকা, অন্য শিশুদের প্রীতিপ্রদ সঙ্গ তাদের প্রক্ষোভকে প্রশমিত করে এবং গঠনাত্মক পথে তাদের চালনা করে শিশুকে সুস্থ রাখে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের ২-৬ বৎসরের 'শিক্ষাব্যবস্থা' শিশুর সুস্থ সতেজ ব্যক্তিত্ব গঠনের ভূমিকা গঠনের কাল। এ সুপরিকল্পিত শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে কেবলই অর্থহীন খেলাধুলা মনে হ'লেও, বাস্তবিকপক্ষে এই স্বাধীন, আনন্দময় জীবনের শিক্ষাই পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের 'বিধিবদ্ধ' শিক্ষার পথ সুগম করে দেয়। মার্গারেট্ ম্যাক্‌মিলান নিজ অভিজ্ঞতা থেকে স্থির-নিশ্চিত যে নার্সারীর স্বাধীনতা ও আনন্দের আবহাওয়াতে শিশুরা অনেক বেশী শেখে এবং তা অনেক ভালভাবেই শেখে। যারা নার্সারী শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে প্রথমেই প্রাথমিক স্কুলে এসে ভর্তি হয় তাদের তুলনায় নার্সারী বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা আসে, তারা শুধু স্বাস্থ্য, উৎসাহ, সামাজিক গুণেই শ্রেষ্ঠ হয় না—বুদ্ধিবৃত্তি এবং ভাষা শিক্ষার দিক থেকেও তারা উৎকৃষ্টতর। যদিও নার্সারী স্তরে সচেতন ভাবে ভাষা শিক্ষাদানের কোন চেষ্টা হয় না, তথাপি, গল্প, অভিনয়, অন্য দশটি ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ, ছবি, ছড়া—এসবের মধ্য দিয়েই শিশুরা অনেক সহজে, বিনা আয়াসে, শাসন তাড়ন ব্যতিরেকেই চমৎকার ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করে।

Questions :

(1) What are the characteristics of Pre-Primary education ? Discuss fully.

(2) Is it wise is begin the education of the child before five years of age ? Discuss critically.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নাসারী বিদ্যালয়ের উপযোগিতা

শিক্ষার উদ্দেশ্য : সত্যিকার 'মানুষ' গড়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই মানুষ শুধু স্বার্থপর একক মানুষ নয়। সে সমাজের জীবন্ত অঙ্গ। সে সমাজজীবনের অংশভাগী। সমাজকে সুন্দরতর করে গড়বার দায়িত্বও তার রয়েছে। যে মানুষ, সে উপায় মাত্র নয়, তার নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু সে অন্য দশজন মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে নিজের ক্ষমতা ও প্রবণতা, যোগ্যতা, কুশলতা অনুযায়ী সতেজে এবং সানন্দে নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায় বিকশিত হবে। এই হচ্ছে সমস্ত সুশিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে চলবার অভ্যাসও যেমন শিক্ষার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত হয়, তেমনি প্রয়োজন হলে সমাজের কুসংস্কার, মূঢ়তা, ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করবার ক্ষমতাও সুশিক্ষার অঙ্গ। শিক্ষা ব্যক্তিরই উৎকর্ষ সাধন করে না, সমাজকেও সবল করে। এই দুই আদর্শ পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর পরিপূরক।

শিক্ষার মূলে রয়েছে শিশুর মৌল সংস্কার, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা, ও রুচি। কিন্তু তা শিক্ষার স্থূল উপাদান মাত্র। শিক্ষার কাজ হবে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দেশ্যাভিমুখী পরিচালন। শিশু যেমন নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে আত্মবিকাশের (self-unfoldment) পথে অগ্রসর হবে তেমনি শিক্ষক এবং বিদ্যালয় দ্বারা তার অভিজ্ঞতা পুষ্টিলাভ করবে, তার অভিজ্ঞতার সংস্কার সাধন ও পুনর্বিন্যাস ঘটবে—যাতে সে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে বিকশিত হতে পারে এবং সমাজজীবনে নিজ স্থানটি খুঁজে পেতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু কর্মজগতে কুশলতা নয়। অবসরকাল কি ভাবে সানন্দে ও গঠনমূলকভাবে উপভোগ করা যায় তাও শিক্ষার অঙ্গ।

একটি আধুনিক নাসারী বিদ্যালয়ের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি :

একটি আধুনিক নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন সম্প্রতি হাতে এসেছে। তাতে সুন্দর করে এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রকাশ করা হয়েছে :

When your children have grown to manhood and womanhood, there will be many things that happened in childhood that they will forget. But they will be influenced all thier lives long by the school days which made thier childhood years rich and happy. Give them the best *now.*

Our Aim

The child's happiness and the normality of his all-round development depend on his finding the *freedom* to work at his self-construction, in *obedience* to the laws that govern human development, in an *environment* especially prepared for this purpose, containing *means of development* that enable him to utilize fully all the great powers that are his during the period of fundamental development, with the suitable *help of adults specially trained* for the purpose.

"যখন আপনার সন্তানেরা বড় হবে,—বয়স্ক নরনারীতে পরিণত হবে তখন তারা তাদের বাল্যকালের অনেক ঘটনাই ভুলে যাবে। কিন্তু তাদের বাল্য ও কৈশোরের বিদ্যালয়ে যে আনন্দময় ও সমৃদ্ধ দিনগুলি কাটিয়েছে, তা দ্বারা তারা সমস্তজীবন প্রভাবিত হবে। তাই এই বাল্যকালে যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই তাদের দিন।

আমাদের উদ্দেশ্য

শিশু আনন্দিত হবে, সুখী হবে,—এবং তার স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি ঘটবে যদি সে নিজ আত্মসংগঠনের **স্বাধীনতা** পায়; সেই স্বাধীনতা অবশ্য মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের অমোঘ **নিয়মাধীন**; এই স্বাধীন আত্মবিকাশের সুযোগ বিশেষ যত্নের সঙ্গে সংগঠিত কোন পরিবেশেই কেবলমাত্র সম্ভব; এই পরিবেশে শিশুর স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন **বিকাশের উপযোগী ব্যবস্থা** থাকতে হবে। এই উপায়গুলির ব্যবহার দ্বারা তাদের জীবনের সর্বাধিক বিকাশমান বয়সে, যে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে তারা জন্মেছে তার সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হবে; একাজে তাদের যথোচিতভাবে সাহায্যের জন্যে আছেন **বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষিকা**।"

প্রাক্-প্রাথমিক পর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

সহজেই অনুমেয় যে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের (২ থেকে ৬ বৎসর) কতগুলি নিজস্ব প্রয়োজন এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিশুরা বয়স্কদের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র নয়। তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, মূল্য আছে। তাদের জীবনের প্রতিটি দিন, তাদের কাছে আনন্দময় ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, তা পরিপূর্ণভাবে সত্য। তাদের খেলা ধুলা, কল্পনা, রাগ, অভিমান 'ছেলে-মানুষী' নয়। রুশো এই কথাটি বারে বারে বলেছেন যে, বয়স্ক ব্যক্তি শৈশব, কৈশোরের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেই বয়স্কতা লাভ করেছে। শিশুদের সেই শৈশব ও কৈশোরের অধিকার কেড়ে নিয়ে আমরা তাদের নিরানন্দময় বিদ্যালয়ের কারাগারে বন্দী করে, জোর করে, শাস্তি দিয়ে, তাড়না দিয়ে 'বুড়ো বুড়ো' জ্ঞানের বইয়ের কথা গিলিয়ে দেবার

চেষ্টা করে যে পাপ করি, তার মার্জনা নেই। তিনি বললেন, শিশুকে শিশু হয়েই বাঁচতে দাও, বাড়তে দাও .তার মনকে, তার আনন্দকে জানো, এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাই তাকে দাও।

নার্সারী স্তরে শিশুর যে জীবন তার পরিধিও যেমন ছোট তেমন তার গঠনও অনেক সরল। এ বয়সে তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদা স্বল্প, কিন্তু জীবনের মৌল প্রয়োজনের সঙ্গে তারা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই স্তরে তাদের শিক্ষার বেলায় তাদের মনের অপরিণত অবস্থার কথা স্মরণ রাখতে হবে। তা ছাড়া তাদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে কি জাতীয় অভিজ্ঞতার তারা সম্মুখীন হতে পারে, তাও চিন্তা করে দেখতে হবে। কিন্তু এইটি হোল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়স যখন নানা সু ও কু.অভ্যাস তারা আয়ত্ত করবে এবং সেগুলিই হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুসঙ্গতি বা অপসঙ্গতির ভিত্তি। তাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে এবং এই শিশুস্তরে যদি তারা মৌলিক কতগুলি সদভ্যাস গঠন করতে সমর্থ হয়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের সুস্থ, সতেজ ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তা না হলে, আশঙ্কা থাকবে ভবিষ্যতে তাদের অসুখী ও অসুস্থ হওয়ার। তাই এ স্তরে শিক্ষার গুরুত্ব অসামান্য। কিন্তু এই শিক্ষা শুধু বুদ্ধির নয়। শিশুর অনুভূতির জীবন সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানিরা অনেক বেশী সচেতন হয়েছেন। ফ্রয়েড-পন্থীরা এই অনুভূতির জীবনের সঙ্গে নির্জ্ঞান মনের গভীর যোগ আবিষ্কার করেছেন এবং এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে শৈশবের অনুভূতির জীবন তৃপ্তিকর না হলে, নানা মানসিক বৈকল্য ভবিষ্যতে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম হোল কর্মচঞ্চলতা। খেলাধুলা, হাতের কাজ, গান, অভিনয়, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তার জীবনের মৌল চাহিদাগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে শিশুদের মনে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে। নানা সুকুমার বৃত্তির অঙ্কুরও সমবয়সী অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সাহচর্যে ও বন্ধুত্বে ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করবে। এই স্তরে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে সুস্থ, নির্মল, উৎসাহ ও মমতাপূর্ণ পরিবেশ। এ শিক্ষায় শিক্ষিকার দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। এবার দফাওয়ারী **নার্সারী শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি** বিবেচনা করবো :

১। দেহের মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, মলমূত্র ত্যাগ, অঙ্গ সঞ্চালন ও ঘুম এ কয়টির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির প্রধান কয়েকটি অভ্যাসে ছেলে মেয়েদের অভ্যস্ত করাতে হবে। তারা যাতে যথাসময়ে মলমূত্র ত্যাগ করে, পরিষ্কার করে হাত মুখ ধোয়, দাঁত মাজে, যথাসময়ে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, নিয়মিত সময়ে ব্যায়াম বা খেলাধুলা করে, এবং জামা কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

২। তাদের চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে যাতে তাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়, যাতে শিশু প্রশ্ন করতে, ফুল, পাতা, বল খেলনা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে

তাদের সম্পর্কে মনোযোগী হতে, স্বাধীনভাবে কিছু চিন্তা করতে আগ্রহান্বিত হয়, তেমন ব্যবস্থা থাকতে হবে। সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে শিশুর বয়স ও বিকাশের স্তর অনুযায়ীই তার চার পাশের সব জিনিষগুলি হয়। আর যা সে গঠন করবে (যেমন, বালি দিয়ে ঘর বানানো, বিল্‌ডিং ব্লক্‌স্‌ দিয়ে সাঁকো তৈরী, রং পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকা) তাও যেন তার বয়স ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী আগ্রহসঞ্চারী হয়।

৩। ভাষার সহজতম গঠন (structure) শিশু এ বয়সেই আয়ত্ত করবে ; সে অন্যদের কথা মোটামুটি বুঝবে এবং সহজ অথচ বিশুদ্ধভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ যাতে করতে পারে সেটুকু বুদ্ধির বিকাশ যাতে হয় তা দেখতে হবে। অবশ্য ব্যাকরণের নিয়ম এ স্তরের জন্য নয়।

৪। রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভ এ বয়স থেকেই শিশুকে কিছুটা সংযত করতে শেখাতে হবে। এ বয়স থেকে অন্য দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ ও খেলার অভ্যাস তার আয়ত্ত করতে হবে। বড়দের সঙ্গে বা পরিবারের বাইরে অন্য মানুষের প্রতি বাঞ্ছনীয় ও শোভন দৃষ্টিভঙ্গী এ বয়স থেকেই গড়ে তুলতে হবে। উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ শিশুদের শিক্ষায় সু-অভ্যাস গঠনকেই সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন।

৫। সহজ সুন্দর ছবি বা হাতে গড়া জিনিষের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এ বয়স থেকেই সুরুচি এবং সৌন্দর্যবোধ শিশুদের মনে অঙ্কুরিত করতে হবে। এরই নাম সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী (healthy attitudes)।

৬। তার বয়স অনুযায়ী শিশু স্বাবলম্বী হবে এবং এই স্তরেই সে সমাজজীবনের মূলরীতি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আয়ত্ত করবে।

ছেলে মেয়েরা প্রত্যেকেই এক একজন বিশিষ্ট সত্তা। তারা সকলেই যে নার্সারী স্কুলের শিক্ষাদ্বারা সমানভাবে উপকৃত হবে এমন আশা করা যায় না। প্রত্যেক শিশুর গ্রহণ ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে, এ শিক্ষা তার স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশের পক্ষে কতটা সহায়ক হবে। শিশুদের শারীরিক-মানসিক-আনুভৌতিক গঠন এবং কর্মপ্রবণতা বা কুশলতার যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি যে শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের পরিচালন করেন, শিক্ষা দেন, তাঁদের নিষ্ঠা, সততা ও শিক্ষাগত নৈপুণ্যের উপরও শিক্ষার সুফল অনেকখানি নির্ভর করবে। কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ের ঘরোয়া এবং অ-জটিল পরিবেশে এবং অভিজ্ঞ বয়স্কদের পরিচালনায় এবং আরো প্রায়-সমবয়স্ক ছেলে মেয়েদের আনন্দময় সংসর্গে প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত এবং সামাজিক শিক্ষা নিশ্চয়ই অনুকূল পথেই প্রবাহিত হবে এ আশা করা অন্যায় নয়।

কিণ্ডার গার্টেন স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

কখনও কখনও ২ থেকে ৪ বৎসর স্তরকে নার্সারী এবং তারপর পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত স্তরকে কিণ্ডারগার্টেন বলা হয়। অবশ্য এ স্তরবিভাগ খুব কড়াকড়ি ভাবে

করা যায় না। তার কারণ, অনেক নার্সারী বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ছয় বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে যে ছয়টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যথা, জীবনের মৌল প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাবার উপযোগী স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সুঅভ্যাস গঠন, চারদিকের দ্রব্য ও ঘটনা সম্পর্কে কৌতূহল উদ্রেক, ভাষা শিক্ষায় ও ভাষা ব্যবহারে প্রথম পদক্ষেপ, অনুভূতির জীবনের সংযমন ও শাসনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা, সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগরিতকরণ, স্বাবলম্বন ও সামাজিক সচেতনতা—সেগুলি এই কিণ্ডারগার্টেন স্তরে শিক্ষারও উদ্দেশ্য বটে। তবে এই স্তরে শিশুদের বয়স একটু বেশী। তারা সব দিক দিয়েই নার্সারী স্তরের শিশুদের চেয়ে কিছুটা পরিণত, সুতরাং তাদের শিক্ষার পদ্ধতি নার্সারির তুলনায় অধিকতর বিধিবদ্ধ এবং শিক্ষার উপকরণগুলিও অধিকতর সুসম্বদ্ধ ও স্তর-বিভক্ত। নার্সারী স্তরের মত খেলনাগুলি যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য নয়। তাই কিণ্ডার-গার্টেনে দেখা যায় শিশুদের কাজের ঘর ও খেলার ঘরের (work-shop and play room) অধিকতর সুপরিচালিত ব্যবস্থা। এ স্তরে ক্রমশঃ মায়ের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা আরো বেশী গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়। এটা অবশ্য নার্সারী স্তর থেকেই সুরু হবে। তাই যারা নার্সারীতে শিক্ষালাভ করে আসে সে সব ছেলেমেয়েদের পক্ষে কিণ্ডারগার্টেনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা সহজতর হয়। বিদ্যালয় পরিবেশ যত ঢিলাঢালাই হোক্ না কেন, কিছুটা নিয়ম-কানুন শৃংখলার বন্ধন থাকেই। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম স্তরে সঙ্গতি স্থাপনের (adjusment) অসুবিধা ছেলেমেয়েদের যেমন হয়, শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষেও তা হবার সম্ভাবনা।[1]

প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

গান্ধীজী আমাদের দরিদ্র গ্রাম-কেন্দ্রিক দেশের সব শিশুদের জন্য একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাবিধির পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ব্যাপী গভীর চিন্তার পর রচনা করেছিলেন। পরে এই পরিকল্পনাই বহু আলোচনার পর জাকীর হুসেন কমিটির রিপোর্ট হিসাবে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত নতুন শিক্ষাবিধি (নঈ তালিম) বা বুনিয়াদী শিক্ষার দলিল বা ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কয়টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ

১। সমস্ত শিক্ষাই হাতের কাজের মাধ্যমে দিতে হবে। সুতাকাটা, কৃষি ইত্যাদি সমাজজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক কয়েকটি হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে (basic craft) অনুবন্ধ প্রণালী (method of correlation) অনুসরণ করে নানা জ্ঞানের বিষয় যথাসম্ভব মুখে মুখেই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।

১। তবে এটা দেখা যায়, যারা পূর্বে নার্সারী বা কিণ্ডার গার্টেনে শিক্ষা করে এসেছে তারা অনেকটা সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

২। সমস্ত শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হবে। এ শিক্ষায় ইংরাজী ভাষার কোন স্থান থাকবে না।

৩। সমস্ত শিক্ষাই "সমগ্র গ্রাম সেবা"-র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই পরিচালিত হবে।

৪। স্বাবলম্বন, পরিচ্ছন্নতা, কর্মে নিপুণতা, আত্মসংযম ও দেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুস্থ সুষম সমগ্র ব্যক্তিত্ব গঠনই হবে সমস্ত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৫। এই শিক্ষা যথাসম্ভব স্বয়ম্ভরতা লাভ করতে চেষ্টিত থাকবে। শিক্ষক ও ছাত্রদের শ্রমে যে উৎপাদন হবে, তা বিক্রী করে বিদ্যালয়ের ব্যয় যথাসম্ভব নির্বাহ করতে হবে।

৬। এই শিক্ষা সরকারের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করবে না এবং সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে না।

প্রাক্-বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে পৃথকভাবে কোন নির্দেশ প্রথমে ছিল না। পরে এ স্তরের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং এ স্তরের জন্য কর্মসূচী রচিত হয়। কিন্তু প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় বেশী নাই এবং এর সরকারী কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী সুপ্রচারিত নয়। বহু চেষ্টা করেও ওয়ার্ধা তালিমী সংঘ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্ বুনিয়াদী স্তরের কর্মসূচী সংগ্রহ করতে পারিনি। বিভিন্ন প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করে জেনেছি যে শিক্ষিকারাই সেখানে নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী এবং নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কর্মসূচী স্থির করেছেন। শ্রীমতী কণা সেন (সুরুল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা এবং পূর্বে তিনটি প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রধানা ছিলেন) এ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করে যা জানিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হচ্ছে প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি নার্সারী বিদ্যালয় নয়, বা কিণ্ডার গার্টেনও নয়। এদের আর্থিক সঙ্গতি সামান্য এবং নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেনের মত দামী শিক্ষা বা ক্রীড়া-উপকরণ এদের নাই। এদের শিক্ষা পদ্ধতি নিতান্ত দেশীয় পদ্ধতিতে দাওয়ায় মাদুর পেতে। এ শিক্ষা আবাসিক নয়। তবে এ সব বিদ্যালয়েও শিশুর স্বাভাবিক উৎসাহ, আগ্রহ ও আনন্দকে অবলম্বন করে, শিশুদের নিজেদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানো সম্বন্ধে স্বাবলম্বী এবং সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। এখানেও শিক্ষার উপায় হচ্ছে খেলাধুলা, ছড়া, গল্প, ছবি আঁকা, হাতের কাজ ইত্যাদি। সমস্ত শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে। "প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ৩টি।

১। শিশুর সদভ্যাস গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২। বিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে শিশুকে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে দেওয়া।

৩। শিশুর বয়স, প্রবণতা এবং গ্রহণের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তার সাধারণ শিক্ষা পরিচালিত করা তথা শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।"

আর গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে গিয়ে শিশুরা যাতে ভর্তি হতে পারে, সে অনুযায়ী তাদের বর্ণ পরিচয়, হাতের লেখা, অংক, ইত্যাদি শিখিয়ে দেওয়া।

আদর্শ নার্সারী ও কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়ের আবশ্যিক উপাদান

যে কোন উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে এ কয়টি উপাদান অত্যাবশ্যক : একটি আনন্দময় পরিবেশ। এখানে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যেক শিশুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকবে। এই বিকাশ যাতে সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস হয়, সে জন্য খেলাধুলা এবং নানা প্রকার শিশুমনস্তত্ত্ব-সম্মত উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহারের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের চেয়ার, ডেস্ক, সরঞ্জাম সবই শিশুদের মাপে হবে। সেগুলি ছোট, নীচু ও হাল্কা হবে। এই উপকরণগুলি যাতে প্রত্যেকটি শিশু তাদের পরিণতির স্তর অনুযায়ী ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্যে থাকবেন, মমতাময়ী সুশিক্ষিতা সুশিক্ষিকার দল। শিশুদের যথাসময়ে উপযুক্ত খাদ্য, বিশ্রাম ও শারীরিক মৌল প্রয়োজন মেটাবার সুব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। নার্সারী বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি শিশুর বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। শিশুদের সামাজিক জীবনের শোভন রীতিতে অভ্যস্ত করানো নার্সারী শিক্ষার একটি অবশ্য কাজ। প্রত্যেক শিশুর দৈহিক, মানসিক বিকাশের সযত্ন ধারাবাহিক রেকর্ড প্রত্যেক শিশু বিদ্যালয়েই রাখতে হবে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আর একটা দিকও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু ছেলে মেয়ে থাকবে যারা বুদ্ধির দিক থেকে, প্রক্ষোভের দিক থেকে, আচরণের দিক থেকে বা সামাজিক সুসঙ্গতির দিক থেকে ব্যতিক্রম। গোড়া থেকেই সুপরিচালিত হলে এদের অধিকাংশেরই সংশোধন সম্ভব। অন্ততঃ এ জাতীয় শিশুদের পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের সহযোগিতায় এবং প্রয়োজন হ'লে অভিজ্ঞ শিশু মনোবিজ্ঞানী এবং শিশুচিকিৎসকের সাহায্যে এ সব শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ বা তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুতরাং উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশু-বিশেষজ্ঞ মনোবিদ ও শিশু-চিকিৎসক অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে বিকার নিবারণই প্রধান কাজ ; সংশোধন বা চিকিৎসা গৌণ।

নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা

এটা ঠিক যে বিশেষ কতকগুলি সামাজিক প্রয়োজন বা সমস্যার চাপ থেকেই ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইটালী ইত্যাদি দেশে নার্সারী স্কুলগুলির উদ্ভব হয়েছিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যা দেখা দেয়—যে শ্রমিক পিতামাতারা দুজনেই কারখানার কাজে বেরিয়ে যান—তাঁদের শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় ? এটা একটা বিষম সামাজিক সমস্যা ছিল। প্রথম যুদ্ধের সময় প্রথম লণ্ডনে যখন বোমা পড়ে তখন সেখানের শিশুদের রক্ষার জন্যে লণ্ডনের বাইরে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বোর্ডিং-স্কুলে তাদের রাখবার ও শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু ম্যাক্‌মিল্যান্ বোনদের চেষ্টায়ই বিশেষ করে নার্সারি বিদ্যালয় আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং যুদ্ধের পরে ক্রমেই অনেক নার্সারী বিদ্যালয় সমাজের চাহিদা মেটায়। স্থজান্ আইজ্যাক্‌স্ এবং আমেরিকায় ফ্লোরা কুকের বিদ্যালয় এবং গেসেল্ ইন্‌ষ্টিট্যুট এবং আরো অনেক মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অক্লান্ত ও আন্তরিক উদ্যমের ফলে শিশু শিক্ষার পশ্চাতে যে মনো-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রয়োজন তা গড়ে ওঠে। তার পূর্বেই কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী বিদ্যালয়গুলির সাফল্য নার্সারী বিদ্যালয় ব্যাপক ভাবে স্থাপনের পথ সুগম করে। শিশু শিক্ষার পদ্ধতিগুলি তাদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা হয়। রাশিয়াতে তাঁরা অতি উৎসাহের সঙ্গে এ পরীক্ষায় রত হয়ে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন।

আজ যে নার্সারী শিক্ষা এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার কারণ শুধুই সামাজিক বা অর্থনৈতিক নয়। **নার্সারী শিক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী বলে নিজেকে প্রমাণিত করেছে।** শিশুদের সর্বাঙ্গীন ও সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এ শিক্ষা বিশেষ ভাবে উপযোগী। বাস্তবিকপক্ষে এটা জোর করে বলা যায় যে এই শতাব্দীতে মানুষ শিক্ষা নিয়ে যত পরীক্ষায় রত হয়েছে, তার মধ্যে নার্সারী বিদ্যালয় শিক্ষাপদ্ধতি সর্বাধিক সফল হয়েছে এবং তা সর্বাধিক সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ কি ?

এ শিক্ষা প্রমাণ করেছে যে পাঁচ বছরের পূর্বেই শিশুর শিক্ষার সুনিয়ন্ত্রণের দ্বারা অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। এতদিন আমরা বলেছি 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষানি'। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, দুই তিন বছরের শিশুকেও মায়ের আঁচল থেকে কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে এনে অন্য দশটি সুস্থ ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও আনন্দময় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রাখলে সব দিক দিয়েই তাদের উন্নতি হয়।

প্রথমতঃ অধিকাংশ পরিবারেই যথেষ্ট স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতা তাদের প্রত্যেকটি শিশুর শক্তি, সামর্থ্য, প্রবণতা, রুচি ইত্যাদি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে এবং পরিমাপ করতে পারেন না ; তাদের দৈহিক-মানসিক, আনুভৌতিক বিকাশ ও পরিণতির কোন ধারাবাহিক রেকর্ডও রাখতে পারেন না। এর জন্যে যে বিশেষজ্ঞ শিক্ষা তা সুপরিচালিত নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেনেই সম্ভব।

যদিও পিতা-মাতা-পরিবারই শিশুর স্বাভাবিক আধার, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বহু পরিবারের আবহাওয়াই হিংসা, দ্বেষ, কলহ, নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার বিষে বিষাক্ত। নার্সারী স্কুলের আবহাওয়া কৃত্রিম হলেও, তা নির্মল, আনন্দময়, সুন্দর, উৎসাহদীপ্ত এবং একটি সুস্থ আদর্শ অনুসরণ করে। এ আবহাওয়ায় শিশুর সর্বাঙ্গীণ সুস্থ বিকাশের সহায়ক।

এটা সত্য যে শিশুকে দীর্ঘকাল তার স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে রাখলে তার স্নেহ ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে না। এতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়। ডঃ বৌলবী, বার্লিংহাম ও এ্যানাফ্রয়েড এবং আরো বহু শিশু মনোবিজ্ঞানী ব্যাপক পর্যবেক্ষণের দ্বারা এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন

যে, যে সব পিতৃ-মাতৃহীন অথবা পরিচয়হীন অথবা বিধ্বস্ত পরিবারের শিশুরা বিভিন্ন অনাথাশ্রমে মানুষ হয়, তারা অনেকেই মানসিক দিক থেকে বিকৃত হয়ে গড়ে ওঠে; তাদের অনেকেই সহানুভূতিশূন্য, সন্দিগ্ধ ও হিংস্র স্বভাব-সম্পন্ন হয়ে থাকে।[১] তাই **নিতান্ত আবশ্যক না হলে পাঁচ বছরের নীচের শিশুকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন আবাসিক নার্সারীতে রাখার কেউ পক্ষপাতী নন।** কিন্তু পিতামাতা কেউ সম্পূর্ণ উন্মাদ, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, প্রকাশ্যভাবে ব্যাভিচারী, অতিরিক্ত মদ্যপায়ী বা শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে অভ্যস্ত হলে, সে সব ক্ষেত্রে আবাসিক নার্সিং হোমে ভিন্ন এ সব হতভাগ্য শিশুদের আর কোথায়ই বা স্থান হতে পারে?

কিন্তু রুশো ও রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে শিশুদের লোকালয় হতে দূরে নির্মল শিক্ষাশ্রমে পরিবেশে মানুষ করার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিক্ষার জন্য শিশুদের দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি, যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।" তিনি বহু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে বহু 'বড়লোক' পিতামাতা তাঁদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শিশুকালেই শিশুদের মন ও অভ্যাসকে দূষিত করেন।

এখানেই নার্সারী বিদ্যালয়ের বিশেষ উৎকর্ষ। এখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়লোক ছোটলোকের জাতিভেদ নেই। সেখানে সকল শিশুই সমান অধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সহযোগিতার জীবনে অভ্যস্ত হয়। ডিউই এই শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর শিক্ষা বলে মনে করেন।

রাশিয়াতেও তাঁরা বিশ্বাস করেন, শিশু যতটা পিতা-মাতার, ততটাই তারা সমাজের সম্পত্তি। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিশুকে বাল্যকাল থেকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার। এতে করে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা এর উত্তরে তাঁদের এক শিক্ষক বলেছিলেন—নূতন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে প্রাচীন পারিবারিক জীবনের যদি বিরোধ ঘটে, তবে বুঝতেই হবে পরিবার তার কর্তব্য সম্পূর্ণ পালন করতে অক্ষম হচ্ছে। যেখানে সকলেই শ্রমিক, সেখানে শিশুদেরও গোড়া থেকেই শ্রম ও সহানুভূতিভিত্তিক কাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দরিদ্র দেশে শিশুদের সুস্থ খেলাধুলা ও সুন্দর রুচি বিকাশের ব্যবস্থা অনেক গৃহেই নেই—এই অভাবগুলি নার্সারী স্কুল পূরণ করতে পারে। সমস্ত উৎকৃষ্ট নার্সারী স্কুলেরই এ বিষয়ে অনুকূল অভিজ্ঞতা আছে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে একদিকে আছে খেলাধুলা, নানা আনন্দময় কর্মের স্বাধীনতা; আর একদিকে আছে শিশুর বিকাশমান শক্তিসামর্থ্যগুলির সুনিয়ন্ত্রণ ও সুসংযমন। অধিকাংশ পিতামাতাই তাদের সাধ্যমত নিজ নিজ শিশুকে বাল্যকাল থেকে সুনিয়ন্ত্রণ

১। Bowlby : Child care and the growth of Love, ch. II.
also, Burlingham and Freud : Infants without families. pp. 9-10

ও সুসংযমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ে নানা প্রকার খেলাধুলা ও ক্রিয়ার উপকরণ থাকে, যা অনেক গৃহেই থাকে না। এ সব উপকরণের সুব্যবহারের দ্বারা শিশুদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলি জাগ্রত হয় এবং তাদের কিছুটা সংগঠনের পথে অগ্রসর করে দেওয়া যায়। আধুনিক শিশুমনোবিজ্ঞানীদের অনেকের মত যে শিশুর বইপত্র দিয়ে বিধিবদ্ধ লেখাপড়া, অবশ্যই পাঁচ বছরের পরেই সুরু করা উচিত, কিন্তু আনন্দময় ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয় ও অঙ্গচালনা শিশুদের বুদ্ধি ও কুশলতা বৃদ্ধির সহায়ক ও সুঅভ্যাস গঠনের পরিপোষক। তা পাঁচ বছরের পূর্বেই আরম্ভ করা উচিত্।

পরিবারে স্নেহান্ধ পিতামাতা নিজ নিজ সন্তানদের সম্পর্কে অনেক সময় অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ করেন। পরে তা দুঃখের কারণ হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা দশটি শিশুর সঙ্গে তুলনা করে এবং বৈজ্ঞানিক পরিমাপ দ্বারা অধিকতর নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত করতে সক্ষম হন। সুশিক্ষিতা শিক্ষিকাদের মতামত পিতামাতার কাছে মূল্যবান্।

স্নেহান্ধ পিতামাতা শিশুদের নিজ পরিবারে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করেন, তারা স্বার্থপর, জেদী ও বদমেজাজী হয়ে ওঠে। নার্সারী বিদ্যালয়ে সেটি হবার জো নেই। প্রত্যেক ছেলেমেয়েই অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলাধুলা করে বাড়ে। শিক্ষিকারা খেলার সাথী এবং তাঁরা অবাধ্য শিশুদের স্নেহ দিয়ে যেমন বশ করেন, তেমনি কোন ছেলেমেয়ে অন্য শিশুদের উদ্বেগের কারণ হলে তাকে নিবারণ করেন, প্রয়োজন হলে শাস্তিবিধান করে সংশোধন করেন। এ সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, কিন্তু শিক্ষিকারা তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পিতামাতাদের এ বিষয়ে অনেক সময় সাহায্য করতে পারেন।

আধুনিক নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা জানেন যে শিশুর জীবনের প্রথম তিনটি বৎসর তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা জানেন যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের বহু মানসিক বিকৃতির মূল আছে শিশুর স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অবদমনে।[১] নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুরা নিজেদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সুস্থ ভাবে প্রকাশের নানা পথ পায়। অভিজ্ঞ শিক্ষিকারাও দৃষ্টি রাখেন তাদের কোন ছাত্রছাত্রীর আচরণে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন দেখা যায় কি না। দেখা গেলেই তাঁরা সাবধান হন এবং শিশুটিকে স্নেহ, সান্ত্বনা, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক করে তোলেন। নিবারণই এখানে প্রধান কাজ। এবং দুর্লক্ষণ কোন শিশুর মধ্যে দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হলে,তঁ ারা পিতামাতার সঙ্গে ছেলেটির বিষয় আলোচনা করে তাঁদের সহযোগিতায় সহজেই শিশুকে নিরাময় করে তোলেন। গুরুতর হলে বিশেষজ্ঞ শিশুমনোবিদ ও চিকিৎসকের সাহায্য নেন।

মনে রাখতে হবে যে নার্সারী বিদ্যালয় গৃহের পরিবর্ত নয়, বিরোধী তো নয়ই।

১. Hadfield : Childhood and Adolescence. p. 19

গৃহের স্নেহময় পরিবেশের খানিকটা যদি রচনা করতে পারা না যায় তবে নার্সারী বিদ্যালয় শিশুদের আকর্ষণ করতে পারবে না, শান্তি ও আনন্দের স্থল কখনোও হতে পারবে না। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মমতার সম্বন্ধটির প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। কিন্তু গৃহে বাড়ন্ত শিশুর সব অভাব সুষ্ঠুভাবে মেটানো যায় না। তাই একটি আনন্দময়, স্নেহময় অথচ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চালিত সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন আছে, যা শিশুদের সুপ্ত শক্তিকে স্বাধীনতা ও আনন্দের পরিবেশে উদ্বুদ্ধ করবে, নানা উপকরণ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের বুদ্ধি, কৌতুহল, কর্মকুশলতাকে কিছুটা সংগঠনের পথে এগিয়ে দেবে এবং সকলের থেকে বড় কথা, একটি সহযোগিতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের প্রথম 'হাতেখড়ি' দেবে। গৃহ ও নার্সারী বিদ্যালয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় সুস্থ, সবল, কুশলী ও আনন্দময় শিশু গড়ে তোলা সহজ হয়।

অধিকাংশ পরিবারেই দু বছর থেকে চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত, ছেলেমেয়েরা নিতান্তই মায়ের উপর নির্ভর থাকে। তাদের মুখ ধোয়ানো, স্নান করানো, জামা পড়ানো, খাইয়ে দেওয়া সবটাই মা করিয়ে দেন। বিশেষতঃ যে পরিবারে একটিই মাত্র সন্তান, সেখানে শিশুদের পরনির্ভরতা অনেক বেশি থাকে। অথচ শিশুদের এ বিষয়ে কিছুটা স্বাধীনতা দিলে দেখা যায়, শিশুরা খুশী হয়েই এ কাজগুলি করতে পারে। খুব ভালো করে না হলেও, এ সব কাজ যে তারা করতে পারে, এতে তাদের কুশলতা বোধই শুধু বাড়ে না, তারা স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্ভ্রম বোধের আনন্দও লাভ করে। এটা নার্সারী স্কুলে শিক্ষার মস্ত লাভ। প্রথম যে সব পিতামাতা নার্সারী বিদ্যালয়ে যান, তাঁরা অনেক সময়ই শিশুদের এই স্বনির্ভরতা দেখে অবাক হয়ে যান। এ বয়সের ছেলেরা গোড়ার দিকে সাধারণতঃ একটু ভীরু ও আত্মকেন্দ্রিক থাকে। কিন্তু সমবয়স্ক (এবং কখনো কখনো তার চেয়েও ছোট) শিশুদের মধ্যে গিয়ে তাদের ভয় ও আত্মকেন্দ্রিকতা অনেকটা কেটে যায়। তা ছাড়া, জাগে প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা। ছোট শিশু অন্য আর এক শিশুকে রংপেন্সিল দিয়ে আঁকতে দেখে নিজের খুশীতেই এগিয়ে আসে। মনোবিদ্‌রা এটাও লক্ষ্য করেছেন নার্সারী স্কুলের সমৃদ্ধতর, উৎসাহপূর্ণ আবহাওয়ায় শিশুদের শব্দ সম্ভার (vocabulary) বেড়ে যায়। তারা আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং আরো গুছিয়ে কথা বলতে শেখে।

উৎকৃষ্ট নার্সারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ডঃ বেঞ্জামিন স্পক্ যে কথাগুলি বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : যাঁরা নার্সারী স্কুলের ধারণাটি প্রচার করেছিলেন তাঁরা বলেছিলেন, "সমস্ত শিশুর পক্ষেই প্রয়োজন আছে অন্য শিশুদের সঙ্গলাভের সুযোগের। কেবলমাত্র যে শিশুর মায়েরা বাইরে কাজ করে, তাদেরই নয়। সব শিশুর পক্ষেই প্রয়োজন খোলা জায়গার, সঙ্গীতের ; আঁকবার জন্যে রং এবং গড়বার জন্যে (এবং কখনও কখনও ভাঙ্গাবার জন্যেও) কাদার। এতে করেই শিশুদের দেহমনের সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব।"

ভাল নার্সারী তাই গৃহের শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করে। অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই ভাল নার্সারী স্কুলে গিয়ে উপকৃত হয়। অবশ্য সব শিশুর জন্যেই

নার্সারী অত্যাবশ্যক তা নয়। যেখানে শিশু একমাত্র সন্তান, অথবা এমন ছোট ঘরে মানুষ যেখানে খেলাধুলার সুযোগ নেই, যেখানে শিশুর অন্য কোন খেলার সাথী নেই, অথবা এমন শিশু যার মা তাকে সামলাতে পারেন না—এ সব ক্ষেত্রে নার্সারী স্কুল বিশেষ উপযোগী। দু বছরের প্রত্যেক শিশুরই সঙ্গী প্রয়োজন—শুধু খেলাধুলার জন্যে নয়—অন্য দশজনের সঙ্গে কিভাবে চলতে হবে, মিশতে হবে তা শিখবার জন্যে। জীবনের এটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী কাজ। তার দৌড়ঝাঁপ, খেলার জন্যে, হৈ চৈ করবার জন্যে খোলা জায়গা চাই; বেয়ে উঠবার উপকরণ চাই, বাড়ী ঘর তৈরির জন্য বাক্স ও কাঠের ব্লকস্ চাই; পুতুল, ট্রেন ইত্যাদি খেলার সরঞ্জাম চাই। খুব কম বাড়ীতেই এসব সুযোগ থাকে। আর এক কথা: যাঁরা উৎকৃষ্ট নার্সারী স্কুল রচনা করেন, তাঁরা জানেন শিশুদের যাঁরা ভার নেবেন, তাঁরা শিশুদের স্নেহমমতার প্রয়োজন জানবেন, তাদের ভালবাসা দেবেন। তার চেয়েও বেশি, তাঁরা প্রত্যেক শিশুকে বুঝতে চেষ্টা করবেন। সে জন্যেই তাঁদের শিশুমনস্তত্বে সুশিক্ষিতাও হতে হবে।"[১]

রাসেলেরও এই সুস্পষ্ট মত যে শুধু দরিদ্রদের বঞ্চিত ও হতভাগ্য শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষার জন্যই নার্সারী বিদ্যালয় বিশেষ উপযোগী, তা নয়—উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের পক্ষে নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কল্যাণকর, কারণ শিশুরা এখানে যে অমূল্য শিক্ষা লাভ করতে পারে, গৃহ পরিবেশে তা কখনো সম্ভব নয়।[২]

Questions :

1. "The child is humanity to be ; he is also the thing of our making."

Discuss the importance of pre-primgry education and its aims in the light of the statement.

2. The most important task of a pre-primary school is to help the children develop desirable attitudes and habits.

State fully how this can be materialized ?

১। Dr. Benjamin Spock : Baby & Child Care. 38th printing 1957. pp. 275-76.

২। Russell : On Education. p. 179
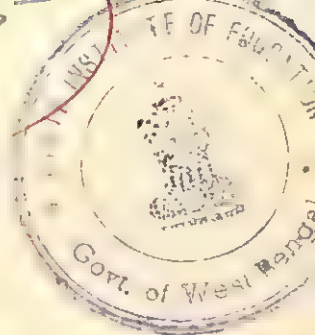
তৃতীয় অধ্যায়

শিশু মনের প্রকৃতি এবং ক্রমবিকাশের ধারা

অবশ্যই শিশুর মন বয়স্ক মানুষের তুলনায় সব দিক দিয়েই অপরিণত। কিন্তু তাই বলে শিশুকে বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মনে করলে ভুল হবে। কোন কোন দিক থেকে বিচার করলে শিশুর মন মাপেই শুধু ছোট তা নয় ; তার বিভিন্ন স্তরে এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা বয়স্ক মানুষের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

শিশুপ্রকৃতির কয়টি বৈশিষ্ট্য :

শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে শিশুর লালন পালন ও শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

দার্শনিক লক্ (Locke, 1632-1704) শিশুর মনকে নরম মোমের সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ শিশু হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র, তার মনের উপর বাইরের থেকে নানা ছাপ পড়ে, তা সে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখে। এমনি করে সে শেখে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যাপারে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, অভিরুচি বা উদ্যমের কোন স্থান নেই! তিনি অবশ্য শিশুর প্রবৃত্তির কথা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সেকালীন নীতিবাগীশ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বলেছিলেন যে প্রবৃত্তি মাত্রই অন্যায়াভিমুখী, সুতরাং শিশুর প্রবৃত্তিকে গোড়া থেকেই কঠোর ভাবে সংযমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

শিশু নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র নয়

এ শতাব্দীতেই এ প্রাচীন ধারণা বদলেছে। এখন মনোবিজ্ঞানী বলেন যে **শিশুর প্রকৃতি হচ্ছে সে সর্বদা উৎসুক, সর্বদা চঞ্চল।** তার মন নরম কাদা নয়—তাকে যেমন খুশী গড়া যায় না। তার নিজস্ব সক্রিয় ও জীবন্ত একটি ব্যক্তিত্ব আছে। **তার আগ্রহ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (drives, urges, instincts)-ই হবে সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি ;** উপর থেকে জোর করে চাপানো নয়—তার প্রবৃত্তি ও আগ্রহে সওয়ার হয়েই শিক্ষাকে অগ্রসর হতে হবে—The educator should work along the grain and not against the grain.

শিশু সদা-উৎসুক, সদা-চঞ্চল, সজীব ব্যক্তিত্ব। শিশুর আগ্রহ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হবে শিক্ষার ভিত্তি

শিশুর নিজের জীবনটাই তার কাছে সব চেয়ে সত্য, তাই যা তার জীবনের আশু প্রয়োজন মেটায়, তাই তাকে আকর্ষণ করে। এ কথাটা আজ

শিশু শিক্ষাবিদরা খুব স্পষ্ট করে বুঝেছেন এবং তাঁরা আজ বলছেন **শিক্ষাকে শিশুর জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।** যা নিতান্ত এ্যাবস্ট্রাক্ট্, তাতে শিশুর কোন আগ্রহ থাকে না। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই শিক্ষা শিশুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই আজ শিক্ষা প্রণালীতে শিশুর আগ্রহ (interest), তার স্বাভাবিক আকর্ষণ (natural propensities) মূল্যবান হয়েছে। শিক্ষক ও পিতামাতার দৃষ্টি থাকবে যাতে শিশুর আগ্রহ ও ইচ্ছা কল্যাণাভিমুখী হয় এবং গঠনাত্মক কর্মের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।

শিশুর জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে

শিশু তার পরিবেশ দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। তাই শিশুপালন ও **শিশু শিক্ষায় অনুকূল পরিবেশ গঠনের উপরই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।** নার্সারী বিদ্যালয়ে এই কথাটি শিক্ষিকারা বিশ্বাস করেন যে সুন্দর পরিবেশে শিশুর স্বাভাবিক শক্তি ও সম্ভাবনার সবচেয়ে সহজে বিকাশ ঘটে। এমন কি, তার নীতি বোধও উপদেশ দ্বারা নয়, অনুকরণ দ্বারা এবং নিজকর্মের ফলাফল দ্বারাই শিশু সবচেয়ে সহজে আয়ত্ত করে।

শিশু পরিবেশ দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত

শিশু মাত্রই অনুকরণ প্রিয়। তার শিক্ষার অধিকাংশই সংগৃহীত হয় অনুকরণের মাধ্যমে। তাই সুস্থ সুন্দর সঙ্গীদের সাহচর্য এবং পিতামাতা শিক্ষিকার আচরণের সদ্দৃষ্টান্ত তার জীবনে সব চেয়ে গভীর রেখাপাত করে।

শিশু অনুকরণ-প্রিয়

শিশু অত্যন্ত কল্পনা পরায়ণ। তার কাছে বাস্তব ও স্বপ্নের ভেদ-রেখাটা খুব স্পষ্ট নয়। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্ এমন শিক্ষার আয়োজন করেন, যাতে তার কল্পনার যথোচিত তৃপ্তি হতে পারে।

শিশু কল্পনা-প্রবণ

পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। **কিন্তু তার নিজের মধ্যেও রয়েছে নিজস্ব ছন্দে বিকশিত হয়ে ওঠার অপ্রতিরোধ্য বেগ।** একটা বিশেষ বয়সে শিশুর দেহের স্বাভাবিক পরিণতির ফলেই সে হাঁটতে শিখবে, দৌড়তে শিখবে—এ শেখা পরিবেশের প্রভাব-নিরপেক্ষ। মন্তেসরী এবং অন্যান্য আধুনিক শিশু-শিক্ষাবিদ্ এই কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন যে **শিশুর এই স্বাভাবিক পরিণতির (maturation) নির্দিষ্ট স্তরে কতগুলি বিশেষ আগ্রহ আপনিই দেখা দেয় এবং বুদ্ধিমান শিক্ষক সেই স্বাভাবিক আগ্রহ অনুযায়ীই শিক্ষা উপাদান শিশুর সামনে উপস্থাপিত করেন।** তখন শিশু স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে সে শিক্ষা সহজে গ্রহণ করে। মন্তেসরী শিক্ষা উপাদানগুলির এটিই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শিশুর স্বাভাবিক পরিণতির উপর তার কোন আগ্রহ কখন দেখা দেবে তা নির্ভর করে

পুরাতন এ ধারণা ভুল যে, শিক্ষাগ্রহণে শিশুর কোন স্বাভাবিক আগ্রহ নেই। তাকে জোর করে শাসন তাড়না দ্বারাই শেখাতে হয়। বরঞ্চ এ কথাই বলা যায় যে

প্রত্যেক শিশুই স্বাভাবিক পরিণতির স্তরটি উপস্থিত হলে শিখতে চায়, জানতে চায়। যাঁরা কখনও কোন ভাল নার্সারী স্কুলে গিয়েছেন তাঁরাই দেখে আশ্চর্য হয়েছেন কি রকম আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শিশুরা লেখাপড়া শেখে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি ছিল ভ্রান্ত।

শিশু স্নেহ ভালবাসার কাঙাল

সমস্ত শিশুই স্নেহ ভালবাসার কাঙাল। বাল্যকালে পিতা-মাতার স্বাভাবিক অপর্যাপ্ত স্নেহ ভালবাসাই তাকে সুস্থ রাখে—তাকে বহু অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে। শিশু অভিমানী, তার আত্মমর্যাদা বোধ প্রবল। এটি সবল ব্যক্তিত্ব গঠনের শ্রেষ্ঠ শক্তি, তাই বুদ্ধিমান পিতা-মাতা ও শিক্ষক তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কিছু করেন না।

শিশুর জীবনে প্রশংসার দাম অসামান্য

সমস্ত শিশুই বড় হতে চায়—শিখতে চায়, জানতে চায়, গড়তে চায়। **প্রশংসা ও উৎসাহ দিয়ে শিশুর এই স্বাভাবিক আগ্রহকে উদ্বুদ্ধ করাই নূতন শিক্ষা পদ্ধতির রীতি।** শাসন ও তাড়না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর আগ্রহকে, এগিয়ে যাবার ইচ্ছাকে বাধা দেয়। **স্বাধীনতার মধ্যেই শিশুর শক্তির সর্বাপেক্ষা বিকাশ সব চেয়ে সহজে সম্ভব হয়।**

শিশুর অনুভূতির স্বাভাবিক বিকাশের গুরুত্ব

শিশুর অনুভূতি জীবনকে আজ শিক্ষাবিদ্ মর্যাদা দিতে শিখেছেন। ফ্রয়েড এবং সমস্ত আধুনিক শিশু শিক্ষাবিদ্ এ বিষয়ে একমত যে, **শৈশবের প্রবল প্রক্ষোভের স্বাভাবিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হ'লে,—জোর করে তাদের অবদমন করলে, ভবিষ্যতে নানা মানসিক বিকৃতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা** থাকে। সুতরাং শিশু পালন কালে পিতামাতার এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আজকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। উপযুক্ত সাবধানতা গ্রহণ করলে ভবিষ্যৎ এ জাতীয় বিপত্তি বাধা দেওয়া যেতে পারে।

শৈশবে সুঅভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা

উপদেশ ও তাড়না ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে নিজ কর্মের ফলের দ্বারাই শিশু অনেক জিনিস শিখবে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পিতামাতা ও শিক্ষক শৈশবেই কতগুলি সুঅভ্যাস গঠনে শিশুকে সাহায্য করেন—তাতে শিশুর অনেক ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা, লজ্জা ও মনস্তাপের কারণ নিবারিত হতে পারে।

স্বাভাবিক পরিণতি ও শিক্ষা ঃ

প্রত্যেক শিশুকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়তে দিতে হবে

প্রত্যেক শিশুর শক্তিসামর্থ্য প্রবণতা অনুযায়ীই শিশুকে চালনা করতে হবে। সব শিশু সমান বুদ্ধিমান্ বা সমান নিপুণ হতে পারে না। শিশুর কাছে অতিমাত্রায় প্রত্যাশা করে অনেক সময় তার স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্তই করা হয়। শিশুমনের সমস্ত বিকাশের পশ্চাতে আছে দু'টি উপাদান—**স্বাভাবিক পরিণতি ও শিক্ষা—maturation & learning.** এ দু'টি একই সঙ্গে

চললেও এ দু'টি উপাদান পৃথক। এক বছরের শিশুর তুলনায় পাঁচ বছরের শিশু, দেহে মনে আপনা থেকেই বাড়বে। এটা স্বাভাবিক ভাবে ঘটে, তাকে শেখাতে হয় না। তার বুদ্ধি বাড়বে, কুশলতা বাড়বে, আত্মনির্ভরতা বাড়বে—এ বাড়া **শিক্ষা-নিরপেক্ষ**। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে অবশ্য পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিচালনায় ও শাসনে কিছু অভ্যাসও আয়ত্ত করবে—তার বর্ণপরিচয় ঘটবে, সে কাপড়-জামা পরতে শিখবে, কতগুলি রীতি, নীতি, বিশ্বাস আয়ত্ত করবে। এ সবই তাকে শেখাতে হয়েছে। সাইকেল চড়তে তাকে শেখাতে হয়েছে, কিন্তু হাঁটতে নিজেই শিখেছে। স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষার নিবিড় সম্বন্ধ—শিশু মনোবিদ্‌রা ভূয়োদর্শন ও কিছু পরীক্ষণের ফলে এই দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক এবং কয়েকটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ক্রমবিকাশের সূত্র ঃ

মনের ক্রমবিকাশের পাশাপাশিই চলে দেহের বিকাশ। শিশুর **মন যখন কোন শিক্ষাগ্রহণের জন্যে স্বাভাবিকভাবে উন্মুখ, তখন তার উপযোগী দৈহিক ও স্নায়বিক পরিণতিও ঘটে থাকে।** এবং এটা লক্ষ্য করা গেছে যে শিশু যখন কোন শিক্ষাগ্রহণের জন্যে উন্মুখ হয়েছে, তার পূর্বেই ধীরে ধীরে তার প্রস্তুতি চলে দেহের পেশীতে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, স্নায়বিক সংগঠনে। কিন্তু হাঁটতে শিখবার অনেক আগেই তার পায়ের পেশী, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি সে ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শক্ত করে তার দুহাত ধরে তিন দিনের শিশুকে আস্তে আস্তে হাঁটানো যায় এবং একই ভাবে তাকে শক্ত করে উপুড় করে ধরে হামাগুড়ি দেবার উপযোগী হাত পায়ের ক্রিয়া করানো যায়, অথবা তিন মাসের শিশুকে খুব খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শেখানো যায়। এটাকে Hadfield বলেছেন (১) **The principle of anticipation.**

ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্র—শিক্ষাগ্রহণের উন্মুখতা জাগবার পূর্বেই দৈহিক ও স্নায়বিক পরিণতি

দ্বিতীয়তঃ এটাও লক্ষ্য করা হয়েছে যে স্বাভাবিক পরিণতির ফলে **শিশু যখন কোন ক্রিয়া নিজ আগ্রহেই করতে শিখেছে, তখন সে সে-ক্রিয়াটি বারে বারেই পুনরাবৃত্তি করে**—তা করতে তার ভাল লাগে। এ ভাবেই কোন শিক্ষা শিশুর কাছে পাকাপাকি ভাবে অভ্যস্ত হয়। একে Hadfield বলেছেন (২) **The principle of recapitulation.**[১]

দ্বিতীয় সূত্র—আগ্রহ উদ্রেক হ'লে পুনঃ পুনঃ সে ক্রিয়ার প্রবণতা

১। Hadfield : Childhood and Adolescence pp 43-45

(৩) **প্রত্যেক স্তরের পরিণতি পরের স্তরের জন্য শিশুকে অগ্রসর করে দেয়।** এবং এই পরিণতি বাহ্যতঃ বিশেষ কোন পেশী বা ইন্দ্রিয় ব্যবহারে লক্ষিত হ'লেও, বাস্তবিকপক্ষে বিকাশের ধারাটা সামগ্রিক—সম্পূর্ণ ব্যক্তিটির সব দিক দিয়েই পরিণতি ঘটে এবং ক্রমশঃ এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নতি হয়।

প্রত্যেক স্তরের পরিণতি পরের স্তরের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করে

এখানে উন্নতির গতি অবিচ্ছিন্ন—হঠাৎ একটা অবস্থা থেকে শিশু আর এক অবস্থায় উপনীত হয় না। তবে **সমস্ত শিশুর ক্রমবিকাশের ছন্দ ও বেগ এক রকমের নয়।** এবং এই বিকাশ বা উন্নতির গতির কখনো হ্রাস কখনো বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এক একটা বয়সে দেখা যায় উন্নতির হার দ্রুত এবং কখনও দেখা যায় একটা স্থিতি এবং পরিণতি—যতটুকু হয়েছে তাকে যেন পাকাপোক্ত ভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, **a period of relative stability and consolidation.**

ক্রমবিকাশে উন্নতি একটানা নয়

ক্রমবিকাশের ছন্দ :

কখনও দেখা যায় শিশুর বাইরের দিকে বাড়বার ঝোঁক, আবার কখনো দেখা যায় শিশু মনের দিক থেকে পরিপুষ্টি লাভ করছে। কখনও দেখা যায় ভিতরে ও বাইরের পরিণতির মধ্যে সমতা এসেছে, তাই শিশু মোটামুটি শান্ত; আবার কখনও দেখা যায় এই সমন্বয়ের অভাব বা সংঘর্ষের ফলে, শিশু অশান্ত। গেসেল্ ইনষ্টিট্যুটের বিশেষজ্ঞ মনোবিদেরা বিভিন্ন বয়সের বহু সহস্র শিশুর ব্যবহার সযত্নে লক্ষ্য করে বিভিন্ন বয়সে শিশুর পরিণতি ও সুস্থিরতার একটি ছক তৈরী করেছেন। সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে শিশুতে শিশুতে এ বিষয়ে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাবে—তবে মোটামুটি ভাবে এই ছক অনুসরণ করেই সব শিশু পরিণতি লাভ করে।[১] দৈহিক বৃদ্ধি (growth) ও মানসিক পরিণতি (development) হাত ধরাধরি করেই অগ্রসর হয় এবং ক্রমশঃ শিশুর কর্ম ও চিন্তায় উদ্দেশ্যমুখীনতা এবং উচ্চতর গঠনাত্মক উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। শিশু-বিদ্যালয়ে

তার হ্রাস-বৃদ্ধির একটা নিয়মিত ছন্দ আছে

১। দু'বছর বয়স থেকে সুরু করে ষোল বৎসর পর্যন্ত বিকাশের বৃত্ত ছন্দের ছকটি Gesel Institute থেকে প্রকাশিত Child Behaviour বই থেকে নীচে দিচ্ছি :

2 yrs	5 yrs	10 yrs	Smooth, consolidated
2½ yrs	5½ yrs	11 yrs	Breaking up
3 yrs	6½ yrs	12 yrs	Rounded, balanced
3½ yrs	7 yrs	13 yrs	Inwardized
4 yrs	8 yrs	14 yrs	Vigorous, expansive
4½ yrs	9 yrs	15 yrs	Inwardized-outwardized, troubled, neurotic
5 yrs	10 yrs	16 yrs	Smooth, consolidated

শিশু যখন প্রথম আসে, তখন তার বিভিন্ন ক্রিয়া ও চিন্তার মধ্যে সমন্বয় থাকে না—সে গুছিয়ে কোন কাজ করতে পারে না, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাও করতে পারে না। কিন্তু ক্রমে তার বয়স বাড়ে, শক্তিসামর্থ্য বাড়ে, নিপুণতা বাড়ে, সামাজিক ব্যবহারে সে অভ্যস্ত হয়। এখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ ও সুশিক্ষা দ্বারা শিশু ক্রমশঃ পূর্বের চেয়ে সব দিক দিয়েই উন্নততর ব্যক্তিত্বের স্তরের পরিচয় দেয়। এ শক্তি শিশুর ভিতরেই থাকে—শিক্ষা তাকে এগিয়ে দেয় মাত্র। তাই একথা সত্য যে শিক্ষা স্বাভাবিক বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে তবেই সার্থক হয়।

প্রত্যেক শিশুরই পৃথক সত্তা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত শিশুই ক্রমবিকাশের ধারার কতগুলি সাধারণ রীতি অনুসরণ করে। তবে প্রত্যেক শিশুর আত্মবিকাশের ছন্দ ও বেগ আলাদা—তা তার নিজস্ব।

শিশুর বিকাশের ছন্দ নিজস্ব তবু একটা নিয়মিতত্বা আছে

মনের **বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশ একসঙ্গেই ঘটে**। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মনোযোগ, আগ্রহ, প্রক্ষোভ, ইচ্ছা সবই পরিবর্তিত হয়। এবং মন যেন জীবন্তপদার্থ, তাই তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে যুক্ত।

দেহ-মনের ক্রমবিকাশের সাধারণ ধর্ম ঃ

দেহের বিকাশের মত মনের ক্রমবিকাশের সাধারণ ধর্ম হ'ল যে বিকাশের গতি সরল থেকে জটিলে—মূর্ত থেকে বিমূর্তে—অস্পষ্ট অবিভক্ততা থেকে স্পষ্ট বহু অংশে বা শক্তিতে বিভিন্ন হয়ে যাওয়ায়, আর বিচ্ছিন্নতা থেকে ক্রমে পরস্পর সংযুক্ততায়—The law of evolution in the physical as also in the mental sphere follows the same pattern: a progress from simple to the complex, from the particular and the concrete to the abstract and the general, from simple undifferentiated homogeneity to complex heterogeneity, from separateness to unity and organisation.[১]

মন্তেসরী, হার্বার্ট স্পেনসার এবং আধুনিক অন্য মনোবিদেরা আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের কথাও উল্লেখ করে থাকেন। প্রথম সূত্রটি হচ্ছে, **যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক পরিণতি এমন একটা স্তরে না পৌঁছে যখন সে স্বাভাবিক ভাবেই কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জোর করে তাকে শেখাতে গেলে বাস্তবিক সুফল হয় না**। যখন স্বাভাবিক পরিণতির সে স্তরটি এসে পৌঁছুবে, যখন শিশু স্বেচ্ছায়ই কিছু শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আগ্রহান্বিত হবে, তখন অনায়াসে নিজ আগ্রহেই শিশু শিখবে। তিন মাসের যমজ শিশুর একটিকে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে

স্বাভাবিক আগ্রহ না জাগা পর্যন্ত কোন বিষয়ে শিক্ষাদানে উপযুক্ত সুফল পাওয়া যায় না

১। Herbert Spencer ; Education, Physical, Intellectual and moral

উঠতে চেষ্টা করে শেখানো হোল। কিন্তু অন্যটিকে কোন শিক্ষা দেওয়া হোল না। কিন্তু দু'মাস বয়সে এই শিশু নিজের আগ্রহেই যখন এ কাজটি শিখলো তখন দেখা গেল, সে তার যমজ ভাইয়ের সমান নিপুণতা অল্প দিনেই অর্জন করেছে। তাই রুশো বলেছেন—ধৈর্য ধরো—প্রকৃতিকে তাড়া দিয়ে বিব্রত কোর না—শিশুকে নিজ স্বভাবের তাগিদে নিজ আগ্রহেই শিখতে দাও। বাস্তবিকপক্ষে অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত কোন লাভ হয় না।[১]

কিন্তু এই সূত্রের সঙ্গে সমান মূল্যবান্ আর একটি সূত্র হচ্ছে—শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কিছু শিক্ষাগ্রহণের জন্য সবচেয়ে উন্মুখতা যখন দেখা দিয়েছে, সেই শুভ মুহূর্তটিতে (psychological moment) শিশুকে সেই শিক্ষার সুযোগ না দিলে—পরে তার পক্ষে সেই শিক্ষাগ্রহণ কষ্টসাধ্য হবে। **প্রত্যেক বিকাশের স্তরের একটি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা (an optimum of maturation) থাকে, তা আবিষ্কার করে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে, তা হ'লেই সর্বোৎকৃষ্ট সুফল পাওয়া যাবে**—সে সময় বইয়ে দিলে আর শেখা পরে দুঃসাধ্য হবে—তাই Shakespeare বলেছেন "There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune."[২]

আগ্রহের শুভ মুহূর্তটিকে কাজে লাগাতে হবে

স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিবেশ—Maturation and environment :

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ অনেক সময় পরিবেশনিরপেক্ষ হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দুইকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। গরীবের ঘরের ছেলে এবং উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে দুজনেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহে, বুদ্ধিতে নিপুণতায় বাড়বেই ; কিন্তু যেখানে শিশুর উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয়, যেখানে তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ মসৃণ ও সুসমন্বিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জন্মগত বিকাশের শক্তি ও পরিবেশের সম্বন্ধের কতগুলি সূত্র :

হ্যাড্‌ফিল্ড কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন, যেগুলি শিশু-শিক্ষাবিদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্।

প্রথম সূত্রটি হচ্ছে, শিশুর পরিবেশ এবং তার চার পাশের দ্রব্য ও ঘটনাই হচ্ছে জন্মগত অন্তর্নিহিত শক্তির আধার বা মাধ্যম, যার ভিতর দিয়ে এই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে ও পরিপুষ্ট হয়। শিশু অন্তর্নিহিত শক্তির তাড়নায়ই যথাকালে হামাগুড়ি দিতে শিখবে, কিন্তু তা করতে গেলে, তার ঘরে মেঝে নিশ্চয়ই থাকতে হবে।

দ্বিতীয়, পরিবেশ অনুকূল হ'লে বিকাশক্রিয়াও সুন্দর হবে। মেঝে যদি পিচ্ছিল হয় বা অমসৃণ হয়, তবে শিশুর হামাগুড়ি দেওয়া ও হাঁটতে শেখায়

১। Murphy : A Briefer General Psychology pp 41-42

২। Ryburn : Introduction to Educational Psychology p. 30.

দেরী হবে। মধ্যবিত্ত ঘরের যে বুদ্ধিমান্ পিতামাতা শিশুর পড়াশুনা, নৈতিক আচরণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নিজেরা যত্নবান্ হন, সমস্ত শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই অভিজ্ঞতা যে, সে সব ঘরের ছেলেমেয়েরাই বিদ্যালয়ে সবচেয়ে ভাল করে।

তৃতীয়, প্রতিকূল পরিবেশ অন্তর্নিহিত শক্তির আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করতে পারে না, কিন্তু তাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে।

চতুর্থ, পরিবেশই নির্ধারণ করে শিশুর জন্মগত শক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সুবিকশিত হবে, কোনটির অতিবৃদ্ধি ঘটবে, কোনটি বাধাগ্রস্ত হবে, স্থগিত থাকবে বা অবদমিত হবে। পারিবারিক প্রয়োজন, পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী, বিদ্যালয়ের প্রভাব ইত্যাদি শক্তিগুলিই পরিবেশের মধ্যে প্রধান।

পঞ্চম, শিশুর স্বাভাবিক শক্তির বিকাশটা কোন দিকে হবে তাও অনেকটা পরিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত হ'বে। শিশু বাংলায় কথা বলতে শিখবে, না হিন্দী বোল বলবে, তা তার পারিবারিক পরিবেশের উপরই নির্ভর করবে।

ষষ্ঠ, একই পরিবেশ থেকেও প্রত্যেকটি শিশু একই ভাবে প্রভাবিত হবে না। প্রত্যেক শিশুর আগ্রহ, মেজাজ, রুচি নির্ধারণ করে দেয়, পরিবেশ থেকে কোন প্রভাব সে গ্রহণ করবে।

আমরা শিশুর জন্মগত শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি প্রভাবিত করতে পারি না। কিন্তু পিতা-মাতা শিক্ষকের উপর নির্ভর করে শিশুর সুস্থ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃজন।[১]

এবার **শিক্ষা বিষয়ে শিশু মনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য** আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

একেবারে যে শিশু, যতক্ষণ পর্যন্ত যে হাঁটতে শেখেনি, তার জগৎটা নিতান্তই ছোট। তার একেবারে নিকটে যে পরিবেশ আছে, তার থেকেই তার শিক্ষার কাজ শুরু হয়। একটু বড় হলেও সে তার চারপাশের জিনিষগুলি হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে তাদের রং ও আকার চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শব্দের পার্থক্য শুনে, নাক দিয়ে গন্ধ নিয়ে, জিব দিয়ে চেখে চারপাশের জগৎটাকে চিনতে শেখে। শিশু প্রথমে জড় বস্তু ও জীবন্ত প্রাণীর প্রভেদ করতে শেখে, বিভিন্ন বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াগুলি পৃথক করে বুঝতে শেখে; ক্রমে মা, পিসী, মাসী ও বিভিন্ন সম্বন্ধগুলির মধ্যে প্রভেদ চিনতে শেখে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই এ শিক্ষা শুরু হয়। তাই **শৈশবের শিক্ষায় ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহারের (Sense-training) উপর আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এত জোর দিয়ে থাকেন।** ফ্রেবেল্ এবং তাঁর চেয়েও বেশি মন্তেসরী ইন্দ্রিয়গুলির বৈজ্ঞানিক পরিচালনাকে শিক্ষার ভিত্তি করেছেন। মন্তেসরী স্পর্শেন্দ্রিয়ের শিক্ষাকে শিশুশিক্ষার বেলায় সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক

শিশুর বোধের বিকাশ

ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকাশের শিক্ষা

১। Hadfield : Childhood and Adolescence. pp. 48-59

শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে। শিক্ষাটা হাতে কলমে হলেই পাকা হয়, একথা ডিউই, কিল্‌প্যাট্রিক এবং গান্ধীজীও বলেন।

কয়েকটি সহজ সংস্কার ঃ কৌতূহল

শিশুর জীবন বহুল পরিমাণেই **সহজসংস্কার** (instinct) দিয়ে চালিত। এবং তার বুদ্ধিজীবনের পরিণতি অনেকটাই নির্ভর করে তার স্বাভাবিক **কৌতূহলের** উপর। তাই সে সব জিনিষ নাড়ে-চাড়ে, কখনো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, ভেঙে চুরমার করে, দেখতে চায় ভিতরে কি আছে। তার মনে হাজার প্রশ্ন—এটা কি, ওটা কোথায়, এটা কেন? "কী আছে, দেখিই না সব তাতে এই তার লোভ।" এই কৌতূহল ও আগ্রহকে আধুনিক শিশু শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান হাতিয়ার বলে মনে করে থাকেন।

অনুকরণপ্রিয়তা

শিশুর আর **একটি সংস্কার হচ্ছে অনুকরণপ্রিয়তা**। শিশু অনেকখানি শিক্ষাই আয়ত্ত করে বড়দের অনুকরণের সাহায্যে। শিশু যাদের ভালবাসে, যাদের উপর সে নির্ভর করে তাদের ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা, চলা-ফেরা সব সে আয়ত্ত করতে চায়। তার কারণ তার মধ্যে রয়েছে আর একটি সংস্কার—**বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা**। শিশুর অনুকরণপ্রিয়তা এবং বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এ দুটিই অত্যন্ত মূল্যবান্ শক্তি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে। এই দুইটি হাতিয়ারকেই শিক্ষাবিদ্ কাজে লাগান—শিশুর সু-অভ্যাস গঠনের কাজে। সে বাবার দেখাদেখি ব্রাশ্ দিয়ে দাঁত মাজতে শিখবে—যদিও প্রথম দিকে তার কাজ খুব সুন্দর হবে না।

বড় হওয়া আকাঙ্ক্ষা

অভ্যাস গঠন

শিশুর আর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে, যা তার ভাল লাগে তার পুনরাবৃত্তিই সে করতে চায়। ছোট ছেলেমেয়েদের বেলা এ কথা বিশেষ ভাবেই সত্য। **পুনরাবৃত্তির দ্বারাই অভ্যাস গঠিত** হয় এবং শিশুর নিজের শক্তির উপর আস্থা জন্মে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

বুদ্ধির বিকাশের ধারা ঃ

বুদ্ধির বিকাশ সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের দিকে

বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে শিশু প্রথম খুব সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি (discrimination) বুঝতে পারে না। প্রথমে একটা মোটামুটি ঝাপসা ধারণা করে, ক্রমে বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে, বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক করে এবং বিভিন্ন অংশগুলি সমগ্রের সঙ্গে কি ভাবে যুক্ত হয়ে আছে তা বুঝতে শেখে। এক বছরের শিশুকে মানুষ আঁকতে বললে, সে শুধুই হিজিবিজি কাটে, দু বছরে সে একটা আঁকা-বাঁকা বড় গোল মাথার ভিতরে দুটি ছোট গোল এঁকে চোখ বোঝায়। আর বড় গোল থেকেই দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে সে বোঝায় পা। আড়াই বছর বয়সে ক্রমে সে মাথা, চোখ, মুখ, পেট ও পা মোটামুটি আঁকে। গুডেনাফ্ শিশুদের মানুষ আঁকার ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা করে তাদের বুদ্ধির ক্রমপরিণতি সুন্দর করে দেখিয়েছেন।[১]

১। Goodenough : Measurement of Intelligence by drawings.

গেষ্টল্টবাদীরা বিশ্বাস করেন যে একটা সমগ্রের মোটামুটি ধারণাই শিশুর মনে প্রথমে জন্মে এবং এই ধারণাটি যে শিশুর মনে যত পরিষ্কার, সে তত বেশি বুদ্ধিমান্। গেষ্টল্ট-বেণ্ডার (Gestalt-Bendar test) অভীক্ষা দিয়ে এটা পরিমাপ করতে পারা যায়। দেখা যায়, যারা জড়বুদ্ধি বা হীনবুদ্ধি, তারা খুব সহজ জিনিষেরও একটি সামগ্রিক ধারণা এবং সমগ্রের সঙ্গে অংশগুলি কি ভাবে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, তার ধারণা করতে পারে না।

সমগ্রের ধারণা, সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ বোধ

ছোটশিশু নির্দিষ্ট, পরিচিত, বিশেষ বস্তুগুলিকেই প্রথম বুঝতে শেখে—এটা বল, ওটা বেড়াল, এটা মোটর গাড়ী। বস্তুর থেকে পৃথক করে তার গুণ বা ক্রিয়া ৪।৫ বৎসরের আগে ঠিক বুঝতে পারে না; নির্বস্তুক ও সামান্যের ধারণা শিশুর মনে ৬।৭ বছরের আগে হয় না। ১, ২, ৩, ৪ এসব চিহ্নের প্রকৃত তাৎপর্য শিশুর পক্ষে বুঝতে কিছু সময় লাগে।

বুদ্ধির গতি পরিচিত ও বিশেষ থেকে নির্বস্তুক ও সামান্যের দিকে

বুদ্ধির অভীক্ষা দ্বারা বুদ্ধির বিকাশের পরিমাপঃ

বর্তমানে যত বুদ্ধির অভীক্ষা আছে, তাতে একথাটি মেনে নেওয়া হয়েছে যে জন্মগত ভাবেই বুদ্ধির পার্থক্য ঘটে। সব ছেলে বা মেয়ে সমান বুদ্ধিমান্ হতে পারে না। তবে সুশিক্ষা দিয়ে বুদ্ধির প্রসার বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিভিন্ন উপাদান অধিকতর সুসঙ্গত করা যায়। বুদ্ধির গুণগত প্রভেদগুলি বুঝাবার জন্যে আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষায় দুটি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে মিল বা প্রভেদ, তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে কিনা তা বুঝতে পারা, অসম্পূর্ণ কোন ছবি বা বস্তুকে পূর্ণ করা, ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করে কে কতটা বুদ্ধিমান্ তার পরিমাপ করা হয়। নানা কাজের মধ্য দিয়েও (performance test) এ প্রভেদ বৈজ্ঞানিক ভাবে এবং নির্ভুল ভাবে জানতে পারা যায়।

বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে শিশুর বুদ্ধির বিকাশের পরিমাপ

দুই থেকে চার বৎসরকে বলা হয় শিশুর শৈশব কাল (childhood)। এটা তার 'হাঁটি হাঁটি পা পা'-র বয়স (period of toddlerhood)। সে টলে টলে হাঁটতে শেখে—ক্রমে ক্রমে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে—জগৎটা হঠাৎ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় এবং তার ঔৎসুক্য প্রবল হ'য়ে ওঠে। ডঃ হ্যাড্‌ফিল্ড বলেন, **দু বছরের শিশু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক**, সে কেবলই প্রশ্ন করে, তার চারপাশের প্রকৃতিকে সে জেরা করে। চার বছরের শিশুর ইন্দ্রিয়বোধ যথেষ্ট প্রখর হয়ে ওঠে এবং পৃথক পৃথক করে ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করতে সে শেখে।[১]

১। Hadfield: Childhood & Adolescence. p. 48-59

প্রথমে বহিঃপ্রকৃতি তারপর অন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি

চার থেকে সাত বৎসরের মধ্যে **বহিঃপ্রকৃতির দিকে শিশুর দৃষ্টি পড়ে।** গাছ-পালা পশু-পাখী তার ভাল লাগে। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবলতর হয়ে ওঠাতে শিশু অনেক নৈপুণ্য আয়ত্ত করে; এতে পেশীসঞ্চালনের উপরই শুধু কর্তৃত্ব বাড়ে না—তার আত্মবিশ্বাসও পরিপুষ্ট হয়। ৬।৭ বৎসরের আগে শিশু নিজ মনের প্রক্রিয়াগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে শেখে না।

শিশুর মনোযোগের বিকাশঃ

শিশুর মনোযোগ

বাল্যকালে শিশুর **মনোযোগ চঞ্চল।** সে অনেকটা সময় একই বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারে না। তাই একই ধরণের খেলা বা কাজ বা পড়া তাকে ক্লান্ত করে। তার **মনের সুস্থ বিকাশের পক্ষে বৈচিত্র্য প্রয়োজন।** শৈশব থেকে বাল্যে (৪ থেকে ৭ বৎসর) ক্রমশঃ সে বেশীক্ষণ কোন এক বিষয়ে মন দিতে পারে। কিন্তু শিশুর মন চঞ্চল হলেও, যে বিষয় তার ভাল লাগে, তাতে সে গভীর ভাবে মগ্ন হতে পারে, তাতে মেতে উঠলে নাওয়া খাওয়া সে ভুলে যায়।[১] আসলে তার আগ্রহের উৎসটি কোথায় তা জানতে হবে। বিশেষ করে যারা ক্ষীণবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি তাদের মধ্যে এটা খুব লক্ষ্য করা যায়। **চার বছরের পূর্বের স্মৃতি শিশুর মনে থাকে না।** শৈশবে কোন জিনিষই শিশু মনে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। তাই শিশু বেশী কান্নাকাটি বা বায়না করলে আমরা 'ঐ দেখ্ ল্যাজ্‌ঝোলা পাখী' বলে তাকে ভুলিয়ে দি। ক্রমে বাল্যকালে (৪-৭ বৎসর) স্মৃতিকে ধরে রাখবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মনোবিদরা লক্ষ্য করেছেন যে **অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি শিশু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, প্রীতিকর অভিজ্ঞতার স্মৃতিকেই তারা ধরে রাখে।** বাটলেট্ শিশুদের স্মৃতি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন শিশুরা আনন্দে ও আগ্রহে যা শেখে তাই সবচেয়ে ভাল মনে রাখতে পারে।

শিশুর কল্পনা-প্রবণতা

পিয়াজে'র মতে শিশুর চিন্তার বিশেষত্ব হচ্ছে যে তাদের চিন্তা কল্পনার ছবি দিয়ে আঁকা। শৈশবের চিন্তা এবং বয়স্কদের চিন্তার মধ্যে মৌলিক প্রভেদ এই যে **শিশুরা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে পারে না—তারা সমস্ত জিনিষকে জীবন্ত বলে বিশ্বাস করে এবং তাতে অলৌকিক ক্ষমতা (magic) আরোপ করে।** শিশুর চিন্তায় সত্য মিথ্যার ভেদটা পাকা নয়। তাই অসম্ভব স্বতঃবিরোধী চিন্তা শিশু মনের মধ্যে পোষণ করে (syncretistic); কখনও শিশু হয় বেড়ালছানাদের কানাই মাস্টার—কখনও সে হয় ফেরিওয়ালা, আবার কখনো বা সে নায়ের মাঝি। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শিশুর এই কল্পনাজগতের কথা—"চলছে মনের মধ্যে

১। Hadfield: Mental Health & Psychoneurosis. pp. 31-33

আমার 'অচল পাল্কি'।...চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে।...কখন বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে, গা করছে ছম্ ছম্।...তারপর একসময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙ্গা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে চায় ছপ্ ছপ্ ছপ্; ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে 'সামাল, সামাল, ঝড় উঠল'।"[১]

পিয়াজে যে মতটা প্রকাশ করেছেন তা আংশিক সত্য। রবীন্দ্রনাথের মত কবি বা ভাবুক যে শিশু, তার চিন্তা বহুলাংশে চিত্রধর্মী ও কল্পনাপ্রিয় হবে এটা স্বাভাবিক। তবে **শিশুর চিন্তায় সত্য-মিথ্যার কোন ভেদ নেই এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় তারা অসমর্থ, এ কথা ঠিক নয়।** সুজান্ আইজ্যাক্স্, হাজলিট্ প্রমুখ মনোবিদেরা নিশ্চিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, বাল্যকালেই তাদের সামান্য অভিজ্ঞতা ভিত্তি করেই শিশুর চিন্তাশক্তি ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতার কিছুটা বিকাশ হয়। অবশ্য তাদের চিন্তা ও বিচার নিজের কোন বাস্তব সমস্যা সমাধান থেকেই শুরু হয়[২] এবং কৈশোর (৬-১১) উত্তীর্ণ হলে তবেই নির্বস্তুক যুক্তিগত চিন্তার ক্ষমতা জন্মায়।[৩] সুজান্ আইজ্যাক্সের মতে, শৈশবের মধ্য বয়স পর্যন্ত চিন্তার ধারা শিশুর হাত পা নিয়ে নাড়াচাড়া, কাজ করা, সহজ বাস্তব সমস্যা সমাধানের সহায়ক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। তারা কল্পনা করতে ভালবাসে সত্য, কিন্তু কাল্পনিক বস্তু যে কাল্পনিক—তা যে সত্য নয়, এমন বোধও তাদের কিছুটা থাকে। অবশ্য এ বয়সে কখনো কখনো শিশুরা 'যেন-যেন' খেলা (make-believe

---

১। রবীন্দ্রনাথ : ছেলেবেলা।

২। Piaget : The Childs' conception of the world.

৩। তিন বছরের নাতনী পিউকে বলেছিলাম "আমায় তোর লাল জামাটা দিবি?" সে উত্তরে বলল..."তুমি তো বড়ো, এ জামা তোমার ছোটো হবে।"

পাঁচ বছরের ঝুমা ছোট ভাই চন্দনকে বলছে "তুই বইয়ে পা দিলি? তোর বিদ্যে সব নষ্ট হয়ে যাবে। মা সরস্বতী যে বইয়ের মধ্যে থাকেন। শিগ্গির বইয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম কর।"

সাড়ে তিন বছরের কুটুন্ মাকে বলছে—"আমার জুতো কই? এটা তো কালো, আমারটা তো লাল ছিল।"

সাড়ে চার বছরের টুবাই বলছে মেঘবর্ণাকে—আমার মা তোর মার চেয়ে ফর্সা। মেঘবর্ণা আপত্তি করাতে বলল, মা তো বিলেত যাবে সেখান থেকে অনেক ফর্সা হয়ে ফিরবে।

The younger the child the more do his everyday thoughts tend to be concerned with events related to his own immediate experiences and well-being. As he grows older, he becomes increasingly able to occupy himself with more remote issues and to deal with abstractions as distinguished from concrete experiences.

Gates, Jersild etc : Educational Psychology p, 203

play) করে। কেউ মা সাজে, পুতুলকে খাওয়ায়, নাওয়ায়, অসুখ হ'লে ডাক্তার ডেকে আনে। কেউ বা লাঠিটাকেই ইঞ্জিন বানিয়ে গাড়ী চালায়, কিন্তু এগুলি যে 'খেলা', এ বোধ তাদের একেবারে থাকে না এমন নয়।[৩]

পিয়াজেঁ বলেন যে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনেই যুক্তিগত চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। ৭।৮ বছর হলে শিশু অন্যের মতামত সম্বন্ধে সচেতন হ'তে থাকে এবং বাহ্যবাস্তবের সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটে এবং শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা ও কল্পনাপরায়ণতা ক্রমেই কমে যায়। কেউ কেউ আবার বিপরীত ভাবে বলেন যে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা বাড়ে বলেই সামাজিক চেতনাও বিকাশ পায়। সুজান্ আইজ্যাকস্ এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেছেন তাই আমাদের গ্রহণযোগ্য মনে হয়। বুদ্ধি ও সামাজিক বোধ এই দুইয়ের একটিকে অন্যের কারণ বলে নির্দেশ না করে, একথা বলাই সঙ্গত যে, সমস্ত বয়সেই শিশুর পরিণতি ও বিকাশ তার সমস্ত দিক মিলিয়ে একই বেড়ে-ওঠা ক্রিয়ার অবিভাজ্য এবং পরস্পর-নির্ভর দুটো দিক।

শিশুর যুক্তিগত বিচার

বুদ্ধি ও সামাজিক বোধ-এর বিকাশ একসঙ্গে ঘটে

এটা ঠিক যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেলামেশার ইচ্ছা, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা সবই বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে বা বাগবাজার গভঃ স্পনসর্ড নার্সারী স্কুলের মত সুপরিচালিত এবং সুন্দর পরিবেশযুক্ত নার্সারীতে এটা দেখা যায় যে, বড় ছেলেমেয়েরা ছোটরা আঘাত পেলে, বা অক্ষম হ'লে বা অপারগ হ'লে তাদের কাজে এগিয়ে এসে সাহায্য করে। এটা সুন্দর সামাজিক জীবনেরই ফল।

শিশুর অনুভূতির বিকাশ

শিশুর অনুভূতি জীবনকে জানা শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা একথার উপর খুব জোর দিচ্ছেন। পূর্বে শিশুর মনের এই দিকটা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল।

আগেই বলেছি শিশুর জীবন বহুলাংশে সহজ সংস্কার দ্বারা চালিত। সহজ সংস্কারের সঙ্গে অনুভূতির সম্পর্ক গভীর। তাই সহজ সংস্কারগুলিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হ'লে শিশুর ভাল-লাগা মন্দ-লাগার মৌলিক প্রবৃত্তির সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে হবে। যা ভাল-লাগে, তাতেই শিশুর আগ্রহ। আর সুশিক্ষক জানেন শিক্ষাকে হতে হবে আগ্রহের অভিমুখী—আগ্রহের বিপরীতমুখী নয়—The teacher must work with the instincts and **not against** the instincts.

শিশুর জীবনে অনুভূতির গুরুত্ব

৩। S. Isaacs: The Psychological aspects of Child development. Sect II. 23rd year Book of Education, 1935.

ছোট শিশু ৩।৪ বৎসর পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। সে চায় সকলে তাকে ভালবাসুক, সকলের মনোযোগ তার দিকেই কেন্দ্রীভূত হোক—সে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থানটিই অধিকার করে থাকতে চায়। নূতন ভাইবোন এলে সে অনেক সময় বিষম ঈর্ষান্বিত হয়। যা ভাল লাগে, তাই সে হাত বাড়িয়ে নিতে চায়। পরেরটা কেড়ে নিতে তার লজ্জা নেই। নিজের পুতুল, খেলনা, এসব তো প্রাণ ধরে অন্য ছেলেমেয়েকে সে ছুঁতে দিতেও চায় না। অবশ্য পিতামাতার শাসনেই ক্রমে ক্রমে চার বছরের পর থেকে সে আপন পরের প্রভেদ বুঝতে শেখে। সামাজিক জীবনের শিক্ষা ধীরে ধীরে হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় ৩ বছরের শিশুরও আত্মকেন্দ্রিকতা অনেকটা কমে আসে—অন্য ছেলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাটা তার স্বাভাবিক হয়ে আসে। ৫ বছরের পর শিশুরা অনেকটা স্বাবলম্বী হয় এবং ঘরের টানটাও আগের চেয়ে কিছু কমে এবং তখন ছোট ছোট দল বেঁধে খেলায় তারা আনন্দ পায়।

অনুভূতির বিকাশ

চার পাঁচ বছরের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও অহং-বোধ এবং অভিমান প্রবল থাকে। যারা বহির্মুখী স্বভাবের, তারা খেলা, ধুলা, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ও গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু যারা একটু 'ভীরু-স্বভাব' ও অন্তর্মুখী, তারা অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাল মিশতে পারে না। তারা কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে অহংকারের তৃপ্তি খোঁজে। ভাল নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হ'ল, ভীরু-স্বভাব অন্তর্মুখী ছেলে-মেয়েদের নিজের খোলস থেকে বের করে দলের সঙ্গে মিলিয়ে তার আত্মপ্রত্যয়কে পুষ্ট করা এবং সবল মনুষ্যত্ব গড়ে তোলা।

চার বছর পর্যন্ত শিশুরা অনেক সময় **মেজাজ-মর্জি**, কান্নাকাটি করে। এটা এক হিসাবে **শিশুর স্বাধীনতাস্পৃহার সূচনা**। এর মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে জাহির করতে চায়—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। আর এক কথা, এ বয়সে দেহটা যত দ্রুত বাড়ছে মনটা তেমন পরিপক্ক হচ্ছে না, তাই শিশুর মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। ভাষার উপর দখল তখনও অসম্পূর্ণ এবং পেশীগুলিও তখনো অপরিপুষ্ট। তাই এ সমন্বয়ের অভাবে নিজের মধ্যে অশান্তি শিশু কান্নাকাটি মেজাজ-মর্জির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। অতিরিক্ত না হ'লে, এর জন্যে উদ্বিগ্ন হবার বিশেষ কারণ নেই—কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে এ দুর্লক্ষণগুলি কেটে যায়।

শিশুর মেজাজমর্জির (temper tantrums) তাৎপর্য

একেবারে ছোট শিশুরা স্বভাবতঃই সংসারের সমস্ত ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষিত এবং নানাবিধ প্রবল বিক্ষোভের দ্বারা তারা আলোড়িত হয় না। তবুও ভয়, রাগ, ভালবাসা, তীব্রভাবেই তারা অনুভব করে, যদিও তার স্মৃতি সৌভাগ্যক্রমে তাদের মনে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় না। মানসজীবনের অন্যদিকের মত এখানেও ছোট শিশুর মনে প্রথম থাকে এক অবিভক্ত ও অস্পষ্ট অস্বস্তি, আনন্দ বা উত্তেজনা। প্রক্ষোভের

শিশুদের প্রক্ষোভ তীব্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী

প্রকাশও ছোট শিশুর মধ্যে অস্পষ্ট। ক্রমশঃ প্রক্ষোভের সূক্ষ্মতর পার্থক্য এবং তার প্রকাশভঙ্গীরও বৈচিত্র্য ঘটে।[১] শৈশবে প্রক্ষোভগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিশুর জৈব প্রয়োজন ও তাড়নাগুলির সঙ্গে যুক্ত। যা তার জৈব আগ্রহকে তৃপ্ত করে (যেমন ক্ষুধার সময় খাদ্য) তা তাকে আকর্ষণ করে এবং সে হাসি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। আর যা তার জৈব আগ্রহ তৃপ্তিতে বাধা দেয় তাতে (তার ক্ষুধা মেটার আগেই মায়ের স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিলে) সে বিরক্ত হয় এবং কান্না দিয়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করে। আর একটু বড় হলে শিশুর রাগ, ভয়, ভালবাসা সবই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাভিত্তিক; শিশুর পুতুলটা কেড়ে নিলে সে রাগ করে, লাল বল পেলে সে খুশী হয়, হঠাৎ তীব্র কর্কশ আওয়াজে সে ভয় পায়। শৈশবে ও বাল্যে প্রক্ষোভগুলির প্রকাশ সম্পূর্ণ স্থুল ও নিরাবরণ। ক্রমে শিশু যত বড় হতে থাকে ততই প্রক্ষোভগুলি চিন্তা ও ভাবভিত্তিক হতে থাকে। এক বছরের শিশু আগুনে ভয় পায় না, কিন্তু গরম চিমনী ছ্যাকা লাগলে তখন সে সাবধান হয়। দু'বছরের শিশু সাপকে ভয় পায় না, কিন্তু চার বছরের শিশু শুনেছে যে সাপের কামড়ে বিষ আছে, কাজেই তখন সে সাপের দিকে হাত বাড়ায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বস্তুরও পরিবর্তন হয়। ছোট শিশু বেড়ালকে ভয় পায়, কিন্তু একটু বড় হলেই সে ভয় কেটে যায়।

প্রক্ষোভের বিকাশ

আবার বড় হ'লে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে সে এমন সব জিনিষকে ভয় করতে শেখে একেবারে শৈশবে যাদের সম্বন্ধে কোন ভয় ছিল না। দশ বছরের পরে প্রক্ষোভ সূক্ষ্মতর ও অধিকতর মার্জিত হয়। তখন চিহ্ন ও লক্ষণ (symbols and cues) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার স্থান অধিকার করে। ভাষার উপর অধিকার জন্মালে ভাষার মধ্য দিয়ে সভ্যতর ভাবে প্রক্ষোভ প্রকাশ করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া, বয়স্ক মানুষ প্রক্ষোভের প্রকাশকে চেষ্টাকৃত ভাবে সম্বৃত করে। মেপে মেপে হাসে, সূক্ষ্ম কথার কারসাজি দিয়ে রাগ, বিরক্তি, ভালবাসা প্রকাশ করে। তা ছাড়া, শিক্ষা ও আত্মজিজ্ঞাসার ফলে ক্রমশঃ কয়েকটি ভাব বা আদর্শভিত্তিক রস

উচ্চতর আদর্শভিত্তিক অনুভূতি —রস বা ভাবের উন্মেষ

(sentiments) যথা দেশপ্রেম, বিদ্যানুরাগ, সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এখানেই অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এখানেও তাই দেখা যায় বিকাশের ধারা হচ্ছে স্থূল দেহ-ভিত্তিকতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ভাবরসে ও প্রতীকময়তায় উত্তরণ—a progress from the crude physical to the refined and the

---

১। ডঃ ক্যাথারিন্ ব্রীজেস্ জন্মকাল থেকে শুরু করে শিশুর প্রক্ষোভের বিকাশের একটি ছক তৈরী করেছেন। তাঁর এ ছক অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া তিনি শিশুর অনুভূতি জীবনকে তার সমাজ জীবন থেকে পৃথক করে দেখেছেন। গুডনাফ্ ব্রীজেসের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। তিনি বহু শিশুর ফটো তুলে প্রমাণ করেছেন যে ভয়, রাগ, ভালবাসা, অভিমান ইত্যাদি প্রধান প্রক্ষোভগুলির প্রকাশের দৈহিক প্যাটার্ন দশ মাসের সময়ই সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে।

symbolic. সমস্ত সুশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রক্ষোভের এই উদ্বর্তন (sublimation of the crude emotions).[১]

ফ্রয়েড্ শিশুর জীবনের প্রক্ষোভগুলির স্বাভাবিক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর দৃঢ় মত, শৈশবের স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষার অবদমন ঘটে আমাদের সামাজিক মূঢ়তার জন্যে ; এবং তার পরিণতিই ঘটে পরবর্তী জীবনে নানা মানসিক বিকৃতিতে। তিনিও অবশ্য এ মত প্রকাশ করেছেন যে মৌল কামাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অহং (Ego) এবং অধিশাস্তা (super-ego)-র সুসমন্বয় ঘটিয়ে—বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে সমস্ত ব্যক্তিত্বের মূল এই আদিম শক্তির (libido) কল্যাণকর উচ্চস্তরে উদ্বর্তন সম্ভব।[২]

শিশুর কর্মপ্রবণতা

শিশুর আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে—তার **কর্মচঞ্চলতা**। শিশু চুপ করে বসে থাকতে চায় না। সে খেলা করে, জিনিষপত্র নাড়েচাড়ে, সে গড়তে চায়, ভাঙতে চায়—সে পৃথিবীটা জানতে চায়—নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে চায়। তার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আমি বড় হবো—'বাবার মতো বড়ো'। তার কল্পনার মধ্যেও এই বড় হওয়ার, বীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট—সে বীরপুরুষ হয়ে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করে মাকে উদ্ধার করবে। শিশুর সকলের চেয়ে বড় গর্ব 'আমি পারি'। তাই সে মা খাইয়ে দিতে গেলে বলে, 'আমি নিজে হাতে খাবো' ; বাবা এসেছেন—সে শিকল নাগাল পায় না—তবু দৌড়ে গিয়ে বলবে—'আমি দরজা খুলে দেবো'। এই প্রভুত্ববোধ শিশুর মনে শৈশবেই সঞ্চারিত হয় বলে' প্রত্যেক শিশু সঞ্চয় করতে ভালবাসে। তার সঞ্চয়ে বড়রা হাসে—ভাঙা পুতুল, ছেঁড়া ছবি, আধ-খাওয়া পেয়ারা, দুটো মরা কাঁচপোকা। কিন্তু এ নিয়ে শিশুর গর্বের শেষ নেই। বড়দের মূল্যবোধের থেকে তার মূল্যবোধ পৃথক। তার 'নিজের' জিনিষগুলি যে তার অহং-বোধের রং দিয়ে রাঙানো—তার কল্পনায় তারা অসামান্য। তার অহং-বোধের পোষক বলেই সে দল গড়তে ভালবাসে—দলের মধ্যে পায় সে নিজ মূল্যের স্বীকৃতি। খেলার মধ্যে, কাজের মধ্যে সে দলের প্রশংসা পেতে চায় (being accepted by the group). ৩।৪ বয়সের শিশুর মনেই ক্রমে ক্রমে **অহং-চেতনা (ego-consciousness) এবং অহং-আদর্শের (ego-ideal) গোড়াপত্তন হতে থাকে**। এ বয়সের শিশুরা বাবা বা মাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাধার মনে করে এবং তাদের সঙ্গে তাদাত্মীকরণ দ্বারা ও অনুকরণের দ্বারা তাদের মতই হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু ৬।৭ বৎসর হ'লে শিশুরা বাপ মার দোষগুলিও বুঝতে

অহং-বুদ্ধির বিকাশ

অহং-চেতনা ও অহং-আদর্শের সূত্রপাত

১। Gates Jersild etc. : Educational Psychology. p. 80.

২। Freud : The Problem of Anxiety. 1936
also English & Pearson : Common Neuroses of Children and Adults. 1937

শেখে এবং অন্য মানুষের সঙ্গে তুলনা করতে শেখে এবং আগের মত অন্ধভাবে তাঁদের 'আদর্শ' বলে গ্রহণ করে না। ক্রমেই যত বড় হয় ততই নিজস্ব আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

শিশুর আত্মবিশ্বাসের গুরুত্ব

শিশু শিক্ষাবিদ্ জানেন সমস্ত শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ সবল ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা—শিশুদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যে, তারা সিংহশাবক, তারা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের দেশের ছেলে। ভালো শিশুবিদ্যালয়ের উৎসাহপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই থাকা চাই এই যাদুমন্ত্র—'উত্তিষ্ঠত জাগত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

কিন্তু নির্বোধ আত্মকেন্দ্রিক 'দম্ভ' নয়। প্রত্যেক শিশুকেই এই শিক্ষা দিতে হবে যে তার অহং-এর প্রতিষ্ঠা—সমাজের পরিবেশে। প্রত্যেক শিশুকে নিজের নিজের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের মধ্যে নিজ স্থানটি করে নিতে শেখাতে হবে। সবাই সেখানে নেতা হতে পারবে না; কিন্তু কুশলী, কর্তব্যপরায়ণ সেবকেরও মূল্য ও মর্যাদা কম নয় এই কথাটিও শিশু শিখবে সুশিক্ষার ফলে। সমস্ত শিক্ষার সার্থক পরিণতি শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে। যে সুশিক্ষা পেয়েছে সে জানবে, শুধু নিজের জন্যেই বাঁচা নয়—সে আন্তরিক ভাবে বলতে শিখবে আমরা সবাই সেবক, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে; আর আমরা সবাই রাজা নিজ নিজ রাজত্বে।

আজ শিশুশিক্ষার নূতন যুগে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শিক্ষাকে দৃঢ় ভিত্তিতে গড়তে হলে শিশুর প্রকৃতিকে সত্য করে জানতে হবে—শিশুর ব্যক্তিত্বকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে—আর সকলের উপর থাকতে হবে শিশুর প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা।

শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশঃ

সুস্থ শিশু স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমতঃ নিজ পরিবারে এবং পরে পরিবারের বাইরে অন্য মানুষের সঙ্গে মিলে সামাজিক-জীবনের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়। এই অভিজ্ঞতা তার ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। "আপাতদৃষ্টিতে সমাজ-জীবন ভুক্তি (socialization) এবং ব্যক্তিত্ব অর্জন (individualization) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি প্রক্রিয়া বলে মনে হলেও, বাস্তবিক পক্ষে এ দু'টি প্রক্রিয়া পরস্পর অবিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর পরিপূরক। সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে ভিন্ন সুস্থ ব্যক্তিত্ববিকাশ অসম্ভব; আবার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করে একাকার সমাজজীবনও অর্থহীন।...আঠারো মাস থেকে চার বছর পর্যন্ত শিশুর ব্যবহারে তার চার পাশের অন্য মানুষদের সম্পর্কে ক্রমেই অধিক পরিমাণ আগ্রহ প্রকাশ পায়; আবার ঠিক এই সময় থেকেই শিশুর নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অধিকার-বোধ সম্পর্কে সচেতনতাও তীব্র হয়ে ওঠে। তখন তার অঙ্গসঞ্চালনে কেউ বাধা দিলে সে ক্রুদ্ধ হয় এবং তার হাতের মোয়া কেড়ে নিতে গেলে সে প্রাণপণে বাধা দেয়।

পরিণত বয়সেও দেখা যায় যাদের সামাজিক চেতনা প্রবল, তাদের ব্যক্তিত্বও সুস্থ এবং সুগঠিত।"[১]

ব্রীজেস্, আইজ্যাক্স্, গেসেল্, শারম্যান্ ইত্যাদি শিশু মনস্তত্ত্ববিদ্ শিশুর সমাজচেতনা ও প্রক্ষোভ বিকাশের ক্রমবিকাশ বিশেষ যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যবহারে সমাজ-চেতনার প্রথম স্তরে দেখা যায় অপরের সম্পর্কে অনীহা (indifference) দ্বিতীয় স্তরে বিরোধ বা বিদ্বেষ (hostility); তৃতীয় স্তরে বন্ধুত্ব (friendliness) এবং সহযোগিতা।

বড়দের সমাজচেতনা বিকাশের স্তরগুলি কিছুটা ভিন্ন: প্রথম, নির্ভরতা (dependence), দ্বিতীয় বিরোধ ও বাধা (resistance) এবং পরে বন্ধুতা ও সহযোগিতা (co-operation)।

এ স্তরগুলি অনেক সময় স্পষ্ট বিভক্ত নয় এবং মোটামুটি ভাবেই বলা যায় যে তারা পরস্পরকে অনুসরণ করে।[২]

প্রক্ষোভজীবনের স্বাভাবিক বিকাশের অভাব ও মানসিক বিকৃতি

শিশুর অল্প বয়সের সামাজিক ব্যবহারের বিকাশ স্পষ্টতঃই তার প্রক্ষোভজীবনের বিকাশের উপর নির্ভরশীল। যে ছেলে মেয়ের মায়ের স্নেহ সম্বন্ধে খুব গভীর আস্থা নেই, সে নানাভাবে নানা দাবী করে', নানা অজুহাতে মাকে নিজের কাছে বেঁধে রাখতে চাইবে। অন্য কারু কাছে স্নেহ পেলে সে তার প্রতিই অতিমাত্রায় অনুরক্ত হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের মমতাময়ী শিক্ষিকাদের এ অভিজ্ঞতা প্রায়ই ঘটে। এ সমস্ত ছেলেমেয়ে মানসিক সুস্থ নয় এবং এরা বড় হয়েও একান্ত পরনির্ভর, ভীরুস্বভাব, কুনো, এবং অসামাজিক হয়। কোন কোন ছেলে আবার দেখা যায়, যারা বড় বেশী উদ্বিগ্ন; অন্যকে আঘাত করবার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা এই অকারণ উদ্বেগের রূপ নেয় এবং এসব ছেলে বেশী কান্নাকাটি করে। যে সব ছেলে স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ বঞ্চিত, তারা অকারণে ভয় পায়, বিপদের মুখে বিষম বিপন্ন বোধ করে, অপরিচিত লোক দেখলে পালিয়ে যেতে চায়, এমন কি খেলনা বন্দুক বা আবর্জনা দেখেও তারা বিষম অস্বস্তি প্রকাশ করে। এমন ছেলেরা হয় খেলাধুলা থেকে সরে থাকতে চায়, না হয় খেলুড়েদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে। সব ছেলেমেয়েতেই এমন ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখা গেলেও, সেটা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যাদের মধ্যে এ জাতীয় ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রবল, তারা স্নায়বিক রুগ্ন এবং নার্সারী বিদ্যালয় থেকে এদের সুচিকিৎসা করানো হয়ে থাকে। অনেকেই তাতে সেরে যায়। কোন কোন ছেলেমেয়ে নতুন ভাই বোন হলে প্রবল ঈর্ষান্বিত হয়। বাইরে তাদের সে হিংসা দেখাবার উপায় নেই কিন্তু সুযোগ পেলেই হয়তো ছোট ভাই বা বোন্‌টিকে চুপে চুপে চিমটি কেটে দেয়। সাধারণতঃ এই হিংসাটার আত্মপ্রকাশ ঘটে বিদ্যালয়ে ছোট ছেলেদের উপর

১। গুহ এবং দত্ত: শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা, পৃঃ ৮২৭-২৮

২। S. Isaacs: The Children We Teach. pp. 18-25

উৎপাতে। এই ছোটরা হল তাদের ছোট ভাই বোনদের প্রতীক এবং তাদের উৎপীড়ন করে তাদের হিংসাটা তারা মেটায়। এসব ছেলে মেয়েরা অন্যদের উপর মাতব্বরী করতে চায়। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা এ সব দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করেন এবং তার প্রতীকার করেন। নার্সারী বিদ্যালয়ে ছোট শিশুরা অনেক সময়ই খেলনা পত্র নিয়ে মিলে মিশে অন্যদের সঙ্গে খেলতে চায় না। এর পিছনেও কখনো কখনো ছোট ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষা কাজ করে। শিক্ষিকারা এসব শিশুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মমতার সম্বন্ধ স্থাপন করে তার সমবয়সীদের দলের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। পিতামাতার সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে।

তিন চার বছরে রাগ, ভয়, ইত্যাদি অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই বয়সে শিশুদের সর্বাপেক্ষা প্রবল ভয় হচ্ছে স্নেহভালবাসা এবং নিরাপত্তাবোধ হারাবার ভয়। স্নায়বিক রুগ্ন শিশুর ভয় বা অন্য প্রবল বিক্ষোভ বুঝতে হলে, শিশুর দিক থেকেই প্রশ্নটি বিচার করতে হবে এবং সমগ্র অবস্থার মধ্যে শিশুকে স্থাপন করে তার অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। তাহলেই এ সব অশান্তিগুলি কি ভাবে দূর করতে হবে তার পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। নার্সারী স্কুলের সঙ্গে যুক্ত শিশু মনোচিকিৎসকেরা এ ভাবেই তাদের নিরাময় করে তোলেন।[১] এর জন্য শিশুকে সান্ত্বনা ও প্রচুর ভালবাসাও দিতে হয়।

সকলেই এটা মানেন শিশুর সঙ্গে মায়ের প্রথম দুই বছরের সম্পর্কের উপর শিশুর অনুভূতিজীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশও অনেকখানি নির্ভর করে। "প্রথম দু'মাস পর্যন্ত শিশু তার চার পাশের বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখায় না। তার কারণ তার ইন্দ্রিয়াদি তখনও অপরিপুষ্ট, মস্তিষ্কে স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির যোগ তখনও সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দু মাসের পর থেকে প্রথম সে মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়।

এর পর আর একটু বড় হলে মানুষ কাছে এলে শিশু একটু মৃদু হাসে। আর একটু বড় হলে আদর করলে সে খুসী হয়। তারপর দেখা যায়, চেনা মানুষ সরে গেলে সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে, শব্দ করলে সে দিকে তাকায়। চার পাঁচ মাস বয়স হলে সে শব্দ অনুসরণ করে—শব্দ করলে সেদিকে তাকায় এবং নিজের দিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পায়। তার

দু বছর পর্যন্ত শিশু আত্মকেন্দ্রিক

জীবনের প্রথম কয়েকমাস সে বড় মানুষদের সম্পর্কেই আগ্রহ দেখায়। মানুষ কাছে এলে সে মৃদু হাসে, মুখে খুশীর ভাব দেখা যায়। এ বয়সেও কচি শিশুরা আদর অনাদর খুব বোঝে। সকলের কোলে গিয়ে তারা সমান খুসী হয় না। এটা শুধু শারীরিক স্বস্তি অস্বস্তির জন্যে নয়।[১] ক্রমেই সে মানুষ চিনতে শেখে মা

---

১. Valentine: 'The Innate Basis of Fear', Journal of Genetic Psychology. Vol. XXXVII, 1930

এবং মাতৃসমাদের প্রভেদ সে বোঝে এবং তার সঙ্গে কথা বললে হাসলে সে যেন কথা বলতে চায়।"[১] দু বছর পর্যন্ত শিশু প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক; নিজের খেলনা নিয়ে খেলে, অন্যকে নিজের খেলনা দিতে চায় না। অন্য শিশুদের দিকে সে বড় মন দেয় না। তিন বছর বয়সে সে অন্য শিশুকে লক্ষ্য করে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য খেলে। কিন্তু তখনও সে 'দল' বেঁধে খেলে না, বা কাজ করে না (team activity)। এ সময়ে নার্সারী স্কুলে ভর্তি হলে, শিশুর সমাজ চেতনার সুস্থ বিকাশ ঘটে। শিশুর ভয় ও সঙ্কোচ কাটে এবং শিক্ষিকাদের মমতাময় পরিচালনায়, তারা আনন্দময় সহযোগিতায় অভ্যস্ত হয়। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে তার সামাজিক জীবনের শিক্ষা আরো অনেকটা অগ্রসর হয়। ছোট দল বাঁধা, প্রতিযোগিতা, বড়দের কিছুটা মান্য করা এ সব তারা ক্রমেই শেখে। শাসন শৃংখলার (discipline) ধারণা, বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান তারা আয়ত্ত করে। নার্সারী স্কুলের সুপরিচালনায় এই জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়। ক্রমে আট দশ বৎসরে বড় স্কুলে ভর্তি হয়ে সে যেন অনেকটাই বড় হয়ে যায়। বাড়ীর সঙ্গে তার বন্ধন কিছুটা ঢিলে হয়। নিজের শক্তি সম্বন্ধে আস্থা বাড়ে। তবে সব ছেলেই চায় নিজের ছোট দলের কাছে স্বীকৃতি (acceptance by a group). অবশ্য সব ছেলে সমান সামাজিক হয় না। কেউ বা মিশতে ভালবাসে, কেউ একটু একা থাকতে চায়; কারু মধ্যে এই বয়স থেকেই নেতৃত্বগুণ লক্ষ্য করা যায় আবার কিছু আছে তারা চেলা হওয়া বা চালিত হওয়াই বেশী পছন্দ করে। এদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ কম, নিজেদের উপর এরা বেশী আস্থা রাখে না। সামাজিক ব্যবহারের মস্ত বড় সেতু হচ্ছে ভাষার ব্যবহার। দু বছরের পর থেকে শিশু দ্রুত ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। ভাল নার্সারী স্কুলে এ বিষয়ে ছেলেদের প্রভূত উন্নতি ঘটে।

দল বাঁধবার প্রবৃত্তি

শাসন শৃংখলা শিক্ষার হাতে খড়ি

নেতৃত্বগুণ ও ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা

ছয় সাত বৎসর বয়স থেকে শিশুরা কিছুটা আত্মসচেতন হয়, সে মনে জানে সে আর একেবারে 'কচি খোকাটি' নেই, ছোট বোনটির তুলনায় সে অনেকটাই বড়। তার কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়; সে নিজেকে 'বীর পুরুষ' ভেবে মাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করবার গর্বে স্ফীত হয়। এ বয়সে শিশুর দায়িত্ব বোধ কিছুটা বাড়ে; স্কুলের পড়া বা কাজ কিছুটা নিজের গরজেই করে। কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে খেলাধুলার দিকে টানটা থাকে বেশী স্বাভাবিক, তাই বই পত্র ফেলে খেলতেও সে অনেক সময় ছোটে। অবশ্যই এই খেলার আগ্রহ, দল বাঁধবার প্রবৃত্তি ইত্যাদির পেছনে আছে শিশুর বাড়ন্ত উপচীয়মান শক্তির প্রাচুর্য

আত্মসচেতনতা

দায়িত্ববোধ

১। Buhler. The Social Behaviour of Children—A Handbook of Child Psychology ch. IX pp. 314-316

(surplus energy) এই শক্তিই শিশুকে নিজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের খোলস ভেঙে বৃহত্তর গোষ্ঠী জীবনের অঙ্গীভূত হতে আহ্বান জানায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতামাতা এই শক্তিকে সংহত করে আনন্দময় অথচ উদ্দেশ্যমুখী খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ, নানা সংগঠন ও রচনাত্মক কাজে নিয়োজিত করে ধ্বংস ও অপচয়ের পথ থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করেন।

বাড়তি উপচীয়মান শক্তির সুব্যবহার

পাঁচ ছয় বছরে শিশুদের বড়দের সম্পর্কে মস্ত বড় মোহ থাকে। এ বয়সে শিশু বিশ্বাস করে 'বাবার মত জোয়ান কেউ নেই', মার মত সুন্দরী কেউ নেই, 'আন্টির' মত সুন্দর মাথা দুলিয়ে কথা বলতে কেউ পারে না। এ বয়সে তাই অনুকরণের প্রবৃত্তি প্রবল এবং শিশুকে উপদেশের চেয়ে অভিভাবন (suggestion) দ্বারা অনেক ভাল কাজ পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে, অনুকরণই সামাজিক শিক্ষার সব চেয়ে সফল হাতিয়ার। এ বয়সে শিশুর বিচার বুদ্ধি অপরিণত, সে অত্যন্ত অভিভাবনপ্রবণ (open to suggestion), তার কৌতুহল অপরিসীম, তার কল্পনা অত্যন্ত জীবন্ত ও সতেজ। তাই এ বয়সই হচ্ছে শিশুর মনে উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, সমাজ-কল্যাণকর কর্মের বীজ রোপনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়।[১]

বড়দের সম্পর্কে মোহ

অনুকরণ ও অনুভাবনের সাহায্যে শিক্ষা

দশ বছর বয়সের শিশু পিতা মাতা শিক্ষিকা-কে অতটা নির্বিচারে গ্রহণ করে না। 'দলটা'র (gang) আকর্ষণ তার কাছে গৃহের আকর্ষণের চেয়েও বেশী এবং দলের জন্য অনেকখানি স্বার্থত্যাগ করতেও ইচ্ছুক এবং দলের সম্মানকে সে নিজের যশের চেয়েও বড় করে দেখতে শেখে। বুদ্ধিমান্ ও সহৃদয় শিক্ষক শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে দল নেতার সহযোগিতায় সুস্থ নৈতিক চেতনায় পরিণত করেন।[২]

দলনেতার সহযোগিতায় সুস্থ নীতিবোধের ভিত্তি স্থাপন

১। Isaacs : Social Development of young Children. 1933
Bridges : Social & Emotional Development of the Pre-School Child 1931

২। The teacher and others interested in young people will do their best, by means of healthy personal relationship with such leaders to influence through them the standards of conduct by the group. Such friendly relationship will be far more effective than moral teaching. The gang will quite often have a strong sense of loyalty, of fair play and justice. These can form the foundation of a good ethical code. Thus a beginning is made in the development of a conscience which will grow more and more sensitive. But stimulus and encouragement are called for from parents and teachers. McMunn : The Child's Path to freedom p. 153

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুর জীবনের মৌল প্রয়োজন

The fundamental needs of the child

কোন প্রাণীকে যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহ'লে তার ব্যবহারগুলি লক্ষ্য করি। প্রাণীর প্রত্যেকটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তা তার কোন না কোন প্রয়োজন বা অভাব মেটায়। কুকুরটি খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, কারণ তার প্রয়োজন ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের। শিশুরা খেলছে, কারণ তাদের জীবনের একটি মূল প্রয়োজন হচ্ছে আনন্দময় অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে নিজের শক্তির পরিচয় পাওয়া।

প্রাণীর প্রয়োজনগুলি এমন যে, এদের না মেটানো পর্যন্ত একটা অস্বস্তি বা প্রেষ (tension) থেকে যায়। প্রাণীর মধ্যে এ প্রয়োজনগুলি মেটাবার উপযোগী কলকব্জা প্রকৃতিরই ব্যবস্থা। প্রাণীর ভিতরে অস্বস্তি তাকে ঠেলে দেয় এই কলকব্জাগুলির সংগঠন দ্বারা এমন সব লক্ষ্যবস্তুর (goals) দিকে, যা এ অস্বস্তি মেটাতে পারে। এর ফলেই দেখা যায় মানুষের নানা ব্যবহার—নানা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখী।

সকলের প্রয়োজন একরকমের নয়—মেয়েদের প্রয়োজন আর ছেলেদের প্রয়োজন কতকাংশে ভিন্ন ভিন্ন। ঝিনুক গুগ্‌লীর মোটর গাড়ীর কোন প্রয়োজন নেই, আর মানুষেরও ঝিনুক গুগ্‌লীর মত শক্ত আবরক খোলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাঁচতে গেলে ঝিনুক-গুগ্‌লী আর মানুষ দুইয়েরই প্রয়োজন আছে বাইরের পরিবেশ থেকে অবিরাম শক্তি ও উপাদান সংগ্রহ—জীবনের পোষণের জন্যে। এ্যামিবার প্রয়োজন সামান্য—নিতান্তই জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু হ'লেই তার চলে। মানুষের প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। প্রাণরক্ষার জৈব প্রয়োজনে তার বাতাস থেকে নিঃশ্বাসে অক্সিজেন গ্যাস্ নিতে হয়, খাদ্য ও পানীয় তাকে সংগ্রহ করতে হয়, দেহের জীর্ণ ও দূষিত পদার্থগুলি নিষ্কাষণও তার পক্ষে সমান প্রয়োজন, আর প্রয়োজন মোটামুটি একই প্রকার দেহের উত্তাপ রক্ষা করা। কিন্তু তা ছাড়াও তার আরো বহু প্রয়োজন আছে, যেগুলি তার মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি এবং সমাজজীবন থেকে উদ্ভূত। এ প্রয়োজনগুলি সবই সমান মৌলিক নয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন দেশে, কালে, বয়সে তারা বিভিন্ন। কিন্তু তা ব'লে ব্যক্তির কাছে তাদের মূল্য সামান্য নয়।[১]

১। Boring, Langfeld, Weld etc. : Foundations of Psychology. p. 112.
This Chapter was prepared by W. MacKinnon. Univ. of Calif.

প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ

কোন প্রয়োজন জৈব (vital)। আবার কোন প্রয়োজন অ-জৈব (non-vital)। জৈব প্রয়োজনগুলি হচ্ছে প্রাথমিক ও অন্তর্জাত (primary and innate)। এগুলি না মিটলে প্রাণী বাঁচতেই পারে না। এই অর্থে অ-জৈব প্রয়োজনগুলি গৌণ বা অর্জিত। আমরা কেউ অর্থ চাই, কেউ বা যশ চাই, কেউ ক্ষমতা চাই। এই গৌণ প্রয়োজনগুলি, এমনকি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি জৈব প্রয়োজনের চেয়েও ব্যক্তির কাছে অধিক মূল্যবান্ মনে হতে পারে। কখনো কখনো জৈব প্রয়োজনগুলিকে দেহগতও (physiological) বলা হয়। আর গৌণ প্রয়োজনগুলিকে বলা হয় মনস্তাত্ত্বিক (psychological)। এরা ব্যক্তির মানসিক গঠন ও সামাজিক পরিবেশ-নির্ভর। কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবেই জৈব প্রয়োজন থেকে পৃথক, এমন কথা কিন্তু সত্য নয়। মোটামুটি ভাবে একথা বলা যায় যে, শিশুর জীবনে জৈব প্রয়োজনগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গৌণ, মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক প্রয়োজনগুলি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

শিশুর জৈব প্রয়োজনগুলি মেটাবার সুব্যবস্থা করতে হবে সর্বপ্রথম

প্রকৃতির নির্দেশেই পশুর জীবনের সমস্ত আগ্রহই (motives) তার দৈহিক প্রয়োজন দ্বারা নির্দিষ্ট,—অন্ধ ও অচেতন। এগুলিকে তাই physiological drives বলা হয়। পশু এ আকাঙ্ক্ষাগুলি স্থূলভাবে, সোজাসুজি, নির্লজ্জ ভাবে তৃপ্তির জন্যে চেষ্টিত হয়। কিন্তু মানুষ অনেক জটিল ও সভ্য প্রাণী। ঠিক পশুর মত অন্ধ তাড়না দ্বারা মানুষ চালিত হতে চায় না। তাই তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সোজাসুজি পথে খুঁজতে সে লজ্জা পায়। তার ব্যবহারে তাই থাকে আবরণ, পরিমিতি, সৌন্দর্যবোধ ও সংযম। এরই নাম সুরুচি ও সভ্যতা।

শিশুর পিতা মাতা শিক্ষিকা সবাই মোটামুটি এ কথাগুলি জানেন। বিশেষ করে নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের এ কথাগুলি বিশেষভাবেই জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং গোড়া থেকেই শিশুদের এ বিষয়ে সুপরিচালনা করতে হবে।

শিশুর মৌল দৈহিক প্রয়োজনগুলি হচ্ছে ঃ

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মলমূত্রত্যাগ, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, খোলা বাতাস ও সূর্যালোকের আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক আনন্দময় সক্রিয়তা, বিশ্রাম ও ঘুম এ ক'টি দেহের মৌল প্রয়োজন। এই প্রয়োজনগুলি শিশুর যাতে যথোচিতভাবে মিটে, তা শিক্ষিকাদের দেখতে হবে। আর এগুলির সঙ্গে যুক্ত সদভ্যাসগুলি শিশুদের মধ্যে গোড়া থেকেই শক্ত বুনিয়াদের উপর গড়ে তুলতে হবে। কারণ এগুলি হ'ল সুস্থ আনন্দময় জীবনের মূল ভিত্তি।

মানুষের মৌল প্রয়োজন (needs) কয়টি ও কি কি ?[১]

আগেই বলেছি মানুষের প্রয়োজন শুধু দৈহিক নয়, তা মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক। এই প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনগুলি মেটাবার আগ্রহ অধিকাংশই হচ্ছে গৌণ (secondary) বা অর্জিত। কিন্তু এই অর্জিত আগ্রহগুলির মূল্য ব্যক্তির জীবনে সামান্য নয়। এই আগ্রহগুলি কতগুলি ভাবাদর্শকে (sentiment) কেন্দ্র করে পুষ্টিলাভ করে ও ক্রিয়াশীল হয়।

মানুষের মৌল প্রয়োজন কয়টি ও কি কি, এ নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ প্রয়োজন কথাটাকে কেউ বা ব্যাপক আবার কেউ বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে থাকেন। মারে (Murray) মানুষের জীবনের মূল চাহিদাগুলির এক বিরাট ফর্দ দিয়েছেন। ম্যাক্‌ডুগালের মতে মানুষের চৌদ্দটি সহজ সংস্কার আছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত আছে সমসংখ্যক প্রক্ষোভ বা অনুভূতি এবং নানাবিধ ক্রিয়ার উদ্যম। উইলিয়ম্ জেম্‌স্ ম্যাক্‌ডুগ্যালের মত গ্রহণ না করলেও, জীবনের মূলে সহজাত সংস্কারের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং তিনি যে তালিকা দিয়েছেন তা ম্যাক্‌ডুগ্যালের তালিকার চেয়ে বড়। এমন কি, তিনি সেই তালিকাতে পরিচ্ছন্নতার আকাঙ্ক্ষাকেও মানুষের একটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন। ফ্রএড্ একটিমাত্র জন্মগত সংস্কারকেই মাত্র স্বীকার করেছেন, আর তা হচ্ছে আদিম কামাকাঙ্ক্ষা বা libido। ডব্লিউ টমাস্ মানুষের চারটি মূল চাহিদার উল্লেখ করেছেন। এগুলি সবই কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ, যদিও প্রাণীর জৈব প্রয়োজনের সঙ্গেও তারা যুক্ত :

১। নতুন অভিজ্ঞতা এবং বিপজ্জনক কার্যের প্রতি আগ্রহ
২। নিরাপত্তার জন্য আগ্রহ
৩। সক্রিয় সহযোগিতার আগ্রহ
৪। অন্যের দ্বারা নিজ মূল্য স্বীকৃতি বিষয়ে আগ্রহ।[২]

শিশুর জীবনে প্রধান মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রয়োজন কি কি ?

শিশুর মৌল জৈব প্রয়োজনগুলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু শিশু ছোট হলেও সে সামাজিক জীব এবং সে শুধু দৈহিক প্রয়োজন দ্বারা তাড়িত হয় না। তার জীবনের সুখ, শান্তি, সতেজতা এবং তার ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ, তার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলি যথাযোগ্যভাবে মিটলে তবেই হতে পারে। আর একটা কথা, শিশুর মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি প্রবল

১। MacKinnon : প্রয়োজন বা need-এর সংজ্ঞা দিচ্ছেন : A need is a tension within an organism, which tends to organize the field of the organism with respect to certain incentives or goals and to incite activity directed toward their attainment.

২। W. I. Thomas : The Unadjusted Girl. p. 9

হ'লেও তারা অসংস্কৃত ও অসম্বদ্ধ। শিক্ষা ও সুপরিচালনা দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী শক্তিতে পরিণত করা যায়। এখানেই পিতা মাতা ও শিক্ষিকার মস্ত দায়িত্ব।

শিশুর জীবনের সর্বপ্রধান মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনগুলি হচ্ছেঃ

(১) অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ—যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হল—প্রাণঢালা মাতৃস্নেহ। চারা গাছ ও ফুলের কুঁড়ির পক্ষে সূর্যের আলো আর জলসেচন যেমন অবশ্য প্রয়োজন—ছোট শিশুর পক্ষেও মা'র অকৃত্রিম প্রচুর ভালবাসা তেমনি প্রয়োজন। এর অভাবে সুস্থ সুন্দর প্রাণের বিকাশ নিতান্ত অসম্ভব। একেবারেই বাল্যে শিশু তার সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে চায় মাকে। মা-ই তার খাদ্য, মা-ই তার আশ্রয়, মা-ই তার আরাম, সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা বোধের ভিত্তি। ক্রমেই অবশ্য বড় হয়ে নিজের দৈহিক প্রয়োজনগুলি শিশু মেটাতে শেখে, তবুও নার্সারী স্তর পর্যন্ত শিশুর পক্ষে চাই মা বা মাতৃ-সমাদের অকৃত্রিম মমতা, স্নেহ, যত্ন, লালন। শিশু যেন বোধ করে, এক পরিপূর্ণ স্নেহ-ভালবাসার পরিমণ্ডল তাকে ঘিরে আছে। নার্সারী বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষিকা হবেন, তাঁদের এই দয়া-মায়া-ধৈর্য-ভরা মাতৃমন থাকতেই হবে। তিন-চার-পাচ বছরের শিশু বাড়বে, মায়ের আঁচল ছেড়ে দৌড়বে, খেলবে, তবুও ব্যথা পেলে, ভয় পেলে শিশু মাকে খুঁজবে—সন্ধ্যাবেলা মায়ের কোলে বসে মায়ের বুকের স্পর্শ চাইবে। শিশু খুব বোঝে, কে তাকে সত্যি ভালবাসে—কোন ভালবাসা অকৃত্রিম। এমন কি মা'র এতটুকু বিরক্তি, অনিচ্ছা, বিরাগ শিশুর কাছে ধরা পড়ে যায়, এখানে কোন ফাঁকি চলে না। প্রাণভরা ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা শিশুর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর প্রয়োজন।

শিশু মনস্তত্ত্বে বিশারদ এবং শিশুদের মানসিক রোগের যোগ্যতম ভূয়োদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডঃ বউলবী (Bowlby) বলেছেন যে এই শতাব্দীর গত চতুর্থাংশের মধ্যে মনস্তত্ত্বের যত গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে এটা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, বহুদর্শনের ফলে এই তথ্যটিই নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক সুস্থতার পক্ষে তার জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসরে পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ যত্নই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। শিশুর মানসিক সুস্থতার পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক যে মাতা ও শিশুর মধ্যে নিবিড়, ঘনিষ্ঠ, অবিচ্ছিন্ন পারস্পরিক তৃপ্তিকর প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে। এই বহুবিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং পরমপ্রীতিকর মাতা-সন্তানের সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হবে পিতা, ভাই বোনের সঙ্গে ভালবাসার নানা সম্বন্ধ ও অভিজ্ঞতা। শিশু মনোচিকিৎসদের মতে

এই ভালবাসা-বিশ্বাস-নির্ভরতার ভিত্তিতেই শিশুর চরিত্র ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্যক ভিত্তি গঠিত হয়।[১]

এটা সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, যে সব শিশুরা বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন, পরিচয়হীন, বা জারজ পরিত্যক্ত সন্তান এবং যারা মায়ের স্বাভাবিক ভালবাসা পেল না—যারা বিভিন্ন অনাথাশ্রমে অনাদরে মানুষ হ'ল, এসব শিশুরা সুস্থ মন নিয়ে গড়ে ওঠে না। এরা সন্দেহপরায়ণ, নিষ্ঠুর বা উদাসীন, মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে অনিচ্ছুক অথবা উগ্রস্বভাব, কলহপরায়ণ এবং ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গড়ে ওঠে।[২] এটাও দেখা যায় এসব ছেলে মেয়েদের সংশোধন শিক্ষিকার সহানুভূতি, অকৃত্রিম ভালবাসা ও ধৈর্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

এক বৎসর পর্যন্ত শিশুর দেহ যেন মার দেহেরই অঙ্গ। মাতৃগর্ভের নিরাপদ উষ্ণতা থেকে সে যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়ই এই কোলাহলপূর্ণ, তীব্র আলোকিত পৃথিবীতে এসেছে। সে মায়ের কোলেই শান্তিতে ঘুমাতে চায়। মায়ের কোলে শিশুর ঘুম, মার দেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ, মাকে জড়িয়ে থাকা, অস্বস্তিতে মাকে কান্না দিয়ে ডাকা, এ সবই একেবারে ছোট শিশুর মায়ের উপর একান্ত নির্ভরতার প্রমাণ।

ক্রমশঃই শিশু যত বড় হ'তে থাকে ততই তার এই একান্ত-দেহনির্ভরতা উচ্চতর রূপ নেয়—তা জটিলতরও হয়। আড়াই বছর বয়সে, শিশু মায়ের উপর দেহগতভাবে তত নির্ভরশীল থাকে না। কিন্তু তখনও সে মা বাবা দাদা দিদিদের ইচ্ছা, ইঙ্গিত ও কথার উপর নির্ভর করে। একে বলেছেন হ্যাড্‌ফিল্ড psychic dependence। এই মনস্তাত্ত্বিক নির্ভরতা আর একটু বড় হ'লে 'আমি বাবার মত জোয়ান', 'আমি মায়ের মত রাঁধতে পারি' এ প্রকার তাদাত্ম্য (ego-identification) মনোভাবের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আরো বড় হ'য়ে, দশ বারো বছরে তাদের এই পিতা-মাতা-অন্য-নির্ভরতা অনেকটা কেটে যায়। তারা বাবা মাকে আর সর্বগুণাধার মনে করে না। তখন ক্রমে ক্রমে কতগুলি ভাবাদর্শ (sentiment)

১। ...it is sufficient to say that what is believed to be essential for mental health is that the infant and the young child should experience a warm, intimate and continuous relationship with his mother (or permanent mother-substitute—one person who 'mothers' him) in which both find satisfaction and enjoyment. It is this complex, rich, and rewarding relationship with the mother in early years, varied in countless ways by relations with the father, and with the brothers and sisters, that Child psychiatrists and many others now believe to underlie the development of character and of mental health. Bowlby : Child Care and the growth of love. p. 11.

২। Five Psycho-analysts : On the Bringing up of Children. pp. 20-26.

দেশপ্রেম, দুঃস্থের সেবা ইত্যাদি ego-ideals শিশুর ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। চার থেকে সাত বৎসরের মধ্যে শিশুর পর-নির্ভরতা বন্ধুত্বের (companionship) রূপ নেয়। দশ বৎসর বয়সের সময় এই পর-নির্ভরতাকে আমরা দেখি দলের প্রতি অনুরক্তি (gang spirit) রূপে।

সব শিশু এক ধাঁচের নয়—কেউ কেউ বেশী মার কোলঘেঁষা; তারা মা'র কাছ ছাড়া বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, মা বাইরে গেলে কান্নাকাটি করে। সাধারণতঃ আমাদের বাঙালী মায়েরা ছেলেদের অতি-নির্ভরতাকে প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে ওঁরা ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকে স্বনির্ভর করে তোলাটাই বেশী প্রয়োজন মনে করেন।

এটা নিশ্চিতই সত্য যে একেবারে বাল্যকালে—দুবছর বয়স পর্যন্ত অন্ততঃ, শিশুরা যাতে মায়ের স্নেহে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে এবং বাইরের নানা সংঘাত বা অশান্তি থেকে যাতে তারা রক্ষিত হয়, তার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মায়ের আঁচলধরা শিশুরা শক্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠতে পারে না, তাই অত্যধিক স্নেহের প্রশ্রয়ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। তাই তিন বছরের পর থেকে মাকেও তাঁর আঁচলের বাঁধন কিছুটা ঢিলে করতে হবে।

(২) **স্বাধীনতা**ঃ শিশুর জীবনের দ্বিতীয় মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীনতা। শিশু বাড়বে, বড় হ'বে। সে চাইবে নিজ ইচ্ছা অনুসারে চলতে। কয়েক মাসের যে শিশু, তাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্নান করালে, খাওয়ালে সে চীৎকার করে, হাতপা ছোঁড়ে, আপত্তি জানায়। এ সবের মধ্য দিয়ে সে নিজ স্বাধীন অধিকার ঘোষণা করতে চায়। আড়াই বছরের শিশু তার মেজাজ-মর্জি-কান্না দিয়ে মাকে অস্থির করে তোলে। অনেক মা বলেন এটা শিশুর বজ্জাতি! কিন্তু এ সব বজ্জাতির মূল কথা হচ্ছে "আমি স্বাধীন হতে চাই।" সাধারণতঃ ৩—৫ বয়সটা মোটামুটি শান্তির কাল। এ সময়ের মধ্যে শিশুর শক্তি সামর্থ্য বাড়ে, তার জীবনের পরিধি বাড়ে, সে হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে, জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে, ভাঙতে-চুরতে পারে। কখনো কখনো তাকে শাসন করতে হয়, যাতে সে কঠিন আঘাত না পায়, বিপন্ন না হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পিতামাতা শিশুদের এসব ক্রিয়ায় খুব বেশী বাধা দেন না। সে যখন উৎসাহ করে বলে "আমি দিদির মত নিজে হাতে খাবো", তখন মা তাকে বাধা দেবেন না, যদিও তিনি জানেন যে শিশু ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁর কাজ বাড়াবে আর সময় নষ্ট করবে। বাপমায়েরা অনেক সময় চান শিশুরা ঠিক তাঁদের ইচ্ছামত গড়ে উঠুক। এটা সম্ভবও নয় উচিতও নয়। পিতা মাতা শিক্ষিকাকে গোড়া থেকেই এই কথাটা জানতে হবে যে সমস্ত শাসন নিয়ন্ত্রণ (discipline) উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা। যথাকালে উপযুক্ত শাসন নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই শিশু প্রকৃত স্বাধীনতা

লাভ করে। স্বাধীনতার মধ্যেই শক্তির সর্বোত্তম বিকাশ। তাই আধুনিক শিক্ষানীতিতে শিশুর স্বাধীনতাকে এত উচ্চমূল্য দেওয়া হয়। যেখানে স্বাধীনতা নাই সেখানে শাসন নিয়ন্ত্রণ তো বাস্তবিকপক্ষে পীড়ন।[১]

(৩) **কৌতূহল ঃ** শিশু প্রাণবন্ত চারা গাছ। সে বাড়তে চায়—আলোর দিকে হাত বাড়াতে চায়। তার মনে হাজার প্রশ্ন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। সে জানতে চায়—তাই তার কৌতূহল মেটায় সব জিনিষ হাত দিয়ে ছুঁয়ে, মুখে পুরে—নাড়াচাড়া করে,—এমন কি জিনিষপত্র টুকরো টুকরো করে ভেঙে, ভেতরে কি আছে দেখতে।[২] অনেক সময় শিশুদের প্রশ্ন পিতামাতা শিক্ষকের কাছে নিরর্থক, বিরক্তিকর, 'পাকামো' বলে মনে হতে পারে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তার সহজ কৌতূহল বশেই শিশু প্রশ্ন করে, সে বাস্তবিকপক্ষে অসভ্য বা 'জ্যাঠা' নয়। শিশুর কৌতূহল যথাসম্ভব সরলভাবেই মেটাবার চেষ্টা করা উচিত।[৩] তার কাছে সত্য গোপন করবার চেষ্টা করলে, শিশু সহজেই তা ধরে ফেলে। স্বাভাবিক ভাবে তার কৌতূহলের মধ্য দিয়েই সে তার জ্ঞান, কুশলতা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের আনন্দ আস্বাদন করে।

প্রথম বছরে শিশু বাইরের জগতের নানা উদ্দীপনা (stimulus) গ্রহণ কচ্ছে। সে তখন অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। দু বছর বয়স হ'লে সে একটু একটু হাঁটতে শেখে। তখন সে নিজ চেষ্টায় পৃথিবীটাকে জানবার অভিযানে বের হয়। ক্রমে আরো বড় হয়—অনুকরণের দ্বারা সে অনেক শেখে—তার সাহসও বাড়ে। ৩—৫ বছর হলে সমস্ত জিনিষ নেড়েচেড়ে দেখে ; কৌতূহল মেটাবার এটা বয়স। পরে ছয় সাত বছরে বই পড়তে শিখলে তার কৌতূহলের মাত্রা আরো বাড়ে। ক্রমে বারো বছরে সে বৈজ্ঞানিক নির্বস্তুক তথ্য জানতে আগ্রহী হয়। শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল না মেটালে, জীবনের একটি প্রধান প্রয়োজনই অতৃপ্ত থেকে যায়। তবে পিতামাতার, বিশেষ করে নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের একদিকে যেমন শিশুদের কৌতূহল উৎসাহিত করতে হবে, তেমনি দেখতে হবে যেন কৌতূহল উদ্দেশ্যমুখী ও জীবননিষ্ঠ হয়। এতে করে যে মনোযোগটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, তা বৈজ্ঞানিক সচেষ্ট মনোযোগে পরিবর্তিত হয়।

১। It is only by discipline that we learn to do things properly, and it is only by learning how to do things properly that we have real freedom to do them. Hadfield : Childhood & Adolescence, p. 96

২। "কী আছে দেখিই-না", সব তাতে এই তার লোভ। 'ছেলেটা'-রবীন্দ্রনাথ

৩। They chafe at being too small, too young, above all they hate being ignorant. Half the environmental difficulties in education arise from the superior attitude of the grown up who gives to the child the impression that he is ignorant and so must be taught (and at the same time is constantly intimating that there are things that he ought not to knas. Ella. F. Sharpe : Planning for stability. p. 21.

(৪) নিজস্ব কিছু সঞ্চয় বা সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ঃ সমস্ত শিশুই কিছু না কিছু জিনিষ সংগ্রহ করে আনন্দ বোধ করে। বড়রা শিশুদের এ সব গোপন সঞ্চয় দেখে কৌতূহল বোধ করে—অনেক সময় বিরক্ত হয়। মা হয়তো এ 'জঞ্জাল আবর্জনা' ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন, কিন্তু তিনি জানেন তা হ'লে অনর্থ ঘটবে—খোকন এসে কান্নাকাটি করে এক বিষম কাণ্ড করবে! এটা মনে রাখতে হবে যে শিশুর মূল্যবোধের সঙ্গে বয়স্কদের মূল্যবোধের বিস্তর প্রভেদ আছে। তার কারণ বড়দের যাতে আগ্রহ—শিশুদের তাতে স্বাভাবিক কোন আগ্রহ নেই। আগ্রহই তো দ্রব্যকে মূল্যবান্ করে। ছোট শিশুর কাছে ভাঙা মারবেল, পেট তুম্‌ড়ানো পুতুল, আধ-খাওয়া পেয়ারা, রঙীন পুঁতি, সিগারেটের বাক্সের ভেতরের রূপোলী কাগজ পরম মূল্যবান্। কারণ, শিশু নিজে তা সংগ্রহ করেছে; তা একান্তভাবে তার 'নিজস্ব সম্পত্তি'। এই সঞ্চয়ের মধ্যে গোপনতারও আনন্দ আছে। শিশু মনোবিদ্ বলেন, এই সংগ্রহ-স্পৃহা উপেক্ষার বিষয় নয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর অহং-বোধ তৃপ্ত হয়, তা বিকাশ লাভ করে। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুর জীবনের এই মৌলিক স্পৃহাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং অহং-বোধ বিকাশের কাজে ব্যবহার করা হয়। রাশিয়াতে অনেক গৃহেই একটি স্থান কেবলমাত্র শিশুদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়, সেখানে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন—সেখানে তার সঞ্চয় নিজের খুসীমত সাজিয়ে রাখতে পারে, বন্ধুদের দেখিয়ে বাহবা পেতে পারে, নূতন সংগ্রহের অভিযানের 'ষড়যন্ত্র' করতে পারে।

(৪) যূথ-বদ্ধতা (gregariousness) মানুষ সঙ্গ ছাড়া বাঁচতে পারে না। সে মূলতঃ সামাজিক জীব। মানুষের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি, নিরাশা অনেকখানিই সমাজ-জীবন নির্ভর। দু' বছর পর্যন্ত শিশুরা আত্ম-কেন্দ্রিক—অন্য শিশুদের সম্পর্কে তাদের আগ্রহ সামান্য। তিন বছরের পর থেকে শিশুরা সঙ্গীসাথী পেলে খুসী হয়। পাঁচ বছরে তারা মিলে মিশে খেলতে শেখে। দু' বছরের শিশু নিজের বল, পুতুল, খেলনা, অন্য কাউকে দিতে চায় না। কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে, নার্সারীতে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, সকলের খেলনা একত্র মিলিয়ে মিশিয়ে শিশুরা খেলতে শেখে, গল্প করতে শেখে, নাচ, গান, ঘর তৈরী ইত্যাদি গঠনকর্মে আনন্দ পায়। শিশুদের স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশের পথে সমবয়স্ক এবং তাদের চেয়ে বড় ও ছোট মানুষদের সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় বাপমায়েরা 'নিজেদের ছেলেমেয়েদের' পাড়ার ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে দিতে চান না, কারণ এতে করে নাকি ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে! কুসঙ্গ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত, কিন্তু শিশুদের স্বাভাবিক সঙ্গীসাথী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তাদের বাস্তবিকপক্ষে বিষম ক্ষতিই করা হয়।[১] ছয় সাত বছর বয়সে শিশুরা ছোট

১। Makarenko : Letters to the Parents.

ছোট দলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বয়স্ক মানুষের মত শিশুরও এটা একটা মূল প্রয়োজন যে নিজের দল কর্তৃক সে আদৃত হবে (need to be accepted by the group)।

(৬) অন্যের চেয়ে বড় হওয়ার আকাঙ্খা: অন্যের সঙ্গে মিশতে শিশু চায়, এবং সে চায়, দলের স্বীকৃতি। কিন্তু আবার শিশু চায় সে অন্যের চেয়ে বড় হবে। এ্যাডলারের মতে শিশুর স্বাভাবিক হীনমন্যতার (inferiority complex) পরিপূরক ও প্রতিষেধক হচ্ছে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বিকলাঙ্গ ছেলে মেয়েদের কাল এক খেলাধুলার বার্ষিক উৎসব ছিল—অলকেন্দু বোধ নিকেতনে। তাতে দৌড়ে একটি ক্ষীণবুদ্ধি তোতলা ছেলে প্রথম হয়েছে। কী আনন্দে নেচে নেচে সে ছেলে বারে বারে চীৎকার করে বললো "আ···আ · মি—ফা···হয়েছি,—ফা···ষ্ট্‌ হয়েছি।" অহং-বুদ্ধিরই মূল এই আকাঙ্ক্ষা—জীবনেরই এটা মূল প্রত্যয়। এই বিশ্বাসই শিশুকে বড় হতে সাহায্য করে।

এই আকাঙ্ক্ষার অসম্বৃত রূপ দেখি এক বছরের শিশুর নানা দৈহিক ভঙ্গী প্রদর্শনে (self-display). সে ময়ূরের মত কলাপ বিস্তার করে যেন বারে বারে বলছে 'আমাকে দেখো', 'আমাকে দেখো'! ছোট শিশু এসবের মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১] দ্বিতীয় বৎসর থেকে শিশু বাইরের জগতে নিজ কৃতিত্ব দিয়ে সকলকে চমকে দিতে চায়। চার পাঁচ বছরের মেয়ে সুন্দর পোষাক পরে, বা আবৃত্তি করে' হাততালি পেতে চায়। এ বয়সের ছেলেরা নিজেদের, ঘুড়ি, লাট্টু, মারবেল, ডাকটিকিটের 'সংগ্রহ' দিয়ে নিজেদের প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা মেটায় আর অন্যের প্রশংসা পেয়ে অনুভব করতে চায় যে তার 'মূল্য' আছে। বয়স্কদের জীবনেও এর গুরুত্ব কম নয়।[২]

১। The one-year-old child......frequently is at the centre of the group. He shows a significant tendency to repeat performances laughed at. He pleases himself thereby as much as he does his audience.

Gessell : The First Five Years of Life, p. 28.

২। Later, the self-display develops with more specific forms. The little girl of four or five likes to look pretty and show off her dress ; the little boy likes to show off his achievements : 'Look what I have made !' Later still, it takes the form of skill at games, or getting prizes at school room. In adult life, it takes such forms as acting, public speaking, painting, writing, teaching and preaching and being a good story-teller ; or it is revealed in ambition that is needed for gaining positions of prestige. The desire for admiration and the desire for approval are in fact incentives in any walk of life. For most people want to count, to be recognized as somebody, to be noticed for something. To be ignored is one of the most cruel forms of torture,

Hadfield : Childhood & Adolescence. p. 89.

(৭) অনুকরণঃ মানুষের শিক্ষার অনেকখানিই আসে অনুকরণের মাধ্যমে। ছোট শিশুর সামাজিক বিকাশ বহুলাংশেই নির্ভর করে অনুকরণের উপর। এটা শিশুর জন্মগত সংস্কার। শিশুকে এটা কেউ শেখায় না। এই প্রবৃত্তি (propensity) জন্মগত হ'লেও, কি শিশু অনুকরণ করবে, তা নির্ভর করবে তার পরিবেশের উপর। খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী বলডুইন্ শিশুর এই প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

একেবারে ছোট শিশুও জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরেই মাকে হাসতে দেখে তাই শেখে। একটি শিশু কাঁদলে ঘরের অন্য শিশুরাও কাঁদে। অবশ্য এক বছর থেকে দু বছরের মধ্যে শিশুরা সবচেয়ে বেশী অনুকরণের দ্বারা শেখে। মা'র দেখাদেখি খুকু ঘর মোছে, ছোট পুতুলকে খাওয়ায়, খোকাবাবু বাবার চশমা পরে, বাবার চেয়ারে বসে বই পড়ার ভান করে। যে প্রতিক্রিয়াগুলি প্রকৃতি শিশুর মধ্যে দিয়ে দেয়নি, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুকরণ দ্বারাই শিশু তা আয়ত্ত করে।[১] প্রত্যাবর্ত প্রতিক্রিয়ার (conditioned reflex) চেয়ে অনুকরণ শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকর গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যাবর্ত প্রতিক্রিয়ায় আগুনে আঙ্গুল পোড়ার অভিজ্ঞতা হলে, তবেই শিশু সে আগুনের কাছ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু হাত না পুড়িয়েও মাকে দেখে খুকু জানে আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে বসতে হয়। শিশু অনুকরণ দ্বারা বিপদই শুধু এড়াতে পারে না, নানা কাজ বাবা মা ভাই বোনদের দেখে দেখেই শিখে ফেলে। অনুকরণের দ্বারা শিশু ভাষা শেখে, নানা অভ্যাস আয়ত্ত করে। বাবা মা প্রতিবেশীর দেখাদেখি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মবিশ্বাসও শিশুর মনে গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে শিশু অন্ধভাবে অনুকরণ করে এবং দেখিয়ে দিলে করতে পারে। বোল্‌তা কামড়ে দিয়েছে—মা তার আঘাতের জায়গায় তুলসী পাতার রস ঘসে দিলেন। পরদিন পায়ে চোট পেয়ে খোকা নিজেই তুলসীপাতা পায়ে ঘসতে থাকে। ক্রমে সে বুঝেসুঝে অনুকরণ করে। ক্রমে অনুকরণের ধরণও তখন শিশু পরিবর্তন করতে পারে। স্বভাবতই বোঝা যায় অনুকরণ যতক্ষণ শিশু করছে, ততক্ষণ শিশু অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে ক্রমে শিশুকে স্ব-নির্ভর করে তোলা। সব শিশু সমান বুদ্ধিমান ও সতেজ নয়। যে সব ছেলেরা বুদ্ধিমান ও সতেজ তারা সহজে অনুকরণের স্তর অতিক্রম করতে পারে।

এখানে খেলাকে একটি পৃথক প্রবৃত্তি বা সংস্কার হিসাবে আমরা আলোচনা করলাম না। কারণ এ সম্বন্ধে পৃথক ভাবে পরে সবিস্তারে আলোচনা করব। তা ছাড়া খেলা একটি পৃথক আদিম সংস্কার কিনা সন্দেহ। তবে এই আনন্দময় ক্রিয়ার

১। Like conditioned reflexes, imitation enables an infant to acquire adaptation to life for which it has no innate or hereditary responses.

Baldwin : Mental Development in the Child and the Race. p. 19.

মধ্যে প্রধান আদিম সংস্কারগুলির স্বচ্ছন্দ সমাবেশ ঘটে বলে, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম।

(৮) সুশৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণঃ শিশুর জীবনের একটি মৌল প্রয়োজন স্বাধীনতা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বলেন শিক্ষার মূল ভিত্তি শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু **শিশুকে সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে শিশুর অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলি সংযতও করতে হবে। তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিতও করতে হবে।** বাস্তবিক পক্ষে সুশৃংখলা স্বাধীনতার মতই শিশুর জীবনে অতিশয় প্রয়োজন। যেখানে সুশৃংখলা নাই সেখানে শিশু নিজেকে নিরাপদ বোধ করে না। সে যেমন স্বাধীনতা চায়, তেমনি সে চায়, পিতামাতার সস্নেহ নিয়ন্ত্রণ—সে নির্ভর করতেও চায়। বাস্তবিক পক্ষে সুশৃংখলা ভিন্ন স্বাধীনতা ভয়ংকর এবং স্বাধীনতা ভিন্ন শৃংখলা এবং শাসনও নিছক অত্যাচার। সুশৃংখলার মধ্যেই আমরা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারি আর যখন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে শিখি তখনই সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পাই।[১]

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর জীবনের প্রধান প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলির ব্যবহারঃ

শিশু শিক্ষাবিদ্ জানেন জন্মগত সংস্কারগুলিই জীবনের সমস্ত উদ্যম ও শক্তির মূলে। তাঁর কাছে **এ প্রশ্ন জরুরী কি করে এই মৌল শক্তিগুলিকে শিক্ষার কাজে লাগানো যায়। শিক্ষার্থীর কৌতূহল, গঠনেচ্ছা, বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে পারলে শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হয় —শিশুর নিজস্ব আন্তরিক আগ্রহই তাকে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে দেয়।** কিন্তু প্রবৃত্তিগুলি অন্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত। নিম্ন প্রণীর মধ্যে তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে। কিন্তু শিশুর মধ্যে ২।৩ থেকে ৫ বৎসর এগুলির সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের উৎকৃষ্ট সময়। শিশুর ব্যক্তিত্বের জীবন্ত ঐক্যকেন্দ্রের সাথে তার জৈব প্রয়োজনগুলিরও যুক্তিযুক্ত সংযোগসাধন ও প্রবৃত্তিগুলিকে বুদ্ধি ও অন্যান্য উচ্চতর মূল্যবোধ দ্বারা সংশোধন ও সম্মার্জনের কাজ, শিক্ষকের হাতে প্রথম দিকে থাকে। শিশু যতই বড় হয় ততই যে তার প্রবৃত্তিগুলির গুণাগুণ বিচার করে, কোন্ প্রবৃত্তি তার সমগ্র ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধী সুতরাং অবাঞ্ছনীয়, অথবা তার কোন্‌টি সামাজিক জীবনের গভীরতর প্রয়োজনের বিরোধী, সুতরাং বর্জনীয় বা সংশোধনীয়; কোন্ প্রবৃত্তির তৃপ্তি পূর্বে হওয়া প্রয়োজন, কিভাবে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনে প্রবৃত্তির দিক পরিবর্তন ও উদ্বর্তন (change of direction and sumblimation) করতে হয়, তা শিশু ধীরে ধীরে সুশিক্ষার দ্বারা বুঝতে শেখে। কোন প্রবৃত্তির অতিবিকাশ বা অসম-বিকাশ দুইই জীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের বিরোধী। কখনো নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় শিশু ভুলের মাশুল দিয়ে শেখে; কখনও সুমাতা বা

১। Hughes & Hughes: Education, Some Fundamental problems. p. 203

সুশিক্ষিকার সুনিয়ন্ত্রণে এ কাজ সহজতর হয়। আধুনিক মনোবিদ্ বলেন শিশুর প্রবৃত্তিগুলির উচ্ছেদসাধন নয়, তাদের সুনিয়ন্ত্রণ ও দিক পরিবর্তনেই শিক্ষকের দায়িত্ব। শিশুকে প্রথম শেখাতে হবে তার স্বাভাবিক আগ্রহের পথেই—গোড়াতেই তার বিপরীত পথে গেলে শিক্ষা ব্যর্থ হবে।

কিন্তু শিক্ষিকার সুশিক্ষায় শিশু তার প্রবৃত্তিগুলির প্রশমনেরও উপায় শেখে। নিজ নিজ নির্জ্ঞান সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলির প্রকৃতি সত্য করে বুঝে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে শেখে। জৈব আগ্রহগুলি প্রবল হ'লেও ক্ষণস্থায়ী। শিক্ষার একটি মস্ত কাজ হচ্ছে এই জৈব প্রবৃত্তিগুলিকে উচ্চতর ভাবরসপুষ্ট স্থায়ী আগ্রহের কেন্দ্রে (sentiments) পরিবর্তন করতে শেখানো। তখনই আসবে সুসমন্বিত সুস্থ ব্যক্তিত্ব। সুশিক্ষিকার পরিচালনায়, অনুশীলন, অভ্যাস ও আত্মসংযমের দ্বারা শিক্ষার্থী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য যে সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠন, তা বুঝতে শেখে এবং এর দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে। সেই জন্যেই মানুষের কাছে আদিম জৈব তাড়না বা আগ্রহের চেয়ে—অর্জিত সামাজিক আগ্রহের মূল্য অনেক বেশী।[১]

Questions :

1. Indicate some of the characteristics of the child's mind. Discuss how a knowledge of the nature of the child is important for his proper education.

2. Indicate the distinction between maturation and learning with the help of examples. How are these factors important in the education of the child ?

3. What are the basic needs of the child, physical and psychological ? Discuss

4. Describe the emotional development of the child at the pre-primary stage. 'There is no aspect of early education more important than the cultivation of emotional harmony'. Explain

5. What are temper-tantrums ? How would you deal with temper-tantrums of children ? Do they serve any useful purpose in the life of the child ?

6. Show how some basic instincts may be utilized in the education of young children.

১। Fisher : An introduction to Abnormal Psychology. p. 22.

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুদের যে শিক্ষা তা বিধিবদ্ধ বই পুস্তকের মধ্য দিয়ে নয় (informal)। তবুও তা শিক্ষা। এখানেও নেপথ্যে থেকে শিক্ষিকা প্রত্যেকটি শিশুর সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে তাদের খেলা-ধুলা, কাজ উদ্দেশ্যাভিমুখী পরিচালিত করেন। পূর্ণ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের অর্থ শিশুর বুদ্ধি, অনুভূতি ও সামাজিক চেতনার সুষ্ঠু উদ্বোধন। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশেরই সহায়তা করা।

শিশু-শিক্ষার স্তরে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যাবে ? এক কথায়, তার উত্তর, শিশু-শিক্ষায় সেই পদ্ধতিই গ্রহণীয়, যা শিশুর জীবনধর্মকে অনুসরণ করে। আধুনিক যুগের শিক্ষার এটিই মূলমন্ত্র যে, তা হবে শিশুর প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, সামর্থ্য, রুচি অনুসারী এবং তা হবে শিশুর জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত।

আরও যদি প্রশ্ন করা যায় যে শিশুর প্রকৃতি কি ? তাহ'লে তার উত্তরে বলা যায় যে শিশু সম্বন্ধে চিন্তা করলে শিশুর কোন্ ক্রিয়াটি আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে ? নিঃসন্দেহেই উত্তর দেওয়া যায়, শিশুর কথা ভাবলেই আমাদের এই কথাটিই মনে পড়ে যে 'শিশু খেলা করে'। খেলা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণক্রিয়া, এটাই শিশুপ্রকৃতি ; এটাই হচ্ছে শিশুর মানসজীবন বিকাশের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন।[১] তাই আনন্দময় খেলাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষাবিদের মতে শিশুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

নার্সারী স্তরে শিক্ষা জীবন ধারার স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক। সেখানে শিশু স্বাভাবিক আনন্দের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ সুস্থ প্রাণক্রিয়ায়ই অভ্যস্ত হচ্ছে। সেখানে সে সুস্থ জীবনযাপনের মৌলিক অভ্যাসগুলি আয়ত্ত কচ্ছে। শিশুরা যথাসময়ে হাতমুখ ধুচ্ছে, দাঁত মাজছে, মলমূত্র ত্যাগ কচ্ছে, খাদ্য গ্রহণ কচ্ছে, নিজেদের ছোটখাটো থালা, কাপ, বাটি ধুয়ে গুছিয়ে রাখছে, নিজেরা জামা কাপড় পরছে, জুতোর ফিতে বাঁধছে, চুল আঁচড়াচ্ছে, ছড়া আবৃত্তি কচ্ছে, দল বেঁধে ছুটোছুটি কচ্ছে, নাচছে, খেলছে, ঘরবাড়ী তৈরী কচ্ছে, বাগান

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে শিশুর প্রকৃতির অনুসরণ

১। "If" says Dr. Susan Isaacs, "we are asked to mention the supreme psychological need of the young child, the answer would have to be play—the opportunity for free play in all its forms. Play is the child's means of living and understanding life." Isaacs : The children we teach. p. 6.

কচ্ছে, যথাসময়ে বিশ্রাম কচ্ছে,—সবই কচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের মধ্য দিয়ে। এখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়া শেখানো নেই—বেত মেরে মুখস্থ করানো নেই। তাদের 'শেখানো হচ্ছে'—এই 'স্কুল-স্কুল ভাবটাই' নার্সারী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। কাজেই নিঃসন্দেহেই একথা বলা যায়—**'the Nursery School routine is the routine of living—not of schooling'**

খেলার প্রকৃতি

খেলার প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে জন্মগত; এর মধ্য দিয়েই তার সমস্ত প্রাণশক্তি শ্রেষ্ঠ প্রকাশের পথ পায়। খেলার প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে তা স্বতঃস্ফূর্ত—জোর করে চাপানো নয়। যেখানে খেলা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত, সেখানে তা আর খেলা থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় 'ড্রিল্'। যাকে বলা যায় games, বা sports তা বহু নিয়মকানুনের দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত, কাজেই শিশুর খেলা যে অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, সে অর্থে এগুলিকে ঠিক খেলা (play) বলা যায় না। সখ বা 'হবি'র মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ থাকলেও তার পরিধিও বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা সংকীর্ণীকৃত।[১]

কাজ বনাম খেলা

কাজ আর খেলাকে আমরা বিপরীত বলেই চিন্তা করে থাকি। কারণ কাজ হচ্ছে জীবিকার প্রয়োজনে, কর্তব্যবুদ্ধি তাড়িত, অপর নির্দিষ্ট ক্রিয়া, যেখানে ইচ্ছামত থামবার, ইচ্ছামত পরিবর্তন করবার স্বাধীনতা আমাদের নেই। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিরক্তিকর—তাতে আমাদের হৃদয়ের সম্মতিও থাকে না। কিন্তু খেলা হচ্ছে, খেলার আনন্দেই। তাতে আছে কতগুলি অন্তঃস্থিত ব্যবহারের ছকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।[২] কিন্তু যে মানুষের কাজ তার জীবনের অন্তঃস্থিত আনন্দের উৎস থেকেই প্রবাহিত, তা খেলার থেকে অভিন্ন। আনন্দ যখন কর্মের আকারে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই কাজ ও খেলার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। পার্সি নান্ খেলা ও কাজের বিভেদ দেখাতে গিয়ে খেলা ও কাজের একটা স্তর বিন্যাস করেছেন এবং এই মত প্রকাশ করেছেন যে সর্বোচ্চ সৃজনমূলক কাজ ও খেলা

১। Play is the spontaneous expression of an innate pattern of behaviour, In games, on the contrary, there are rules to be observed. In sport, we keep not only to the rules, but to the spirit of the game. Hobbies are a form of play directed towards a particular activity and interest.

Play is different from work in that it is engaged in the pleasure of the activity itself, without further purpose. Play is nature's method of giving a child practice in those activities which he will require in earnest.

Hadfield ; Childhood & Adolescence, p. 171.

অভিন্ন—একাকার। শিশুর পক্ষে খেলা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ—Play is for the child the most serious business of his life. এ কথাটি ঠিক বুঝতে পারি না বলেই, অনেক সময় শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে খেলার গুরুত্ব আমরা ঠিক অনুধাবন করি না। উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হলে খেলার মধ্য দিয়েই শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াগুলির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেজন্যে দেখা যায় খেলার মধ্যে যে ক্রিয়াটি শিশুর বেশী প্রিয়, তা সে বারে বারে করে। তার মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে।[১] রাসেলের মতে শিশুজীবনের দুটি অতি মূল্যবান্ প্রয়োজন হচ্ছে গঠন ও কল্পনা। এর মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির কথাটা গৌণ। শিশু তা জানেও না। তবে সব শিশুর মধ্যেই রয়েছে—শক্তি আহরণ করে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা (will to power) এবং তার পূরণ ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত খেলার মধ্য দিয়ে। জীবনে এর মূল্য সামান্য নয়। বড় হ'লে শিশু জানবে সত্য আহরণই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। কিন্তু বাল্যে ও কৈশোরে তার বড় হওয়ার স্বপ্নের দাম কিছু কম নয়। মানুষ শুধু প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়েই বাঁচে না, মানুষ বাঁচে আশা নিয়ে।[২] বাল্য ও কৈশোরের স্বপ্ন খেলার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে।

খেলা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

আগে মনে করা হ'ত খেলা নিতান্তই সময় নষ্ট; আর শিক্ষার প্রণালী হিসাবে খেলার ব্যবহার তো অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু আজ দৃষ্টিভঙ্গীর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। বহু মতবিরোধ সত্ত্বেও এটা আজ স্বীকৃত যে, শিশুর জীবনে খেলার অসামান্য দাম আছে এবং শিশু-শিক্ষার প্রণালী হিসাবে খেলার স্থান সর্বোচ্চে। বার্নার্ড শ'র মতে আদর্শ সমাজব্যবস্থা যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন কাজ হবে খেলার মতই আনন্দদায়ক এবং জীবন হবে আনন্দময়, কাজেরই

১। Each new accomplishment seems often to be practised intensely again and again, for a time, with obvious enjoyment. This results in the maturing of the capacity. Valentine : The Normal Child and some of his abnormalities, p. 47.

২। In play, we have two forms of the will to power : the form which consists in learning to do things and the form which consists in fantasy.......He likes to be a giant, or a lion, or a train ; in his make-believe he inspires terror ...Truth is important and imagination is important ; but imagination develops learlier in the history of the individual as in that of the race. So long as his physical needs are attended to, he finds games far more interesting than reality. In games, he is king ; indeed he rules his territory with a power surpassing that of any mere earthly monarch.......It is a dangerous error to confound truth with matter of fact. Our life is governed not only by facts but by hopes. Russell : On Education, p. 100-102.

সমার্থক-এ ত্রয়ী হবে পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য—'there work is play and play is life, three in one and one in three.'

খেলার উপযোগিতা, তার উৎপত্তি, তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির কি মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এ নিয়ে বিভিন্ন মতের সামান্য কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ
স্পেন্সার (Spencer)

শিলার ও হার্বার্ট স্পেনসারের মতে খেলা হচ্ছে শিশুর দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়তি শক্তির (surplus energy) প্রকাশ। এ বাড়তি শক্তি প্রকাশের এই নির্দোষ পথটা খোলা থাকে বলেই, শিশু সুস্থ ও শান্ত থাকে। এ মতের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে সত্য, কিন্তু এটা আমরা দেখি শিশু যখন ক্লান্তিতে ঘেমে যাচ্ছে, তখনও নূতন খেলা পেলে যে মেতে ওঠে। নান্ আর একটা যুক্তি দিয়েছেন এ মতের বিরুদ্ধে। একটা এঞ্জিনের বাড়তি বাষ্পটা নানা কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এঞ্জিন তার অতিরিক্ত বাষ্পটা ব্যয় করছে নিজেকে আরো শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরী করবার কাজে,—এরকমটা আমরা কথনো ভাবতেই পারি না। কিন্তু খেলার বেলাতে তো তাই হচ্ছে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে আরো বলশালী করে তুলছে।[১]

কার্ল গ্রুসের মতে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুতর কর্তব্যের জন্যে তৈরী হচ্ছে (anticipation)। ছোট মেয়ে মা সেজে পুতুলকে খাওয়ায়, নাওয়ায়—সে ভবিষ্যতে মা হবে বলে, এখন থেকে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তার ভবিষ্যৎ কাজের জন্য কুশলতা সে অর্জন কচ্ছে। ছোট ছেলেও তেমনি ডাক্তার সাজছে, ইঞ্জিন ড্রাইভার সাজছে, ইত্যাদি। এ মতও একেবারে মিথ্যে নয়, কিন্তু শিশুর সব খেলার এতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। খেলার মধ্যে থাকে কখনো কখনো 'যেন-যেন' কল্পনার (make-believe) আনন্দ।

কার্ল গ্রুস—Carl Groos

স্ট্যান্‌লি হল্ গ্রুসের মতকে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, অগভীর ও বিকৃত বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি একটি বিপরীত মত প্রকাশ করে বলেছেন খেলার তাৎপর্য এ নয় যে, তা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিশুকে প্রস্তুত কচ্ছে—বরঞ্চ তার প্রেরণার উৎস খুঁজতে হবে অতীতে। মানব সমাজ অনেক স্তর উত্তরণ করে' সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেচে। খেলার মধ্য দিয়ে মানবসমাজ তার শৈশবের ভয়-ভাবনা-রহিত সুখস্বর্গের আনন্দকে স্বল্পকালের জন্য ভোগ করে। 'যৌবনের আনন্দিত হৃদয় যেমন করে খেলার মধ্যে নিজেকে উৎসারিত করে দেয়, এমন আর কিছুতে নয়; যেন মানুষ এতে তার হারানো স্বর্গ ফিরে পায়।'[২] তাঁর মতে আদিম মানবের কতগুলি হিংস্র ও পাশবিক প্রবৃত্তি শৈশবে খেলার মধ্য দিয়েই নিরাপদে

স্ট্যান্‌লি হল—Stanley Hall

১। Nunn : Education. Its data and first principles, p. 70,

২। Stanley Hall : Adolescence, p. 203.

আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত করে,—যেমন করে ব্যাঙাচির লেজ, ব্যাঙের পা গজাবার পরই খসে পড়ে।[১]

ম্যাক্‌ডুগ্যাল—Mc Dougall

ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে খেলাধুলা হচ্ছে শিশুদের পরস্পরের মনে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা জাগাবার উপযোগী জন্মগত প্রবৃত্তি। এর মধ্য দিয়েই শিশুর মনে সামাজিক বোধ বিকশিত হয়।

ফ্রয়েড্‌ পন্থীদের মতে খেলা হচ্ছে শিশুর অন্তরে অবরুদ্ধ ইচ্ছা বা আবেগের নিরাপদ মুক্তির উপায়। আদিম কাম (libido) এই খেলাধুলার মধ্য দিয়ে, চেতন ও অবচেতন ইচ্ছা পরিপূরণ করে', মনের উপর চাপ কমিয়ে দেয় এবং তার ফলে শিশু সুস্থ থাকে।

ফ্রয়েড্‌—Freud

আমাদের মধ্যে যে আদিম বর্বর লুকিয়ে আছে সে খেলাধুলার সংঘর্ষ এবং আক্রমণাত্মক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের অসামাজিক ইচ্ছা পূরণ করে তৃপ্তিলাভ করে। আবার অনেক খেলায় আছে, 'মনে করো, মনো করো যেন' দিবাস্বপ্নের তৃপ্তি (make-believe phantasy)। তাই খেলাকে ফ্রয়েড্‌পন্থীরা বলবেন একপ্রকার রেচক (catharsis)।[২] এ কথাও ফ্রয়েড্‌পন্থীরা বিশ্বাস করেন যে খেলার মধ্য দিয়েই আদিম কামাক্ষার উদ্গতি (sublimation) ঘটে। এ সবের সঙ্গে স্পেন্‌সার ও হল্‌-এর মতের অমিল নেই। অনেকেই অবশ্য ফ্রয়েডের কামতত্ত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু খেলা শিশুর অন্তরের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার নির্দোষ তৃপ্তির পথ, একথা স্বীকার করেন। রাসেল্‌ ফ্রয়েডের মত গ্রহণ করেন না একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মেলানী ক্লীন্‌ ফ্রয়েড্‌পন্থী হলেও, খেলা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, এ মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে যেসব শিশুরা মানসিক বিকারগ্রস্ত, খেলা তাদের পক্ষে মনের অশান্তি বিদূরণের নিরাপদ উপায়। **হ্যাড্‌ফিল্ড** দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা আত্মসংযমে অভ্যস্ত হয়। নিয়মমাফিক খেলা (games) অন্যের অধিকার মান্য করতে শিক্ষা দেয়। শিশুর সাহস, সহযোগিতার প্রবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খেলার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খেলাধুলা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া।[৩]

রাসেল—Russell

হ্যাড্‌ফিল্ড—Hadfield

১। "True play exercises many atavistic and rudimentary functions, a number of which will abort before maturity, but which live themselves out in play, like the tadpole's tails that must be both developed and used as a stimulus to the growth of the legs which will otherwise never mature."

২। Quoted by Fielding : Mastery through psychoanalysis. p. 19.

৩। The basic value of play is that it gives expression to those natural activities, which are of value in the pursuit of life. Such activities bring their own self-discipline ; they are the royal road to self-discipline. which is the only discipline worth cultivating.......Games are of more value than play, in teaching boys and girls to keep to rules and to respect the rights of others.

Hadfield : Childhood & Adolescence, p. 173.

খেলা কি একটি পৃথক সংস্কার ?

কেউ কেউ বলবেন যে খেলা একটা পৃথক সংস্কার এবং তার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি প্রয়োজন। **ম্যাকডুগ্যাল** মনে করেন যে খেলা একটা আলাদা জন্মগত সংস্কার নয়। ম্যাকডুগ্যালের মতে প্রত্যেক জীবের কর্মপ্রবণতার মধ্যে আমরা কতগুলি মৌলিক প্রক্ষোভ বা অনুভূতির পরিচয় পাই। সেগুলি এক একটি পৃথক সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়—যথা পলায়নক্রিয়ার মূলে রয়েছে বিপদের ভয়—যুদ্ধ করার প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত আছে ক্রোধ। কিন্তু শিশুদের খেলার মধ্যে আমরা কতগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবহার-শৃংখলার প্রমাণ পাই না। একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই শিশু খেলা করে না। আর তাদের খেলাও এক ধরণের নয়। খেলায় শিশু যখন মেতে ওঠে তখন তার ব্যবহার নানা আনন্দময় ও স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কোন পৃথক সহজাত সংস্কার ক্রিয়া করছে একথা বলা যায় না। তথাপি শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের বা সামাজিক জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে খেলার গুরুত্ব অসামান্য।[১] খেলার মধ্য দিয়ে অনেকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার তৃপ্তি লাভ করে।

ম্যাক্‌ডুগ্যালের মত

উড্‌ওয়ার্থের মত

এখানে **উড্‌ওয়ার্থের** মতটাও উল্লেখ করা যাচ্ছে : তিনি বলেন খেলা বলে কোন সহজাত সংস্কার নেই, যা শিশুর খেলার আগ্রহের ভিত্তি। কিন্তু "খেলায় আনন্দ লাভের অনেকগুলি উৎসই ক্রিয়া করে। কোন কোন খেলাতে যুদ্ধের অনুকরণ আছে। তাতে যুদ্ধের কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়, যদিও তাতে সত্যিকার বিপদ থাকে না। আবার যে সব খেলায় শিকার ও পলায়নের অনুকরণ আছে, তাতে প্রকৃত শিকার ও বিপন্মুক্তির উত্তেজনা ও আনন্দের কিছু স্বাদ পাওয়া যায়। ছোট মেয়েদের পক্ষে নাচটা একটা আনন্দময় খেলা। এর মধ্যে আছে স্বচ্ছন্দ শরীর সঞ্চালনের আনন্দ। আগে 'চুমু-খাওয়া, চুমু-খাওয়া' খেলার খুব প্রচলন ছিল। সেই খেলাতে নাচের মধ্য দিয়ে যৌন প্রবৃত্তির নির্দোষ বয়সোচিত পরিতৃপ্তি ঘটে।...সাধারণভাবে খেলার যে আনন্দ, তার অনেকটাই মুক্ত পেশী সঞ্চালনের আনন্দ থেকে উদ্ভূত। খেলাধুলা নাচ-গানের মধ্যে আর একটা গভীর পরিতৃপ্তি ঘটে, সেটা হচ্ছে সামাজিক সংযোগ।...কিন্তু জন্মগত সমস্ত আগ্রহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী খেলার মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করে, তা হচ্ছে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। অধিকাংশ খেলাধুলায় প্রতিযোগিতার আগ্রহকে কাজে লাগানো হয়। একথা কে অস্বীকার করবে যে জয়ের আনন্দই খেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ?"[২] রাসেলের সঙ্গে এ মতের মিল আছে।

১। McDougall : Social Psychology, pp. 91-99.

২। Woodworth : Psychology, pp. 555-56.

কি করে খেলাকে শিক্ষার কাজে লাগানো যায়?

শিশুর পক্ষে খেলাটাই যে শিক্ষা—শিক্ষা মানেই যে নীরস মুখস্থ-করণ আর শাসন-পীড়ন নয়, একথা আসমসাহস করে বলেছিলেন রুশো। তিনি বলেছিলেন শিশুরা মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আগে শিশুই থাকবে, এটা প্রকৃতির অভিপ্রায়। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে শিশুকে শেখাতে গেলে স্বাদহীন, সুগন্ধহীন অকালপক্ক ফল পাওয়া যাবে, যে ফলে শিগগীরই পচন ধরবে।[১] তাই তিনি মনে করেন শিশু তার স্বাভাবিক আগ্রহে খেলার মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা (sense-training), অঙ্গচালনা শিক্ষা (motor-training) বস্তুর প্রকৃতি পরিচয় এবং নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করে নীতিশিক্ষাও লাভ করবে। এ শিক্ষায় বই-পুস্তকের বোঝা নেই, শাসন-পীড়নের তাড়না নেই—নেই কোন প্রকারে শিশুর স্বাধীন প্রবৃত্তিতে হস্তক্ষেপ! তার অর্থ, খেলার স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই শিশুর শিক্ষা সফল হয়ে উঠবে।

রুশো

রবার্ট ওয়েন্ নিউল্যানার্কসায়ারে খনির শ্রমিকদের ছেলেদের জন্যে যখন স্কুল খুললেন, তখন তিনি এই অসমসাহসিক পরীক্ষায় ব্রত হলেন। তাতে দেখলেন তাঁর ছেলেরা খোলা বাতাস আর স্বচ্ছন্দ খেলার আবহাওয়ায় শুধু যে দৈহিক স্বাস্থ্যই লাভ করল তা নয়। তারা সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি, সাহস, আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক সদগুণেরও পরিচয় দিল।

রবার্ট ওয়েন্ Owen

ফ্রোএবেল্ শিশুর স্বাধীন আগ্রহকে তার শিক্ষানীতির ভিত্তি করেছেন—তাই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে খেলার স্থান খুব উঁচুতে। তিনি শিশুর প্রকৃতি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রণালী নির্ধারণের কথা বলেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি গুলিই শিশুর সমস্ত ব্যবহারের উৎস। তাই তিনি বলেছেন যে, খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সহজাত সংস্কার ও স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রকাশ সব চেয়ে সহজে ঘটে। সে জন্য তিনি সচেতন ভাবেই খেলাকে ব্যবহার করেছেন শিক্ষার কাজে। তাঁর মতে সমস্ত শিক্ষাই হচ্ছে স্বাভাবিক আত্ম-উন্মোচন (natural self-development)। সামগ্রিক বিশ্বপ্রকৃতির যে সুষম ক্রমপরিণতি, শিশুর আত্ম-উন্মোচন সেই সার্বিক ক্রিয়ারই অঙ্গ। যদিও ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য তাঁর কাছে অসাধারণ, তথাপি তিনি ব্যক্তিকে সর্বদা সমাজের পটভূমিকায়ই দেখেছেন। তাই শিশুর কাজ এবং খেলায়ও অন্য দশটি শিশুর সঙ্গেই সর্বদা যুক্ত। ফ্রোএবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাই হবে খেলার মাধ্যমে এবং সমস্ত পড়ার

ফ্রোএবল-Froebel

১। Nature wills that children be children before they are men. If we seek to pervert this order, we shall produce forward fruits without ripeness and though not ripe, easily rotten. Rousseau : Emile

মধ্যেই তাই থাকবে গান, ছন্দিত অঙ্গসঞ্চালন এবং বিভিন্ন মুখভঙ্গী। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু প্রথম জগৎটার সঙ্গে পরিচিত হয়; যা ছিল বাইরের, তা শিশুর বোধের সীমার মধ্যে এসে তার ভিতরের বস্তুতে পরিণত হয়। কাজেই শিক্ষক খেলার মধ্যদিয়েই শিশুকে তার চারপাশের জগতের তাৎপর্য বুঝতে শেখান। এর মধ্য দিয়েই সমাজ জীবনের বাস্তব সম্বন্ধগুলির সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজ শক্তি ও স্বাধীনতার যেমন স্বাদ পায়, তেমনি পরস্পর-নির্ভরতা, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি, অন্যকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তিগুলিও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। এইভাবে শিশু নিজেকে সমাজজীবনের অংশীভূত অথচ স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে জানতে শেখে। ফ্রোএবেল্ খেলাকে শিক্ষাদানের উপায় হিসাবে তার তাত্ত্বিক আলোচনাই শুধু করেন নি। তাঁর 'উপহার' (gifts) ও 'ক্রিয়ার' (occupations)-এর মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রমাণ করেছেন, কি করে খেলাকে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার ভিত্তিই তো হল ফ্রোএবেল্-এর এই অভিনব আবিষ্কারগুলি।[১] এই খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় মনোবৃত্তিই কাজ করবে। শিশুর সমস্ত হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিশু তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলবে।[২] শুধু জ্ঞান আহরণই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়—এর চরম উদ্দেশ্য জগৎ ও জীবন এক পরমকারুণিক মূল শক্তিরই আনন্দময় ও সুশৃংখল প্রকাশ এই নৈতিক ও ধর্মচেতনায়। ফ্রোএবেল্-এর খেলার উপকরণগুলি সেই মূল স্রষ্টা ঈশ্বরেরই প্রতীক। ফ্রোএবেলের দার্শনিক মত আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে উপেক্ষিত হ'লেও খেলা সমস্ত আধুনিক শিক্ষা-নীতিতেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বলে স্বীকৃত। ফ্রোএবেল স্বাস্থ্যনীতির দিক থেকে খেলার উৎকর্ষ বিচার করেন নি। খেলা একদিকে যেমন ব্যক্তির আত্ম-উন্মোচনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তেমনি আর একদিকে বুদ্ধির বিকাশ ও সামাজিক চেতনার বিকাশে তা বিশেষ সহায়ক, ফ্রোএবেলের এই কথা আজ সমস্ত আধুনিক শিক্ষাবিদ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। ফ্রোএবেলই প্রথম খেলার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে, তাকে শিক্ষার কাজে সচেতনভাবে ব্যবহার করেন এবং তাঁর 'উপহার' ও 'ক্রিয়া' আধুনিক পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করে নূতন পথ দেখিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৩]

ষ্ট্যান্‌লী হল্‌ও বিশিষ্ট মনোবিদ্। শিশুর দেহ-মনের সম্যক্ বিকাশে খেলাকে

১। Monroe : Brief Course in the History of Education p. 339.

২। Play begets joy, freedom, contentment, repose within and without and peace with the world.

Froebel : Education of Man. p. 55.

৩। Wilds : Foundations of Modern Education. pp. 498-99.

কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, এ বিষয়ে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, শিশুর বুদ্ধি বিকাশের চেয়েও বড় প্রয়োজন তার প্রক্ষোভ ও অনুভূতিজীবনের সুস্থ ও সম্যক বিকাশ। কারণ, মানব জীবনের ক্রমবিকাশে বুদ্ধির চেয়ে পূর্বে দেখা দেয় অনুভূতি এবং অনুভূতি বা প্রক্ষোভই বুদ্ধির বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলেন যে, শিশুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে খেলা।

স্ট্যান্‌লি হল্‌-Hall

আমাদের আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় খেলার মধ্য দিয়ে ভিন্ন দেহ ও মনের বহু শক্তি বিকাশলাভের কোন সুযোগই পায় না। ভয়, রাগ ইত্যাদি অনুভূতির সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ খেলার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র সম্ভব হয়।[১]

মন্তেসরী এবং ফ্রোএবেল্‌ দুজনেই শিশু শিক্ষার জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌। দুজনেই বিশ্বাস করেন শৈশবের সুশিক্ষাই সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন করে। দুজনেই শিশুর স্বাধীন সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিশ্বাসী। দুজনেই স্বীকার করেন শিশুর অন্তঃস্থিত সহজাত শক্তি ও প্রবৃত্তিই শিক্ষার উৎস। কিন্তু শিক্ষা ও মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক, আর মন্তেসরীর দৃষ্টিভঙ্গী মনস্তাত্ত্বিক। ফ্রোএবেলের শিক্ষানীতিতে শিশুর সমস্ত শিক্ষাকে সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মন্তেসরী প্রত্যেক শিশুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়ে ওঠার দিকেই জোর দিয়েছেন। তাঁরা দুজনেই কতকগুলি শিক্ষা ও খেলার উপকরণ আবিষ্কার করেছেন কিন্তু তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক।

মন্তেসরী ও ফ্রেত্রবেলের তুলনা

দুজনের পদ্ধতিতেই খেলা, নাচ, গান, অভিনয়ের ব্যবহার আছে। কিন্তু এগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কিণ্ডার-গার্টেনে **শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী** শিশুরা খেলায় ও কাজে রত থাকে। কিন্তু মন্তেসরী প্রণালীতে শিশুর রুচি ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তার ফলে শিশুরা স্বাধীন ভাবে কাজে ও খেলায় লিপ্ত হয়। যে কাজ বা খেলা কোন শিশুর বিকাশের বিশেষ স্তর অনুযায়ী বেশি আকর্ষণীয়, সেখানে সেই শিশুর আগ্রহ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই সে সেই খেলা বা কাজে রত থাকবে। তাতে কোন

১। *Play is the best* kind of education because it practices powers of mind and body, which in our *highly specialized* civilization would never otherwise have a chance to develop. Emotional life is far more fundamental than the intellectual life ; intelligence is a comparatively late development, while emotion is as old as life itself. Emotions motivate the development of the intellect ; all thought owes its origin to emotions. Play is all important to the child because it affords the completest satisfaction of the emotions.

Stanley Hall : Play and Dancing for adolescents. pp. 355-56.

বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই খেলা বা কাজ করবে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর কল্পনা ও চিন্তার অবসর আছে। মন্তেসরী শিশুদের অবাধ কল্পনার পক্ষপাতী নন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনমূলক কাজ শিশু শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এটা তাঁর মত। ফ্রোএবেল গল্প ও গানকে বহুলভাবে শিক্ষার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মন্তেসরীর উপাদানগুলি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শিশুর মানসিক স্তরগুলি অনুসরণ করে ক্রমবিন্যস্ত। তাই এদের ব্যবহারে সেই নির্দিষ্টক্রমের ব্যতিক্রম করা চলবে না। মন্তেসরীর উপাদানগুলি খেলার জিনিষ নয়, সেগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুর স্বয়ং-শিক্ষার ব্যবস্থা। শিশু সেগুলির ব্যবহার দ্বারা নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করবে। মন্তেসরীর শিক্ষার মূল কথা আত্ম-উন্মোচন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-সংশোধন। ফ্রোএবেলের মতে উপকরণগুলি বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট জগৎও জীবনের ঐক্য ও পরস্পর-নির্ভরতার প্রতীক। তাদের তাই বিশেষ দার্শনিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। মন্তেসরীর উপকরণগুলি মনস্তত্ত্বসম্মত, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসহায়ক। মন্তেসরী এবং ফ্রোএবেল দুজনেই শিক্ষার পরিবেশ নির্মল, আনন্দময় এবং উৎসাহউদ্দীপক রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ফ্রোএবেলের পদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান অনেক বেশি সক্রিয়, কিন্তু মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষিকার স্থান নেপথ্যে। মন্তেসরীর শিক্ষাদর্শে খেলার স্থান ফ্রোএবেলের তুলনায় সীমিত, কিন্তু গঠনাত্মক খেলার স্বাধীনতা বেশি। মন্তেসরী শিশুর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অতিশয় মূল্যবান মনে করেছেন আর ফ্রোএবেল সামাজিক জীবনের ঐক্য ও অখণ্ডতার উপরই জোর দিয়েছেন বেশি।

কল্ডওয়েল্ কুক্ খেলাকে শিক্ষার প্রধান প্রণালী হিসাবে ব্যবহারে আরো বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশুর জীবনের মূল শক্তির উৎস হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা ও আনন্দময় খেলা। তাই তিনি স্থির করলেন খেলাকে ভিত্তি করেই তিনি পার্স-এ (Perse) তাঁর শিশুবিদ্যালয়টি পরিচালনা করবেন। এমন কি, আমরা যাকে বলি লেখা-পড়া-শেখা তাও অভিনয়, গল্পবলা, মুখে মুখে কবিতা বা ছড়া বানানো, তর্ক সভা, ইত্যাদি 'খেলা-খেলা'র মধ্য দিয়েই অনেক বেশী সাফল্যের সঙ্গে হতে পারে, একথা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে শিশুর আত্ম-উন্মোচনের আগ্রহ যেমন উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক জীবনের শিক্ষাও আয়ত্ত হয়। আসল কথা, কি বিষয় শেখানো হচ্ছে তা নয়, কি মন নিয়ে, কি দৃষ্টিভঙ্গীতে এ 'কাজ'কে আমরা দেখছি তার উপর নির্ভর করে শিক্ষার সফলতা। যেখানে শিশু খেলা-খেলাচ্ছলে নিজের আনন্দে শেখে, সেখানে শিক্ষাটা বোঝা হয় না। শিশুর এই স্বাধীনতার আগ্রহ ও আনন্দকে সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করলে শিশুরা নিজেরাই বিদ্যালয়ের বহু কাজের ভার স্বেচ্ছায় নেবে এবং তা অনেক ভালভাবেই সম্পন্ন করবে। শিশু খেলাকে তুচ্ছ বলে ভাবে না। সে তার সমস্ত 'গাম্ভীর্য' (seriousness) নিয়ে

কল্ডওয়েল কুক্-
Caldwell Cook

খেলারূপ গুরুতর কাজকে গ্রহণ করে, এর মধ্যে চপলতা নেই।[১] কল্ডওয়েল কুক্ তাঁর "খেলার পথে" শিক্ষা (Play-way) বইয়ে লিখেছেন, খেলা গুরুতর কাজের থেকে ছুটি নয়, এ হচ্ছে সত্যিকার শিক্ষার একমাত্র প্রাণবন্ত উপায়।[২]

ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় Boy Scout এবং Girl Guide আন্দোলনে এবং আমাদের দেশে ব্রতচারী নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে, মণিমেলা ও সবপেয়েছির আসরে—খেলাকে শিক্ষার কাজে স্বাধীনতা ও আনন্দময়তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন যে শিশু শিক্ষার প্রাণের কথা হচ্ছে আনন্দ ও স্বাধীনতা। তিনি কুকের মত খেলাকেই শিক্ষার প্রধান উপাদান না করলেও—গান, গল্প বলা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, অভিনয়, উৎসব, গ্রাম সেবা ইত্যাদিকে তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ছেলেরা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করবে, সংগ্রহ করবে, নিজেরা পরীক্ষা করে নিজেরা শিখবে এবং অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল নিবারণের জন্যই শিক্ষকের সহায়তা নেবে, এ ছিল তাঁর শিক্ষা-নীতি। তিনি সব জিনিষ সহজ করে 'জল' করে গিলিয়ে দেবার পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না—তিনি একথা জানতেন যে বিশ্বাস করলে এবং দায়িত্ব দিলে ছেলেদের বৈজ্ঞানিক আগ্রহ তাদের শিক্ষাকে অনেক ত্বরান্বিত করে তাদের পৌরুষ জাগ্রত হয় এবং ছাত্রেরা আত্মনির্ভরশীল, নিপুণ ও উৎসাহপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বড় হয়ে ওঠে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতি

১। ...The play is not the thing: The mode of approach is what counts. To say that work is to be attacked in a playful spirit conveys a curious suggestion of frivolity that is quite out of harmony with the tone of the book (Play-way). Mr. Caldwell Cook has taken to heart the saying of a St Louis Schoolman quoted by Prof. W. C. Bagley in his ·Craftsmanship in Teaching: "The dominant characteristic of the child's mind is *seriousness*. The child is the most serious creature in the world."

Sir John Adams. Modern Developments of Educational practice. p. 207

২। The play methods suggested...are *not a relaxation or a diversion from* real study, but only an *active way of learning*. Caldwell Cook.Play-way. p. 30.

৩। 'আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জাম গাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশী বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তাই করেছি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে, ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি, হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করেছি।

ছেলেদের জন্যে নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায়, এজন্যে তাদের চিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি। তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। কোন নিয়মে তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার অভিপ্রায় ছিল।' গুহ, শিক্ষায় পথিকৃৎ। পৃঃ ২৬১।

বর্তমানে শিশু নিজ চেষ্টায়, নিজ প্রয়াসে সত্যকে আবিষ্কার করবে, জীবন ও জগৎকে জানবে এই পদ্ধতিকে পণ্ডিতী নাম 'heuristic method' এ ভূষিত করা হয়েছে।[৪]

Heuristic method

ড্যাল্‌টন্‌ পদ্ধতি : আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এই কথাটির উপর ক্রমশঃ জোর দিচ্ছেন যে প্রত্যেকটি শিশু এক একটি বিশিষ্ট সত্তা। তাদের প্রত্যেকের শক্তি, আগ্রহ প্রয়োজন, পৃথক। কাজেই ক্লাশে ক্লাশে ভাগ করে, ঘণ্টা মেপে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পড়ালে শিশুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হয়। অথচ প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি হচ্ছে শ্রেণী-ভিত্তিক। সেখানে শিক্ষকই একমাত্র সক্রিয় কর্তা, ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতামাত্র। প্রত্যেক ছাত্রের মনে যে জিজ্ঞাসাগুলি জাগে, যে অসুবিধাগুলি সে বোধ করে, যে কৌতূহল জাগ্রত হয় বা যে সংশয় তার মনে উদয় হয়, তার সমাধানের কোন উপায় হয় না। কাজেই এই ব্যর্থতার প্রতিকার খুঁজেছেন আধুনিক কোন কোন শিক্ষাবিদ, শ্রেণী-পাঠনাহীন, শিশুর আগ্রহভিত্তিক শিক্ষণের ব্যবস্থা করে। মন্তেসরী পদ্ধতিতেও ঘণ্টা-বাজা ক্লাশ নেই—ঠিক শ্রেণীও নেই ; সম-আগ্রহসম্পন্ন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল কোন বিশিষ্ট কাজ বা খেলা নিয়ে মেতে আছে ; পরিচালিকা থাকেন নেপথ্যে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ড্যাল্‌টন সহরে মিস্‌ হেলেন্‌ পার্কহার্ষ্ট এক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। এই পদ্ধতির নামই হোল ড্যাল্‌টন্‌ প্ল্যান্‌। এখানে শিশুদের বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা আছে। বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করবার জন্যে, ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্যে উপস্থিত থাকেন। ছাত্ররা তাঁদের প্রশ্ন করতে পারে, তাদের সাহায্য চাইতে পারে, কোন জিনিষ ব্যাখ্যা করে দিতে অনুরোধ করতে পারে, কিন্তু শিখবে বা কাজ করবে ছাত্রেরা নিজেদের চেষ্টায়। তার আগ্রহ অনুযায়ী, যে কোন বিষয়, যতদিন খুশী শিশু পড়তে পারে। সে কোন্‌ গতিতে অগ্রসর হবে তা শিক্ষক নির্দিষ্ট করে দেন না। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী কতখানি কাজ বা পড়া তার এক সপ্তাহে (বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) করতে হবে, তা বেঁধে দেওয়া (assigoment) আছে। সেই কাজটুকু তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র নিজের রুচি ও ছন্দ অনুযায়ী শেষ যাতে করে, সে দিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখেন। পিছিয়ে পড়লে সন্ধান করেন, কেন সে পিছিয়ে পড়ল, প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করেন, কিন্তু হাতে ধরে তাঁরা ছাত্রকে কাজ করিয়ে দেন না। সহযোগিতা, এবং নিবিড় সামাজিক জীবন এ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে বাঁধাধরা সময় পত্রিকা (routine) নেই। যে কোন ছেলে যে

৪। The 'heuristic method' puts the pupils in the position of the discoverer who, instigated by the curiosity to unravel the mysteries of the unknown, discovers and realises truth through exploration, experimentation and free thinking.

Chakravorti. Modern education. p. 88.

কোন শ্রেণীতে গিয়ে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পড়তে পারে বা কাজ করতে পারে। শ্রেণী কক্ষের বাঁধাধরা নিয়মের শৃংখলা এখানে অনুপস্থিত। প্রত্যেক শ্রেণীই এক একটি বিষয়ের গবেষণাগার। এই অভিনব পরীক্ষাকে অ্যাডামস্ তাই বলেছেন শ্রেণী পাঠনার প্রচলিত পদ্ধতির মৃত্যু-ঘণ্টা—the knell of class teaching.[১] ড্যাল্টন্ এ্যাসোসিয়েসান্ তাঁদের পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তা পাদটিকায় উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।[২]

গ্যারী প্ল্যান ঃ আমেরিকার লেক মিশিগানের বসতিহীন বালিয়াড়ির উপর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ষ্টীল্ কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে, ব্যাঙের ছাতার মত এক সহর গড়ে উঠল। সহরের নাম হল গ্যারী—যার লোক সংখ্যা ৫০,০০০-এর কাছাকাছি। সেখানে শিশুদের জন্য এক বিদ্যালয় পরিকল্পনার ভার পড়ল উইলিয়ম্ উইর্য়াট (Wirt) নামে এক ক্ষ্যাপাটে শিক্ষাব্রতীর উপর। তিনি নিযুক্ত হলেন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট অব স্কুলস্। অবাধ স্বাধীনতা পেয়েও, তাঁর একথা মনে হল যে, আদর্শ বিদ্যালয় মানে বড় বড় দালান কোঠা নয়। বিদ্যালয় হবে সমাজ জীবনের কেন্দ্র। তাতে থাকবে গৃহের প্রীতি ও হৃদ্যতার আবহাওয়া; আর ছেলেমেয়েদের বাপ মায়েরাও যুক্ত থাকবেন বিদ্যালয়ের সব কাজের সঙ্গে। বিদ্যালয়ে মেলাই শ্রেণীকক্ষ থাকবে না—কিন্তু থাকবে সব ছেলেমেয়ে একত্র মিলে কাজ-খেলা-পড়া (work-play-study) করতে পারে এমন বড় বড় পরিচ্ছন্ন হল্। সেখানে পড়ার বই যেমন থাকবে প্রচুর, তেমনি প্রচুর থাকবে খেলার

১। Sir John Adams : Modern Development of Educational practiee. p. 136

২। The Dalton Plan is a scheme of educational re-organization applicable to the school work of pupils from eight to eighteen years of age. It aims at giving the child freedom, making the school a community, where the mutual inter-action of groups is possible and it approaches the whole problem of work from the pupils' point of view, giving him more responsibility for and interest in his education.

The form-rooms become subject laboratories, wherein are collected all the books and apparatus relative to the particular subjects.

During the free hours, the pupils studied as they pleased, the teachers confining themselves to the following five duties :

(i) to preserve an atmosphere of study in the room.

(ii) to explain any detail of the assignment.

(iii) to give information with regard to the use of departmental equipment.

(iv) to give suggestions with regard to methods of attacking particular problems.

(v) when the need actually arises to give full explanation of a point and of its relation to the general principle of the subject.

উপকরণ, আর নানা রকম কাজের হাতিয়ার। কাজ-খেলা-পড়া এখানে পৃথক পৃথক নয়। সারাদিনই বিদ্যালয় খোলা আছে; ছাত্রদের আছে যথেষ্ট স্বাধীনতা। তাদের স্বাধীনতা আছে নিজের খুশীতে প্রশ্ন করবার, কাজ করবার, খেলা করবার এবং এ সবই হচ্ছে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবনের অঙ্গ। এর মধ্য দিয়েই একদিকে যেমন ব্যক্তি নিজ রুচি ও শক্তি অনুযায়ী স্বাধীন আনন্দে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায়, তেমনি এই সম্মিলিত জীবনের মধ্য দিয়েই সুস্থ সমাজ-চেতনারও বিকাশ ঘটে। উইয়ার্ট যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে শিক্ষা ব্যয়সাধ্য নয়, কারণ তিনি দামী আসবাবপত্র সরঞ্জাম ব্যবহারের পক্ষপাতী নন। তিনি গ্যারী সহরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের পিতা-মাতার মনে এই বোধটি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন যে, বিদ্যালয়টি তাঁদের সকলেরই যৌথ সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের কাজ আবদ্ধ নয় সহরের সমস্ত কাজের সঙ্গেই বিদ্যালয় সম্পর্কিত। স্কুলের ছেলেরাই রসায়ন গবেষণাগারে কলের জলের এবং শিশুদের মিষ্টি মেঠাইর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে।[১] সহরের ছেলে বুড়ো সকলেই নিজ নিজ অবসর সময়ে, নিজ নিজ রুচি মত, বিদ্যালয়ের 'কাজ-খেলা-পড়া'-য় যোগ দিতে পারে। সারাদিনই বিদ্যালয় খোলা থাকে—শিক্ষক দল পরিবর্তিত হয়। কাজেই অবসর সময় বৃথা নষ্ট হতে পারে না। এতে বড় সহরে ছেলেরা আলস্যে বা রাস্তায় ঘুরে কুসঙ্গে নষ্ট হয়, এ আশঙ্কা অনেকটা দূর হয়।[২]

অন্যান্য পদ্ধতি ঃ শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে মেইসন্ (Mason) প্ল্যান্, ইউনেট্কা (Winnetka) প্ল্যান্ ইত্যাদি আরো বহু আধুনিক পরীক্ষা চলছে। এদের সকলেরই মূল কথা হচ্ছে শিশু শিক্ষায় আইন, কানুন, শৃংখলার কঠিন নিগড় ভেঙে স্বাধীনতা ও আনন্দের আবহাওয়া আনতে হবে। শিশুকে চালনা করার চেয়ে, সাহস করে তাকে চলতে দেবার সাহস দিতে হবে।

অন্যান্য পদ্ধতির মূলকথা

অবশ্যই মানতে হবে, একেবারে শিশুদের শিক্ষার বেলায় অবাধ স্বাধীনতা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। শিক্ষককে পরিচালনার অনেকটা দায় নিতেই হবে—তবে শিক্ষার এই আধুনিক প্রবণতা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক এটা স্বীকৃত। শিশু স্বাধীন ভাবে চলতে শিখবে, সে স্বাবলম্বী হবে এই হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিশুর স্বাধীনতা

১। Thus the regular periodical analyses of the town water were made by the pupils and the purity of the various candies sold in the town was guaranteed by making the school responsible for the necessary tests.

Adams. Modern Development of Educational practice p. 192

২। ...because the extra hours have been taken from the idleness and the street alley time of the children. It has thus removed the chief source of dissipation and vice and given a great positive advantage at the same time. Gary Schools. Science Training and play. p. 58

আর একটা প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে শিক্ষাকে সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধনের প্রবণতা। বিদ্যালয় সমাজ জীবনেরই জীবন্ত অঙ্গ, তা একটা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়—ফ্রোএবেল্ যেমন এ কথাটি বলেছেন তেমনি আরো বেশী জোর দিয়ে বলেছেন ডিউই। সমস্ত সমাজতন্ত্রী দেশই এ কথায় বিশ্বাসী যে, শিক্ষা হচ্ছে সুস্থ সমাজ জীবন গড়বার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীও এই মূল কথাটি বলেছেন, তবে কিছু ভিন্ন সুরে।

সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের প্রবণতা

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাঃ রুশো বলেছিলেন প্রত্যেক শিশুরই কোন না কোন হাতের কাজ শিখতে হবে। এতে শুধু কুশলতা ও আত্মবিশ্বাসই বাড়ে, তা নয়। এতে কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাব দূর হয়। পেস্তালৎসী যখন ষ্টাঞ্জ্-এ পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বহু শিশুর শিক্ষার ভার নিলেন তখন তিনি দেখলেন যে এ সব শিশুদের সুপরিচালনার সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ পথ হচ্ছে কাজের মধ্য দিয়ে শেখা। আর শিশুদের এমন কাজই শেখাতে হবে যা জীবনের প্রয়োজনে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

রুশো-পেস্তালৎসীর শতাব্দী কাল পরেও কিন্তু বই পুস্তকই হয়ে রইলো শিক্ষাদানের একমাত্র উপকরণ। কিন্তু ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরীতে এসে আমরা দেখি যে তাঁরা এ কথাটা মেনে নিয়েছেন যে, শিশু চঞ্চল—সে হাতদুটি দিয়ে জিনিষপত্র পরীক্ষা করে, বিশ্লেষণ করে, দেখতে চায়—তারা জিনিষ গড়তে চায়, এটা তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই এ প্রবৃত্তিকে তাঁরা শিক্ষার কাজে ব্যবহার করেছেন। এমনি করেই শিশু জীবনের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিচিত হয় (**sense-training**) এবং তার পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সুসম্বদ্ধ ব্যবহার করতে শেখে (**motor-training**)। দুজনের মূল বিষয়ে মিল থাকলেও তাঁদের মধ্যে প্রভেদও আছে। ফ্রোএবেল্ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিরই একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী; তিনি চান এর মধ্য দিয়ে জগতের ঐক্যের সুরটি শিশুর মনে তুলে ধরতে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক। কিন্তু মন্তেসরী মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পৃথক পরিশীলনের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন তাতেই বেশী কুশলতা লাভ হয় এবং শিক্ষাকার্য সফলতর হয়।

রুশো-পেস্তালৎসী-ফ্রোয়েবল্-মন্তেসরী

প্রকল্প পদ্ধতি (project method)ঃ 'কাজের মধ্য দিয়ে শেখা'কে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে কিছু নূতন রূপ দিয়েছেন ডিউয়ি ও কিল্প্যাট্রিক্। মানুষের তিনটি মৌল প্রয়োজন হল খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান। এদের ভিত্তি করেই জীবনের সমস্ত ক্রিয়া। ডিইয়ি বললেন শিক্ষাকে জীবন প্রয়োজন-ভিত্তিক হতে হবে। এবং এই মৌল প্রয়োজনের সাথে যুক্ত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে শিক্ষাক্রিয়ার মিল থাকতে হবে। কাজেই ডিউয়ির 'ল্যাবরেটরী স্কুল'-এ রান্না, সেলাই, তাঁত

ডিউই

বোনা, কাঠের কাজ ইত্যাদিকে শিশুদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। শিশুরা স্বভাবতঃ এ সব কাজ ভালবাসে, আর এই কাজগুলির সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করে। এ জাতীয় পাঠক্রমকে তাই কর্ম-ভিত্তিক (activity based) বলা যায়। এ কর্মগুলিকে ভিত্তি করেই সুসমন্বিত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিল্‌প্যাট্রিকের **প্রকল্প পদ্ধতি (project method)** একই মূলনীতি স্বীকার করে আর এক ধাপ এগিয়ে বলে—এই কাজগুলিই হবে সমস্ত শিক্ষার অনুবন্ধনের কেন্দ্র (centres of correlation)। শিশুরা পুতুল গড়তে ভালবাসে, তাদের সাজাতে ভালবাসে, তাদের নিয়ে নানা সামাজিক উৎসব করতে ভালবাসে। তাই 'পুতুলের বিয়ে' এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, বয়নশিল্প, সামাজিক আচার ইত্যাদি বহু বিষয় **অনুবন্ধ প্রণালীতে (method of correlation)** সহজে, শেখানো যায়। শিশুদের উপর ভার দেওয়া যেতে পারে বন্ধুর জন্মদিন প্রকল্পটি সার্থক করে তুলবার। শ্রেণীর শিশুরা একত্র হয়ে (শিক্ষকেরাও তাদের দলে থাকবেন, তাদের সাথী হিসাবে) স্থির করবে কর্মসূচী, খাদ্য তালিকা, উপহার সংগ্রহ, ফুল, লতা, পাতা দিয়ে ঘর সাজানো, গান ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি। প্রত্যেকের উপরই কিছু না কিছু ভার থাকবে, আর প্রত্যেকেরই দায় থাকবে সকলের সঙ্গে একত্র হয়ে সকলের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজটিকে সফল করে তোলার। এই প্রকল্পকে ভিত্তি করেই শিক্ষক বহু বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ করে (correlated) শিক্ষা দেবেন। এতে শিক্ষা সজীব হবে—প্রাণহীন কতগুলি পৃথক 'বিষয়ে' বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের মধ্যে বোঝা হয়ে থাকবে না। কিল্‌প্যাট্রিক্ প্রকল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন "সামাজিক পরিমণ্ডলে সমস্ত অন্তর দিয়ে সম্পাদিত উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়া";[১] ডঃ ষ্টিভেন্‌সনের সংজ্ঞা হচ্ছে 'একটা সমস্যাসংকুল কাজ তার স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ করা'।[২] এর যে কোন সংজ্ঞাই গ্রহণ করা যাক না কেন, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না খুব বড় বড় সমস্যা নিয়ে যে প্রকল্প (যেমন কলকাতার বস্তি উচ্ছেদ) তা শিশুদের উপযোগী নয়। কিন্তু তাদের জীবনের উপযোগী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে (ছোট বাগান তৈরী, হাঁস মুরগির ঘর তৈরী) তাদের শিক্ষা অনেক বেশী অর্থপূর্ণ এবং আনন্দময় করে তোলা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত উৎকৃষ্ট প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ প্রণালী শিক্ষিকারা অনেক সময়ই ব্যবহার করে থাকেন।

কিলপ্যাট্রিক্

অনুবন্ধ প্রণালী (method of correlation)

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রণালী ঃ গান্ধীজীও এ কথা বিশ্বাস করেছেন যে হাতের

১। A project is a whole-hearted purposeful activity executed in a social environment. Kilpatrick.

২। A project is a problematic act carried to completion in its natural setting. Stevenson.

কাজের মধ্য দিয়ে শেখাই প্রকৃত শিক্ষা। তিনিও পেস্তালৎসী বা ওয়েনের মত বিশ্বাস করেছেন যে এমন কাজকেই শিক্ষার ভিত্তি করতে হবে যা সমাজের মৌল প্রয়োজন মেটাবে এবং ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের সঙ্গে নিঃস্বার্থ সেবার সম্বন্ধে যুক্ত করবে। আর শিক্ষার মূল কেন্দ্র হবে এমন কোন শিল্পক্রিয়া যা আমাদের দরিদ্র দেশের সকল মানুষের কাজে লাগতে পারে। সে শিল্পকর্ম যেন শোষণমূলক না হয়, এবং তা এমন হওয়া প্রয়োজন যার থেকে সহজেই অনুবন্ধ প্রণালীতে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণীহীন সেবক-সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা। এতে শুধু ভালো কারিগর তৈরী হবে না, এতে বুদ্ধিমান্, আত্মনির্ভরশীল সাহসী মানুষও তৈরী হবে।

শিক্ষাপ্রণালীর মূলসূত্র—প্রত্যেক শিশুর জন্য একই প্রণালী সমান উপযোগী হবে এমন আশা করা উচিত নয়। প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি, তার প্রবৃত্তি, আগ্রহ, সামর্থ্য ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রণালীরও হেরফের হবে। তবে সব প্রণালীরই উদ্দেশ্য হবে, শিশুর সামগ্রিক, সুস্থ বিকাশ। শিশু শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকটি মূল সূত্র :

(১) শিশুদের সমস্ত শিক্ষাই তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে উদ্ভূত হতে হবে।

(২) শিশুর মনকে পরিচিত থেকে অপরিচিতে ক্রমে ক্রমে টেনে নিতে হবে।

(৩) শিশু গুণসমন্বিত বস্তুকে সহজে বোঝে, বিশেষকে বোঝে ; তার সঙ্গেই শিশুর প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে। তার থেকে ক্রমে ক্রমে তার মনে নির্বস্তুক (abstract) ও সামান্য বা সার্বিক (universal)-এর ধারণা জন্মাতে হবে। অনেকগুলি পরিচিত উদাহরণ দেখে তবেই শিশু ক্রমে তাদের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে শিখবে।

(৪) যা সহজবোধ্য ও সরল, তার থেকে শিশুর বোধকে কঠিন ও জটিল বিষয়ের দিকে অগ্রসর করে দিতে হবে।

(৫) যা শিশুর মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী তাই শিশুকে প্রথম শেখানো সহজ ও স্বাভাবিক। ক্রমে শিশুকে বোঝাতে হয় কি করে বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে যুক্তিগত সম্পর্ক (logical relations) রয়েছে এবং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যুক্তির ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারা যায়।

(৬) প্রথমে শিশু বাস্তব উদাহরণ দেখে আরোহ প্রণালী (Inductive method) অনুসারে সাধারণ সূত্র (general principle) বুঝতে শেখে। শেষে অবরোহ প্রণালী দ্বারা (deductive method) শিশু সাধারণ সূত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শেখে।

হিউজেস্ এবং হিউজেস্ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ক্রম বিকাশের ছয়টি মূলসূত্র উল্লেখ করেছেন :

(ক) একেবারে ছোট শিশুরা প্রথমে সমগ্রকেই অস্পষ্টভাবে বোঝে। ক্রমে সেই

সমগ্রের অংশ বিশ্লেষণ করতে শেখে—Learning in early years proceeds by the analysis of wholes.

(খ) শিশুরা নিবিড় আগ্রহের প্রভাবেই কিছু শিখতে অগ্রসর হয়—Learning in early years is done under the influence of intense interst.

(গ) শিশু যে আগ্রহের তাড়নায় শেখে, তার পশ্চাতে থাকে কোন না কোন সহজাত প্রবৃত্তি—Instinctive, tendencies are the prime sources of the intense interest that facilitates children's learning in early years.

(ঘ) শিক্ষা যেমন অগ্রসর হয়, তেমন সহজাত মৌল প্রবৃত্তির সঙ্গে শিশুর অর্জিত নূতন আগ্রহ যুক্ত হতে থাকে—As children learn, their primitive instinctive interests are re-inforced by new, acquired interests.

(ঙ) শিক্ষাকালে কখনো কখনো তার স্বাভাবিক আগ্রহকে অবদমনে শিশু বাধ্য হয়। তা সে ভুলে যায়। কিন্তু এই অবদমিত আগ্রহ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যবহারের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে—The learning of young children involves the repression of interests, which are then forgotten. Such interests nevertheless continue to exert strong influences on subsequent behaviour and learning.

(চ) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বুদ্ধি উদ্রিক্ত হয় এবং শিশু তার বাস্তব সমস্যা সমাধানের কাজে বুদ্ধিকে ব্যবহার করে। এভাবেই ঘটে শিশুর স্বাভাবিক সামগ্রিক বিকাশ—young children use intelligence when learning, and this intelligence is evoked by interesting problems connected with their practical activities.

Questions :

1. How are 'play' and 'work' distinguished from each other ? It is said that our school should be "a commonwealth in which work is play and play is life : three in one and one in three." Elucidate.

2. Critically discuss the different theories of play and show how it may be possible to reconcile them.

3. The school life should he centred round the motive of play : Elucidate. Show how play may be utilized as an effective educational method,

4. Examine critically the cathartic theory of play.

5. "Play is the spontaneous expression of an innate pattern of behaviour. ...Play is nature's method in giving a child practice in those activities which he will require in earnest in future." Discuss critically.

6. "Play is for the child a serious business of life. The child is the most serious creature in the world." Elucidate. Mention at least three games suitable for the nursery age and show how these should be played.

7. Write short notes on (a) the heuristis method (b) the Dalton Plan (c) Sense-training, (d) Project method.

ষষ্ঠ অধ্যায়

শারীর বৃত্ত

দেহই প্রাণক্রিয়ার অবলম্বন। সমগ্রভাবে দেহের এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি অংশের পৃথক পৃথক ভাবে এবং পারস্পরিকভাবে সতেজ, স্বচ্ছন্দ ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ ক্রিয়ার উপরই প্রাণীর স্বাস্থ্য ও সুষম বিকাশ নির্ভর করে।

শিশুপালন ও শিশুশিক্ষার প্রথম কথা : শিশুকে সবল-দেহ করে গড়ে তুলতে হবে—তাকে সুস্থ রাখতে হবে এবং আধিব্যাধি থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। কাজেই স্বাস্থ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত, দেহের প্রধান-প্রধান অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি এবং তাদের ক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রাণক্রিয়া ও সুস্থ বিকাশের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত হচ্ছে নিম্নলিখিত কয়টি দৈহিক কর্ম।

(১) খাদ্যগ্রহণ এবং পরিপাক—তা থেকে সমগ্র দেহের এবং পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন অংশের শক্তিসঞ্চার, বৃদ্ধি, বিকাশ ও ক্ষয় নিবারণ।

(২) জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ পান—যাতে দেহের সমস্ত কোষগুলি সতেজ ও স্নিগ্ধ থাকে।

(৩) বিশুদ্ধ বায়ুগ্রহণ ও দূষিত বায়ু পরিত্যাগ।

(৪) দেহের তাপ মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখবার ব্যবস্থা।

(৫) খেলা, ধূলা, ব্যায়াম, কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেহের প্রধান পেশীগুলির সঞ্চালন।

(৬) মল, মূত্র, ঘর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেহাভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন।

(৭) প্রক্ষালন, স্নান ইত্যাদির সাহায্যে দেহকে ক্লেদমুক্ত ও স্নিগ্ধ রাখা।

(৮) বাহ্য ও আন্তর ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য মস্তিষ্ক ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যবহার।

(৯) বিশ্রাম ও নিদ্রা।

উপরোক্ত অত্যাবশ্যক কর্মগুলি সুসম্পাদনের জন্য দেহযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত অংশগুলি সক্রিয় থাকে। প্রত্যেকটি অংশই কতকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে, কিন্তু আবার এরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-নির্ভর। প্রত্যেকটি অংশই যথেষ্ট জটিল এবং সুসম্বদ্ধ ক্রিয়ার কেন্দ্র। কাজেই এদের বলা হয় তন্ত্র (system)। দেহের এই প্রধান তন্ত্রগুলি হচ্ছে : (ক) পরিপাকতন্ত্র (digestive system) (খ) রক্তসংবহন তন্ত্র (circulatory system) (গ) শ্বাসনতন্ত্র (repiratory system) (ঘ) পেশীতন্ত্র (muscles and glands) (ঙ) স্নায়ুতন্ত্র (nervous system), এদের ক্রিয়া এবং

শিশুর স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠু বিকাশের উপর এদের প্রভাব অত্যন্ত সংক্ষেপেই কিছুটা আলোচনা করব।

পরিপাকতন্ত্র (The digestive system) মুখদ্বারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, দন্ত দ্বারা খাদ্যচর্বণ, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ, আলোড়ন, এবং পার্শ্ববর্তী গ্রন্থির ক্ষরণ থেকে লালা নিঃসরণের দ্বারা চর্বিত খাদ্যকে গলাধঃকরণের উপযোগী দ্রবীকরণ এবং লালার মধ্যে উপস্থিত টায়ালিন (ptyalin) নামে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা কার্বোহাইড্রেট্ বা ষ্টার্চ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা, এ পর্যন্ত হচ্ছে খাদ্য পরিপাকের প্রাথমিক ক্রিয়া।

গলাধঃকরণের পর থেকে খাদ্য পরিপাক এবং আবর্জনা মলরূপে ত্যাগ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় যে জটিল নালীর সাহায্যে তার নাম পৌষ্টিক নালী (alimentary canal)।

গলাধঃকরণের পর খাদ্য ক্রমশঃ স্বয়ং-ক্রিয়ার দ্বারা (peristalsis) নীচের দিকে নামতে থাকে—গ্রাসনালী (gullet বা aesophagus) থেকে পাকস্থলীতে (stomach)। পাকস্থলীতে গিয়ে খাদ্য আলোড়নরূপ যান্ত্রিক ক্রিয়া (a mechanical churning motion) ও কতগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। পাকস্থলীর ঝিল্লীগাত্রে কয়েকটি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পেপ্‌সিন্ (pepsin), তীব্র অম্লরস হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড্ ও লাইপেজ্ (lipase) এই তিনটি পাচক রস বিভিন্নপ্রকার খাদ্যপরিপাকে সাহায্য করে। পেপ্‌সিন্ প্রোটিন্ জাতীয় দ্রব্য পরিপাকে আংশিকভাবে সাহায্য করে এবং এ কাজে হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিডও সহায়ক। লাইপেজ্ ঘি, তেল চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়ক। এই পরিপাক ক্রিয়া একটা স্তরে পৌছলে একটা কপাটকের (valve) মুখ খুলে যায় এবং অর্ধপচিত খাদ্য গ্রহণী (duodenum)-তে প্রবেশ করে।

গ্রহণী ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestines) সকলের উপরের অংশ এবং এর কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্য দুটি অংশের নাম জেজুনাম্ (jejunum) ও ইলিয়ম (ileum)। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় একশত ফুট লম্বা নল—পেটের মধ্যে জড়িয়ে পাকিয়ে থাকে। গ্রহণীতেই বাস্তবিক পক্ষে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।[১] ক্ষুদ্রান্ত্রের নিজস্ব রস (succus entericus) পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। আরো দুইটি শক্তিশালী রস ক্ষুদ্রান্ত্রের বাইরে থেকে গ্রহণীতে প্রবেশ করে। একটি হচ্ছে প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি থেকে নির্গত অগ্ন্যাসয় রস (pancreatic juice), আর একটি হচ্ছে যকৃতের (liver) নিম্নাংশে অবস্থিত পিত্তকোষ (bladder) থেকে ক্ষরিত পিত্তরস (bile)। এ রসগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ তরল নির্যাসে পরিণত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের গাত্র দ্বারা শোষিত হয়ে রক্তস্রোতের মধ্যে গৃহীত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিসাধন করে। অন্ত্র মধ্যস্থ ভিলাই (villi) যন্ত্রের সাহায্যে তা শোষিত হয় এবং রক্ত সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

১। K. Walker. Human Physiology. pp. 36

খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া ও যকৃৎ (liver) যকৃতেরও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ আছে। কার্বোহাইড্রেট্ খাদ্য থেকে রূপান্তরিত গ্লুকোজ্ রক্তে প্রবেশ করলে যকৃত তাকে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তন করে তা সঞ্চয় করে রাখে, যাতে এ সঞ্চয় থেকেই পুনরায় প্রয়োজন মত গ্লুকোজ প্রস্তুত করে ধীরে ধীরে তা রক্তের মধ্যে ছাড়তে পারে। যকৃৎ আবার খাদ্যরস থেকে এ্যামিনো এসিড্ পৃথক করে রক্তের মধ্যে তা প্রেরণ করে; আর অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে ইউরিয়া (urea) তৈরী করে মূত্ররূপে দেহ থেকে নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করে। চর্বিজাতীয় খাদ্য-রসকেও যকৃত পরিবর্তন করে রক্তস্রোতে প্রবাহিত করে দেয় এবং দেহের নানা স্থানে মেদ সঞ্চয় করে। মেদ শক্তি ও উত্তাপের আধার। দেহে কার্বোহাইড্রেটের অভাব ঘটলে মেদকেই ইন্ধনরূপে দেহের কল্যাণে যকৃত আবার ব্যবহার করে।

যকৃৎ দেহের মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। পরিপাকনালীর পাশে ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে এর অবস্থান। ঘোর কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ—ওজন প্রায় দেড় কেজির মত। তলপেটের গাত্রে এ যন্ত্র সংলগ্ন।

যকৃৎ জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হলে কষ্টকর কামলা রোগ (jaundice) হতে পারে। এতে পিত্তরসের ক্ষরণ অস্বাভাবিক হয় এবং সমস্ত দেহ পীতবর্ণ ধারণ করে। প্রস্রাবও অত্যন্ত গাঢ় ও রক্তবর্ণ হয় এবং মলও বিবর্ণ হয়। **শিশুদের পক্ষে এ রোগ বিশেষ বিপজ্জনক।** এ সময় শিশুকে দুধ খাওয়ানো নিষিদ্ধ। ফলের রস ও প্রচুর জলপান করতে দেওয়া উচিত এবং অবশ্যই সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বৃহদন্ত্র (Large intestines) ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাদ্যরসের যে অংশ পরিপাক হয়নি, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এর থেকে জলীয় এবং লবণ জাতীয় কিছু পদার্থ দেহে শোষিত হয়। এর পর অসার আবর্জনা তিনটি কোলন (colon)-এর মধ্য দিয়ে মলভাণ্ডে জমা হয় এবং অনেকটা মল জমা হলে মলদ্বার বা পায়ু (anus) দ্বারা মলত্যাগ করা হয়। মলত্যাগের বেগ কিছুটা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। মলের বেগ বারে বারে ধারণ করলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ জন্মাতে পারে। **শিশুদের বাল্যকাল থেকেই নিয়মিত কালে এবং মলের বেগ হলেই মলত্যাগের অভ্যাস গঠন করে দেওয়া প্রয়োজন।**

উদরাময় ও আমাশয় রোগ খাদ্যে দূষিত জীবাণুর উপস্থিতির ফল। **শিশুদের ক্ষেত্রে এ সব রোগ সাধারণ হলেও ইহা অবহেলা করা উচিত নয়।** অতিভোজন ও গুরুপাক ভোজন পরিপাক যন্ত্রের অধিকাংশ রোগের কারণ। অতি উত্তেজক প্রক্ষোভ—ভয়, ক্রোধ ইত্যাদিও পরিপাক ক্রিয়ার গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। দীর্ঘকাল স্থায়ী অতিরিক্ত দুর্ভাবনা বা প্রক্ষোভ জীবনে বিশৃংখলা ক্ষুদ্রান্ত্রস্থিত হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী এ অতিরিক্ত ক্ষরণ চলতে থাকলে, ডুয়োডেন্যাল্ বা গ্যাষ্ট্রিক্ আলসার সৃষ্টি হয়। এ রোগ অত্যন্ত কঠিন।

মায়েদের এবং নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের এ কথা জানা উচিত যে শিশু যখন খুব ভয় পেয়েছে, ক্রুদ্ধ হয়েছে বা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তখন তাকে জোর করে খাওয়ানো অনুচিত। পরিপাকের গোলযোগ হলেই, যখন তখন বা ঘন ঘন চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন ঔষধ দেওয়া ঠিক নয়।

ক্ষুধাবোধ ও খাদ্যে রুচি (Hunger & Appetite) সুস্থ দেহে পাকস্থলী খালি হয়ে গেলে (৩-৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর), ভিতরে এক প্রকারের অস্বস্তিকর সঙ্কোচন (spasm) হতে থাকে। তারই নাম ক্ষুধা (hunger)। এটা প্রকৃতির বিপদ সঙ্কেত যে দেহের খাদ্য প্রয়োজন। তাই ক্ষুধা বোধ হলে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। সুস্থ দেহে ক্ষুধাবোধ সত্বেও দীর্ঘকাল অনাহার, দেহের তন্তুগুলিকে ক্ষয় করতে থাকে।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রায় সব স্বাভাবিক খাদ্যই রুচিকর। কিন্তু ক্ষুধা ও খাদ্যে রুচি সমার্থবাচক নয়। সকলের সব খাদ্য সমান রুচিকর নয়। স্বাস্থ্যবিদ্ বলেন **আমরা বেশী তৈল, মশলা, বা মিষ্টি দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা শিশুদের যদি বিকার না ঘটাই, তা হলে যে খাদ্য শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে রুচিকর, তা তার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদও বটে।** একঘেয়ে খাদ্য খাদ্যে রুচি নষ্ট করে। সুতরাং শিশুর খাদ্য যাঁরা প্রস্তুত করেন তাঁদের **নানাপ্রকারের খাদ্য পরিবর্তন করে, শিশুর পক্ষে শুধু পুষ্টিকর নয়, যাতে খাদ্য রুচিকরও হয়, তেম ব্যবস্থাও অবশ্য করতে হবে।**

রক্ত সংবাহন তন্ত্র (circulatory system) খাদ্যসার যকৃতের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে ক্রমে রক্তে পরিণত হয়। রক্ত দেহের প্রাণপ্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখে। দেহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লক্ষ লক্ষ কোষ ও তন্তু আছে। রক্ত প্রবাহের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে (১) এই লক্ষ লক্ষ কোষ ও তন্তুর উপযোগী প্রাণরস বহন করে প্রত্যেকের কাছে পৌছে দেওয়া এবং প্রত্যেকটি কোষ ও তন্তু থেকে সঞ্চিত আবর্জনা সংগ্রহ করে মূত্র ও ঘর্মের মধ্য দিয়ে তা নির্গত করে দেহকে নির্মল ও সুস্থ রাখা। (২) রক্তের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্‌সিজেন্ সংগ্রহ করে হিমোগ্লোবিন্ (haemoglobin)-এর মারফৎ দেহের প্রতি কোষে কোষে পৌছে দেওয়া এবং পরিবর্তে কোষগুলি থেকে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড্ গ্যাস সংগ্রহ করে এনে ফুস্‌ফুসের নিশ্বাস বায়ুর মারফৎ দেহ থেকে বের করে দিয়ে, প্রত্যেকটি কোষ ও তন্তুকে নির্মল ও সজীব রাখা (৩) তৃতীয় কাজ হচ্ছে তন্তুগুলি থেকে ইউরিয়া এবং ইউরিক্ এ্যাসিড্ দেহ থেকে বৃক্কের (kidney) সাহায্যে বিদূরণ করা (৪) চতুর্থ কাজ দেহের যে কোন অংশে রোগ জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে তার সঙ্গে সংগ্রাম করা। (৫) সর্বশেষ কাজ দেহের তন্তুগুলিতে জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখা বিষয়ে সাহায্য করা ও দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা।

রক্তের চারটি প্রধান উপাদান হচ্ছে (ক) লোহিত কণিকা—এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে ষাটলক্ষ লোহিত কণিকা থাকে যার প্রধান উপাদান হচ্ছে হিমোগ্লোবিন্, যার কাজ হচ্ছে অক্সিজেন্ গ্যাসকে ধারণ করে রাখা। (খ) শ্বেত কণিকা—এদের

সংখ্যা লোহিত কণিকার চেয়ে অনেক কম (লোহিত কণিকার ৫০০টির মধ্যে ১টি শ্বেতকণিকা থাকে)। কিন্তু এদের মস্ত কাজ হচ্ছে এরা জীবাণুভুক। (গ) ব্লাড্ প্যাটেলেট্স্—এ উপাদান রক্তে থাকে বলেই রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় (খ) ব্লাড্ প্যাজ্মা—এর প্রায় ৯০ শতাংশই হচ্ছে জল। রক্তসংবহণ তন্ত্রের মত এমন অদ্ভুত পরিবহণ ব্যবস্থা কোথায়ও নেই। শিরা, উপশিরা, ধমনী মিলিয়ে এই পরিবহণতন্ত্রের দৈর্ঘ্য ৬০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মাইল। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথও এত দীর্ঘ নয়। বিনা বিশ্রামে এই সংবহণতন্ত্র নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে এবং দেহের প্রত্যেকটি খরিদ্দারের (স্নায়ু ও তন্তু) উপযুক্ত চাহিদা মেটাচ্ছে এবং দেহের প্রতিটি অংশ থেকেই বিষাক্ত পদার্থ ও আবর্জনা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এ যন্ত্র এমনি অদ্ভুত, যে কোন মেরামত প্রয়োজন হলে নিজেই তা সরিয়ে নেয়।

বয়স্ক দেহে মোট রক্তের পরিমাণ প্রায় ছয় কোয়ার্ট কোয়ার্ট = ¼ গ্যালন = ২ পাইন্ট। দেহের মধ্যে রক্তের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ছয় ইঞ্চি। প্রতি ২৪ ঘণ্টায়, দেহের সর্বত্র প্রায় ১০ টনের মত রক্ত প্রবাহিত হয়। এমনই অদ্ভুত ব্যবস্থা যে, এ রক্তস্রোত প্রতিমুহূর্তে দেহের কোষ ও তন্তুর পরিত্যক্ত আবর্জনা দ্বারা আকীর্ণ হচ্ছে আর পরমুহূর্তেই ফুসফুসের ভিতরে অকসিজেনের সংস্পর্শে এসে নির্মল ও প্রাণপ্রদ হচ্ছে।[১]

হৃদ্‌যন্ত্র—(**The heart**) হৃদযন্ত্র হচ্ছে স্থিতিস্থাপক পেশী-নির্মিত একটি ফাঁপা, সদাসক্রিয় পাম্প। এটি আকার একটি বদ্ধমুষ্টির মত। শিশুর হৃদ্‌পিণ্ড ছোট, তারই ছোট বদ্ধমুষ্টির সমান। বয়স্ক মানুষের হৃদযন্ত্র শিশুর হৃদযন্ত্রের থেকে প্রায় ছয়গুণ বড়। বুকের নীচের দিকে হাত রাখলেই এই যন্ত্রটির ধুক্‌ধুকানি সর্বদা টের পাওয়া যায়। বিশ্রাম অবস্থাতে বয়স্ক মানুষের হৃদযন্ত্র সেকেণ্ডে ৬০ থেকে ৭০ বার স্পন্দিত হয়। শিশুদের হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর। সেকেণ্ডে ৯০ থেকে ১০০। জর অবস্থায় বা উত্তেজিত হলে ঐ স্পন্দনের হার বেড়ে যায়। এই যন্ত্রটি অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে এবং তারই ফলে রক্ত অব্যাহত গতিতে দেহের প্রত্যেক শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে আবার হৃদযন্ত্রে ফিরে যাচ্ছে। হৃদযন্ত্রের প্রধান অংশগুলি হচ্ছে অলিন্দ (auricle) ও নিলয় (ventricle), দুইয়ের মধ্যবর্তী কপাটক (valve) ধমনী ও শিরা (arteries & veins), মহাধমণী (aorta) মহাশিরা (vena cava) ও জালক (capillaries)। দুবার করে রক্তস্রোত দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। প্রথম দফায় রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে ঘটে শরীরের সকল কোষে খাদ্য সরবরাহ, এবং ফিরতি পথে আবর্জনা বিদূরণ। দ্বিতীয় দফায় রক্তস্রোত ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ

১। Readers' Digest Book of the Human Body: The Blood Stream—Chemistry in action. p. 285

করে রক্ত সংশোধনকারী অক্সিজেন্ সংগ্রহ করে এবং বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস পরিত্যাগ করে। সমগ্র দেহের রক্তসংবহনকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) হৃদযন্ত্রের ভিতরে রক্তসংবহন (c ronary circulation) (২) ফুসফুসের ভিতরে রক্ত সংবহন (pulmonary circulation) (৩) পাকস্থলী ও অন্ত্রে রক্তসংবহন (portal circulation) (৪) যকৃতের ভিতর রক্ত সংবহন (hepatic circulation) (৫) বৃক্কের ভিতরে রক্ত সংবহন (Renal circulation) এবং (৬) দেহের প্রধান তন্তুগুলিতে রক্ত সংবহন (systematic circulation)।[১]

শ্বসনতন্ত্র (The Respiratory system) দেহের লক্ষ লক্ষ কোষ অনবরত কাজ করছে, তার ফলে কিছু আবর্জনা ও বিষও সঞ্চিত হচ্ছে। তাদের জীবিত ও সুস্থ রাখতে গেলে তাদের পুনরুজ্জীবন ও বিশুদ্ধীকরণের জন্য মুহুর্মুহু তাদের অকসিজেনে সিঞ্চন এবং সঞ্চিত কার্বন্ ডাই-অক্সাইড রূপ বিষাক্ত গ্যাস দূরীকরণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধন করে ফুস্ফুস্ (lungs) ও তৎসংশ্লিষ্ট যন্ত্রগুলি। বায়ু থেকে প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা নাকের মধ্য দিয়ে অক্সিজেন্ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস দেহ থেকে নির্গত হয়। রক্ত সংবহনতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্রের মধ্যে গভীর যোগ রয়েছে। এই দুইটি তন্ত্রই প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরাম বিশ্রামহীনভাবে কাজ করে যায়। উদ্ভিদ, পত্রের সাহায্যে এবং নিম্নস্তরের প্রাণীরা ত্বকের সাহায্যে বায়ু থেকে অনেকটা প্রত্যক্ষভাবেই অকসিজেন্ গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু মানুষের মত উন্নত জটিল প্রাণীর পক্ষে এ কাজটি করতে গেলে একটি পৃথক জটিল যন্ত্রের প্রয়োজন হয় এবং এরই নাম শ্বসন তন্ত্র।[২]

এই তন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি হচ্ছে নাসিকা, মুখ, গলবিল (pharynx)। এপিগ্লটিস্ (epiglottis), স্বরযন্ত্র (larynx), শ্বাসনালী (trachea), ক্লোমশাখা (bronchii), ফুস্ফুস, আল্ভিয়োলাই, ও প্লিউরা (pleura)। ফুস্ফুস বাস্তবিক পক্ষে অসংখ্য বায়ুকোষ সমন্বিত (alveolii) বেলুনের মত বায়ুপূর্ণ থলিরই সমষ্টি। ফুস্ফুস একবার করে বায়ুকোষের দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসকে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে ত্যাগ করছে, আর প্রশ্বাসের দ্বারা অক্সিজেনপূর্ণ বিশুদ্ধ বায়ুতে বায়ুকোষগুলিপূর্ণ করছে।

১। Edmundson : the Pan Book of Health pp.34-35.

২। Methods that are sufficient for the oxygen needs of lower organisms are insufficient for the needs of man. Absorption through the skin would provide only a small fraction of the oxygen that is demanded by man's vital chemistry. Only by a special apparatus can he obtain all the oxygen that he requires and get rid of the carbon dioxide that has accumulated in his blood. This special apparatus for providing oxygen is the respiratory tract.

K. Walker : Human Physiology. p. 8

প্রশ্বাস-নিশ্বাস (Expiration-Inspiration) শ্বসনক্রিয়ার মধ্যে একটা নিয়মিততা ও ছন্দ আছে। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা মিনিটে আঠারো থেকে কুড়িবার শ্বাসগ্রহণ করি (প্রশ্বাস)। হৃদস্পন্দনের সঙ্গে শ্বাসগ্রহণের একটা সামঞ্জস্য আছে। হৃদযন্ত্র সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার স্পন্দিত হয়। অর্থাৎ মোটামুটি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া চারবার হলে, শ্বসনক্রিয়া সে সময়ের মধ্যে একবার হয়। ঘুম ও বিশ্রামের সময় শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া মন্থর হয়। পরিশ্রম করলে বা উত্তেজিত হলে, ভয়ে বা রাগে শ্বাসক্রিয়া দ্রুততর হয় ; কারণ, তখন দেহের পক্ষে অতিরিক্ত অক্‌সিজেন্ প্রয়োজন। বিশ্রাম অবস্থায় বায়ুর প্রয়োজন প্রায় ৫০০ ঘন ইঞ্চি, কিন্তু পরিশ্রমকালে সে প্রয়োজন বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০০ ঘন ইঞ্চিতে।

এক হিসাবে বায়ুই জীবন। **শিশুর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুর অক্‌সিজেন্ বিশেষ প্রয়োজন।** কিন্তু সহরের ঘরের মধ্যে বদ্ধ ও দূষিত বায়ু, এমন কি বাইরেও ধুলি, ধুঁয়া, কয়লায় গুঁড়ায় বাতাস ভারী। কাজেই কলকাতার মত বড় ঘিঞ্জী সহরে শিশুরা বিশুদ্ধ অকসিজেনের অভাবে প্রায়ই শ্বাসযন্ত্রের রোগে ভোগে। ভিড়ের মধ্যে দূষিত কার্বন ডাই-অক্‌সাইড্-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। তা ছাড়া, এ প্রকার দূষিত বাতাসে নানা বায়ুবাহিত রোগ সংক্রামণের আশঙ্কা থাকে। **শিশুদের এ প্রকার প্রতিকূল পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা উচিত।** মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে একটি **সাধারণ বাসগৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অন্ততঃ ৫০ বর্গফুট জমির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।** আমাদের দেশে খুব কম গৃহেই এ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু **নার্সারী বিদ্যালয় সংগঠনকালে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আছে।**

কোন্ কোন রোগ বায়ুবাহিত ? সর্দি, কাশি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানী, ব্রংকাইটিস্, নিউমোনিয়া, হুপিংকাশি, ডিপ্‌থিরিয়া, মেনিন্‌জাইটিস্ ও যক্ষ্মা রোগগুলি অধিকাংশই নিষ্ঠীবন থেকে সংক্রামিত। এ রোগগুলির কয়েকটি ছোঁয়াচে। শিশুদের পক্ষে শ্বাসতন্ত্রের যে কোন রোগই বিপজ্জনক। সহজেই এসব রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তাদের থাকে। এবং এর মধ্যে কোন কোন রোগ শিশুদের স্থায়ীভাবে অপকার করতে পারে। কাজেই শিশুদের বাল্যকাল থেকেই যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা, এবং সর্দি-কাশিতে সর্বদা রুমালে নাক ঝেড়ে ফেলবার অভ্যাস গঠন করে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এসব রোগীদের কাছাকাছি শিশুদের না নিয়ে যাওয়াই উচিত এবং অন্যের মুখের খাদ্য বা পানীয় তাদের কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়।

পেশী (Muscles) দেহযন্ত্রের মধ্যে কত হাজারো রকমের কলকব্জা কত বিচিত্র রকমের কাজ কচ্ছে। যখন জেগে থাকি, তখন আমরা নানা রকম পরিশ্রম করি—সচেতন ভাবে অনেক কাজ করি। এ কাজের প্রধান যন্ত্র হচ্ছে মাংসপেশী। দেহের সব যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে নানা আকৃতির, নানা প্রকৃতির মাংসপেশী। দেহের অর্ধেকের বেশীই হচ্ছে মাংসপেশী। মাংসপেশী রবারের

ফিতের মত স্থিতিস্থাপক উপাদান দিয়ে তৈরী। এদের সাহায্যে আমরা হাত পা নাড়ি, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় নাড়াচাড়া করি। এদের সাহায্যে আমরা কাজ করি। দেহে তিন প্রকারের পেশী তন্তু (muscles tissues) আছে (ক) মসৃণ বা অ-ডোরাকাটা (smooth or unstriated) (খ) হৃদ্‌যন্ত্র সংযুক্ত (cardiac) এবং (খ) ডোরাকাটা (striped).

হাত পা প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া ডোরাকাটা পেশীর সাহায্যে ঘটে। হৃদযন্ত্র নিজেই একটি বৃহৎপেশী, এর সঙ্গে যুক্ত আছে জাতীয় পেশী তন্তু। আর মসৃন পেশী তন্তু অন্ত্রের ধমণীর গাত্রে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। (গ) পেশীগুলির ক্রিয়া ইচ্ছা-চালিত (voluntary), কিন্তু (ক) বা (খ) পেশীগুলির ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত নয় (involuntary).

দৌড়, ঝাঁপ, ব্যায়ামে ঐচ্ছিক পেশীগুলিরই ব্যবহার। এসব ক্রিয়ার উপযোগী করেই এই পেশীগুলি গঠিত। ঐচ্ছিক পেশীগুলির আয়তন ও শক্তি, তাদের ব্যবহার দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। তবে তার একটা সীমা আছে, তার চেয়ে বেশী বাড়ানো যায় না। **দেহের সুস্থতার জন্য প্রত্যেকেরই কিছু কিছু খেলাধুলা, দৌড়, ঝাঁপ, ব্যায়াম করা প্রয়োজন। সাঁতার খুব ভাল ব্যায়াম। সব শিশুকেই সাঁতার শেখানো উচিত।** তাতে জলে ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকবে না এবং দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেশীগুলিও সুপুষ্ট হবে এবং তাদের ক্রিয়া সুসমন্বিত হবে। **নার্সারী স্কুলে সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত হাতের কাজের মধ্য দিয়ে পেশীক্রিয়া শিক্ষা (motor-training) দেওয়া হয়ে থাকে।**

দেহের অভ্যন্তরে উত্তাপ সৃষ্টি পেশী ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। জীবন ক্রিয়ার পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থি (glands) পেশীগুলি দেহের কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে। দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আর এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র আছে, যারা চক্ষুর অন্তরালে নীরবে কাজ করে অপ্রত্যক্ষভাবে। এগুলির নাম গ্রন্থি (glands)। এদের কেবলমাত্র বাইরের দিকের মুখ খোলা। তাই এদের অনালী গ্রন্থি (endocrene or ductless glands) বলা হয়। এদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোল, এরা রক্তস্রোতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ, অথচ বিশেষ শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষরণ করে। **ব্যক্তির প্রক্ষোভ জীবনে এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে এই রাসায়নিক পদার্থ হর্মোন (hormone) গুলির বিশেষ প্রভাব আছে এবং এই গ্রন্থিগুলির যথোচিত ক্ষরণের উপর দেহের স্বাস্থ্য নির্ভরশীল,** এই কথাগুলি শারীর বিজ্ঞানী ও মনোবিদেরা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাত্র স্পষ্ট করে জানতে পারেন। এ গ্রন্থিগুলি থেকে নির্গত রস বিভিন্ন আভ্যন্তরীন যন্ত্রকে প্রভাবিত করে বলে, এদের chemical messengers বলা হয়।

প্রধান চারটি গ্রন্থি হচ্ছে (১) পিটুইট্যারী (২) থাইরয়েড্ ও প্যারা-থাইরড্,

(৩) এড্রেন্যাল ও (৪) যৌনগ্রন্থি (gonads), এ ছাড়া প্যানক্রিয়াস্, লালাগ্রন্থি (salivary gland), অশ্রুগ্রন্থি (lachrymal gland), স্তন দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি (mammary glands) ও পরিচিত। প্রথম তিনটি গ্রন্থি সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল।

পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland) মস্তিষ্কের নিম্নে মটর শুঁটির মত **আকারের ক্ষুদ্র এ গ্রন্থি, কিন্তু একে সমস্ত 'অনালী গ্রন্থির রাজা' (master gland) বলা হয়।** এ গ্রন্থির নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া তো আছেই এবং এটি থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড্, এ্যাড্রিন্যাল্ এবং যৌনগ্রন্থির প্রত্যেকটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে।

যদিও আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তথাপি এর সম্মুখ ও পশ্চাতে দুটি অংশ। এর সম্মুখ ভাগ থেকে ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থের উপর দেহের হ্রাস বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির পরিণতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। এ রসক্ষরণ অতিরিক্ত হলে দানবাকার (giants) মানুষ সৃষ্টি হয়। আবার এর ক্ষরণ অতিমাত্রায় কম হলে 'বামন' (dwarfs) সৃষ্টি হয়। এর পশ্চাদংশ থেকে ক্ষরিত রস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।[১]

এত ছোট এই পিটুইট্যারী গ্রন্থি কি করে এত কাজ করে তা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়। সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপর এর প্রভাব সবটাই এ গ্রন্থিক্ষরিত রস থেকে কিনা, মট্রাম্ এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাই কোন কোন শারীর-তত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে অন্যান্য গ্রন্থির উপর এর প্রভাব সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে।[২] **পিটুইট্যারীই একমাত্র গ্রন্থি যার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত পুষ্পাক্ষের (thalamus) ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের প্রক্ষোভজীবন জড়িত এবং পিটুইট্যারী ও পুষ্পাক্ষ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে।**[৩]

থাইরয়েড্ গ্রন্থি (thyriod gland) সমগ্র দেহ ও মনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের উপর এর প্রভাব অনেকখানিই। শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে সত্য। এ গ্রন্থির ক্ষরণ বৃদ্ধি হ'লে ব্যক্তি অতিমাত্রায় চঞ্চল, উত্তেজিত এবং মানসিক উদ্বেগগ্রস্ত হয়। মেজাজ খিট্ খিটে হয়। শরীরের ওজন কমে যায়। এ অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে এ গ্রন্থির কতকাংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা ছেদন করলে উপসর্গের উপশম হয়। **এ গ্রন্থির ক্ষরণ হ্রাস হলে (বিশেষ করে শিশুদের বেলায়) দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিপুষ্টি বিঘ্নিত হয় এবং বুদ্ধি হ্রাস পায়। ক্ষরণ অতিমাত্রায় কম হলে শিশু আর বাড়ে না এবং অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি (certin) হয়।** বয়স্কদের মধ্যে এর ফলে ব্যক্তি অলস ও নিরুদ্যম হয়, চুল তৈলহীন ও ভঙ্গুর হয়। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত থাইরক্সিন্ নামে ভেষজের সাহায্যে এ অভাব অনেক ক্ষেত্রে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।[৪]

১। Valentine : Child Psychology. p. 641
২। Mottram : The Physical basis of Personality. p. 93
৩। Walker : Human Physiology. p. 142
৪। Evelyn Piece : Anatomy & Physiology for Nurses.

এ গ্রন্থির অতিরিক্ত বা অত্যল্প ক্ষরণের ফলে গ্রন্থিটি গল-গণ্ড (goitre) রূপ কদৃশ্য দেহবিকার ঘটাতে পারে।

থাইরয়েড্-এর সঙ্গে যুক্ত, অতি ক্ষুদ্র চারটি গ্রন্থি আছে—এদের নাম প্যারা-থাইরয়েড্ (parathyroid)।

এ্যাড্রেনাল্ বা সুপ্রারেন্যাল গ্রন্থি (Adrenal or supra-renal gland): জীবনের কোন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়ে মানুষ যখন প্রবল প্রক্ষোভের (ভয় বা ক্রোধ) বশবর্তী হয়, তখন দেহকে শক্তি জোগায়, এ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত শক্তিশালী ভেষজ পদার্থ এড্রেনিন্। এ কারণে ক্যানন্ এ গ্রন্থিকে emergency gland of the body বলেছেন। বৃক্কের (kidney) ঠিক উপরে অবস্থিত দুটি এড্রেন্যাল্ গ্রন্থি। এ গ্রন্থির অভ্যন্তর অংশ ধ্বংস হয়ে গেলে, Addison's disease নামে মারাত্মক রোগ জন্মে। এ গ্রন্থির বহিরাংশ থেকে cortin নামে শক্তিশালী একটি ভেষজ রস ক্ষরিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ ভেষজ দ্রব্য দেওয়া হ'লে রোগ নিবারিত হয়।

এ গ্রন্থি থেকে অতিক্ষরণের ফলে শিশুদের মধ্যে অকালে গৌণ যৌন লক্ষণ (secondary sex characteristics) দেখা দেয়।[১]

এ গ্রন্থিগুলির সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলীর এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। সুস্থ জীবনের পক্ষে এদের কোন একটির ক্ষরণের হ্রাস বৃদ্ধির চেয়েও প্রয়োজন, এদের পারস্পরিক সুসামঞ্জস্য।

রেচনতন্ত্র (Excretory system): দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অহরহ কাজ করে যাচ্ছে। দেহের তন্তুগুলি প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে তাদের স্থান নূতন তন্তু এসে গ্রহণ কচ্ছে। এতে প্রতি ক্ষণে ক্ষণেই রক্তস্রোতে, নিশ্বাসে, বিভিন্ন পেশী ও তন্তুতে নানা প্রকারের আবর্জনা জমছে। এ আবর্জনা দেহ স্বাভাবিকভাবে নিষ্কাশন করতে পারে বলেই, দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। যে তিনটি পথে এ নিষ্কাশনের কাজ চলে, তারা হচ্ছে মলনালী, বৃক্ক (kidney), যকৃৎ (kidney) ও ত্বকে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থি (sweat glands)।

(১) কিছু আবর্জনা আছে গ্যাসীয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড্ জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস নিশ্বাস বায়ুর মধ্য দিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

(২) খাদ্য বস্তুর উদ্বৃত্ত কিছু আবর্জনা দ্রবীভূত হয়ে তরল অবস্থায় থাকে, যেমন নাইট্রোজেন, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি লবণ পদার্থে। তা চলে যায় বৃক্কের ভিতরে। তা একটি ছাঁকন যন্ত্রও বটে। সেখানে দেহের উপযোগী পদার্থ পৃথক করে রেখে, অসার আবর্জনা মূত্ররূপে নির্গত করে দেয়।

(৩) গাত্রত্বক থেকে ঘর্মের মধ্য দিয়েও এই নিষ্কাশনের কাজ কিছুটা নিষ্পন্ন হয়।

১। Woodworth & Marquis : Psychology, pp. 129-30

স্নায়ুতন্ত্র (The Nervous system) : স্নায়ুতন্ত্র মনুষ্যদেহের সর্বাপেক্ষা জটিল ও সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের কোষ (neurous) দ্বারা গঠিত, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও সমন্বয়-কারক যন্ত্র। মস্তিষ্কের (brain) বিভিন্ন অংশ, সুষুম্নাকাণ্ড (spinal chord) এবং সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত স্নায়ুশিরা বা নার্ভের জটিল সর্বব্যাপী জাল মিলিয়ে সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র। এই তন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক।

দেহের সমস্ত প্রকারের বোধ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা উন্নত চেতনা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। আবার সমস্ত পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনের মূলেও আছে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত স্নায়বিক শক্তি।

দেহের মধ্যে যে সব যন্ত্রের ক্রিয়া ইচ্ছাচালিত নয় (ফুস্‌ফুস, হৃদপিণ্ড, যকৃত, বৃক) তারাও স্নায়ুতন্ত্রেরই অন্তর্গত নিম্নতর কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত। এ কেন্দ্রগুলি সুষুম্নাশীর্ষকে (medulla) অবস্থিত। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, পেশী, ও দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কও স্নায়ুতন্ত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের নিরাপত্তা যেখানে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং আশু প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রতিবিধান প্রয়োজন (reflex action)—যেখানে বিচার বিবেচনার সময় নেই, সেখানেও সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal column) অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র সে জরুরী কর্তব্য পালন করে।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশ :—(১) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল** (Central nervous system)-এর অন্তর্গত হ'ল তিনটি স্তরে বিভক্ত মস্তিষ্ক (brain) (ক) উর্ধ্বমস্তিষ্ক (cerebrum) (খ) মধ্যমস্তিষ্ক (midbrain) এবং এর সঙ্গে যুক্ত (গ) পুষ্পাক্ষ (thalamus), অনুপুষ্পাক্ষ (hypothalamus) ও পিটুই টারী গ্রন্থি এবং (ঘ) সুষুম্নাকাণ্ড (spinal column), পার্শ্বে অবস্থিত পন্‌স্ (pons variolii) (ঙ) সুষুম্নাশীর্ষক (medulla oblongata)

(২) **উপান্ত মণ্ডল** (Peripheral system)-এর অন্তর্গত হ'ল, সুষুম্নাকাণ্ড থেকে নির্গত বহু স্নায়ু-শিরা বা 'নার্ভ' (nerve) এবং তাদের বিভিন্ন শাখা উপশাখা (cerebro-spinal nerves). এরা কেন্দ্রীয় মণ্ডলের আজ্ঞাবহ।

(৩) **স্বয়ংক্রিয় মণ্ডল** (Autonomous system) : এ মণ্ডল কতকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে, যদিও অবশ্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের পরিচালনা থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কারো কারো মতে এটা উপান্ত মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত। এ মণ্ডলের তিনটি বিভাগ উর্ধ্ব, মধ্য ও অধঃ। দেহের রক্ত চলাচল, শ্বাস প্রশ্বাস, পরিপাক ক্রিয়া, যকৃত ও বৃক্কের কাজ এ মণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত।

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal chord) : ৩১টি হাড়ের সমন্বয়ে গ্রথিত, ঘাড় থেকে পায়ু পর্যন্ত প্রায় প্রসারিত, পিঠের মধ্যস্থল দিয়ে নেমে গেছে যে ফাঁপা হাড়ের মালা, তাই হ'ল মেরুদণ্ড। হাড়ের টুকরোগুলির মধ্যস্থল ও দুপাশের ফুটো দিয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থ লম্বিত হয়ে আছে। হাড়ের জোড়গুলির ফাঁক দিয়ে, ফিতের মত স্নায়ুপদার্থ থেকে সরু সুতোর মত স্নায়ুসূত্র দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়, পেশী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে

পড়েছে। এই নার্ভগুলির সাহায্যেই মস্তিষ্ক সমস্ত দেহকে পরিচালনা করে। এরা হচ্ছে চেষ্টদা স্নায়ুসূত্র (motor nerves)। আবার অন্যদিকে দেহ ও দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত বোধ-উদ্দীক ইন্দ্রিয় থেকে সহস্র স্নায়ুসূত্র (nerves) গুচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের হাড়গুলির ফাঁক দিয়ে ক্রমশঃ উপরে উঠে মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদন কেন্দ্রে (sensory centre) গিয়ে শেষ হয়েছে। সুতরাং সুষুম্নাকাণ্ড হচ্ছে একটি সুরক্ষিত ঢাকা বারান্দা (corridor) যা মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে দেহের সমস্ত অংশের যোগাযোগ রক্ষা করে। সুষুম্নাকাণ্ডেই সমবেদী (sympathetic) এবং অ-সমবেদী (para-sympathetic) তন্ত্রের এবং প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার (Reflexes) নিয়ামক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

সমবেদী ও অসমবেদী তন্ত্র (Sympathetie & Para-Sympathetic system): স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে (autonomous nervous system) দুই প্রকারের স্নায়ুসূত্র (nerves) আছে,—**উত্তেজক** (sympathetic)-এদের প্রভাবে আভ্যন্তরীন ক্রিয়াগুলি প্রবলতর হয়। আর একপ্রকারের স্নায়ুসূত্র আছে, তারা হোল **অবসাদক** (para-sympathetic)-এদের প্রভাবে আভ্যন্তরীন ক্রিয়াগুলির প্রশমন ঘটে।
সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla) : এর স্থানে স্থানে আছে স্নায়ুকোষের গুচ্ছ (ganglia). এরাই স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ। এই কেন্দ্রগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে না। সুষুম্নাশীর্ষক বাস্তবিক পক্ষে সুষুম্নাকাণ্ডের উর্ধ্বভাগ—যা মস্তিষ্কে মোটা হয়ে প্রবেশ করে, নিম্ন মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

নিম্ন মস্তিষ্ক (Cerebellum) : মস্তিষ্কের সর্বনিম্ন অংশ। এখানে অবস্থিত কয়েকটি কেন্দ্র দেহের ভারসাম্য রক্ষা ও স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটাচলার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

পন্স্ (Pons varolii) : সুষুম্নাকাণ্ড থেকে মস্তিষ্কে প্রেরিত স্নায়ুসূত্রগুলির এটি সংযোগ স্থল এবং এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোজক সেতু বিশেষ।

গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum) : স্নায়ুগুলির সদর দপ্তরের সর্বোচ্চ কেন্দ্র। বয়স্ক ব্যক্তির সমগ্র মস্তিষ্কের ওজন প্রায় ৩ পাউণ্ড। মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিউরোন্ (neuron) নামে প্রাণীদেহের সর্বাপেক্ষা জটিল এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চ বিকাশ-প্রাপ্ত স্নায়ু-পদার্থ। শ্রেষ্ঠ স্নায়ুকোষ (nerve cells) ও স্নায়ুতন্তুগুলি (fibres nerve) ধূসর পদার্থ (grey matter) দ্বারা গঠিত। গুরু মস্তিষ্কে লক্ষ লক্ষ নিউরোন্-এর ঠাসাঠাসি ভিড় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে অসংখ্য সংযোগ সূত্র। যদিও মস্তিষ্কের আকার শৈশবকাল থেকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের সংখ্যা জন্মকালেই নির্দিষ্ট। দেহের অন্যান্য অংশের স্নায়ুকোষের মত, স্বতঃ-বিভক্তীকরণ দ্বারা এদের সংখ্যা বেড়ে যায় না, যদিও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিপুষ্টি ঘটে এবং এদের পরস্পর সংযোগ দৃঢ়তর হয়।

মস্তিষ্কের উপরের তল (surface) নিটোল মসৃণ নয়—ঘন আকুঞ্চিত (convoluted) এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের গভীর ও অগভীর খালে (fissures &

sulci) বিদীর্ণ। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এ আকুঞ্চনগুলি সংখ্যায় যত বেশী হয় এবং খালগুলি যত গভীর হয়, ততই ধূসর পদার্থ ঠাসাঠাসি করে থাকবার জায়গা হয় এবং বুদ্ধিও তত বেশী হয়।

গুরু মস্তিষ্কে—বোধ ও চেষ্টা কেন্দ্রের বিন্যাস—Localisation of functions in the forebrain) : মস্তিষ্কের স্নায়ুসূত্রগুলি বিভিন্ন স্থানে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে, বিভিন্ন বোধকেন্দ্র (sensory centres) ও চেষ্টা কেন্দ্রে (motor centres) বিভক্ত। দেহের প্রধান ইন্দ্রিয় থেকে বোধদা স্নায়ুসূত্রগুলি (sensoy nerves) সুষুম্নাকাণ্ডের, মধ্য দিয়ে, গুচ্ছাকারে গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে এসে শেষ হয়। এ গুলিই হচ্ছে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বোধের কেন্দ্র।

চোখ থেকে কোন উদ্দীপক (stimulus) স্নায়বিক শক্তি দ্বারা বাহিত হয়ে নানা স্নায়ু-সংযোগের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে, নীচের দিকে occipital lobe-এ এক বিশেষ স্থানে যখন উত্তেজনা সঞ্চার করে, তখনই বাস্তবিক পক্ষে আমরা রং বা আকার দেখি। কাজেই এ কথা বলা অন্যায় নয় যে, সত্যই চোখের অক্ষিপট (retina) দিয়ে আমরা দেখি না, মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্টস্থানে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র দিয়েই আমরা দেখি। তেমনি গুরুমস্তিষ্কের মাঝামাঝি Fissure of Rolando-র দুই তীরে অবস্থিত আছে শ্রবণ, আস্বাদ, গন্ধ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয় চেতনার কেন্দ্র। আবার এদের সঙ্গেই প্রায় সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত মস্তিষ্কের কয়েকটি অংশে রয়েছে দেহের প্রধান প্রধান পেশীগুলিকে সক্রিয় করে তুলবার কেন্দ্র (motor centres)। এই কেন্দ্রগুলি থেকেই চেষ্টদা নার্ভগুলি দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীগুলিতে শক্তি সঞ্চার করে। এগুলিই মস্তিষ্কের অন্তর্গত চেষ্টাকেন্দ্র (motor centres)। ১৮০০ সালের কাছাকাছি গল (Gall) দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ এবং মস্তিষ্কের উপর নানা পরীক্ষা করে' সিদ্ধান্ত করেন যে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ব্রোকা (Broca) ১৮৬১ সালে আবিষ্কার করেন যে মস্তিষ্কের কোন স্থান যদি রুগ্ন হয়, তাহ'লে সে ব্যক্তির মধ্যে 'কথা বলা' বিষয়ে ত্রুটি দেখা দেবে। অর্থাৎ, তিনি প্রথম মস্তিষ্কে 'কথা বলার' এক কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। গল্ ও ব্রোকার সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও অনেক বিষয়ে তাঁরা ভুল করেছিলেন। যেমন, আধুনিক উন্নততর পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে 'কথা'-র কেন্দ্র একটি নয় ; একটি কেন্দ্র আছে, যেখানে কথা শুনি, দ্বিতীয় কেন্দ্রে শোনা কথার অর্থবোধ হয় ; অন্য এক কেন্দ্রে এই বোধের 'স্মৃতি' সংরক্ষিত হয়। আর লেখা কথার অর্থবোধ এবং 'কথা'র প্রতি মনোযোগের কেন্দ্রও পৃথক।[১]

যে সমস্ত শিশু জন্মাবধি অন্ধ, মূক বা বধির, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ হচ্ছে শিশুর মস্তিষ্কে উপযুক্ত স্নায়ুকেন্দ্রগুলি বিকশিত হয়নি, অথবা মেনিন্-জাইটিস্ বা পোলিও জাতীয় রোগের আক্রমণে সে কেন্দ্রগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি

১। Mcmillan : Labour & Childhood. p. 43.

পোলিও-র প্রতিষেধক vaccine আবিষ্কৃত হয়েছে। যারা অনুরূপ ভাবে জন্মাবধি খঞ্জ বা দেহের কোন অঙ্গ বা পেশী সঞ্চালনে অসমর্থ, তাদের মস্তিষ্কে সম্ভবতঃ উপযুক্ত চেষ্টাকেন্দ্র (motor centre) বিকশিত হয়নি বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসার দ্বারা বিশেষ কোন ফল আশা করা যায় না। এবং এ সব শিশুর পালন ও শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন।

কিন্তু বোধ ও চেষ্টাকেন্দ্রগুলি সমগ্র গুরু মস্তিষ্কের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র স্থান অধিকার করে আছে। গুরু মস্তিষ্কের মস্ত এক কর্তব্য রয়েছে বিভিন্ন বোধ ও চেষ্টা ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন। এ কাজ গুরু মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ (frontal lobe) সম্পাদন করে এমন বিশ্বাস করার হেতু আছে। কিন্তু এই সংযোগ কেন্দ্রগুলির স্থান সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এখনও সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া স্মৃতি, কল্পনা, বিচার বিমূর্তচিন্তা, ইত্যাদি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া সম্পাদনেও গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, যদিও এসব ক্রিয়ার কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র আবিষ্কার করাও এখনও সম্ভব হয়নি। এজন্যে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও গুরু মস্তিষ্কের সম্মুখে প্রকোষ্ঠকে silent area আখ্যা দেওয়া হ'ত।

একদিকে যেমন গুরু মস্তিষ্কে বিভিন্ন কেন্দ্রের স্পষ্টতর পৃথক পৃথক স্থান নির্দেশ (localisation) সম্ভব হচ্ছে, তেমনি Fluorens ইত্যাদি পণ্ডিতদের পরীক্ষায় এ কথাটিও পরিষ্কার হচ্ছে যে, সমগ্র মস্তিষ্কই এক সঙ্গে কাজ করে। কোন কেন্দ্রই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কাজ করতে সক্ষম নয়। Sherrington ও Lashley এবং সম্প্রতি Dr Alexis Carrell ইত্যাদি মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানীরা একথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলছেন যে, মস্তিষ্কের বোধ ও চেষ্টা কেন্দ্রগুলির পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে এবং প্রয়োজন হ'লে কোন একটি কেন্দ্র অন্য একটি কেন্দ্রের কাজ পরিবর্তে চালাতে পারে। Itard, Seguin ইত্যাদি ফরাসী দেহবিদেরা ত্রুটিপূর্ণ ও পশ্চাৎপদ শিশুদের শিক্ষাদান ব্যাপারে প্রথম বাস্তব ভাবে প্রমাণ করেন যে, শিশুর কোন একটি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ বিকল হ'লে অন্য ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের সাহায্যে সে পরিবর্ত শিক্ষা তাকে কিছুটা দেওয়া যেতে পারে। অন্ধ ও বধিরদের শিক্ষার বেলায় এ মূল্যবান সত্যটি কাজে লাগানো হয়ে থাকে। মন্তেসরী ও ম্যাক্‌মিল্যান্‌ও শিশুদের শিক্ষায় এর গুরুত্ব স্বীকার করে' শিশু শিক্ষাকে ইন্দ্রিয় অনুভব ও পেশী অনুশীলনের (sense-training and motor training) ভিত্তিতে স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন।

শিশুর সুস্থ বিকাশ ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি ইন্দ্রিয়ঃ উপরোক্ত সব কয়টি তন্ত্রই শিশুর সুস্থ বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকের সুস্থতা শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। চোখ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এর মধ্য দিয়ে বস্তুর আকৃতি, আয়োজন, বর্ণ, ইত্যাদি গুণের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। তেমনি, কান দিয়ে শব্দ গ্রহণ করেই শিশুর ভাষাজ্ঞান

বিকশিত হয়। দূরত্ব বোধেও এ ইন্দ্রিয় সহায়ক। ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়, এর সাহায্যে বস্তুর উচ্চতা শীতলতা, মসৃণতা ইত্যাদি বোধ প্রত্যক্ষভাবে জন্মে। মন্তেসরীর মতে স্পর্শই শিশুর নির্ভুল প্রাথমিক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল উপায়। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে এর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে যে সব রোগ দেখা যায় এবং যা প্রতিরোধযোগ্য,— তা হচ্ছে দূরের জিনিষ স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া (myopia), ট্যারা চোখ (squinting), ও চোখ ওঠা (conjunctivitis)। কানের রোগের মধ্যে ভাল, শুনতে না পাওয়া ও কানপাকা প্রধান। ত্বকের প্রধান রোগ খোস পাচড়া ইত্যাদি।

উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুর প্রধান দেহযন্ত্র, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও স্বাভাবিক কিনা এবং তাদের যথোচিত বিকাশ ঘটেছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয় এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল অভিভাবকদেব জানানো হয়। প্রতিবিধান ও চিকিৎসা সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শও দেওয়া হয়।

সপ্তম অধ্যায়

শিশুর স্বাস্থ্যবিধি

স্বাস্থ্য ও আনন্দময় জীবন

সতেজ, কর্মঠ এবং আনন্দময় জীবনের মূল হচ্ছে অটুট স্বাস্থ্য, অথবা আমরা এ কথাও বলতে পারি, নীরোগ, আনন্দময়, কর্মবহুল জীবনই স্বাস্থ্য।

কখনো কখনো আমরা বলে থাকি, যে অসুস্থ নয়, সেই সুস্থ। ঠিক একই ভাবে আমরা বলি, যার কোন অসুখ নেই, সেই সুখী। কিন্তু এ দুটি কথাই অর্ধসত্য। অবশ্যই একথা ঠিক যে, সুস্থ যে মানুষ সে অসুস্থ নয়, তার রোগ নেই। **কিন্তু স্বাস্থ্য বা সুখ অভাবাত্মক অবস্থা নয়, তা নেতিবাচক নয়, তা ইতিবাচক বা ভাবাত্মক অবস্থা। সুস্থ থাকা মানে (সু=ভাল; স্থ=থাকা), —'আমি ভাল আছি,'—Sense of well being—এই তৃপ্তিকর বোধ।** তাই রোগের আক্রমণ থেকে সেরে উঠলেই আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি, বলা যায় না। যতক্ষণ না বোধ করা যায়, 'আমি বেশ ভাল আছি' ততক্ষণ ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ নয়।

স্বাস্থ্য নেতিবাচক অবস্থা নয় আমি ভাল আছি'-এই তৃপ্তিকর বোধ

বাস্তবিক পক্ষে, **স্বাস্থ্য একটা সাময়িক অবস্থা নয়। এটা দেহমনের সতেজ ও স্ফূর্তিযুক্ত মোটামুটি একটা স্থায়ী অবস্থা যা অনুশীলন ও সুঅভ্যাস পালন দ্বারা ব্যক্তি আয়ত্ত করে।** অবশ্য স্বাস্থ্যের মূল উপাদান জন্মগত হ'লেও, স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে, এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হ'লে, ব্যক্তিকে কতগুলি বিধিনিষেধ অনুসরণ করতেই হবে।

স্বাস্থ্য সুঅভ্যাস-লব্ধ স্থায়ী অবস্থা

স্বাস্থ্যের লক্ষণঃ স্বাস্থ্য বা ইংরেজী 'health' কথাটা এসেছে 'wholth' (একটা সামগ্রিক সুসমন্বয়ের অবস্থা) থেকে—সমগ্র দেহের ইন্দ্রিয় ও **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেখানে নীরোগ এবং যেখানে তাদের মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য আছে।** প্রত্যেক সুস্থ দেহে ব্যক্তির উচ্চতা ও ওজনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। অবশ্য দেশ, কাল, খাদ্য, জাতি, ভৌগোলিক অবস্থা ইত্যাদির উপরে ব্যক্তির উচ্চতা ও দেহের গঠন নির্ভর করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই একটা সুসাম্য থাকতে হবে,—তা না হলে, ব্যক্তি সুস্থ নয়। নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘ ও পেশীবহুল হয়, কিন্তু নেপাল, ভূটানের মানুষেরা বা অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে কতগুলি অসভ্য জাতির মানুষেরা খাটো, পাৎলা গড়নের। কিন্তু তা বলেই তাদের অসুস্থ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নীরোগ ও সুসমঞ্জস

বলা যায় না। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া, খাদ্য, সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী সে দেশের মানুষের দেহ গড়ে ওঠে। (১) **দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুসমঞ্জস এবং তার পরিবেশের উপযোগী দেহের গঠন হলেই কোন ব্যক্তিকে আমরা সুস্থ বলব।**

(২) **দেহের জৈবক্রিয়াগুলির ছন্দ যেখানে নিয়মিত, সেখানেই স্বাস্থ্য আছে** বলা যায়। নিদ্রা ও জাগরণের, শ্রম ও বিশ্রামের ছন্দটি সুস্থ ব্যক্তিতে নিয়মিত, পরিপাক ক্রিয়া এবং শ্বসনক্রিয়া ঠিক ভাবে চলে, মলমূত্র ঘর্মের পথে দেহের ক্লেদ নিয়মিত নির্গত হয়ে দেহ নির্মল ও শান্ত থাকে, তা হ'লেই দেহ নীরোগ থাকে এবং মনে স্ফূর্তি থাকে। এ রকম সুস্থ ব্যক্তি বেঁচে থাকার আনন্দ (the joy of living) পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। (৩) খাদ্য, জল, বায়ু ও সূর্যালোক এ চারটি জীবনের প্রাকৃতিক উপাদান। এদের সমুচিত সদ্ব্যবহারের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। (৪) যিনি সুস্থ তাঁর দেহে দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মশক্তি থাকে। তাঁর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও স্বাভাবিক ভাবে বেশী। প্রয়োজন হলে কিছুটা অনিয়ম ও অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে, সুস্থ ব্যক্তি সমর্থ। (৫) সুস্থ ব্যক্তি স্বভাবতঃই কর্মঠ। কর্মে তাঁর আনন্দ, কিন্তু তিনি মাত্রা রেখে চলতে অভ্যস্ত। সাধারণতঃ অতিক্রত অথবা অত্যন্ত বেশী শক্তির ক্ষয় তিনি করেন না। কিন্তু আলস্য ও শ্রম বিমুখতায় তিনি অভ্যস্ত নন। (৬) যিনি সুস্থ, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার নির্ভীক, আশাবাদী ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গী থাকে।

স্বাস্থ্য শুধু ব্যক্তিগত সুখ ও আনন্দের উৎস নয়, ইহা জাতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদও বটে। স্বাস্থ্য না থাকলে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সুখ ভোগ করা যায় না, তেমনি জাতীয় জীবনেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করা যায় না।[১]

সদভ্যাস ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের প্রয়োজনীয়তা—শিশুকাল থেকে অভ্যস্ত হলে শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি পালন সহজ হয়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক দায়িত্ব পিতা-মাতার। গৃহেই শিশুর খাওয়া, ঘুম, মুখ ধোওয়া, মলমূত্র ত্যাগ, স্নান ইত্যাদির একটি নিয়মিত ছন্দ গড়ে ওঠে। বয়স্কদের জীবনের ছন্দ, শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল না হ'তে পারে। অনেক পিতামাতা রাত্রে খাওয়া দাওয়া দেরীতে করেন, দেরীতে ঘুমান এবং দেরীতে ঘুম থেকে ওঠেন। তাদের পরিবারে শিশুরাও তাই ভোরের নির্মল হাওয়া গায়ে লাগায় না, সূর্যোদয়ের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যটি এসব পরিবারের শিশুরা কোন দিনই নিরীক্ষণ করে না, প্রভাত সূর্যের স্বাস্থ্যপ্রদ রশ্মি দ্বারা

১। এড্‌মাণ্ডসন্ আরও কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন : (১) অল্প পরিশ্রমেই সুস্থব্যক্তি হাঁপিয়ে ওঠে না এবং অল্প বিশ্রামেই স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা ফিরে পায়। (২) তলপেটের ঘেরের চেয়ে বুকের ঘের অন্ততঃ ৩.৫ ইঞ্চি বেশী হওয়া উচিত। (৩) নাড়ীর গতি সাধারণের চেয়ে দ্রুত না হয়ে বরং কিছু মন্থর হবে। (৪) সর্বদা ছোট খাটো ব্যথা-বেদনার কষ্ট থাকবে না। (৫) দেহের পেশীগুলি যথোচিত পরিপুষ্ট ও সতেজ হবে। Edmundson : The Pan Book of Health, pp. 10-11.

তাদের দেহ স্নাত হয় না। হয়তো নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসও পিতামাতার নাই এবং তাঁদের সন্তানেরাও অনিয়মিত ভাবে যখন তখন মলমূত্র ত্যাগ করে। এ-সবই স্বাস্থ্যবিধির বিরোধী। তাই শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের গোড়ার থেকেই এদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, এটি স্বাস্থ্য বিধির একটি মূল কথা। তাই শিক্ষিকারা এটা লক্ষ্য করেন, শিশু ভাল করে দাঁত মেজেছে কিনা মুখ ধুয়েছে কিনা, হাতে পায়ে গায়ে কোন ময়লা কোথায় জমেছে কিনা, নিত্য সে স্নান করে কিনা, যথা সময়ে খায় কিনা, বিশ্রাম করে কিনা এবং খেলা ধুলা করে কিনা। যে সব ছেলেমেয়েদের এ সব বিষয়ে ত্রুটি থাকে, শিক্ষিকা তাঁদের পিতামাতাকে ডেকে, এসব বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের উপযোগিতার কথা খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করেন এবং দৃঢ়ভাবেই তাঁর উপদেশ যাতে পালিত হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখেন।

উইলিয়ম্ জেম্স্ তাঁর Talks to Teachers গ্রন্থে শিশুর স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য বাল্যকাল থেকে সু-অভ্যাস গঠনের দায়িত্বের কথা বিশেষ ভাবে বলেছেন। তাঁর মতে, সহজাত সংস্কারগুলি জীবনের ভিত্তি, কিন্তু সমস্ত শিক্ষার প্রথম কাজ হবে এই প্রবৃত্তি গুলির সুনিয়ন্ত্রণ ও সুসংগঠন—সু-অভ্যাস গঠনের দ্বারা। এর দ্বারাই শিশু তার ভবিষ্যতে জীবন সংগ্রামের জন্য মৌলিক হাতিয়ারগুলি আয়ত্ত করে নেবে, যাতে অনায়াসে সে জীবনের সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। প্রতি মুহূর্তে চিন্তা-ভাবনা বিবেচনার মধ্য দিয়ে দ্বিধা ও সংশয়ের শক্তি-ক্ষয়কর নিত্য পরীক্ষার পথে শিশুকে যেতে হবেনা—যদি সে গোড়া থেকেই কতগুলি মৌলিক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করে নেয়।[১] ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ তাই বলেছিলেন,—habit is not second nature; habit is ten times nature.

জেম্সের মতে মস্তিষ্কের স্নায়বিক শক্তি হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি। অভ্যাস গঠন দ্বারা এ শক্তিকে নিত্য নূতন পথে প্রবাহিত করে' নূতন জ্ঞান লাভে নিয়োজিত করা যায়। যে ক্রিয়া অভ্যস্ত, তা অনায়াসে এবং যান্ত্রিক ভাবে ইচ্ছাশক্তির অপব্যয় না করে করা যায়। কাজেই শিশুকাল থেকেই জীবনের প্রধান প্রধান কাজগুলি সম্পাদনক্ষম মৌলিক ক্রিয়াগুলি অভ্যাস করলেই, স্নায়বিক শক্তির অযথা অপব্যয় রোধ করা যায়।[২]

১। Education aims merely at the organization of conduct and action to fit the individual to his environment: Education means an organization of the elements of mental experience in order to prepare the individual effectively for the struggle of life. James, Talks to Teachers.

২। The great thing, then, in all education is to make our nervous system our ally, instead of our enemy. It is to fund and capitalise our acquisitions and live at ease upon the interest of the fund. For this we must make automatic and

অভ্যাস শুধু দেহের নয় এবং স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্কেই নয়—মনের ও নৈতিক ব্যবহারেরও সুঅভ্যাস শিশুকালেই আয়ত্ত করা প্রয়োজন। একদিকে সদভ্যাস গঠন আর একদিকে কুঅভ্যাস ত্যাগ, এই হ'ল শিক্ষার গোড়ার দিকে সব চেয়ে মূল্যবান্ কাজ। সমস্ত উৎকৃষ্ট শিশুবিদ্যালয়ে শিশুদের যেমন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি (personal hygiene) গোড়ার থেকেই অভ্যস্ত করানো হয়, তেমনি যাতে সে বিদ্যালয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহজে ও আনন্দে নানা খেলা, আনন্দ ও কাজের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের সঙ্গেও একাত্ম হতে পারে, সে চেষ্টাও চলতে থাকে।

শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হবে শিশুর দৈহিক সুঅভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গী গঠন

উপদেশ এবং তাড়না ব্যতিরেকেই বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ের জীবন সম্পর্কে গর্ব-বোধ, তার বিধি নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা, সহপাঠিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য, শিক্ষিকাদের প্রতি সম্ভ্রম ও প্রীতি অর্থাৎ একটি সুস্থ সমাজ-জীবন-বোধ গড়ে ওঠে। উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ের সুশিক্ষার এটি লক্ষণ। এই বুনিয়াদ পাকা করে তুলতে পারলে ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না। **আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ে, প্রচলিত অর্থে 'লেখা পড়া' শেখাবার আয়োজন নেই—যা আছে, তা হ'ল সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের উপযোগী অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন।** সমস্ত খেলা ধুলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা সতেজ আনন্দময় ও কর্মচঞ্চল জীবন যাপনের শিক্ষাই গ্রহণ করে। কাজেই এ কথা সত্যই বলা যায় যে,—the Nursery school routine is the routine of living, not of schooling.

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ঃ প্রথমেই বলতে হবে খাদ্যের কথা। শিশুতে শিশুতে প্রভেদ আছে। সকলের দেহের প্রয়োজন একরকম নয়, সুতরাং একই জাতীয় ও একই পরিমাণ খাদ্য সমস্ত শিশুর জন্যে নয়। কিন্তু তথাপি (১) প্রত্যেক শিশুর বেলায়-ই কতগুলি অভ্যস্ত ও সুপাচ্য খাদ্য আছে। সাধারণতঃ, **২ থেকে ৭ বছরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে দুধ ও তাজা ফলের রস বিশেষ উপযোগী।** তার সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণের কার্বোহাইড্রেট্, প্রোটিন্, স্নেহপদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্গের খাদ্য দিতে হবে। **যে শিশুর পক্ষে যে খাদ্য সুপাচ্য এবং যাতে সে অভ্যস্ত, সেই খাদ্যই তার উপযোগী।**

খাদ্য বিষয়ে স্বাস্থ্য বিধি

(২) নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিয়মিত পরিমাণে খাদ্য খেতে হবে।

(৩) তাড়াহুড়া করে খাওয়া একদম উচিত নয়। ধীরে সুস্থে ভাল করে চিবিয়ে খাবে। বিষম উত্তেজনা বা ভয়-ক্রোধ ইত্যাদি প্রবল প্রক্ষোভের সময় শিশুকে কখনও খেতে দেওয়া উচিত নয়।

---

habitual, as early as possible, as many useful actions as we can. The more of the details of our daily life we can hand over to the effortless custody of automatism, the more our higher powers of the mind will be set free for their proper work.

James : Briefer course in Psychology pp 144-45

(৪) খাদ্যে বিভিন্ন বর্গের বস্তুই থাকা উচিৎ এবং লক্ষ্য রাখতে হবে, খাদ্য যেন সুসমন্বিত (well-balanced) হয়। অতিরিক্ত তেল, মশলা, ঝাল, শিশুদের পক্ষে হানিকর।

(৫) অতি বেশী পরিমাণেও যেমন খাওয়া অনুচিত, তেমনি অতি কম পরিমাণে খাদ্যও দেহের পুষ্টি সাধনে সক্ষম হয় না।

খাদ্য সুস্বাদু এবং বিভিন্ন ধরণের হওয়া, স্বাস্থ্যবিধির দিক থেকেও বাঞ্ছনীয়। রোজ এক ধরণের খাদ্যে খাওয়ার রুচি নষ্ট হয় এবং যে খাদ্য আমরা রুচির সঙ্গে খাই না, তা ভাল হজমও হয় না। কিন্তু অনেক সময় আমরা খাদ্যের স্বাভাবিক রুচিকে বিকৃত করি—অতি-মশলা দেওয়া, অতি-তৈলাক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে। শিশুদের স্বাভাবিক খাদ্যের রুচি কোন প্রকারেই বিকৃত করা উচিত নয়।

জল পান বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি : দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে খাদ্য যেমন অবশ্য প্রয়োজন, জলও তেমনি প্রত্যহ প্রয়োজন। খাদ্য না হলেও কয়েকদিন প্রাণরক্ষা হতে পারে, কিন্তু জল ছাড়া আমরা দুদিনও বাঁচতে পারি না। দেহের উপাদানের ৮০ ভাগই জল। জলই দেহের ক্লেদ আবর্জনা মূত্র বা ঘর্মের সঙ্গে বের করে দিয়ে দেহকে নির্মল রাখে। জলের দ্বারাই শরীরের উত্তাপের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। বিশুদ্ধ জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ মিলিয়ে প্রত্যহ একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, দেড় সের থেকে দুই সের পর্যন্ত জল পান করা উচিত। **শিশুদের পক্ষেও প্রত্যহ দুধ বা অন্যান্য তরল খাদ্য ছাড়াও, অন্ততঃ আধসের জল পান করা উচিত।** জল কিছু অধিকমাত্রায় পান করলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কম মাত্রায় জল পান করলে, দেহে অনেক আবর্জনা ও গ্লানি জমে যায়। কিন্তু পানীয় জল সর্বদা যাতে বিশুদ্ধ হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিশুদের বেলায় এ সতর্কতা আরো বেশী প্রয়োজন।

মল-মূত্র ত্যাগ বিষয়ে বিধি : এই ক্রিয়াগুলি শিশুকাল থেকেই নিয়মিত অভ্যাসের অধীন করা প্রয়োজন। কে কতবার মল বা মূত্র পরিত্যাগ করবে, সে বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিছুটা প্রভেদ থাকে। তথাপি দৈনিক তিনবারের অধিক মলত্যাগ সুস্থ দেহের লক্ষণ নয়। যাই হোক, **এই মলত্যাগ প্রত্যহ মোটামুটি একই সময়ে করা উচিত।** সুমাতা শিশুর এ অভ্যাস বাল্য কালেই গঠন করে দেন। তিন বৎসরের শিশু সাধারণতঃ মলমূত্র ত্যাগ বিষয়ে অভ্যাস গঠন করে ফেলে। ভাল নার্সারী বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্তেসরী বিভাগের শিশুদের প্রত্যেককে বিদ্যালয়ে আসার ২০ মিনিট পরে একবার, টিফিনের পরে আর একবার এবং স্কুল ছুটি হলে শেষ বার 'বাথরুমে' যেতেই হবে। এ অভ্যাস তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষেও সহায়ক। গোখেল মেমোরিয়াল কিণ্ডার গার্টেনে এবং বাগবাজার মাল্টি পারপাস্ বিদ্যালয়ের নার্সারিতেও অনুরূপ নিয়ম আছে।

ব্যায়াম বিধি: বাঁচতে গেলেই আমরা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করি। হাঁটা, চলা, খাওয়া, কথা বলা সব সময়েই কতগুলি পেশী বা ইন্দ্রিয় নড়াচড়া করে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও **দেহের সকল অঙ্গের সমস্ত মাংসপেশীগুলির সামঞ্জস্য বিধান বা পুষ্টি সাধনের জন্যে উদ্দেশ্য-পরিচালিত কতগুলি নিয়মিত এবং প্রাত্যহিক যে অঙ্গচালনা তাকেই ব্যায়াম বলা হয়।** সাধারণতঃ দৈনিক কাজের মধ্য দিয়ে সমস্ত পেশী বা অঙ্গের সম্যক চালনা হয় না। কলকাতা বা অন্যান্য বড় সহরে মানুষ সর্বদাই কর্মব্যস্ত। তাই সে পায়ে হেঁটে প্রায় কোথায়ও যায় না, ট্রাম বাসেই যাতায়াত করে। তাই অনেকেরই পায়ের পেশীগুলি কাজের অভাবে অলস থাকে। স্বাস্থ্য তো সমস্ত ইন্দ্রিয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পেশীগুলির সুসমঞ্জস বিকাশ ও ক্রিয়ায়। তাই আধুনিক মানুষের পক্ষে নিয়মিত ব্যায়ামের বিশেষ প্রয়োজন আছে। পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলির নিয়মিত সঞ্চালন না হলে, তাদের পুষ্টিসাধন হয় না।

ব্যায়ামের ফলে কর্মশক্তি বেড়ে যায় ও ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ে; এর দ্বারা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং যে ব্যক্তি নিত্য ব্যায়াম করে তার নিজের উপর আস্থাও বেড়ে যায়। সর্বশেষ, নিয়মিত ব্যায়াম আয়ু বৃদ্ধিরও সহায়ক।

শৈশব কাল থেকে সাত বৎসর স্বাভাবিকভাবে শিশুরা যথেষ্ট ছুটাছুটি করে। এই আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গ সঞ্চালনেই ওদের দেহের সুষম বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে যথেষ্ট খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে। খোলামাঠে আনন্দে দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলার ব্যবস্থা থেকে। এভাবে মুক্ত বাতাসে আনন্দে দৌড় ঝাপ খেলা ধুলা করে' তারা সুন্দর স্বাস্থ্য আয়ত্ত করে। মিস্ ম্যাক্‌মিল্যানের মতে এটি নার্সারী স্কুলের সপক্ষে সবচেয়ে জোড়ালো যুক্তি, কারণ বহু দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট খোলা বাতাসে খেলাধুলা করবার সুযোগ পায় না। নার্সারী বিদ্যালয়ের সাফল্য ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অতিশয় উচ্চাশা পোষণ করেন।[১]

উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে ছন্দোময় নাচ, অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়েও চমৎকার সুষম অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে; তা ছাড়া slide, swings, jungle jim ইত্যাদি খেলার উপকরণের মধ্যে দিয়ে আনন্দের সঙ্গে শিশুরা সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ-

---

১। They are nearly all tall, straight children. All are straight indeed, if not tall, but the average is a big, well-made child with clean skin, bright eyes and silky hair. He or she is a little above the average of the best type of well-to-do child of the upper middle class. It will provide a new kind of children to be educated and this must re-act sooner or later, not only on all the schools, but on all our social life, on the kind of government and laws framed for the people, and on the relation of our nation to other nations. Macmillan: The Nursery School.

সঞ্চালনের সুযোগ পায়। মন্তেসরী এই সৌষ্ঠবপূর্ণ (graceful) অঙ্গসঞ্চালনকে
সুশিক্ষার এক আবশ্যিক লক্ষণ মনে করেন।

সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছন্দ খেলাধুলার
সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গসঞ্চালন শেখানো ভাল। তাতে
অল্প বয়স থেকেই চলা ফেরা স্বচ্ছন্দ হয় এবং অঙ্গসঞ্চালন সাবলীল হয়। এ বয়সের
ছেলেমেয়েরা স্কুলে ড্রিল্ ও ফ্রিহ্যাণ্ড এক্সারসাইজ্ শেখে। এতে একদিকে যেমন
তারা নিয়মানুবর্তিতা শেখে, তেমনি এ সবের মধ্য দিয়ে পেশীগুলি বলিষ্ঠ, শ্রমসহিষ্ণু
এবং ক্রিয়া-তৎপর হয়ে ওঠে। এ বয়সে দৈনিক পনেরো মিনিট ব্যায়ামই যথেষ্ট।
অতিরিক্ত ব্যায়াম শিশুদের পক্ষে অহিতকর। ব্যায়ামেরও নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত।

বিশ্রাম ও নিদ্রার বিধিঃ দেহের সুস্থতা ও সজীবতার পক্ষে নিয়মিত অঙ্গ-
সঞ্চালন যেমন প্রয়োজন, তেমন নিয়ম মত বিশ্রাম ও ঘুমও অত্যাবশ্যক। দুরন্ত
শিশু কখনো কখনো খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকে, ক্লান্ত হলেও বিশ্রাম করতে
চায় না, বা রাত্রিতে যথাসময়ে ঘুমুতে চায় না। কিন্তু বাল্য বয়স থেকেই শ্রম
ও বিশ্রামের একটি নিয়মিত ছন্দ গঠন করে তোলা প্রয়োজন। সে জন্যে অনেক
ডে-নার্সারী স্কুলে শিশুদের ছোট ছোট খাটে নির্দিষ্ট সময় নীরব ঘরে ঘুম পাড়িয়ে
রাখার ব্যবস্থা আছে। সব ছেলেমেয়ের ঘুমের ও বিশ্রামের প্রয়োজন সমান নয়।
কিন্তু তিন বছরের ছেলেমেয়ের পক্ষে প্রত্যহ ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা ঘুম
প্রয়োজন। তা ছাড়া, রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে এ বয়সের ছেলে-
মেয়েদের, ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা শুইয়ে রাখা উচিত।[১] পাঁচ বছরের
পর থেকে ঘুম ক্রমশঃ কমে আসবে, তথাপি আট বৎসর পর্যন্ত রাত্রিতে অন্ততঃ
আট ঘণ্টা ঘুমোনো দরকার। শিশুদের রাত্রি ৯টার পর (গ্রীষ্মকালেও) জাগিয়ে
রাখা ঠিক নয়। কিন্তু অনেক পিতামাতার এ দিকে দৃষ্টি নেই।

স্নান বিষয়ে বিধিঃ দেহকে ধূলি ময়লা থেকে বাইরের দিক থেকেও রক্ষা
করা দরকার। এ জন্যই আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিত্য স্নান ও দেহমার্জনার
ব্যবস্থা। স্নানের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটি (১) এতে গাত্রের বহিঃত্বকের উপর যে
ময়লা জমে তা দূর করা। এতে ঘর্মকূপের পথ পরিষ্কার থাকে এবং ঘামের মধ্য

১। At three years the child should sleep from twelve to fourteen hours in every twenty four, but some children need more sleep than others. A regular bed-time is more important than you think...Some parents keep a child up for such trivial reasons!...There still should be one long nap a day, of three quarters of an hour to one hour. This is the age when we hear from parents that the child revolts against taking a nap. Regardless of this, a rest period, whether the child sleeps or not, should be planned for the same time, each day, usually following the noon meal.

J. H. Kenyon Russell : Healthy babies are happy babies. Child Care. p. 157

দিয়ে দেহের ক্লেদ বিদূরণ হয়। এতে দেহের দুর্গন্ধও দূর হয়। (২) এতে দেহ স্নিগ্ধ থাকে। দেহের উত্তাপের সমতা রক্ষার পথে স্নান অতি প্রীতিপ্রদ উপায়। আর এক কথা। স্নানের মধ্য দিয়ে দেহ মনে শুচিতার ভাব সঞ্চারিত হয়। স্রোতস্বিনী নদীতে অবগাহন স্নান বহু রোগের পক্ষেও উপকারী। আমাদের দেশে, শীতকালে, শিশুদের ভাল করে তেল মাখিয়ে কিছুক্ষণ রৌদ্রতপ্ত করে, ভাল করে স্নান করানো উচিত। লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে কানে জল না যায় এবং স্নানের পর অপরিষ্কার জল পেটে না যায়। সাঁতার কাটা খুব ভাল দৈহিক ব্যায়াম এবং ৬।৭ বৎসর বয়স হ'লে প্রত্যেকটি শিশুকেই সাঁতার শেখানো উচিত, তা হলে তাদের জলে ডুববার ভয়ও থাকবে না। ইয়োরোপের লোকেরা আগে শীতের দিনে তো নয়ই, গ্রীষ্মকালেও সপ্তাহে এক দিনের বেশী স্নান করতো না। মিস্ ম্যাক্‌মিল্যান্ ব্যাপক অনুসন্ধান করে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নূতন স্বাস্থ্যচেতনা জাগ্রত হওয়ার ফলে যেখানে যেখানেই মানুষেরা নিয়মিত স্নান অভ্যাস করেছে সেখানেই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে। এ বিষয়ে জার্মানীর কয়েকটি বিদ্যালয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ইংল্যাণ্ডেও যেখানে শিশুদের নিত্যস্নানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানেই ছাত্রদের আশ্চর্য স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে একথা তিনি উল্লেখ করেছেন।[১] এটাও আধুনিক সমস্ত চিকিৎসকের মত যে, নিত্যস্নানের রোগ নিবারণ ক্ষমতাও সামান্য নয়।

মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা: খাওয়া দাওয়ার পরে তো বটেই, খেতে যাবার আগেও ভাল করে মুখ ধোওয়া শিশুদের অভ্যাস করানো দরকার। খাওয়ার পরে খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকলে, তা পচে ওঠে এবং বিষাক্ত বীজাণুর কেন্দ্র হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দাঁতে পোকা ধরে। এর থেকে পরিপাক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয় এবং নানা ব্যাধির সূত্রপাত হয়।

১। The general results have been very satisfactory. All the class teachers and medical officers affirm that the appearance of children is fresher and healthier and that the air in the schoolroom is greatly improved. This is true especially in all older schools, where the ventilation is less efficient than in the modern ones. The children show a distinctly increased capacity, and zest for learning.

আর এক বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছেন" The school air has been greatly improved since the introduction of baths : zest and capacity for work have increased. এর পর সিদ্ধান্ত করেছেন, Every modern school without exception should be provided with shower baths.

আবার লিখেছেন" Here as elsewhere, the testimony is that the bathing has resulted in a great improvement of the school atmosphere, in increase of zest for and mental energy in the children and a steady gain in self-respect, which must end in placing a great gulf between the past and the future of tens of thousands of citizens.

Macmillan : Labour and childhood. pp 18-20.

সারা রাত্রি নিদ্রার পর **প্রাতঃকালে উঠে মলমূত্র ত্যাগ করে, সর্বাগ্রে দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে ফেলা উচিত। দু বছরের পর থেকে শিশুদের এই স্বাস্থ্যবিধিতে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন।** শিশুর মাড়ী নরম, তাই প্রথম আঙুল দিয়েই টুথপেষ্ট বা পাউডার সহযোগে দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা দরকার। তখনই শিশুরা বুরুশ ব্যবহার করতে শেখে না। আড়াই থেকে তিন বছরের শিশুকে নরম টুথব্রাশ ব্যবহার স্বচ্ছন্দেই শেখানো যায়। প্রথম প্রথম শিশু আপত্তি করলেও, পরে এই নতুন বিদ্যা সে আয়ত্ত করবে, এবং নিজে নিজেই সে দাঁত মাজতে এবং মুখ ধুতে পারে এই গর্বে, আনন্দের সঙ্গেই তা শিখে নেবে। জিভের উপর ও পিছনের দিকে রাত্রিশেষে যে সাদা আবরণ পড়ে, তাও পরিষ্কার করে, ভাল করে মুখ ধুয়ে কুলকুচা করে ফেলা দরকার। প্রত্যেকবার আহারের পরে মুখ ধোয়া তো নিশ্চয়ই দরকার ; দুপুরে এবং রাত্রে আহারের পর বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজার অভ্যাসও খুব ভাল এবং শিশুকাল থেকেই তা শেখাতে হবে।

নখ কাটা : আঙুলের উপর নখগুলি বেশী বাড়তে দিলে তার মধ্যে ময়লা জন্মায়, সেগুলি বিশ্রী কালো দেখায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, খাদ্যের সঙ্গে সে ময়লা পেটে গিয়ে অসুখ সৃষ্টি করতে পারে। তাই মায়েরা শিশুদের নখগুলি বেশী বড় হওয়ার আগেই কেটে দেবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন, যাতে নখে ময়লা না জমে। ব্লেড্ দিয়ে বা ছুরি দিয়ে শিশুরা নিজেরা নখ কাটতে পারবে না। কিন্তু ৩।৪ বছর বয়স হ'লে নখ কাটাযন্ত্র (nail-cutter) দিয়ে তারা নিজেরাই পারবে।

চুল আঁচড়ানো : এটা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অঙ্গ। চুল আঁচড়ানো শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়—এটা স্বাস্থ্যবিধি সম্মতও বটে। যে ছেলেমেয়ের চুলে ময়লা জমেছে বা উকুন হয়েছে, তার থেকে সবাই দূরে সরে বসে। উকুন কোন কোন ব্যাধির বাহক, আর চুল নোংরা থাকলে তাতেও অনেক বীজাণু বাসা করে। তা দ্বারা খাদ্য দূষিত হতে পারে। মেয়েদের পক্ষে চুলের যত্ন নেওয়া আরও অনেক বেশী প্রয়োজন। বিলাসিতা অন্যায়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়। পরিচ্ছন্নতা দ্বারা নিজের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন সূচিত হয়, তেমনি অন্যের প্রতি শ্রদ্ধারও এটি লক্ষণ। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বোধের এটি ভিত্তি। রোজ চুল আঁচড়ানো এবং মাঝে মাঝে (মাসে অন্ততঃ ২ দিন) সাবান স্যাম্পু বা ডালবাটা ইত্যাদি মাথাঘষা দিয়ে চুলের গোড়া পর্যন্ত পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা উচিত। এ সব অভ্যাস ৩।৪ বৎসর বয়স থেকেই শিশুদের করানো দরকার।

পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদ : দেহের উত্তাপের সমতা রক্ষার জন্যেই মূলতঃ পরিচ্ছদের প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্যে এবং বিভিন্ন ঋতুতে তাই বিভিন্ন ধরণের পোশাক প্রয়োজন। কিন্তু সভ্য মানুষের পক্ষে পোশাক তার সামাজিক জীবনেরও প্রতিফলন। একথা মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে প্রত্যেক

দেশের পোশাক সে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ীই হয়ে থাকে। পোষাক যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ, তেমনি রুচিসম্মত হওয়াও প্রয়োজন। এ বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব আছে। যাঁদের টাকা পয়সা আছে তাঁরা অনেক সময় শিশুদের পোশাকের মধ্য দিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য প্রকাশের সুযোগ খোঁজেন এবং ছেলেমেয়েদের দামী ও আধুনিকতম ফ্যাসান-সম্মত জামা পোশাকে পুতুলের মত সাজিয়ে রাখতে চান। কিন্তু এটা নিতান্ত নিবুদ্ধিতা। শিশুদের কাছে 'ফ্যাসানে'র কোন মূল্য নেই। তারা নির্বিকার ভোলানাথ! কিন্তু বাল্যকাল থেকেই শিশুদের এ সম্বন্ধে সচেতন করে তুললে তাদের স্বাভাবিক রুচির বিকার ঘটানো হয় এবং তারা অন্যান্য শিশুদের চেয়ে পৃথক এবং উচ্চতর শ্রেণীর, এ জাতীয় উন্নাসিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে তাদের হৃদয়কেও বিকৃত করে তোলা হয়। তা ছাড়া, শিশুকাল থেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত দামী জামা কাপড় খেলনা দিলে, তারা জিনিষের মর্যাদা করতে শেখে না। মানুষের শ্রম দিয়ে এ সমস্ত উপাদান সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজে কোন শ্রম না করে এ সমস্ত উপকরণ ভোগ অন্যায়, এই নীতিবোধ এ সমস্ত শিশুদের মনে জাগ্রত হয় না। গান্ধীজীর মতে সমস্ত শিক্ষার শেষে উদ্দেশ্য হবে এই নীতিবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ, মানব সেবায় উৎসর্গীকৃত সরল নিরহঙ্কার জীবন। এই শিক্ষার বীজ বাল্যকালেই শিশুর মনে রোপন করতে হবে।

শিশুদের বিদ্যালয়ের পোশাক, পরিচ্ছন্ন, সাদাসিধে, মজবুত ও ঢিলেঢালা হওয়া প্রয়োজন; এমন হওয়া দরকার, যাতে পোষাক নিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে খেলা ধুলা, দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। খেলাধুলার জন্যে আলাদা পোষাক থাকলে সুবিধা। ধুলো ময়লা এ সব পোষাকে লাগবেই, কিন্তু মায়েরা ও শিক্ষিকারা দৃষ্টি রাখবেন শিশুরা প্রত্যহই যেন পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে স্কুলে উপস্থিত হয়। প্রত্যহই তাদের জামাকাপড় ধুয়ে সাফ করতে হবে এবং রৌদ্রে শুকিয়ে ব্যবহার করতে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে আমাদের গরম দেশে যত কম পোশাক পরা যায় ততই ভাল। শিশুদের জুতাও চওড়া-মুখ, ঢিলা এবং মজবুত হওয়া প্রয়োজন, যেন তাদের খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপেও কোন বাধা সৃষ্টি না হয়।

দেহের সুঠাম গঠন: প্রকৃতি আমাদের দেহ এমন ভাবে গঠন করেছেন, যাতে আমরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা, বসা ও কাজ করতে পারি। কিন্তু বাল্যকালের কু-অভ্যাসদ্বারা অনেকসময় আমরা আমাদের বসবার চলবার বা কাজ করবার ভঙ্গী বিকৃত করি। এতে দেহের গঠন বিকৃত এবং বসা, হাঁটা চলাও অসুন্দর হয়। মন্তেসরী এ শিক্ষার উপর যথেষ্ট জোর দেন। তিনি বলেন শিশুদের ছোটকাল থেকেই এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তাদের বলা, হাঁটা, চলা, কাজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল ও সুঠাম (graceful) হয়। তাঁর মতে শিশুদের পৃথক করে নীতি শিক্ষাদানের প্রয়োজন নেই। খেলাধুলা, চলাফেরা, হাতের কাজের মধ্য দিয়েই শিশুরা এসব শেখে। সমস্ত কাজ সুন্দর করে, সুশৃঙ্খলভাবে

শোভন ভাবে করবার অভ্যাসের মধ্য দিয়েই শিশুদের মনে নীতিবোধ ও রুচিবোধ সঞ্চারিত হবে। বাস্তবিক পক্ষে, রুচিবোধ ও নৈতিক চেতনা পৃথক ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়।

বসবার ভঙ্গীঃ শিরদাঁড়া সোজা করে, সামনে ডেস্কে বই রেখে, মাথাটা সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে, চেয়ারে সিধা হয়ে বসে পড়াশুনার অভ্যাস, শিশুকাল থেকেই করানো দরকার। এতে পেটের ভিতর রক্ত সহজে চলাচল করতে পারে, যকৃতে বহুক্ষণ রক্ত একভাবে জমা হয়ে থাকে না। কিন্তু কুঁজো হয়ে সামনের দিকে বেশী ঝুঁকে বসা, বা কাৎ হয়ে বসা বা থ্যাব্ড়িয়ে বসার অভ্যাস করলে শিরদাঁড়ার স্নায়ুগুলির উপর অযথা চাপ পড়ে, পেটের ভিতর সহজ রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এতে অল্পেতে ক্লান্তি আসে, দেহের স্বাভাবিক স্ফূর্তি নষ্ট হয়। এর ফলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, এবং ক্ষুধাবোধ নষ্ট হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা আসতে পারে। সমস্ত ভাল শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুদের চেয়ার ও ডেস্ক্ এমন ভাবেই তৈরী হয়, যাতে শিশুরা বাল্যকাল থেকেই সোজা হয়ে ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে বসতে শেখে।

দাঁড়াবার ও চলবার ভঙ্গীঃ বিদ্যালয়ে ড্রিলের সময় যেমন তেমনি শিরদাঁড়া সিধা করে, পা দুটি সমান্তরাল করে, পেট টান করে, বুক অল্প চিতিয়ে, কাঁধ দুটি অল্প উঠিয়ে, মাথা উঁচু করে, সামনের দিকে তাকিয়ে সৈন্যদের মত দাঁড়াতে এবং সৈন্যদের মতই সোজা চলা অভ্যাস করতে হবে। পিতামাতা শিক্ষিকা দৃষ্টি রাখবেন যাতে কোমর বাঁকিয়ে বা পাশে হেলে দুলে ছেলে মেয়েরা চলতে অভ্যস্ত না হয়।

শোবার ভঙ্গিঃ মাঝখানে ঝুলে পড়া বা অসমতল শয্যা একেবারেই ভাল নয়। অতি নরম শয্যায় শয়নও অভ্যাস করা উচিত নয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে কাৎ হয়ে শোয়াও ক্ষতিকর। তাতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, ঘুমও বিঘ্নিত হয়। মুখ-চাপা দিয়ে মাথা ঢেকে শোয়া শীতকালেও উচিত নয়। শয্যা সমতল, নাতিকোমল, পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক হওয়া দরকার। মাথার বালিশ সামান্য উঁচু, কিন্তু বেশী উঁচু না হওয়াই ভাল। শোবার ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে কখনোই শোওয়া উচিত নয়। ঘরের ভিতর কেরোসিনের বাতি বা কয়লার আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে শোওয়া বিপজ্জনক। এতে কার্বণ ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

পরিবেশ সম্পর্কে ও পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির দৃষ্টিভঙ্গীঃ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অভ্যাস আয়ত্ত হ'লে শৈশব থেকে পরিবেশ সম্পর্কেও একটি পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয়। নিজের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা শিশুর মনে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন উদ্রেক করে তেমনি অন্যের প্রতি সুবিবেচনারও এতে উদ্রেক হয়। তখন শিশু নিজ গৃহ, পল্লী

ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। নিজ গৃহ সম্পর্কে গর্ববোধ তার মনে জাগ্রত হ'লে, সে নিজ গৃহটি সুন্দর করে সাজাতে এবং তার চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উৎসাহিত হয়। বিদ্যালয় সম্পর্কেও একই কথা। যখন শিশু বোধ করবে "এটা আমার বিদ্যালয়', তখনই তার ঘর, বাড়ী, আসবাবপত্র যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে, সেজন্যে সে আগ্রহান্বিত হবে। বুদ্ধিমতী শিক্ষিকারা এই সঙ্গত ও শুভ গর্ববোধকে উৎসাহিত করবেন। তা হ'লে দেখা যাবে শিশুরাই নিজেদের শ্রেণীকক্ষ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখছে, ছবি দিয়ে সাজাচ্ছে, বাগানে মাটি খুঁড়ে বা টবে করে ফুলের গাছ লাগাচ্ছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের একটি অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে 'সাফাই"। এর দ্বারা শিশুর মনের মধ্যে এই ভাবটি সঞ্চারিত হবে যে, এসব কাজ নোংরা নয়। শ্রমের প্রতি শিশু শ্রদ্ধাশীল হবে এবং সমাজের সেবায় তারও দায়িত্ব আছে, এ বোধ জাগবে। গান্ধীজী আরও অগ্রসর হয়ে বলতেন পরিচ্ছন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাই ভগবানের প্রতি শিশুকে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলবে। এই শুচি ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনই সমস্ত শিশুশিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য। প্রত্যেক পিতামাতা ও শিক্ষিকার প্রাথমিক দায়িত্ব স্বাস্থ্যবিধির সু-অভ্যাসগুলি শিশুতে গোড়া থেকেই সঞ্চারিত করে দেওয়া এবং পরিচ্ছন্ন উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী শিশুর মনে গঠন করে দেওয়া। এ গোড়াপত্তন ভাল হ'লে অন্য সমস্ত শিক্ষাদানই সহজ হবে। একথা নিশ্চিতই সত্য যে—the most important task of a fine. primary school is to help the children to develop desirable attitudes and habits."

Questions

1. What are the marks of good health ? What measures should teachers in a pre-primary school adopt to ensure good health habits in children ?

2. The most important task of a pre-primary school is to help the children to develop healthy habits and desirable attitudes. Explain : State fully how this can be materialised.

3. Indicate the measures which are necessary to ensur: a high standard of school sanitation.

4. What considerations shoule be kept in view to prepare food suitable for children of nursery schools ? What is a balanced diet ? Illustrate your answer with the help of concrete examples.

5. Indicate the importance of clean drinking water for nursery children. How would you ensure clean water supply in a nursery school ? What are the major water-borne diseases against which special precaution must be taken in a Nursery school ?

6. What is the importance of a knowledge of physiology for a teacher in a pre-primary school ? Illustrate your answer with the help of examples.

7. Illustrate with help of a diagram the main organs involved in the process of digestion or excretion. What remedial measures should you take to correct mal-functiong of these systems ?

8. What are principal endocrene glands ? What are their functions and what is their importance in the growth of personality ?

9. What are the functions of different kinds of nerves ? Trace the course of nervous energy in the case of any sensory or motor experience.

10. Write short notes on (a) Spinal column (b) Localisation of functions in the brain (c) Care of the teeth (d) Personal hygiene (e) reflex arc.

অষ্টম অধ্যায়

শিশুর স্বাস্থ্য পরিমাপ

উচ্চতা ও ওজনের ক্রমবৃদ্ধি ঃ জীবনের মূল হ'ল স্বাস্থ্য। তাই 'স্বাস্থ্যবিধি'র কিছু সাধারণ কথা আলোচনা করা গেল। কিন্তু শিশু সুস্থ ভাবে বাড়ছে কিনা, তার বিকাশের হার স্বাভাবিক কিনা, সেটা পিতামাতা শিক্ষিকার পক্ষে জানা দরকার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশু উচ্চতায় বাড়বে, ওজনেও বাড়বে এ সাধারণ কথাটা সকলেই জানে। কিন্তু এই বাড়াটার হার আবহাওয়া, খাদ্য, শরীরের গঠন, রোগ ইত্যাদি নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের শিশুরা সাধারণতঃ আমেরিকার শিশুদের তুলনায় উচ্চতা ও ওজনে কম। ছেলে ও মেয়েদের বাড়তির হারেরও কিছুটা প্রভেদ আছে। প্রথম দিকে মেয়েরা উচ্চতায় ছেলেদের তুলনায় কিছু খাটো থাকে। তার পর হঠাৎ তারা দ্রুততর হারে বাড়তে থাকে এবং পূর্ণ যৌবনে তারা মেয়েদের চেয়ে সাধারণতঃ ১২″-২″ ইঞ্চি বেশী লম্বা হয়ে যায়। এর পর ছেলে বা মেয়ে কেউই আর বাড়ে না। ওজনের বেলাও একই কথা। বিভিন্ন বয়সে বৃদ্ধির হারও অসমান। প্রথম ১ বছর পর্যন্ত চলে দ্রুত বৃদ্ধি (growth spurt), তারপর ২ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত কিছুটা স্থিতাবস্থা ও ধীর সংগঠনের কাল (slow consolidation)। আবার ৫ থেকে ৭ বছরে একটা বাড়তির চাড় দেখা যায়। এরপর ৮-১০ বছরে আবার দ্বিতীয় এক স্থিতাবস্থা ও ধীর সংগঠনের কাল আসে ; ১১-১৫ বছরে শেষ একটা দ্রুত বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। তারপর ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত আবার তৃতীয় সংগঠনের কাল, যখন শরীর সব দিক দিয়ে ভরে ওঠে। এরপর দীর্ঘকাল দেহের আর কোন বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না। ৫০-এর কাছাকাছি দেহ ভাঙতে থাকে এবং বার্ধক্যে ও জরার আক্রমণে দেহ ক্রমশঃ শীর্ণ ও হতবল হতে থাকে।

ছেলে ও মেয়ের বৃদ্ধি ছন্দের পার্থক্য

শরীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের হার সকলের ঠিক এক রকমের নয়, তথাপি প্রত্যেকের দেহেরই বিকাশের নির্দিষ্ট ছন্দ থাকে এবং এ ছন্দের বিশেষ ব্যতিক্রম হ'লে ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশের হার যেমন সমান নয়, তেমনি আবার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির হারও একসমান না হ'তে পারে। যে মেয়েটি অল্প বয়সে হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গেল, সে হয়তো অন্যদিকে অপরিপূর্ণ থাকতে পারে। এই সামঞ্জস্যের অভাবে তার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও কিছু মানসিক অস্বস্তি সাময়িক ভাবে দেখা দিতে পারে।

যদিও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিছুটা প্রভেদ আছে, তথাপি বয়সের সঙ্গে উচ্চতা ও ওজনের একটা মোটামুটি সমতা থাকে। এটা স্বাস্থ্য পরিমাপের একটা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। তাই কোন্ বয়সের ছেলে ও মেয়ের কতটা উচ্চতা এবং কতটা ওজন হওয়া উচিত, তার চার্ট দেহ বিজ্ঞানীরা তৈরী করেছেন। প্রথমে, আমেরিকা দেশের তিন বছরের ছেলের, নানা দিক থেকে মাপ নিয়ে তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

তিন বছরের শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাধারণ বিবরণ: তিন বছর বয়সে শিশু তার বাল্যাবস্থা কাটিয়ে উঠেছে এবং দশ বছর বয়সে তার চেহারা কেমন হবে এখন তার একটা আন্দাজ করা যায়। যখন সে জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার ধড়ের তুলনায় হাত পা যতটা লম্বা ছিল, এ বয়সে তা কিছুটা বেশী লম্বা হয়েছে। তার বুকের ছাতি এখন প্রায় ২০ ইঞ্চি এবং তার মাথার বেড়ের তুলনায় তা প্রায় এক ইঞ্চি বেশী। এখন থেকে বুকের ছাতিটি বাড়তে থাকবে এবং তা অণ্ডাকৃতি ধারণ করবে।

বার্জেস্-এর উচ্চতার চার্ট অনুযায়ী তিন বছর বয়সের খাটো ছেলে ৩৬ ইঞ্চি লম্বা হতে পারে, মাঝারী মাপের ছেলে ৩৭" থেকে ৩৮" ইঞ্চি, আর ঢ্যাঙা ছেলে ৪১" থেকে ৪২" ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। মেয়েরা এ বয়সে সাধারণতঃ ছেলেদের তুলনায় কিছু খাটো থাকে।[১]

তিন বছর বয়সের ছেলে বা মেয়ের ওজন ২৮ থেকে ৩৬ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটা অবশ্য, খাদ্য, দেহের গড়ন, পূর্বের অসুখ ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি যথোচিত ভাবে হচ্ছে কিনা এটা স্থির করবার জন্যে অনেক রকম চার্ট আছে। একটা চার্ট অনুযায়ী শিশুদের নয়টি বিভিন্ন টাইপে ভাগ করা হয়েছে।[২] প্রত্যেক টাইপের বিকাশের হারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। কিন্তু প্রত্যেক দলেরই বৃদ্ধি ও বিকাশের নির্দিষ্ট ছন্দ আছে। যদি এই নির্দিষ্ট ছন্দের থেকে আপনার শিশুটির হার অনেকটাই তফাৎ হয়, তবে ডাক্তার দেখিয়ে নির্ধারণ করা উচিত, তার স্বাস্থ্যের কোন ত্রুটি আছে কিনা।

বৃদ্ধির হারের মন্থরতার কারণ: নানা কারণই এই বৃদ্ধির হারের মন্থরতার জন্যে দায়ী হতে পারে; হয়তো বেশ কিছুদিন ধরে শিশুটিকে অপুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, অথবা সম্প্রতি কোন বীজাণুর আক্রমণ ঘটেছে, অথবা কিছুদিন ধরেই কোন ব্যাধি তাকে আশ্রয় করেছে, অথবা এ্যালার্জির জন্যেও হতে পারে, অথবা বহুমূত্র বা যক্ষারূপ কোন ক্ষয়কারক রোগও এর কারণ হতে পারে।[৩]

১। Burgess. Height Chart.

২। Wetzel Grid, NEA. Service. Inc. Cleveland.

৩। J. H. Kenyon & Ruth Kenyon Russell, Child Care. p. 164.

প্রাণের মধ্যেই রয়েছে বৃদ্ধি পাওয়ার ও বিকশিত হবার বেগ। প্রতিকূল অবস্থায়ও এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় না, যদিও তা ভয়ানক ভাবে বিকৃত হতে পারে।

উপযুক্ত খাদ্য ও স্বাভাবিক বিকাশঃ কিছুদিন পূর্বে Life সচিত্র পত্রিকায় বহুদিন অনাহারক্লিষ্ট মৃতপ্রায় একটি শিশুর ফটো ছাপা হয়। নাইজেরিয়া তার অন্তর্গত বিদ্রোহী বিয়াফ্রা প্রদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাদের অবরুদ্ধ করে', সেখানের অধিবাসীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে' নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়। সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু সেখানে হতাহত হয়। দুর্ভাগা শিশুটিকে এক অস্থায়ী হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ আশ্রয় দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছেন। এই ফটোটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পৃথিবীর সভ্য দেশের মানুষেরা বিচলিত হয়ে, এই সব হতভাগ্য মানুষগুলিকে উদ্ধার করে বাঁচাতে চেষ্টা কচ্ছেন। হয়তো উপযুক্ত খাদ্য, যত্ন, ও সুচিকিৎসা পেলে শিশুটি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে, তবে সে তার সমবয়সী অন্য দশটি সুস্থ ছেলে মেয়ের মত কখনোই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে পারবে না।

এ থেকে বোঝা যাবে, উপযুক্ত খাদ্য, যত্ন, চিকিৎসা—স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের সর্বত্রই সহায়ক। পূর্বেই বলেছি, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, খাদ্য, সামাজিক রীতিনীতি শিশুর উচ্চতা, ওজন এবং অন্যান্য স্বাভাবিক বিকাশের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। জাপানীরা মার্কিনী মুলুকের মানুষদের তুলনায় খাটো, ইহুদীরাও তাই। কিন্তু দেখা যায়, যে সমস্ত জাপানীরা বা ইহুদীরা কয়েক পুরুষ যাবৎ আমেরিকার উন্নততর পরিবেশে এসে বসবাস করেছেন, তাদের সন্তানেরা নিজ দেশের শিশুদের তুলনায়, গড়ে প্রায় দুই ইঞ্চি বেশী লম্বা হয়ে থাকে।

বছরে গড় বৃদ্ধির হারঃ উপযুক্ত খাদ্য ও যত্ন পেলে নবজাত শিশু প্রথম বৎসরে প্রায় ১২ থেকে ১৪ পাউণ্ড ওজনে বেড়ে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে তারা আরও ৬ পাউণ্ড ওজনে বাড়ে। উচ্চতায়ও এ সময় দ্রুত বাড়ে। আমরা দেখেছি যৌবন কাল পর্যন্ত তিনবার বৃদ্ধি ও বিকাশের চাড় দেখা যায়। মাঝখানে তিনবার অপেক্ষাকৃত ধীরে বৃদ্ধি ও বিকাশ চলতে থাকে। উপরে আমরা বিভিন্ন বয়সে যে উচ্চতা ও ওজন দেখা যায়, তা উল্লেখ করেছি। দেহ-বিজ্ঞানীরা জন্ম থেকে সুরু করে ৫ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন কালে আদর্শ উচ্চতা ও ওজনের একটি হিসাব তৈরী করেছেন। অবশ্যই এই হিসাব অনুযায়ী, 'এই আদর্শ বৃদ্ধি ও বিকাশ' নির্ভর করবে যথোচিত খাদ্য ও যত্নের উপরে। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। এখানে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু সামাজিক আচারের ভিন্নতা। তাই আমাদের দেশের শিশুদের 'আদর্শ' উচ্চতা, ওজন ও গড় বৃদ্ধির হারের কোন নির্ভরযোগ্য চার্ট নেই। তাই বিদেশী বই থেকেই নীচের তালিকাটি সংগৃহীত হোল।

বয়স	বালক		বালিকা	
	উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা	ওজন
জন্মকালে	ইঞ্চি ২০·৬	পাউণ্ড ৭·৬	ইঞ্চি ২০·৫	পাউণ্ড ৭·২
৩ মাস বয়সে	২৩·৫	১৩·০	—	—
৬ ,, ,,	২৬·৫	১৮·০	২৫·৯	১৬·৮
৯ ,, ,,	২৮·১	২০·৪	২৭·৬	১৯·১
১১ ,, ,,	২৯·৪	২১·৯	২৮·৯	২০·৮
১৫ ,, ,,	৩০·৮	২৩·৬	৩০·১	২১·৯
১৮ ,, ,,	৩১·৮	২৪·৬	৩১·৩	২৩·৪
২১ ,, ,,	৩২·৯	২৫·৮	৩২·৩	২৪·৮
২৪ ,, ,,	৩৩·৮	২৭·৯	৩৩·৪	২৬·৪
২৭ ,, ,,	৩৪·৮	২৯·০	৩৩·৯	২৭·৩
৩০ ,, ,,	৩৫·৪	২৯·৫	৩৪·৯	২৮·৩
৩৩ ,, ,,	৩৬·১	৩০·৬	৩৫·৬	২৯·১
৩৬ ,, ,,	৩৭·১	৩২·৩	৩৬·৮	৩০·৫
৩৯ ,, ,,	৩৭·৯	৩৩·১	৩৭·৩	৩১·৬
৪২ ,, ,,	৩৮·৬	৩৩·৮	৩৮·০	৩২·৫
৪৫ ,, ,,	৩৯·০	৩৪·৫	৩৮·৫	৩৩·৩
৪৮ ,, ,,	৩৯·৫	৩৫·৯	৩৯·০	৩৩·৮
৫ বৎসর ,,	৪১·৬	৪১·১	৪১·৩	৩৯·৭

প্রত্যেক ছেলেমেয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশের ছন্দ তার নিজস্ব, যদিও সকলেই বিকাশের পৌর্বাপর্যের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে থাকে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের নিজ নিজ উচ্চতা ও ওজন এবং নিজস্ব গড় বৃদ্ধির হারের চার্ট করে রাখা দরকার। তা হ'লে সহজেই বোঝা যাবে, তার স্বাস্থ্য ও বিকাশ-স্বাস্থ্যবিধি সম্মত কিনা। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট শিশু-বিদ্যালয়েই নিয়মিত সময় অন্তর, শিশুদের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির হার লিপিবদ্ধ (record) করে রাখা হয়। উপরের আদর্শ চার্ট মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর থেকে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু কিছুদিন ধরে অনেকটা ব্যতিক্রম হলে অব ই সাবধ ন হও দর কার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। অবশ্য উচ্চতা ও ওজনেই শুধু শিশু বাড়ে না,—শক্তি, সামর্থ্য, মানসিক বৃত্তি, সামাজিক ব্যবহার সব দিক দিয়েই

যে অবিরাম বিকশিত হয়ে উঠবে। তারও হিসাব (record) সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং সযত্নে লক্ষ্য রাখতে হবে সে সব দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে কিনা।[১]

৬ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন গড়নের (বেঁটে, মাঝারী ও লম্বা) ছেলে ও মেয়েদের বাৎসরিক ওজন বৃদ্ধির তালিকাও নীচে দেওয়া হোল :

ছেলে	বয়স			
	৬-৭	৭-৮	৮-৯	৯-১০
	ওজন (পাউণ্ডে)			
বেঁটে	২	৫	৬	৬
মাঝারি	৫	৫	৬	৭
লম্বা	৬	৭	৬	৮

মেয়ে	বয়স			
	৬-৭	৭-৮	৮-৯	০-১০
	ওজন (পাউণ্ডে)			
বেঁটে	৪	৪	৪	৫
মাঝারি	৫	৬	৬	৭
লম্বা	৬	৮	৯	৮

১। A baby grows in size, in height, and in weight, but this growth that you can measure in inches and pounds isn't all that's happening. He is making progress in what he does with his mind and body. He gains in understanding and in being able to use his eyes and ears and fingers. This is development. If he were only "growing" in the sense of getting large, he would never learn to walk or talk.... No two babies develop at the same rate. Each baby sets his own pace; he doesn't follow any time-table in a book in the things he learns and does. There's one thing you can be sure of, though; the unfolding of your baby's bodily powers will follow the same general order as that of all human beings. In other words, no baby ever walks before he can sit up alone. Development follows a pattern. So instead of looking for a time when certain things will appear, look for the order in which to expect them. And forget about comparing him with other babies. Remember, this baby of yours is an individual!

Your Baby. Comet Books. Collins pp 123-24

পাঁচ বৎসরের পর থেকে ১৬-১৭ বৎসরের ছেলেমেয়েদের ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির এবং বার্ষিক গড় উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির দু'টি চার্ট ও নীচে দেওয়া হল।

AVERAGE HEIGHT			AVERAGE WEIGHT		
Age	Boy	Girl	Age	Boy	Girl
5	42½ ins	42½ ins	5	40 lb	40 lb
6	44¾	44¼	6	45	44
7	47	46½	7	50	48
8	49¼	48¼	8	55½	52
9	51½	51	9	61	57
10	63¾	53	10	66½	63
11	55	54¾	11	72	71
12	57¼	57	12	79	80
13	59½	59½	13	88	90
14	61¾	61½	14	99	110
15	64¼	62¾	15	113	112
16	66½	63½	16	125	192
17	67½	64	17	131	120

Boy

Age	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
Wt.	2 3	2·3	2·3	2 2	2·1	1·9	1·8	2.1	2·6	2·8	2·0	1·1
Ht.	5	5	5½	5½	5½	5½	7	9	11	14	12	4

Girl

Age	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-18	13-14	14-15	15-16	16-17
Ht.	2·3	2·3	2·2	2·1	2·1	2·0	2·2	2·5	2 0	1·3	0·8	0·4
Wt.	4	4	4	5	6	8	9	10	12	10	7	1

উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধির উর্দ্ধ-রৈখিক চার্ট তৈরী করিবার উপায়ঃ

এ চার্ট তৈরী করতে হ'লে একটি গ্রাফ্ পেপার বা তার অনুকরণে কতগুলি চতুষ্কোণ ঘর কেটে নিতে হবে। এবার বাম দিকে নীচ থেকে উপরে ইঞ্চির সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হবে এবং তলদেশে বিভিন্ন মাসের নাম লিখে দিতে হবে। যে মাসে উচ্চতা মাপা সুরু হল, বাঁ পাশে চার্টের উপর একটি চিহ্ন দিয়ে তা নির্দ্দেশ করতে

হবে। তারপর প্রত্যেক মাসে কতটা বাড়লো, তাও বিন্দু চিহ্নিত করে বাঁ থেকে ডাইনে অগ্রসর হতে হবে। সর্বশেষ এই বিন্দুগুলিকে একটি ক্রমোর্দ্ধমুখী সরল রেখা দিয়ে যোগ করলেই, ছেলে বা মেয়েটির উচ্চতা বৃদ্ধির পরিচ্ছন্ন চার্ট তৈরী হল। অনুরূপ ভাবে ওজন বৃদ্ধির চার্টও তৈরী করা যায়। স্বাভাবিক সুস্থ ওজন বৃদ্ধির হার একটানা ঊর্দ্ধগতি সরল রেখা। কিন্তু অসুখ বিসুখ হ'লে, এ বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘকাল বা গুরুতর রোগভোগের পর ওজন বরং পূর্বের চেয়ে হ্রাস পায়। ওজন বৃদ্ধির চার্টে তাই ওজন বৃদ্ধির স্বাভাবিক গতি উপরে একটি একটানা সরল রেখা দিয়ে নির্দেশ করে, নীচে ছেলে বা মেয়েটির বাস্তবিক ওজনের বৃদ্ধি বা হ্রাস-সূচক অসমান রেখা দিয়ে নির্দেশ করতে হবে।

একটা চার্টে দেখা যাচ্ছে কমলার (বয়স ১৫ বৎসর উচ্চতা ৫' ৩") সেপ্টেম্বর মাসে ওজন ছিল ১১০ পাউণ্ড। এ ওজন 'আদর্শ' ওজন না হলেও, আশঙ্কা করবার মত নয়। অক্টোবর ও নভেম্বরে তার ওজন এক পাউণ্ড করে বেড়েছে। কিন্তু নভেম্বরে দেখা যাচ্ছে তার ওজন একটুও বাড়েনি। ডিসেম্বরে সে কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার ওজন ২ পাউণ্ড কমে আবার ১১০ পাউণ্ডে নেমে যায়। জানুয়ারীর পর ফেব্রুয়ারীতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তার ওজন বৃদ্ধির গতিও স্বাভাবিক ভাবে ঊর্ধগতি লাভ করে। চার্ট থেকে এক নজরেই কমলার স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অবনতির কথা বুঝতে পারা যায়। এ জন্যেই এ জাতীয় চার্টের বিশেষ উপযোগিতা। এতে স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করা মাত্রই সংশোধনের চেষ্টা করা যায়।

উচ্চতা ও ওজনের গড় রেখা (Average Height and Weight line) ঃ কোন ছেলে বা মেয়ের উচ্চতা ও ওজনের চার্ট তৈরী করাই যথেষ্ট নয়। উচ্চতা ও ওজন সমবয়সী অন্য দশটি ছেলে মেয়ের বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে তবেই বুঝতে পারা যায়, ছেলে বা মেয়েটির বৃদ্ধির হার যথোচিত কিনা। সমবয়স্ক অন্য দশটি ছেলেমেয়ের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির হার জেনে, গড় উচ্চতা ও ওজনের চার্টে সেই গড় রেখাটি নির্দেশ করে দিলে, কোন ছেলে বা মেয়ে সেই গড় হার অথবা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা থেকে, কতটা ব্যতিক্রম তা বুঝতে পারা যায়। এই গড় রেখা থেকে শতকরা সাত পাউণ্ড কম থাকলে, বা শতকরা পনেরো পাউণ্ড ওজন বাড়লে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে এই গড় রেখাই হবে ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরিমাপের মাপকাঠি। এ গড় ওজনের থেকে ৭% পাউণ্ড বাদদিয়ে, গড়ের সর্ব-নিম্ন সীমায় রেখাটি এবং - ১৫% পাউণ্ড যোগ দিয়ে গড় ওজনের সর্বোচ্চ রেখাটি পাওয়া যেতে পারে। তার সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব সর্বনিম্ন গড় ওজন ও সর্বোচ্চ গড় ওজন কয়েক মাস ধরে নিয়মিত তুলনা করলে সহজেই ব্যক্তির স্বাস্থ্য স্বাভাবিক কিনা তা বোঝা যেতে পারে।

একটী শিশুর স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের রেকর্ডের নমুনা ঃ

এখন একটি উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কে যে ভাবে রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা হয় তার একটি নমুনা দিচ্ছি।

ছাত্রীর নাম ঃ—শ্রীমতী ডলি চক্রবর্তী

বিদ্যালয় ঃ সন্দীপন শিক্ষায়তন

জন্মের তারিখ ঃ—২১. ৮. ৬০

বয়স ঃ—৭. ১০. ৬৪ তারিখে ৪ বৎসর ১ মাসের কিছু বেশী

দেহের ওজন ও উচ্চতা ঃ ৬. ১০ ৬৪ তারিখে ২৮ পাউণ্ড ও ৩৭ ইঞ্চি

বর্তমান সাধারণ স্বাস্থ্য ঃ মোটামুটি ভাল ; মাঝে মাঝে সর্দিজ্বর ও পেটের গণ্ডগোল হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় বুকে সর্দি-বসা ও জ্বর-ভাব দেখা গেছে (৬. ১০. ৬৪)

ইন্দ্রিয় বোধ ঃ

দর্শনেন্দ্রিয় ঃ লাল, কাল, সবুজ, হলুদ, নীল রং চিনিতে পারে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঃ চোখ বন্ধ করে পেঁয়াজ, কলা, আম ও ফুলের গন্ধ চিনিতে পারে।

স্পর্শেন্দ্রিয় ঃ মোটা ও পাতলা কাপড় স্পর্শ করে পার্থক্য বুঝতে পারে। খস্‌খসে ও মোলায়েম কাগজের পার্থক্য বলতে পারে।

দেহ সঞ্চালন শক্তি ঃ গাড়ী টানতে পারে। নিজে দোল খেতে পারে। দু'হাত দূর থেকে বল ধরতে পারে। ছোট চেয়ার বইতে পারে। এক পাত্র থেকে আর পাত্রে জল ঢালতে পারে। দেখে দেখে বৃত্ত আঁকতে পারে।

ভাষা শিক্ষা ঃ

উচ্চারণের অনুপাত ঃ শিশুসুলভ পুরা বাক্য ব্যবহার করে কথা বলতে পারে। শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে না। দুইটি শব্দে বাক্য গঠন করে কথা বলতে পারে। ছড়া বলতে পারে। গল্প মনে রাখতে পারে।

হাতের কাজ ঃ ব্লক সাজিয়ে ঘর বানাতে পারে। আলপনায় ফুল সাজাতে পারে। প্ল্যাষ্টিসিনের কাজ করতে ভালবাসে। বড় পুঁতির মালা গাঁথতে পারে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

মাতৃভাষা ঃ—স্বরবর্ণ সব চিনতে পারে। ব্যঞ্জনবর্ণ ৫টি বাদে সব চিনতে পারে।

লেখা ঃ—স্বরবর্ণ সব লিখতে পারে। 'ব্যঞ্জনবর্ণও প্রায় সব পারে। বেশ সুন্দর করে ছড়া বলতে পারে।

পরিচিত জিনিসের ছবি দেখে নাম বলতে পারে।

সংখ্যা গণনা ঃ ৪০ পর্যন্ত ঠিক ভাবে পারে, একটু ধরে দিলে ১০০ পর্যন্ত পারে ; ১০ পর্যন্ত লিখতে পারে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ অপরের প্রতি আচরণ ভাল। বড়দের কথা শুনে কাজ করে। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলা করতে ভালবাসে। কলহপরায়ণা নয়। জিনিষপত্র অকারণে নষ্ট করে না।

অণিমা মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিকা

শান্তিকণা বন্দোপাধ্যায়
প্রধানা শিক্ষিকা সন্দীপন শিক্ষায়তন
খড়দহ
৭. ১০. ৬৪

অভিভাবকের স্বাক্ষর
শ্রীশিশির কুমার চক্রবর্তী
৯. ১০. ৬৪

শ্রীযুক্তা অণিমা মুখোপাধ্যায় এম এ, বি টি, এম-এ-এড্, প্রধান শিক্ষিকা বাগবাজার গভঃ স্পনসর্ড মাল্‌টিপারপাস্ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়—এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

এই বিবরণীতে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কেই শুধু উল্লেখ থাকবে না, নাড়ীর গতি, হৃৎস্পন্দন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার, যকৃৎ ও বৃক্কের ক্রিয়া নিয়মিত কিনা. চোখ বা কানের কোন রোগ আছে কিনা. এ সমস্ত বিষয়েও বিবরণ থাকা উচিত, যাতে এই বিবরণী থেকেই সহজে বুঝতে পারা যাবে, শিশুটির সম্পর্কে কোন বিশেষ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন আছে কিনা। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় ছাত্র ও ছাত্রীর বুদ্ধ্যঙ্ক এবং তার দৈহিক মানসিক বিকাশের হার স্বাভাবিক কিনা তারও উল্লেখ থাকবে। সব উৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়ই এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে তার পিতা মাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন।

নবম অধ্যায়

শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা : খাদ্যই জীবনের ভিত্তি। জন্মকাল থেকে যৌবনকাল (২৫ বৎসর) পর্যন্ত, মনুষ্য দেহের উপাদান যে স্নায়ুকোষ, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। এই স্নায়ু সংগঠনের মূল উপাদান গুলি খাদ্য থেকেই প্রাণী সংগ্রহ করে। সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। মানব দেহ একটা যন্ত্র ; তার বিভিন্ন অংশ অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। দেহের অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, যকৃৎ, মস্তিষ্কের কোষগুলি অলস হয়ে কেউ বসে নেই। তা ছাড়া বাঁচতে গেলেই আমরা চলাফেরা করি, সংসারের হাজারো কাজ করি। পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাই অহরহ কাজ করছে। এ কাজ করতে গেলেই, দেহযন্ত্রের ক্ষয়ও অনিবার্য। তাই দেহের কোষগুলির ক্ষয়পূরণও প্রয়োজন। জীব খাদ্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে ও ক্ষয়পূরণ করে। তাই একথা বলা যায়, **খাদ্যের প্রথম কাজ দেহের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ।**

কাজ করতে গেলেই শক্তি জোগাবার উপযুক্ত ইন্ধন চাই। রেল ইঞ্জিনে সে ইন্ধন আসে কয়লা থেকে। তা পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাই গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দেহযন্ত্রেরও প্রয়োজন তাপ উৎপাদক ইন্ধনের। প্রাণহীন দেহ কোন কাজ করে না। তাতে কোন উত্তাপ নেই। খাদ্য দ্রব্য থেকেই আমরা পাই তাপ, যা হচ্ছে শক্তির উৎস। সুতরাং, **খাদ্যের দ্বিতীয় উপযোগিতা হচ্ছে তা দেহে তাপ শক্তি উৎপাদন করে।**

কিন্তু সুষম ও উপযুক্ত না হ'লে দেহের আভ্যন্তরীন তাপ সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। তাতে শরীর অসুস্থ হয়। যেমন শ্বেতসার (starch) জাতীয় খাদ্য শরীরে দহন ক্রিয়ার সাহায্যে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু এই দহন ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে হ'লে, খাদ্যপ্রাণ Vitamin B_1, Vitamin B^2 Vitamin B_{12} ইত্যাদির সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন। এই দহনক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে সে দিকে দৃষ্টি রেখে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। কাজেই **খাদ্যের তৃতীয় উদ্দেশ্য হবে, দেহের আভ্যন্তরীন ক্রিয়াগুলিকে সুপরিচালিত করে এবং দেহের আভ্যন্তরীন দহনক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রণ করে', দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা।**

খাদ্যের প্রকার ভেদ :

উপরের বিবেচনা অনুযায়ী তাদের উপযোগিতা দিয়ে খাদ্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) যেগুলি দেহগঠন করে ও ক্ষয়পূরণ করে

(২) যেগুলি দেহে তাপ ও শক্তি সঞ্চার করে।

(৩) যেগুলি দেহকে সুরক্ষিত করে এবং সুস্থ রাখে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের হিসাবে খাদ্যকে দুইটি প্রধান দলে যথা,—প্রয়োজন-মূলক (Proximate principle) ও সংরক্ষণ-মূলক (Protective principles) বিভক্ত করা যায়। প্রথম দলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে শ্বেতসার বা carbo-hydrates জাতীয় খাদ্য, যথা চাল, গম, আলু, চিনি ইত্যাদি। দ্বিতীয় দলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রোটিন্ বা নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য। স্নেহ জাতীয় পদার্থ (fats), লবণাদি (minerals), ভিটামিন্, এমন কি জল যা না হ'লে চলেই না, তাকেও দ্বিতীয় দলেই ফেলা হয়।

কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যকে এরকম দুটি পৃথক দলে ঠিক ভাগ করা চলে না, কারণ অনেক সুখাদ্যই দেহকে যেমন সংগঠন করে, তেমনি সংরক্ষণও করে, স্বাস্থ্য রক্ষারও সহায়ক হয়। দুধকে প্রায় আদর্শ খাদ্য (near-ideal) বলা হয়। তাতে খাদ্যের তিনটি প্রধান উপযোগিতাই বর্তমান। প্রোটিন্ জাতীয় খাদ্য মূলতঃ দেহ সংরক্ষক হ'লেও দেহ সংগঠনেও এর দাম অসামান্য। স্নেহ জাতীয় পদার্থ (fats) এবং লবণাদিরও (salts) একাধিক ভূমিকা আছে। কিন্তু চা বা কফির উপরোক্ত উপযোগিতা একটিও নেই। তাই এরা বাস্তবিক খাদ্যবস্তুর দলে পড়ে না। তাই খাদ্য বস্তুগুলিকে তাদের উপাদান, ক্রিয়াগুণ এবং আমাদের হজম প্রণালী অনুযায়ী পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। খাদ্যর যে বস্তুর জন্যে তাকে খাদ্য বলা যায়, তাকে খাদ্যের উপাদান (nutrients of food) আখ্যা দিতে পারি।[১]

খাদ্য বস্তুর প্রধান পাঁচটি উপাদান ঃ

(১) প্রোটিন্ (২) কার্বোহাইড্রেট্ (৩) ফ্যাট্ (৪) মিনারেলস্ (৫) ভিটামিন্।

প্রোটিন্ ঃ দেহ নির্মাণের প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন্। দেহের পেশী, হৃৎযন্ত্র, মস্তিষ্ক, বৃক্ক প্রধানতঃ প্রোটিন্ দিয়ে তৈরী (অবশ্য জলের কথা বাদ দিয়ে) দেহের অস্থির গঠন প্রোটিন্ দিয়ে, তার অভ্যন্তরে রয়েছে নানা জাতীয় লবণ। প্রোটিন্‌কে তাই দেহ নির্মাণের ইট (body-building bricks) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার কাজের ফলে দেহের কোষগুলির যে ক্ষয় হয়, প্রোটিন্ সে ক্ষয় পূরণ করে। যৌবনের পর দেহের আর বৃদ্ধি ঘটে না, কিন্তু অনবরত ক্রিয়ার ফলে ক্ষয় চলতে থাকে। **প্রোটিনই প্রধানতঃ দেহের এই ক্ষয় নিবারণ করে।**

১। You can compare a child's body in one way to a building under construction. A lot of different materials are needed to build it and keep it in repair. But a human being is also a machine that is running. It requires fuel for energy and other substances to make it work properly, as an automobile needs gasoline, oil, grease, water. B. Spock. Pocket Book of Baby and Child Care. p. 214.

আবার সর্বদাই প্রোটিন্ দেহের অভ্যন্তরে তাপ সৃষ্টি করে। সমস্ত স্বাভাবিক সুখাদ্যের মধ্যে কম বা বেশী পরিমাণ প্রোটিন্ থাকে। মাংস, মাছ, ডিম ও দুধে প্রোটিনের মাত্রা সর্বাধিক। এরাই দেহের সম্পূর্ণ প্রোটিনের (Complete protein) যোগান দিয়ে থাকে। এজন্যেই শিশুদের গড়ে প্রত্যহ এক পাইন্ট থেকে এক কোয়ার্ট দুধ এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু মাছ, মাংস বা ডিম দেওয়া দরকার। দুধ এবং আমিষ জাতীয় প্রোটিন্ রোজই দিতে পারলে ভাল হয়।[২]

প্রোটিন্-উপাদানের দিক থেকে, এর পরই স্থান হচ্ছে আস্ত গম, মটরশুঁটি, ফরাসবীন্, বাদাম ইত্যাদি পদার্থের। এদের মধ্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন্ যথেষ্ট থাকলেও আমিষ জাতীয় পদার্থে অন্য প্রকার যে প্রোটিন থাকে, তার অভাব আছে বলে, এদের অসম্পূর্ণ প্রোটিন্ (incomplete proteins) বলা হয়। শুধুমাত্র উদ্ভিজ্জ প্রোটিন্ খেয়ে যে সব নিরামিশাষী শিশুরা বড় হয়ে থাকে তাদের খাদ্যে সম্পূর্ণ প্রোটিন্ থাকে না বলে, তা আদর্শ খাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

সব প্রোটিনের গুণ সমান নয়। প্রোটিনের মধ্যে ১৯।২০ রকম অ্যামিনো এ্যাসিড্ (amino acids) আছে। এ গুলির এক এক প্রকার গুণ। যে খাদ্যে সব রকম অ্যামিনো এ্যাসিড্ আছে, সেগুলিই সম্পূর্ণ প্রোটিন্— যেমন দুধ, মাংস, মাছ। উদ্ভিদজাত খাদ্যগুলিতে সব রকমের প্রোটিন্ নেই। তাই যারা নিরামিশাষী, তাদের দুধ, দই, ছানা প্রভৃতি বেশী করে খেতে হবে। শৈশব কাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত দেহ গঠনের কাল। কাজেই এ বয়সের ছেলে, মেয়ে, কিশোর, যুবকদের পক্ষে প্রত্যহ যথোচিত পরিমাণ প্রোটিন্ খাদ্য খাওয়া একান্ত প্রয়োজন। চল্লিশের উর্দ্ধে বয়স হলে, তখন দৈনিক দুই ছটাক পরিমাণ প্রোটিন হলেই চলতে পারে।

লবণ জাতীয় পদার্থ—Minerals : দেহ গঠনের জন্যে এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থ ক্রিয়ার জন্যে লবণ জাতীয় পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দাঁত এবং দেহের অন্যান্য হাড় ক্যালসিয়াম্ ও ফস্‌ফোরাস্ ব্যতীত শক্ত হতে পারে না। রক্তের লোহিত কণিকা যা দেহের সর্বত্র অক্‌সিজেন্ বহন করে' দেহকে দেহকে গঠন করে ও সুস্থ রাখে, তার উপাদান হচ্ছে দুটি ধাতব লবণ, লৌহ ও তাম্র। থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের সুস্থ ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন আয়োডিনের। আর

২। Most natural food contain protein, some much, some little. Meat poultry, fish, eggs, milk are the foods that are richest in it. They are the only food that supply "complete proteins"—that is to say, they contain the complete variety of protein elements the human body needs. That is why a child should be averaging a point to a quart of milk daily and also be receiving either meat (or poultry or fish) or eggs, preferably both.

B. Spock. Pocket Book of Baby & Child Care. p. 214.

একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ হচ্ছে যাকে আমরা সাধারণ নূন (sodium chloride) বলি। শাকসব্জি প্রভৃতির মধ্যে এ সব ধাতব লবণ কমবেশী থাকলেও, ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতকালে বেশী জলে ধুয়ে, বেশী জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করি বা ভাজি, তাতে অনেকটা লবণ চলে যায়। তাই ব্যঞ্জনাদি রান্নাকালে আমরা নূন কিছু যোগ করি। গম বা চাল কলে ভাঙলে অনেক লবণ নষ্ট হয়। অবৈজ্ঞানিক রন্ধন পদ্ধতির জন্যে অন্যান্য ধাতব লবণও আমরা অপচয় করি। আমাদের দেহে প্রায় পনেরো রকমের ধাতব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। এ গুলির দ্বারা দেহের আভ্যন্তরীন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। খাদ্যের মধ্য দিয়ে এই ধাতব লবণ গুলির চাহিদা আমরা মেটাই। কারণ প্রতিদিনই মলমূত্র ঘামের সঙ্গে এসব পদার্থ দেহ থেকে ক্ষয়িত হচ্ছে। সে ক্ষয়পূরণ প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক খাদ্যে, রান্না করার আগে, নানা জাতীয় ধাতব লবণ বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। ফল, সব্জী, মাংস, আস্ত গম, ডিম, দুধে এ সব লবণ স্বাভাবিকভাবে থাকে, কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, এসব অনেকটা আমরা নষ্ট করি। সে জন্যে আমাদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহের ঘাটতি দেখা যায়। দুধে প্রচুর ক্যালসিয়াম্ থাকে। কোন কোন ফলেও কিছু ক্যালসিয়াম্ থাকে। শিশুদের পক্ষে তো কথাই নেই, বড়দের বেলায়ও দুধ প্রচুর পরিমাণে খেতে পারলে, ক্যাল্সিয়ামের ঘাটতি মিটে যায়। লৌহ সব চেয়ে বেশী থাকে, ডিমের হলদে অংশে এবং মাংসের মেটেতে (liver), তা ছাড়া সবুজ তাজা পাতাওয়ালা সব্জী। ফল এবং আস্ত গম জাতীয় শস্যেও কিছু কিছু লৌহ স্বাভাবিক ভাবে থাকে। সমুদ্র থেকে দূরের অঞ্চলে জলে, সব্জীতে এবং ফলে অনেক সময় আয়োডিনের কমতি দেখা দেয়, তারই ফলে গলগণ্ড (goitre) রোগ হয়। কাজেই সে অঞ্চলের মানুষেরা আয়োডিন্ মিশ্রিত লবণ (iodised table salt) ব্যবহার করে, সে ঘাটতি পূরণ করে। খাদ্যদ্বারা এ সব ধাতব লবণের ঘাটতি পূরণ না হ'লে, ডাক্তারেরা নানা ভেষজের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের যে যে অভাব থাকে, তা পূর্ণ করেন।

ভিটামিন বর্গ : এই বর্গের বিভিন্ন উপাদান এবং এদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেহ বিজ্ঞানীদের জ্ঞান খুব বেশী দিনের নয়। অনেকগুলি ভিটামিন্ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিমাণই দেহের গঠন, ও সুস্থ ক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজন, কিন্তু এদের গুরুত্ব অসাধারণ। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিঃশব্দে চালাতে গেলে, অল্প দু এক ফোঁটা তেল চাই-ই। দেহযন্ত্র সুস্থ ভাবে কাজ করতে হ'লেও বিভিন্ন ভিটামিন্ অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োজন। এগুলির অভাবে বেরিবেরি, রক্ত তারল্য, স্নায়বিক রোগ, এমন কি অন্ধতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। ভিটামিন বর্গের মধ্যে চারটিই প্রধান।

ভিটামিন এ—Vitamin-A দেহের শ্বসন তন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র, প্রস্রাব যন্ত্র, চোখের বিভিন্ন অংশের আভ্যন্তরীন লাইনিং গুলি সুস্থ রাখতে হলে **ভিটামিন-এ**

অত্যাবশ্যক। দুধের স্নেহজাতীয় পদার্থ, ডিমের কুসুম, তাজা সব্জী, গাজর, পালং-শাক, কফি এবং মাছের যকৃৎ নির্গত তেল থেকে দেহ যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন্-এ পেয়ে থাকে। এর অভাব ঘটলে সহজে ঠাণ্ডা লাগে। শিশুদের পক্ষে এ-ভিটামিন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এর অভাবে দেহ পুষ্ট হয় না এবং শরীরের স্বাভাবিক লাবণ্য হ্রাস পায়, চোখে কখনো কখনো ঘা হয়। দেহবিদ্ ও চিকিৎসকেরা বলেন আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষদের খাদ্যে ভিটামিন্-এ-র অভাবের জন্যে অন্ধের সংখ্যা এত বেশী এবং শ্বাসযন্ত্রের নানা রোগেরও এত প্রাচুর্য।

ভিটামিন্ বি-বর্গ (Vitamin B.-Complex) : সম্প্রতি গবেষণায় অন্তঃঃ বারো প্রকারের ভিটামিন্ এই বর্গের অন্তর্গত বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ভিটামিন্-বি (Thiamin) যথেষ্ট পরিমাণে থাকে আস্ত গম, যব, চালের উপরের ত্বকে, দুধ, ডিম, মেটুলীতে। কোন কোন ফল ও সব্জীতেও কিছু কিছু থাকে। কলে ছাঁটাই করলে, বেশী সিদ্ধ করলে এ ভিটামিন নষ্ট হয়। খুব সাদা চিনি বা টেবল্ রাইসেও এ পদার্থ প্রায় থাকে না। ক্ষুধামান্দ্য, বেরিবেরি, স্নায়ুর প্রদাহ এর অভাবে ঘটে থাকে। ভিটামিন্ বি, (Riboflavin)—প্রচুর পরিমাণে থাকে মেটুলিতে, দুধে, ডিমে, টোম্যাটো, তাজা সব্জী ও আস্ত খাদ্যশস্যে, ঢেঁকি ছাটাই চালে ও যাঁতা ভাঙা গমে এবং খামিতে (yeast)। এর অভাবে মুখে, ঠোঁটে ঘা চর্মরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি হয়।

Niacin (Nicotinic Acid)—দুধ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থে Riboflavin পাওয়া যায় তাতে Niacinও পাওয়া যায়। এর অভাবে অন্ত্রের গোলযোগ এবং পেলাগ্রা নামে এক প্রকার কষ্টকর চর্মরোগ হয়। বুদ্ধিও হ্রাস পায়।

এ ছাড়া ও ভিটামিন্-বি বর্গের অন্তর্গত হচ্ছে প্যান্টোথেনিক (panto-thenic acid), প্যারা-এমিনো বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড্ (para-amino benzoic acid), বায়োটিন্ (biotin), ফোলিক্ এ্যাসিড্ এবং ভিটামিন্ বি$_{১২}$।

ভিটামিন্ সি (Ascorbic Acid) : টক্ আস্বাদন সমস্ত ফলে—লেবু, আমলকী, কমলালেবু, আনারস, আঙ্গুর ও টোম্যাটো-তে এই ভিটামিন্ প্রচুর পরিমাণে থাকে। আম, আপেল ও পেঁপেতেও সি ভিটামিন্ আছে। তা ছাড়া, অনেক তাজা সব্জী, যেমন পালংশাক, শালগম, বাঁধাকপি, গাজর, আলু, পেঁয়াজেও কিছু সি-ভিটামিন্ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভিটামিন অল্পেতেই নষ্ট হয়ে যায়—আগুনের উত্তাপ লাগলে এর গুণ আর থাকে না। সব্জীও বাসি হ'লে তা সি-ভিটামিন বর্জিত হয়ে যায়। তাই রোজই কিছু তাজা সব্জী ও ফল শিশুদের দেওয়া উচিত। এর অভাবে স্কার্ভি নামে এক বীভৎস চর্মরোগ দেখা দেয়। আগে জাহাজের নাবিকদের অনেকের সমুদ্রে দীর্ঘকাল থাকা কালীন, তাজা সব্জীর অভাবে এ রোগে মৃত্যু ঘটত। এর অভাব রক্ত-[illegible]ল্যের হেতু,—দাঁতের মাড়ি থেকে এবং শরীরের অন্যান্য স্থান হতে রক্তপাত সুরু হ'লে সহজে থামতে চায় না। শিশুদের পক্ষে সি-ভিটামিন বিশেষ

প্রয়োজন। এর অভাবে তাদের দেহের স্ফূর্তি কমে যায়, খোস পাঁচড়া হয় এবং শিগগীর ঘা শুকাতে চায় না। যে সব শিশুরা কেবলমাত্র দুধের উপর নির্ভর করে তাদের দেহে ভিটামিন সি-র অভাব ঘটে। তাই চিকিৎসকদের ও দেহবিদ্দের উপদেশ, এ সব শিশুদের কমলা লেবুর রস, টোম্যাটোর রস অথবা ভিটামিন-সি ট্যাব্লেট্ প্রত্যহ, কিছু যেন দেওয়া হয়।

ভিটামিন-ডি : শিশুদের শরীরের বৃদ্ধি, বিশেষ করে হাড় ও দাঁতের সুস্থ বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন-ডি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। অন্ত্রে পরিপাক কালে যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তার থেকে ক্যাল্সিয়াম্ ও ফস্ফরাস্ পৃথক করে রক্তস্রোতে তা প্রবাহিত করে বাড়ন্ত অস্থিগুলিতে তার জোগান দেওয়ার কাজে ভিটামিন-ডির ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান্। এজন্যেই দ্রুত বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে ভিটামিন-ডি এত মূল্যবান্। সাধারণ খাদ্যে ডি ভিটামিন্ খুব সামান্যই থাকে। কিন্তু দেহে ত্বকের নীচে যে চর্বি (fat) থাকে, তা থেকে সূর্যকিরণের প্রভাবে, স্বভাবতঃই ভিটামিন্-ডি উৎপন্ন হয়। কাজেই আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে, যেখানে অধিকাংশ ছেলে মেয়েই খালি গায়ে থাকে, সেখানে ভিটামিন-ডির অভাব বড় হয় না। অত্যন্ত শীতের দেশে মানুষ অনেক জামাকাপড়ে গা ঢেকে রাখে, দরজা জানালা বন্ধ রাখে—সেখানে সূর্যকিরণ ছেলেমেয়েদের গায়ে খুব বেশী লাগবার সুযোগ পায় না। সেখানে ভিটামিন্-ডির অভাব মাছের যকৃত থেকে পাওয়া তেল (Codliver oil, Halibut oil, Shark oil etc.) দিয়ে মেটাতে হয়। ভিটামিন্-ডির গুরুতর অভাবে দেহের হাড়গুলি পুষ্ট হয় না—সেগুলি নরম থেকে যায় এবং বেঁকে যায়, দাঁত খারাপ হয়, পেশী ও সন্ধি বন্ধনীগুলি দুর্বল থেকে যায়। এই রোগকে 'রিকেট্স' (rickets) বলে। পূর্ণবয়স্ক মানুষদের ভিটামিন্-ডির প্রয়োজন, ডিম, মাখন, মাছ ইত্যাদি খাদ্য এবং গায়ে যতটা সূর্যকিরণ লাগে তাতেই মিটে যায়। কিন্তু শিশুদের বেলায় যেমন, তেমনি গর্ভিনী স্ত্রীলোকদের বেলায়ও অতিরিক্ত ভিটামিন্-ডির ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন।

জল : জলের কোন তাপ-উৎপাদন শক্তি বা ক্যালোরী মূল্য নেই। তাতে ভিটামিনও নাই। কিন্তু তথাপি দেহ সংগঠনে এবং দেহকে সক্রিয় রাখতে জল অবশ্যই চাই। মানব দেহের ৮০ ভাগই জল। প্রস্রাব, ঘাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রত্যহই অনেকটা জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহকে সুস্থ, স্নিগ্ধ ও সক্রিয় রাখতে গেলে, পানীয় হিসাবে শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করে (যেমন দুধ) তা ছাড়াও দু'বার খাওয়ার মধ্যে এক কাপ বা দুকাপ জল পান করা উচিত। গ্রীষ্মকালে জল স্বভাবতঃই বেশী খেতে হয়। বেশী জল খেলে কোন দোষ নেই। জল আভ্যন্তরীন আবর্জনা বা বিষাক্ত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাষিত করে দেয়। অবশ্য অধিকাংশ খাদ্যের মধ্যেও অনেকটা জল থাকে। তা না হলে কঠিন খাদ্য পরিপাক করাই সম্ভব হ'ত না। নানা সুস্বাদু পানীয়, যেমন সরবৎ, ডাবের জল, চা, কফি, কোকো,

লিমোনেড্ আমরা পান করে থাকি। এরা সাময়িক ক্লান্তি-হর, যদিও এদের খাদ্য মূল্য সামান্যই। ডাবের জল, সরবৎ ইত্যাদি স্বাভাবিক পানীয়ই সর্বোৎকৃষ্ট। চা, কফি, কোকাকোলা, আইস্‌ক্রীম্ মাঝে মাঝে দিলেও, শিশুদের এ জাতীয় কৃত্রিম পানীয় বেশী দেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় এতে স্বাভাবিক ক্ষুধা নষ্ট হয়।

রাফেজ্ : সব্জী, ফল, খাদ্যশস্যে কিছু কিছু আঁশ (fibres) থাকে, যা অন্ত্রে পরিপাক হয় না, অথচ খাদ্যের সঙ্গে এ না থাকলে পায়খানার বেগ হয় না। মলের অনেকটা অংশই রাফেজ্। কেবলমাত্র দুধ, ডিম, মাংসের স্যুপের মত সম্পূর্ণ আঁশহীন খাদ্য কয়েকদিন খেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দোষ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কার্বো হাইড্রেট্স্ : দেহ গঠনের জন্যে এবং তার ক্ষয় পুরণের জন্যে যে সব খাদ্য উপাদান প্রয়োজন তাদের কথা বলা হোল। কিন্তু দেহ যন্ত্রের জন্যে তাপ-শক্তি অত্যাবশ্যক। মোটর গাড়ী বা রেল ইঞ্জিন চলতে গেলে চাই—কয়লা, পেট্রোল ডিজেল্ বা অন্য কোন ইন্ধন। দেহেরও চাই অনবরত এই ইন্ধনের জোগান—কারণ, দেহ যখন ঘুমিয়ে আছে, তখনও তার অভ্যন্তরে নানা কাজ চলছে। এক মুহূর্তের জন্যও তাতে ছেদ নেই। এই যে দেহ-যন্ত্রের ইন্ধন, তা আসে কোথা থেকে? তা আসে ষ্টার্চ জাতীয় খাদ্য উপাদান, শর্করা (এদের মিলিয়ে বলা হয় কার্বো হাইড্রেট্স্) এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ (fats) থেকে। কিছুটা তাপশক্তি প্রোটিন্ জাতীয় খাদ্য থেকেও আসে। শিশু যে খাদ্য খায়, তার অধিকাংশ প্রত্যহ ব্যয় হয়ে যায় দেহের ইন্ধন হিসাবে তাপশক্তি উৎপাদনের কাজে।

যত প্রকার শস্য ও শস্যবীজ, কন্দ বা মূল জাতীয় খাদ্য (আলু, কচু মূলা ইত্যাদি) আমরা খেয়ে থাকি, তা সমস্তই কার্বো-হাইড্রেট্স্। এই আমাদের পেট ভরাবার প্রধান খাদ্য। আমাদের দরিদ্র দেশে কার্বো-হাইড্রেট্ জাতীয় খাদ্যের উপরই প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করি। সাধারণতঃ দৈনিক ছয় থেকে আট ছটাক কার্বো-হাইড্রেট্ জাতীয় খাদ্য একজন প্রাপ্ত-বয়স্কের জন্য প্রয়োজন। অবশ্য পরিশ্রম যারা বেশী করে, তাদের কার্বো-হাইড্রেট্ জাতীয় খাদ্য বেশী প্রয়োজন হয়। ভাত, রুটি, খই, মুড়ি, বার্লি, আলু, চিনি, গুড় সবই কার্বো-হাইড্রেট্ খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। শিশুরা যে মিষ্টির ভক্ত তার কারণ, তাদের দ্রুত বাড়ন্ত দেহের পক্ষে ইন্ধন স্বাভাবিক ভাবে বেশী প্রয়োজন।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ, চর্বি (fats) : কার্বো-হাইড্রেট্ জাতীয় খাদ্যগুলি অনবরত দেহের তাপশক্তি উৎপাদন কচ্ছে। চর্বি জাতীয় খাদ্যও একই কাজ করে। দেহের সুস্থ ক্রিয়ার জন্যে তাপশক্তি উৎপাদনের জন্যে যতটা প্রয়োজন, তার বাড়তি ইন্ধনটা দেহের মধ্যেই বিভিন্ন অংশে মেদ বা চর্বির আকারে সঞ্চিত হয়ে থাকে। অসুখ বিসুখ বা অন্য কোন সময় প্রয়োজনের চেয়ে কম ইন্ধন জাতীয় খাদ্য আমরা গ্রহণ করি। তখন দেহের এই সঞ্চিত মেদই প্রয়োজনীয় ইন্ধনের জোগানটা অক্ষুণ্ণ রাখে। সে জন্যেই তখন আমরা রোগা হয়ে যাই। স্নেহ-পদার্থযুক্ত খাদ্যের তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা কার্বো-হাইড্রেটের তুলনায় দ্বিগুণ। সেই জন্যে তেল

বা ঘি-যুক্ত খাবার খেলে অল্পেই তাপশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন মিটে যায়। তৈল বা ঘৃতপক্ক প্রোটিন্ খাদ্য কম হলেও চলে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, তাদের জন্যে তাই স্নেহ-পদার্থ-যুক্ত খাদ্য বেশী প্রয়োজন। এজাতীয় খাদ্যের দেহের উত্তাপ দ্বিগুণ বাড়াবার শক্তি আছে, তাই শীতপ্রধান দেশের লোকেরা আমাদের তুলনায় বেশী তৈলাক্ত খাদ্য খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ যারা পরিশ্রম যথেষ্ট করে না, তাদের পক্ষে অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাদ্য বরঞ্চ হানিকর। যকৃৎ ইহা সহজে গ্রহণ করে না। তাই শিশুদেরও এ জাতীয় খাদ্য খুব বেশী দেওয়া উচিত নয়। ইহা পরিপাকে সময় বেশী লাগে। আমাদের দেশে শিশুদের পক্ষে দৈহিক এক ছটাক ঘি, তেল জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট। তবে প্রত্যহই কিছু তৈল জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন, এতে দেহের ক্ষমতা নিবারণ করে এবং অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

তাপশক্তির পরিমাপ (calories): কোন্ ইন্ধনের তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা কতটা, তা পরিমাপের একক (unit) হচ্ছে 'ক্যালোরি'। তাপাঙ্ক পরিমাপক যন্ত্রে (calorimeter) কোন্ কোন্ খাদ্য পরিপাক হয়ে কতটা তাপ উৎপন্ন করতে পারে, তা দিয়ে তার 'ক্যালোরি'র মাপ হয়। এক কিলোগ্রাম জলকে, শতাঙ্ক (centigrade) চিহ্নিত তাপমান যন্ত্রে এক ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করবার শক্তিকে এক ক্যালোরি বলে ধরা হয়। জল বা ধাতব লবণের তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। কাজেই ক্যালোরির মাপে তারা শূন্য (o)।

আগেই বলা হয়েছে, এক আউন্স কার্বো-হাইড্রেট্ বা প্রোটিনের ক্যালোরির হিসাবে দ্বিগুণ তাপশক্তি আছে সমপরিমাণ স্নেহপদার্থে (fats)। এক গ্রাম্ প্রোটিন্ খাদ্য উৎপাদন করে ৪'১ কালোরি ; ১ গ্রাম্ কার্বো হাইড্রেট্ও তাই করে ; আর এক গ্রাম্ চর্বি উৎপন্ন করে ৯'৩ ক্যালোরী। মাখন, মার্জারিন্, ভেজিটেবল্ বনস্পতি প্রায় সবটাই ফ্যাট্। ঘি-তে ভিটামিন্ ও ধাতবলবণও কিছু থাকে।

শর্করা বা বিশুদ্ধ সিরাপের ক্যালোরী হিসাবে মূল্য যথেষ্ট উঁচু, কারণ তারা সবটাই প্রায় কার্বোহাইড্রেট্ এবং তাদের মধ্যে জল বা 'রাফেজ্' (roughage) থাকে না।

চাল, আটা, রুটি, মুড়ি, চিড়া, আলু, কড়াইশুঁটির ক্যালোরী মূল্য যথেষ্ট, কারণ তাদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট্ অনেকখানি থাকে। ছাগ মাংস, পাখীর মাংস, মাছ, ডিম, পনীর (cheese) তারাও ক্যালোরী হিসাবে উচ্চমানের খাদ্য, কারণ এসব খাদ্যে প্রোটিন্ ও ফ্যাট্ মিশ্রিত আছে। দুধের ক্যালোরী মূল্যও যথেষ্ট উঁচু, কারণ এতে চিনি, ফ্যাট্, প্রোটিন্ সবই সুসঙ্গত পরিমাণে আছে। দুধের একটা মস্ত সুবিধা যে আমরা মাছ মাংসের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে তা খেতে পারি।

ভাজা বা সিদ্ধ করা বা শুকনো ফলের অনেকগুলিরই ক্যালোরী হিসাবে উচ্চমূল্য আছে, কারণ তাদের অনেকগুলির মধ্যেই শর্করা আছে। পাকা কলা ও শুকনো খেজুরের ক্যালোরী মূল্য আলুর তুলনায় অধিক।

শাকসব্জী সবগুলির ক্যালোরী মূল্য সমান নয়। যেগুলির মধ্যে ষ্টার্চ বা চিনি আছে তাদের মূল্য বেশী—তাই সয়াবীন্, মটরশুঁটি, আলু, মিষ্টি আলুর ক্যালোরী মূল্য মোটামুটি বেশী। বীট্, গাজর, পেঁয়াজ এদের তাপ-মূল্য খুব বেশী নয়। যে সব সব্জীতে ক্যালোরী মূল্য কম, তারা হচ্ছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, এ্যাস্পারাগাস্, টোম্যাটো, লেটুস্ ইত্যাদি।

সুসঙ্গস খাদ্যঃ কিন্তু খাদ্য নির্বাচনে কেবলমাত্র ক্যালোরী মূল্যের কথাই একমাত্র বিবেচ্য নয়। **সমস্ত বর্গের খাদ্যই বিভিন্ন পরিমাণে খেতে হবে,** তার মধ্যে কিছু খাদ্য থাকবে, যার ক্যালোরী মূল্য বেশী; আবার কিছু খাদ্য থাকবে যার ক্যালোরী মূল্য কম। অবশ্যই খাদ্যের তাপ উৎপাদন শক্তির কথা স্মরণ রাখতে হবে। একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের দৈনিক খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য ৩০০০-এর কাছাকাছি হতে হবে। কিন্তু কোন লোক যদি শুধু ফ্যাট্ বা ষ্টার্চ বা প্রোটিন্ দিয়েই ৩০০০ ক্যালোরী মূল্যের খাদ্য নির্বাচন করে, তা হলে অচিরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। **আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় রোজই কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন্ (জান্তব এবং উদ্ভিদজাত), স্নেহপদার্থ, ভিটামিন্ এবং ধাতব লবণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে থাকতে হবে।**

এখানে অবশ্য দেশে দেশে, মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ ঘটবে। একজনের কাছে যে খাদ্য সুষম, অন্যের কাছে তা বিষম হতে পারে। এখানে অভ্যাস, রুচি, সামাজিক আচারের প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া, সব বয়সের পক্ষে এক প্রকারের খাদ্য উপযোগী নয়; ঋতুভেদেও খাদ্যের ভেদ করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য সুষম খাদ্য নির্বাচন তাই খুব কঠিন কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু ডাঃ ডেভিস্ বহু পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিতামাতার দোষে শিশুর স্বাভাবিক রুচি বিকৃত না করা হলে এবং কতগুলি খাদ্যের সম্বন্ধে তার মনে বিরূপতা সৃষ্টি না করলে (জোরজবরদস্তি করে কোন খাদ্যে শিশুকে অভ্যস্ত করতে গেলে এটা অনেক সময়েই হয়), শিশুর নিজ স্বাভাবিক রুচি স্বাভাবিক সুষম খাদ্যই বেছে নেয় এবং খাওয়া নিয়ে শিশু যন্ত্রণা করে না।[১] তাকে নানা প্রকারের স্বাভাবিক, স্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য দিলে, তা সে রুচির সঙ্গেই গ্রহণ করে। কোন স্বাভাবিক খাদ্যে যদি

১। The whole business of diet sounds complicated, but it needn't be. Fortunately, a mother doesn't have to figure out the perfect diet for the child. The experiments of Dr Davis and others have shown the child's own appetite seeks a well-balanced diet in the long run, provided he hasn't been urged or given prejudices against food and provided he is offered a reasonable variety of wholesome, natural, unrefined foods. The parents' job is to have a general idea of the kinds of foods that combine to make a good diet, and which ones can be substituted for those that the child has lost his taste for. B. Spock : Baby & Child care

কখনও শিশুর অরুচি দেখা যায়, তা'হলে মায়ের তা নিয়ে জোর করা উচিত নয়। বরঞ্চ তার পরিবর্তে শিশুকে কি খাদ্য দেওয়া যায়, তা তাকে ভাবতে হবে। মোটামুটি, তিন বছরের শিশুর খাদ্য তালিকায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অবশ্যই থাকা উচিত :

(১) এক থেকে তিন বছরের শিশুদের দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য দৈনিক অন্ততঃ ১ পাইট। তিন বছরের কাছাকাছি এবং তদূর্ধ্বে ১½ পাইট দুধ দিতে পারলেই ভাল হয়।

(২) মাছ, ছাগমাংস বা পক্ষী মাংস বা মাছ—রোজ হলেই ভাল হয়।

(৩) ডিম রোজ একটা করে, মাংসের পরিবর্তে একটা ডিম অতিরিক্ত, কখনো কখনো দেওয়া যেতে পারে।

(৪) তাজা সবুজ সব্জীর মধ্যে কিছুটা কাঁচা,—রোজ একবার বা দুবার।

(৫) তাজা ফল, কমলালেবুর রস প্রত্যহ দু তিন বার। তাজা সব্জীর বদলে কখনো কখনো ফল বা ফলের রস দেওয়া যেতে পারে।

(৬) ষ্টার্চযুক্ত সব্জী (যেমন আলু) দিনে একবার বা দুবার।

(৭) আস্ত গম পেশাই করা আটা দিয়ে তৈরী রুটি, পাউরুটি, ক্রীম্ ক্র্যাকার বিস্কুট—প্রত্যহ এক থেকে তিন বার।

(৮) ভিটামিন্ ডি. আছে এমন খাদ্য বা ঔষধ।

এটা অবশ্য ধনী অ্যামেরিকান্ শিশুদের আদর্শ খাদ্য। আমাদের গরীব এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এমন 'রাজসিক' ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়, প্রয়োজনও নয়।

মোটামুটি বলা যেতে পারে, ৩—৬ বৎসরের শিশুকে আধসের থেকে একসের দুধ দেওয়া উচিত। ছানা, দই, মাখন সপ্তাহে দু'দিন দিতে পারলে ভাল হয়। কমলালেবু, মুসাম্বী, অথবা টম্যাটোর তাজা রস, কলা রোজ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিশুর দাঁত উঠবার কাছাকাছি (৭ মাস বয়সে) সময়েই অন্নপ্রাশন হয়। তখন থেকেই অল্প করে দুধের সঙ্গে ভাত চট্‌কে শিশুকে প্রত্যহ একবার দেওয়া হয়। ৩—৬ বৎসরের শিশুদের দু বেলায়ই ভাত দেওয়া হয়, তখন মাছ বা ডিম এবং কিছু সব্জীও দেওয়া হয়। সে সব সব্জী (আলু, পটল) যতটা সম্ভব খোসা না ফেলে, অল্প জলে সেদ্ধ করে, সামান্য ঘি বা মাখন দিয়ে, খুব সামান্য মশলা দিয়ে সেদ্ধ করা উচিত। রোজ ডিম বা মাংস অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ঘরেই সম্ভব হয় না। পরিবর্তে ডাল, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি উদ্ভিদজাত প্রোটিন্ দেওয়া উচিত। ডাঁটা-জাতীয় কিছু খাদ্য যা চিবিয়ে খেতে হয়, তা এই বয়সের ছেলেদের দেওয়া দরকার। কিছু তাজা সব্জী ও ফল যা চিবিয়ে খেতে হয়, তাও রোজ দিতে পারলে ভাল হয়। আমাদের দেশে সুস্বাদু ও সস্তা ফল প্রচুর পাওয়া যায়—যেমন, আম, জাম, পেয়ারা, কলা, জামরুল, বেল, কাঁঠাল। সবই শিশুদের দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে স্বাদ বদলাবার জন্যে অম্বল (বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে) দেওয়া ভাল। মাংস সপ্তাহে

একদিন হলেই চলতে পারে। ঢেঁকী-ছাটা চালের ভাত ফেন না ফেলেই শিশুদের
দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে সন্দেশ, রসগোল্লা, নারকেলের তৈরী নানা সুস্বাদু
খাদ্যদ্রব্য, পিঠে, পায়স দিলে শিশুরা খুশী হয়। তা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগীও বটে।
আসল কথা, শিশু যেন রুচির সাথে খায়, এবং পেট ভরে যায়, তেমন ভাবেই
তাদের খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। টফি, চকোলেট, আইসক্রীম্ আমাদের
দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুরা কচিৎ কদাচিৎই খেয়ে থাকে। এর জন্যে তাদের লুব্ধ
করে তোলা উচিত নয়। বিশেষতঃ কাঁচা সব্জী বা স্যুপ জাতীয় স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য শিশু
যখন খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তাকে "ওই গাজর সবটা খেয়ে নাও, তা'হলে
তোমায় দুহাতে দুটো লজেঞ্চ দেবো. লক্ষ্মী সোনা"—এ ভাবে ঘুষ দেখিয়ে বাস্তবিক
লাভ হয় না। ওরা বুঝতে পারে ওই খাদ্যগুলি বিশ্রী বলেই মা ঘুষ দিতে চাচ্ছে!
তার চেয়ে মা নিজে খুব উৎসাহের সঙ্গে ও জিনিসগুলি খেলে শিশুরাও আগ্রহান্বিত
হতে পারে। তারা অনুকরণপ্রিয় এবং মার প্রশংসা তাদের কাছে দামী। তা
ছাড়া, যদি সাময়িকভাবে শিশুর কোন খাদ্যে অরুচি দেখা যায়, তা'হলে ওটা
খাওয়াবার জন্যে জোর করা উচিত নয়। জোর না করলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা
যায়, তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ফিরে আসে। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা দুধ
খেতে চায় না (কলকাতার জলো-দুধে এমন অরুচি হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়)।
এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় মায়েরা চা বা কোকো মিশিয়ে তাদের প্রলুব্ধ করেন।
এটা দুই একদিন হ'লে দোষের নয়, কিন্তু এটা কিছুতেই অভ্যাসে পরিণত করা
উচিত নয়। চা বা কফি শিশুদের পক্ষে হানিকর এবং কোকোও তাদের পক্ষে
গুরুপাক। শিশুরা যদি খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকে এবং খাওয়ার সময় খেতে না
চায়, তা হ'লে কিছু বিশ্রামের পর তাদের খেতে দেওয়া উচিত। যখন শিশু অত্যন্ত
ভয় পেয়েছে, বা রাগ করেছে তখন শান্ত হওয়া না পর্যন্ত তাকে খাবার জন্যে জোর
করা উচিত নয়। যদি শিশুর খাবার ইচ্ছা না-ই থাকে কখনও তাকে জোর করে
খাওয়ানো উচিত নয়। কোন শারীরিক কারণ বা মানসিক উত্তেজনা বা অশান্তি
এর জন্যে দায়ী কিনা তা অনুসন্ধান করা ও সংশোধন করা প্রয়োজন। তবে দুই
একবেলা না খেলে বা কম খেলে, শিশুর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না। নিয়মিত সময়
ধরে শিশুকে খাওয়ানোর অভ্যাস করা ভালো। কিন্তু কখনো কখনো শিশুর
প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ব্যতিক্রম হ'লে ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশের শিশুর
(৪—৫ বৎসর) ১০০০ ক্যালোরী মূল্যের, ৬—৭ বৎসর বয়সে ১৫০০ ক্যালোরী মূল্যের
এবং ৮—৯ বৎসর বয়সে শিশুর খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য ১,৮০০ হলে চলতে পারে।

১। The proverbial 'eat your spinach, it's good for you' formula applied to any food is an almost sure way of making it disliked. If the mother really wants a child to enjoy spinach, let her make sure that it is cooked in an appetizing fashion, for children have a keen sense of taste. She can use indirect persuation by eating the spinach herself with some apparent degree (contd. under p. 122)

ওয়াশিংটন-এর Food and Nutrition Board National Research Council বিভিন্ন বয়সের মানুষের খাদ্যোপদানের একটি আদর্শ তালিকা এবং তাদের ক্যালোরী মূল্যের যে চার্ট তৈরী করেছেন, তার থেকে শিশুদের (বিভিন্ন বয়সের) অংশটুকু নীচে দেওয়া হল :

	Calories	Protein	Calcium (grams)	Iron (milli-gram)	Vitamin A (I.u)	Thiamin (milli-gram)	Ribo-flavin (milli-gram)	Nicoti-nic Acid (milli-gram)	Vitamin C (milli-gram)	Vitamin D (I. u)
1-3yrs (29lb)	1200	40	1·0	7	2000	0.6	0·9	6	35	400
4-6yrs (42lb)	1600	50	1·0	8	2500	0·8	1·2	8	50	400
7-9yrs (55lb)	2000	60	1·0	10	3500	1·0	1·5	10	60	400
10-12yrs (75lb	2500	70	1·2	12	4500	I·2	1·8	12	75	400

Bureau of Human Nutrition and Home Economics বিভিন্ন মানুষের খাদ্যের এগারোটি বিভাগ থেকে কি পরিমাণ খাদ্য প্রতি সপ্তাহে গ্রহণ করা উচিত, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তার থেকে শিশুদের অংশটুকুই নীচে দেওয়া হল :

শিশু	সবুজ ও পীত বর্ণের শাক সব্জী	লেবু জাতীয় ফল, টোম্যাটো ইত্যাদি	আলু, রাঙাআলু জাতীয় কন্দ	অন্যান্য তরি তরকারী ও ফল	দুধ (কোয়ার্ট)	মাছ, মাংস	ডিম	ডাল বাদাম মটরশুঁটি	শস্য কণা	স্নেহ পদার্থ	চিনি, গুড়, সিরাপ, মধু, জেলী ইত্যাদি
	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.	কোঃ	পা. আ.	সংখ্যা	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.	পা. আ.
৯—১২ মাস	১—৮	১—১২	০—৮	১—০	৬	০—৪	৫	০—১	০—১০	০—১	০—১
১—৩ বৎসর	১—১২	১—১২	১—০	১—০	৫'৫	০—৮	৫	০—১	১—৪	০—২	০—২
৪—৬ ,,	১—১২	১—১২	১—৮	১—৪	৫'৫	১—০	৫	০—২	১—১২	০—৬	০—৬
৭—৯ ,,	২—০	২—০	৩—০	১—১২	৬'৫	১—৮	৫	০—৪	২—৪	০—৮	০—১০
১০—১২ ,,	২—৪	২—৪	৩—০	১—১২	৬	১—১২	৫	০—৪	৩—৪	০—১২	০—১২

বিদ্যালয়ে জলখাবার (School tiffin) : যে সব বিদ্যালয়ে শিশুরা ৪-৫ ঘণ্টার অধিক থাকে, তাদের স্কুলে যাবার ৩ ঘণ্টা পরে জলখাবারের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশু বিদ্যালয়েই শিশুরা বাড়ী থেকেই টিফিন্ নিয়ে আসে। খুব ভাল স্কুলেই শুধু নিজেদের টিফিনের ব্যবস্থা থাকে। স্কুলে শিশুদের কিছুটা মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়। তা ছাড়া স্কুলে খেলা ধূলা কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের দৈহিক ক্ষয়ও অনেকটা হয়। তা ছাড়া এটা ছেলেমেয়েদের দ্রুত বাড়তির বয়স, তাই টিফিনের মধ্যেও উচ্চ শ্রেণীর প্রোটিন্ ভিটামিন্ এবং ধাতব লবণ (বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম্) যাতে থাকে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ভারী পেটভরা খাদ্য টিফিনের জন্য নয়। লঘুপাক, পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাদ্য টিফিনে দিতে হবে। তাতে যেন বৈচিত্র্য থাকে। আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা করে নীচের তালিকা অদল বদল করে টিফিন্ দেওয়া যেতে পারে।

দুধ	একপোয়া
অথবা আধখানা	ডিম সেদ্ধ

দু শ্লাইস্ রুটি, মাখন, কেক্ বা পুডিং বা সন্দেশ ১টি কলা, ১টি,
কমলা লেবু ২টি

বাড়ীতে জলখাবার : শিশুদের বাড়ীতে জলখাবারের কথাও চিন্তা করা দরকার। ঋতুভেদে এ জলখাবার নানা রকম হবে। বিকালের জলখাবার সকালের খাবারের চেয়ে আর একটু পেটভরা হওয়া উচিত। বিবেচনা করেই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। **গ্রীষ্মকালে** আম, কাঁঠাল প্রচুর ফল পাওয়া যায়

(contd. from p. 119) of relish, instead of ditastes for a child will mitate to a great extent the likes and dislikes of adults...Special oravings as well as special dislikes become...more frequent after two. This may be the result of some physical growth need...These cravings and notions should be humoured, since they do no harm. The less attentoin they are given, the more quickly they are forgotten...The practice of serving meals at regular hours should be continned and there should be a routine to the meal itself, with the mi k coming towards the end. It is advisable to establish as part of the regular routine, a short period of rest before each meal, if the play has been strenous, for a child often becomes over-tired or over-wrought by hard play. A brief rest... will calm him down ; when, by crying, or showing temper or being unusually fussy, the child shows he is emotionally disturbed, the meal should ba delayed... until he has regained his composure...Most mothers seem to think that if their child does not fill up with food, starvation will overcome him before the next meal. They may rest assured that no such calamity has ever occured. Young and old are little the worse off for skipping an occasional meal or even several meals. Powdermaker & Grimes. The Intelligent Parants' Manual. pp 10-13

কাজেই জলখাবার এরকম হতে পারে : দুধ, মুড়ি আম, দই, চিঁড়া, কলা, চিনি ; চিঁড়েভাজা, নারকেল কোরা, চিনি ; দুধ, মুড়ি, কাঁঠাল, কলা ; লুচি, বেগুন-ভাজা আম। **শরৎ ও হেমন্ত কালে**—মুড়ি, তাল-ক্ষীর ; ডালপুরী, তরকারী, বাতাবী লেবু ; সাবু, নারকেল কোরা, চিনি ও ক্ষীর, মুড়ি কলা ; লুচি, মোহনভোগ **শীত ও বসন্ত কালে**—আলু মটরশুঁটির তরকারী, পরোটা, ফুলকপির সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা, কমলা, হাতে গড়া রুটি, বাঁধাকপির তরকারি, চাট্‌নী দুধ ; গাজরের হালুয়া কেক, কলা, দুধ।

খাদ্য রন্ধন : প্রকৃতিজ ফল, মূল, ইক্ষু বাদ দিলে অন্য সমস্ত খাদ্যই রন্ধন করে খেতে হয়। এই খাদ্য রন্ধন ব্যাপারে ক'টি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। রান্নাঘর ও রান্নার বাসন অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বীজাণু-মুক্ত হতে হবে। খাদ্য পুষ্টিকর হলেই শুধু চলবে না, তা সুস্বাদুও হতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র জিহ্বাকে খুসী করার জন্য রান্নায় অতিরিক্ত ঝাল, মশলা. তেল, ঘি, চিনি ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

রান্না করতে গেলে তিনটি প্রধান প্রণালী আমরা ব্যবহার করি—সিদ্ধ করা, ভাজা করা ও পোড়ানো।

স্বাস্থ্যবিদদের মতে, অল্প আঁচে, অল্প জল দিয়ে' ভাপে (steam) সিদ্ধ করা রান্নার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাতে শাকসব্‌জীর ভিটামিন ও ধাতব লবণ বেশী নষ্ট হয় না, সময় সংক্ষেপ হয় এবং খাদ্যগুণ কম নষ্ট হয় ব'লে বর্তমানে pressure cooker-এর খুব প্রচলন হয়েছে। এতে ভাতের ফেনও সংরক্ষিত হয়। সব্‌জীগুলি খুব ছোট ছোট টুকরো না করে বরং কিছুটা বড় বড় টুকরো করাই ভাল। পটল, আলু কাঁচকলা ইত্যাদি সব্‌জীর খোসা না ফেলেই সেদ্ধ করা উচিত। সব্‌জী কাটার আগে ভাল করে জলে ধুয়ে নিতে হবে। কিন্তু সব্‌জী কাটা হয়ে গেলে আর ধোওয়া উচিত নয়।

কিন্তু শুধু সেদ্ধ খাবার যতই স্বাস্থ্যপ্রদ হোক, তাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। তাই বুঝতে হবে, খাদ্যের সুস্বাদুতা দেহের কিছু স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটায়। সে জন্যে Dr. Mc Callum বলেছেন : Eat what you want, after you have eaten what you should.

কাজেই রান্নার বেলা ভাজাটা বাদ দেওয়া চলে না। তা ছাড়া, মাংস, মাছ এবং অনেক সবজী মসলা সংযোগে অল্প ভেজে (সাঁতলানো) না নিলে, তা একেবারেই রুচিকর হয় না। মাছ-ভাজা, ডালের বড়া, পাপড়, চপ্‌, কাট্‌লেট্‌ এ সবই জিহ্বাকে লুব্ধ করে, কিন্তু বেশী ভাজা খাদ্য শিশুদের 'স্বাস্থ্যের উপযোগী নয় এবং শিশুকাল থেকে এ বিষয়ে শিশুদের সংযত না করলে, তাদের স্বাভাবিক রুচি বিকৃত হয়ে যায়।

পুড়িয়েও কোন কোন খাদ্য খাওয়া হয়, যেমন মিষ্টি আলু, বেগুন, বেল, কাঁঠাল বিঁচি। মাংসও কখনো কখনো roast করে খাওয়া হয়। অল্প পরিমাণে এসব কোন খাদ্যই অস্বাস্থ্যকর নয়।

খাদ্য পরিবেশন : খাদ্য শুধু সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর হলেই যথেষ্ট নয়, তা এমন ভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে তা খাদ্যে আগ্রহ উদ্রেক করে। এ বিষয়ে আমরা বিদেশীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সাধা ধব্‌ধবে চাদর বিছানো টেবিলে, চক্‌চকে ও রঙীন নক্সা আঁকা প্লেট্‌-কাপ্‌-ডিস্‌-গ্লাসে খাদ্য ও পানীয় সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করলে, সহজেই খাদ্যে রুচি জন্মে। তা ছাড়া খাবার সময় হাসি, খুশি, গল্পের আবহাওয়া থাকলে খাদ্য যেমন সহজে পরিপাক হয়, তেমনি পারিবারিক প্রীতির বন্ধনও দৃঢ়তর হয়।

সুষম খাদ্য তালিকা : একটা 'আদর্শ খাদ্য' তালিকা তৈরী করা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তা গৃহস্থের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও হওয়া চাই। বিশেষ করে আমাদের দরিদ্রদেশে নিম্নবিত্ত পরিবারের সামর্থ্যের কথা অবশ্যই বিবেচ্য।

আমাদের দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে অধুনাতম গবেষণার ফল এবং বহু বৎসর ব্যাপী দেশে ও বিদেশে প্রাচীন শিশু চিকিৎসক হিসাবে নিজ প্রচুর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, অলকেন্দু বোধ নিকেতন নামে বিকলাঙ্গ ও অব্যবস্থিত শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের (১১/৭ এ, রামকৃষ্ণ দাস লেন কলিকাতা-৯) প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বিমলেন্দু নাথ রায় আমাদের দেশের শিশুদেরর বিভিন্ন বয়সের উপযোগী 'সুষম খাদ্য তালিকা' (a balanced diet), তাদের ক্যালোরী মূল্য সহ, বহু যত্ন করে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এই খাদ্য-তালিকা বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বাস্তব ব্যবহার দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়েছে। আমি এ তালিকার জন্য ডাঃ বি এন্ রায়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

Daily requirement of calorie & other essental Nutrients for children.

(Protein & Vitamins & minerals are recommended amount. The carbo-& fat should be as follows.)

Age Group	Protein/ Kg in gm	Protein in gm	Carbo in gm	Fat in gm	Calori	Fe in mg	Cal in gm	Vit A	Vit C
(1) 2—5 yrs	3·5/kg	47·00	220·00	32·00	1500·00	10·00	1·00	3000·00	30·00
(2) 5—7 yrs	3·00/kg	54·00	295 00	44·00	1800 00	to	to	to	to
(3) 7—12yrs	2·5/kg	58·00	3 0·00	78·00	2100·00	30 00	1·5	4000·00	50·00

Daily dietary allowances for 2-5 yrs. Children.

Name of the food-stuff & quantity	protein in gm	Fat in gm	Carbohy drate in gm	Calorie
(1) Rice 50 gm	3·00		39 00	172·00
(2) What (atta)—100 gm	11·00		69·00	341·00
(3) Pulses—25 gm	5·00		15 00	87 00
(4) Potato—100 gm	1·00		28·00	97 00
(5) Leafy veg & other veg 50 gm	1·00		7·00	30·00
(6) Fish (Small)—50 gm	10 00	2·00	—	60·00
(7) Milk (Double. Tone)—250 gm	10·00	3·00	8·00	100·00
(8) Sugar or jaggery—100 gm	—		94 00	383·03
(9) Fats & oil—20 gm	—	20·00	—	180 02
(10) Multi-purpose food 15 gm	6.00	—	4.85	58.00
	47·00	25·50	259·50	1508·00

Daily dietary allowances for 5-7 yes. Children.

Name of the food-stuff & quantity	Protein in gm	Fat in gm	Carbohy drate in gm	Calorie
(1) Rice—70 gm	4·00	0·00	53 00	266 03
(2) Wheat (atta)—150 gm	18·00	2·00	107 00	519·00
(3) Pulses—0 gm	11·00	1·00	29·00	174·00
(4) Multipurpose food—30 gm	12 00	0·00	10·00	116·00
(5) Potato—100 gm	1·00	—	23·00	93 00
(6) Vegetables—100 gm	—	—	6 00	24·00
(7) Leafy-veg—100 gm	—	—	3 00	16·00
(8) Fish (small)—50 gm	10 00	2·00	—	60·00
(9) Milk (Double Tone) 125 gm	5·00	1·5	4·00	50·00
(10) Jaggery—50 gm	—	—	47·00	191·00
(11) Fats & oil—30 gm	—	30 00	—	270 00
	62 00	37 00	282·00	1779.00

Daily dietary allowances for 7-12 yrs. Children.

Name of the food-stuff & Quantity	Protein in gm	Fat in gm	Carbohydrate in gm	Calori
(1) Rice 100 gm	6·00	—	79·00	345 00
(2) Wheat (atta) 200 gm	22·00	3·00	136·00	642·00
(3) Multipurpose food—40 gm	15·00	0·00	12·00	152·00
(4) Potato—100 gm	1	—	23·00	93·00
(5) Pulses—58 gm	10·00	1 00	24·00	174·00
(6) Vegetables—100	—	—	5·00	24·00
(7) Leafy-vegetables	—	—	3·00	16·00
(8) Fish (Small)—50	10 00	2·00	—	60·00
(9) Milk (Double Tone) 125 gm	5·00	1·5	4·06	50·00
(10) Jaggery—30 gm	—	—	28·00	114·00
(11) Fats & oil—50 gm	—	50·0	—	450·00
—	70·00	57·50	334·50	2120 00
(12) Ground nut—25 gm	7·00	8·5	—	135·00
	77·00	66·0	334·00	2255·00

These diet charts will supply necessary amount of vitamins & minerals. Here only proximate principle & caloric value are worked out. In the case of 7-12 yrs age-group they can take ground nut, if milk or fish is not available or cannot be afforded be by the family. If multipurpose food is not available, low-protein food may be substituted.

Questions

1. What are health measurements ? Why are such measurements important for Nursery School children ? What things should be taken into consideration in such measurements ?

2. Show with the help of a concrete example how accurate records of the health and development of children should be kept. Show in what way such records are important.

3. What are the functions of food ? What are the main ingredients of food ? Indicate their relative importance.

4. Discuss fully the functions of Protien, Carbohydrates, bats and water.

5. What are the Vitamins ? What are their different varieties ? What is their function and importance ?

6. What is the meaning of 'calories' ? Why is it important to know the Calorie value of foods ? Should food be chosen, merely on their calorie-value ? Discuss.

7. What considerations should be kept in view in preparing food suitable to Nursery school children ? Draw up a 'menu' for the tiffin of such children.

দশম অধ্যায়

শিশু শিক্ষায় ছড়া রূপকথা কবিতার স্থান

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ
ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ছোট ছোট হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি
সবই তার আপনার ধন।

*　*　*　*

কোলে তুলে লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ।
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ॥[১]

যীশুখৃষ্ট বলেছেন "Suffer little children to come unto me, and forbid them not ; for of such is the kingdom of God.[২]

চিরকাল সব দেশে মানুষ শিশুকে মনে করেছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার জন্যেই সংসারের সমস্ত আয়োজন। খোকা খুকুকে ঘিরেই বাবা মায়ের কত স্বপ্ন! আমাদের এই দরিদ্র দেশেও শিশু হচ্ছে 'ভাঙা কুড়ে ঘরে চাঁদের আলো।' শিশুকে সুস্থ করে, সুন্দর করে, সুখী করে, সত্যিকার মানুষ করে গড়তে হবে, এটা সকলের সাধ।

এ যুগকে বিশেষ করে বলা হয় শিশুর যুগ—the age of the child. ইতি পূর্বে আর কখনো দেশের পণ্ডিতেরা, রাজনীতিজ্ঞ শাসকেরা, শিক্ষাব্রতীরা শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা এমন করে চিন্তা করেন নি—এত বিবিধ আয়োজন হয়নি তার আনন্দের ও শিক্ষার। প্লেটো বলেছিলেন যে শিশু হচ্ছে, 'রাজার রাজা'। তাই তার শিক্ষার বেলায় 'সোনার থালায় ক'রে সোনার আপেল পরিবেশন করতে হবে।'

রুশোর মতে শৈশব (পাঁচ বৎসর পর্যন্ত) কালে শিশুকে সম্পূর্ণ প্রকৃতির নিয়মেই গড়ে উঠতে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথম এই স্তরে শিক্ষা হবে শিশুকে স্বভাবের মধ্যেই সুস্থ, সবল, কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে গড়ে উঠতে দেওয়া। এ স্তরে মনকে গঠনের কোন চেষ্টা করতে হবে না।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাদ (শিশু)
২। New Testamant, Mark, X 14

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা রুশোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা শিশুর মনের জমিকে এত দীর্ঘকাল পতিত রাখবার পক্ষপাতী নন। যদিও প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিধিবদ্ধ ভাবে বই-পত্র দিয়ে শুরু হবে না, এবং যদিও শিশুকে এই স্তরে খেলা-ধুলা, নিজের খুসীমত ছবি আঁকা বা অন্য হাতের কাজেও আনন্দে নিমগ্ন রাখতে হবে, তথাপি আধুনিক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন এই স্তর থেকেই ছড়া, ছবি, গল্প ও গানের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধি, রুচি, কল্পনা, এমন কি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব এবং তা উচিতও। ভাষা শিক্ষার প্রথম আরম্ভ এই স্তরে হওয়া উচিত। শিশু ছবির বই নাড়া চাড়া করবে, ছড়া শিখবে, গল্প শুনবে। এর মধ্য দিয়ে তার নিজ ভাষার ধ্বনি ও লিখিত রূপের সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচয় ঘটবে। এই স্তরে সে ভাষার ব্যাকরণ শিখবে না। আড়াই বছর বয়সে তাকে বর্ণ পরিচয়ের সচেতন চেষ্টা করা হবে না। কিন্তু 'অজগর ঐ আসছে তেড়ে'। 'আমটি আমি খাব পেড়ে', ইঁদুর ছানা ভয়েই মরে', 'ঈগল পাখী পাছে ধরে' শিক্ষিকার মুখে বা মায়ের মুখে এ সুর করে পড়া শুনে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির বই দেখে, বিভিন্ন বর্ণের ধ্বনি ও তাদের লিখিত রূপ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে কচি শিশুর মনে ছাপ রাখতে শুরু করবে।

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভাষা শিক্ষা : বর্ণপরিচয় যেমন শিশুশিক্ষার একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তেমনি আর একটি উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর উচ্চারণের জড়তা ভেঙে সহজ ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করতে শেখানো। তিন বছর বয়সে অনেক শিশুই স্পষ্ট করে সব কথা উচ্চারণ করতে পারে না এবং তখন তার ভাষা সম্পদও সামান্য। বাড়ীতে অবশ্য বাপ, মা, ভাই বোনের দেখাদেখি অনেক জিনিসের নাম শিশু শেখে। তার উচ্চারণের জড়তাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে। কিন্তু প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে এ কাজে শিক্ষিকা সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হন। এর একটি প্রধান উপায় হোল শিশুদের সঙ্গে কথোপকথন। আড়াই থেকে তিন বছরের ছেলেদের শিক্ষিকা এমন সব সহজ ও পরিচিত বিষয়ে প্রশ্ন করেন, যার উত্তর একটি কথায় দেওয়া যায় :

শিক্ষিকা : আজকে তুমি কি দিয়ে ভাত খেলে ?
সমীর : ডাল।
শিক্ষিকা : মাছ খাওনি ?
সমীর : খেয়েছি।
শিক্ষিকা : কে রান্না করেছেন ?
সমীর : মা।

শিশুর আগ্রহ উদ্রিক্ত হ'লে সে এরকম কথোপকথনের জন্যে নিজেই উৎসাহ প্রকাশ করবে এবং ক্রমশঃ তার উত্তরগুলি ছোট ছোট বাক্যের আকার নেবে।

শিক্ষিকা : লতিকা কাল আসনি কেন ?
লতিকা : দিদির বিয়ে ছিল।

শিক্ষিকা : বর কোথায় থাকে ?

লতিকা : কোন্নগরে।

শিক্ষিকা : বর কি করে ?

লতিকা : চাকরী করে।

শিক্ষিকা (হেসে) : আমাদের তো নেমতন্ন করলে না ?

লতিকা (লজ্জিত ভাবে) : আমরা বেশী লোককে বলতে পারিনি !

এই কথোপকথনের সময় শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন শিশুর উচ্চারণ স্পষ্ট হচ্ছে কিনা। যদি কোন কথা উচ্চারণে ভুল করে, অথবা কোন কথা অস্পষ্ট হয়, তবে শিক্ষিকা কথোপকথনের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট করে বারে বারে কথাটি উচ্চারণ করে, তার সংশোধন করবেন। এর জন্যে কোন তাড়ন পীড়ন করবেন না।

শিশুরা শুধু শিক্ষিকার সঙ্গে কেন, নিজেদের মধ্যে নিজেদের মত করেই কথাবার্তা বলবে ; কখনো হয়তো নিজের বা পরিবারের কোন বিষয় নিয়ে গল্প করবে, কখনো স্কুলের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবে। এমনি করেই সহজ আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হবে। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার এটা একটা মস্ত লাভ।

ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষা : শিশুরা ছড়া ভালবাসে ; তাই ছড়ার মধ্য দিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে শিশুকে ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ দেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়াগুলি হচ্ছে বাল্যের মাধুর্যরসের আদিম অভিব্যক্তি। তাদের মধ্যে আছে এক চিরত্ব। তাই সব দেশের সব কালের শিশুর কাছে এর আকর্ষণ। এর আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, শিশু প্রকৃতির ছেলে-মানুষীর কাছে। এর উদ্দেশ্য শিশুকে সহজ আনন্দদান, কোন তত্ত্বকথা শিক্ষাদান নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে। কিন্তু ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি আছে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ কোন রসের অন্তর্গত নহে। সদ্য কর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয় অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর স্নিগ্ধ গন্ধ, তাহাকে পুষ্পচন্দন গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে। সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধরস এবং যুক্তি সঙ্গতিহীন।"

শিশুর মন সজীব, চঞ্চল, উৎসুক। ছোটদের ছড়ার মধ্যেও রয়েছে "চিরত্ব সত্ত্বেও চির নবীনতা।" "ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সবল। ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার প্রকৃতিটি পরিবর্তনশীল।"

শিশুরা প্রশ্ন করেনা, সন্দেহ করে না—তাই ছড়ার মধ্যে অনেক অসম্ভাব্যতায় তারা এতটুকুও বিচলিত হয় না। ছড়ার রাজ্যে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে

ঘটিতে পারে এবং না ঘটিতে পারে যে, কাহাকেও কোন কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না"। হয়তো ছড়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কতগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছবি ছন্দের বাঁধনে একত্র হয়ে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের মধ্যে না আছে পারম্পর্য, না আছে কোন যুক্তি পরতা।

যেমন,

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দু'পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।

এ নিয়ে শিশুর কোন অভিযোগ নেই। তার মনোযোগের বিস্তার যথেষ্ট নয়, তাই ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ছবি তার পক্ষে অস্বস্তিকর নয়।

"বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আঘাত করে। একটার পর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। অসংলগ্ন কার্যকারণ সূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

[লোক সাহিত্য, পৃঃ ১৩]

রং ও ছবি যেমন শিশুরা ভালবাসে, তেমনি মিল, ছন্দ, সুরও শিশুদের সহজে আকৃষ্ট করে। তাই ছড়া শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। ছড়া সুর করে বললে তো খুবই ভাল হয় এবং যে ছড়া তারা শুনলো তা আবৃত্তি করতেও তারা ভালবাসে। ছড়াতে কবিতার নানা নিয়মের বাঁধন কম, তার ভাষা সহজ এবং তাতে আছে মুক্তির স্বাদ। তাই তা ছোট শিশুদের উপযোগী। একেবারে ছোটরা ছড়ার ধ্বনি শুনেই প্রথম আকৃষ্ট হয়—অর্থ তার থাক্ বা নাই থাক্। একটি কথাই ছড়াতে অনেক সময় একাধিক বার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এতেও শিশুরা বেশ আমোদ পায়।

যেমন,

আগ্‌ডোম্ বাগ্‌ডোম্ ঘোড়াডোম্ সাজে
ঢাক মেঘর ঘাঘর বাজে।
বাজাতে বাজাতে চল্‌ল ঢুলী—
ঢুলী গেল সেই কমলাপুলি।
কম্‌লাপুলির টিয়েটা
সূর্যিমামার বিয়েটা
হাড় মড়্ মড়্ কেলে জিরে
রসুন কুসুম পানের বিড়ে।
আয় লবঙ্গ হাটে যাই।
ঝালের নাড়ু কিনে খাই।

ঝালের নাড়ু বড় বিষ
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ ॥

অথবা খেলার মধ্য দিয়ে ছোটর দল এ ছড়া বলে' আনন্দ পায় :

আইকম্ বাইকম্ তাড়াতুড়ি।
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ি।
রেল কাম্ ঝমাঝম্
পা পিছ্‌লে আলুর দম।
বলে গেছেন ডাক্তারবাবু
জল সাবু পাতি লেবু।
ইষ্টিসানের মিষ্টি কুল
শখের বাদাম গোলাপ ফুল।
রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম।

একটু বড় হলেই শিশুরা তেমন ছড়া পছন্দ করে—যাতে ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছবিও ফুটে ওঠে। সব সময় সে ছবিগুলির মধ্যে সঙ্গতি থাকে না। বাস্তব জগতের নিয়ম সেখানে খাটে না। তবুও শিশুর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়। 'সৃষ্টি-সুখের আনন্দে'র সে আস্বাদ পায়। তার মনটা বাস্তবের নিরানন্দ পরিবেশ থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করে সজীব হয়ে ওঠে।

খুব ছোটদের উপযোগী ছড়া :

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'
খোকার নাচন দেখে যা ॥

ছোটদের আবৃত্তির জন্যে ছড়া ছোট হলেই ভাল। যেমন,

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই,
ঠাক্‌মা গেছেন গয়াকাশী
ডুগডুগি বাজাই ॥

এমন কোন খুকুমণি আছে যে নীচের ছড়াটি খুশী হয়ে শুনবে না, বা খুসী হয়ে আবৃত্তি করবে না?

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে?

হাতী নাচছে ঘোড়া নাচছে
খুকুমণির বে'।

অথবা,

দুল্ দুল্ দুল্ দুলনী
রাঙামাথায় চিরুণী
বর আসবে এখনি
নিয়ে যাবে তখনি।

বীরপুরুষ খোকনবাবুকে খুশী করার মতো ছড়ারও অভাব নেই

খোকা যাবে শিকার করতে
দূর গাঁয়ের বনে
লাল জুতা লাল মোজা
দেছেন বাবা কিনে।
কি মারবে—কি মারবে
অতটুকু ছেলে?
ব্যাঙ্ মারবে, ছুঁচো মারবে
সামনে ধরে দিলে।

শেষের দুই পংক্তির সূক্ষ্ম রসিকতা তিন বছরের ছেলে হয়তো বুঝতে পারবে না। কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছু ছবি ফুটবে তা সে নিজে মনের রং দিয়েই রাঙিয়ে নেবে। আর ছড়ার বইয়ে ছড়ার পাশে পাশে ছবি থাকলে শিশুরা আরো সহজেই খুশী হবে।

মায়েদের স্নেহের বাৎসল্যরসে রাঙানো কত ছড়া আছে। তা শিশুদের নিশ্চয়ই তৃপ্তি দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত আর মাতৃহৃদয়ের যুগল দেবতা খোকাখুকুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।"

খোকা আমাদের সোনা,
চার পুকুরের কোণা।
স্যাঁকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা;
তোমরা কেউ কোরো না মানা!

অথবা,

আয় আয় চাঁদা মামা, টিপ্ দিয়ে যা!
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ দিয়ে যা!
মাছ কাটলে মুড়ো দেবো,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো,

দুধ খাবার বাটি দেবো।
সোনার থালে ভাত দেবো,
রাজার মেয়ে বিয়ে দেবে—
সোনার কপালে আমার টিপ্ দিয়ে যা॥

শিশুকে ঘুম-পাড়ানী ছড়ার কি অন্ত আছে? এ ছড়াগুলি শিশুদের ঘুম-পাড়ানী পিসী মাসীদের স্বপ্নের দেশে নিয়ে যায়। যার কোলে নিবিড় সোহাগে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্যই এ ছড়াগুলি একেবারে শিশুদেরই উপযোগী।

কখনো কখনো ছড়াতে দেশের আচার, দেশের ব্রত উৎসবের ছবি ফোটে। তাতে শিশুর মনে নিজের অজান্তে দেশের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস সংক্রামিত হয়। যেমন,

মা ষষ্ঠীর ছেলেমেয়ে ষাট্-ষাট্-ষাট্।
তোমার পায়ে গড় করে মা বসতে দেবো খাট!
বেড়াল-বাছা ষষ্ঠী মাগো।
ধনে মানে সুখে রাখো।
মোদের যতেক নাতনী-নাতি পাবে রাজ্যপাট—
ও জননী, কৃপা করো, ক্ষমো মোদের ঘাট!
মা ষষ্ঠীর ছেলে মেয়ে ষাট্-ষাট্-ষাট্!!

আবার,
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এলো বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান।

শিশুর মনে বৃষ্টির টাপুর-টাপুরের সঙ্গে শিবঠাকুরের বিয়ের ছবিটি ফুটে উঠবে; হয়তো বা যে কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান তার প্রতি একটু সহানুভূতিও জাগবে।

কখনো কখনো পরিহাসচ্ছলে ঘরকন্নার কাজের উপদেশও দেওয়া হয়।

ছি-ছি-ছি-ছি
রাণী রাঁধতে শেখেনি।
জ্যেঠাইমাকে বলে, ঝোলে মসলা দেব কি?
শুক্তনিতে ঝাল দিয়েছে অম্বলেতে ঘি!
ছি-ছি-ছি-ছি
রাণী রাঁধতে শেখেনি।

আবার কোন কোন ছড়ায় দেখছি ইতিহাসের কয়েক টুকরা ঘটনা ছন্দের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমাদের মনের ঘাটে এসে ভিড়েছে: যেমন,

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে।

আর একটি ছড়ায় দেখি বধূ নির্যাতনের কাহিনী : যেমন,—

ওপারেতে কালো রং, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্।
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

"অনেক ছড়াতেই রয়েছে প্রাচীন বাংলার গ্রামের মাটির গন্ধ। তাহাতে চাকচিক্য নেই, অলংকরণ নেই, নেই অতিরিক্ত পরিপাট্য। প্রায় প্রত্যেক ছড়ার তুচ্ছকথায় বাংলা দেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়"। 'উড়কী ধানের মুড়কী', 'নারেঙ্গা ধানের খই' আজ দুর্লভ বলেই, তাদের আকর্ষণ আজকের শিশুর কল্পনায় দুর্বার।

এমন অনেক ছড়া আছে, যেখানে আছে উদ্ভট আজগুবি নাম-ঘটনা-ছবি ; বা অপ্রত্যাশিত হাস্যকর পরিণতি, যা স্বভাবতঃই মনে আমোদ সৃষ্টি করে। কোন হিতোপদেশ নয়, নিছক আনন্দ-সৃষ্টিই যার উদ্দেশ্য :

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো সিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম্।

অথবা,

ফড়িং বাবুর বিয়ে
টিক্ টিকিতে ঢোলক বাজায় ধুচ্‌নি মাথায় দিয়ে
বেহারা হ'ল তেলা পোকা পাল্‌কি কাঁধে নিয়ে।
দেখতে এল সেজেগুজে পিঁপড়েরা মায়-ঝিয়ে।
আরে ফড়িং বাবুর বিয়ে।

আবার,

হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানিনা!)
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানিনা!

তেমনি মজার ছড়ার আর এক নমুনা :

উচ্চিংড়ের ছা
উচ্ছে খেও না—
উচ্ছে খেলে মুচ্ছো যাবে
সহ্য হবে না।

মস্ত প্রত্যাশার উদ্রেক করে অপ্রত্যাশিত পরিণতির বিস্ময় (surprise) শিশুদের কিছু নিরাশ করে, আবার হাসির খোরাকও জোগায়। যেমন :

শোনো শোনো, গল্প শোনো
এক যে ছিল গুরু ;
এই আমার গল্প হোল শুরু !
যদু আর বংশীধর দুটি ভাই তারা,
এই আমার গল্প হোল সারা ॥

ছড়াগুলি ছোটদেরই জন্যে, তবু তার মধ্যে বয়স অনুযায়ী, আগ্রহ অনুযায়ী, সময় অনুযায়ী তাদের নির্বাচন করা প্রয়োজন। এখানে শিশুদের আনন্দ দেওয়া এবং কল্পনাকে উস্‌কে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। হিতোপদেশ দান ছড়াগুলির উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের দেশে ছড়া যে কত হারিয়ে গেছে, গ্রামে গ্রামে কত ছড়িয়ে আছে তার অবধি নাই। এখন চেষ্টা হচ্ছে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য এই হীরের টুকরোগুলি উদ্ধার করবার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পথ দেখিয়েছেন এবং তারপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্র দত্ত, দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুনির্মল বসু, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, সুখলতা রাও শিশুদের মনোহারী নূতন কতো ছড়া লিখেছেন। প্রাচীন ছড়া-ছবি যে সব গাঁয়ের অশিক্ষিতেরা রচনা করেছিলেন সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম হারিয়ে গেছে। আজকে অবশ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রথীরা সচেতন চেষ্টায় শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ছড়া রচনা করেছেন ও কচ্ছেন। যদিও প্রাচীন ও নবীন ছড়ার উদ্দেশ্য একই, কিন্তু "প্রাচীন ছড়াগুলির মধ্যে যেন প্রাচীন বাংলার আদিম বুনো-গন্ধের আভাস পাওয়া পাওয়া যায়, নূতন ছড়াগুলির মধ্যে যেন শহুরে চাকচিক্য বেশী।[১]

"ছড়া শিশুদের আদিম সাহিত্য। তাই হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নয়। ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন, তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।" তাই আজ তথাকথিত 'শিশুসাহিত্যিক'দের রচিত কষ্টকল্পিত অনেক ছড়াই সম্পূর্ণ অচল।

সমস্ত নার্সারী বিদ্যালয়গুলিতে ছড়াগুলির আদর, কারণ এমন সহজে শিশুদের মন ভোলানোর উপায় কম আছে। তাছাড়া এর মধ্য দিয়ে শিশুরা ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়, তাদের কল্পনা উদ্রিক্ত হয় এবং ছড়াগুলির একক বা সমবেত আবৃত্তি বা অভিনয়ের দ্বারা শিশুরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা, অপরকে আনন্দ দেওয়া, অপরের প্রশংসা পাওয়ার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ছড়া তাই বিশেষ মূল্যবান্ উপাদান।

গল্প বলা : ২।৩ বৎসরের শিশুদের মনোযোগ বেশীক্ষণ ধরে রাখা শক্ত, তবুও গল্প ভাল বাসে না এমন শিশু পৃথিবীতে নেই। সব শিশুরই সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমার কাছে, দাদুর কাছে বা মায়ের কাছে আবদার হচ্ছে, "গল্প বলো! কিন্তু আধুনিক

১। ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন পৃ. ১১৫

ব্যস্ত সমাজে গল্প বলার সময় কোথায়? আর পুরানো ঠাকুরমাদের মত 'গল্প বলিয়ে' পাকা শিল্পীই বা কোথায়? কিন্তু শিশু বিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষিকারা জানেন, গল্পের মধ্য দিয়েই শিশুর মন সবচেয়ে সহজে পাওয়া যায়। শিশুর মনের মাঝখানটিতে বাসা নিতে না পারলে, কি জানা যায় তাদের মনের খবর? পারা যায় কি সহজে তাদের মন কেড়ে নিতে? তাই প্রত্যেক শিক্ষিকাই বুঝি বিধাতার কাছে এই বর চান যে, যেন শিশুর মন নিয়ে, শিশুর চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখতে পারেন, আর তাদের একজন হয়ে, তাদের মনের মত গল্প বলতে পারেন। কিন্তু আমরা যেন আমাদের রুচি দিয়ে শিশুদের যে গল্পগুলি সহস্র বৎসর ধরে সমস্ত পৃথিবীর শিশুদের আনন্দ দিয়েছে তার বিকৃতি না ঘটাই। গল্প বলার উদ্দেশ্য ছড়ার মত শুধু আনন্দ দেওয়াই নয়, যদিও সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাষা শিক্ষা বা ভাষায় আত্মপ্রকাশের হাতে খড়িই এর মধ্য দিয়ে ঘটে। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৭ বৎসরের ছেলেমেয়েদের জন্যেই গল্পের ক্লাশ। তারা একটু বড় হয়েছে। ভাষা সম্পদ তাদের কিছুটা বেড়েছে, বুদ্ধি ও আবেগের দিক দিয়েও তারা কিছুটা পরিণতি লাভ করেছে, তাই গল্পের রস তারাই সবচেয়ে বেশী উপভোগ করতে পারে। এই গল্প বলার মধ্যে আধুনিক শিক্ষিকাদের কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে :

(১) শিশুর জৈব ও অজৈব পরিবেশের সঙ্গে জীবন্ত প্রীতিময় সম্বন্ধ স্থাপন।
(২) শিশুর কল্পনা ও বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্রিক্ত করা।
(৩) তার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলা।
(৪) শ্রেষ্ঠ মানবিক আদর্শগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করা।
(৫) দেশের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয়।
(৬) শিশুর মনকে আনন্দের মধ্য দিয়ে সজীব, সবল করে তোলা।

গল্প আকর্ষণীয় হতে হলে তার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকতে হবে : গল্প সহজ হবে, তার প্রকাশভঙ্গী সরস হবে ; তা নির্দিষ্ট পরিণতিতে স্পষ্ট ভাবে শিশুর মনকে টেনে নেবে। গল্পের উপাদানের মধ্যে অনেকখানিই থাকবে, যা শিশুর পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য (তা হলেই শিশু সহজে গল্পের কাহিনীকে গ্রহণ করবে)। কিন্তু তার মধ্যে বিস্ময়কর, রহস্যময় উপাদানও কিছু থাকবে (তাতে তার কল্পনার অবকাশ থাকবে এবং মনের মধ্যে একটা আনন্দময় চঞ্চলতা আসবে)। তাতে দুঃসাহসী কর্মের বিবরণ থাকবে ; অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নাটকীয় আকর্ষণ থাকবে। ভাষার মধ্য দিয়ে ছবি যেন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। গল্প শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আবেগ দুইকেই আকর্ষণ করে ধরে রাখতে পারে।[১] যেন তাতে নীতি উপদেশ দেওয়ার সচেতন

১। Stories must be simple in form and move with precision towards the climax. They should contain an element of the familiar (for this makes the child feel comfortably at home with the tale), combined with elements of wonder and surprise (for these kindle the imagination and keep the mind in a state of delicious suspense). Stories must tell of action and adventure.

চেষ্টা থাকে না। ভালো গল্পের লক্ষণ হচ্ছে যে শিশু বিস্ফারিত বিস্ময়ে গল্পের কথকের চার পাশে ভিড় করে থাকবে আর প্রশ্ন করবে 'তারপর'? রূপকথার মাঝে মাঝেই থাকে মিল দেওয়া ছড়া, আর আমাদের বাংলা দেশের সব রূপকথার শেষে থাকবেই এই মন্ত্রোচ্চারণ।

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়লো
কেন রে নটে মুড়োলি?
ছাগল কেন খায়?
রাখাল কেন চড়ায় না?
বৌ কেন ভাত দেয় না?
ইত্যাদি ইত্যাদি

গল্পের জন্যে একটি স্বচ্ছন্দ (relaxed) পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। ক্লাশ করে গল্প হয় না, গল্পের জন্যে চাই জমাট মজলিশী আসর।

শিশুদের গল্পগুলিকে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কয়েকটি দলে আমরা ভাগ করতে পারি:

(১) রূপকথার গল্প।
(২) পৌরাণিক গল্প।
(৩) পরীর গল্প।
(৪) গাছপালা ও জীব জন্তুর গল্প।
(৫) দেশ-প্রেম ও মহৎ জীবনের কাহিনী।
(৬) হাস্যোদ্দীপক নিছক মজাদার গল্প।
(৭) অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের বিচিত্র গল্প।

'এক যে ছিল রাজা', এই হোল আমাদের বাঙলা দেশের রূপকথার প্রথম আরম্ভ। এই জাতীয় কাহিনীতে কল্পনার অবাধ বিস্তার: এখানে দুঃখী দুয়োরাণী বনবাসে যায়। বন্দিনী রাজকন্যে স্ফটিকের পালঙ্কে ঘুমিয়ে থাকে রাক্ষসের দেশে। তার মাথার উপরে থাকে রূপার কাঠি, পায়ের নীচে সোনার কাঠি। মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্রের সঙ্গে বনবাসী রাজপুত্র শিকার করতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে একা রাক্ষস খোক্ষসের

---

for children are interested in what people do, not in what they think. Word pictures must be clear and vivid; the language simple and dignified, and of a quality that will appeal both to the senses and the emotions. The use of rhymed verse, so co mmon a feature of our folk tales, should be carefully preserved. Above all, stories must not be diluted to what *we* think is a child's mental level, now should we attempt to point a moral, but rather through our appreciation of the story let it convey its own message.

E. G. Hume: Learnnig & Teaching in the Infant's School. pp. 148. 149.

দেশে হাজির হয়। তেপান্তরে মাঠের পারে তালগাছে থাকে ব্যঙ্গমা ব্যাঙ্গমী, তাদের কাছে জেনে নেয়, রাক্ষসের প্রাণ আছে তালপুকুরের নীচে পাতালে এক গুপ্ত কৌটোতে রাখা ভোমরার মধ্যে। রাজপুত্র মন্ত্রপূত তরোয়াল দিয়ে রাক্ষসের সহস্র হাত, সহস্র মাথা কেটে ফেলে। শেষে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে বন্দিনী রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে তাকে উদ্ধার করে। দুঃখিনী বনবাসিনী মাকেও সাড়ম্বরে নিজের দেশে নিয়ে আসে। আবার দুয়োরাণী সিংহাসনে পাটরানী হয়ে বসেন। আর কুটিল সুয়োরাণীকে উপরে-কাঁটা হেঁটে-কাঁটা দিয়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়! এমনি কতই না রোমাঞ্চকর কাহিনী! হিংসুটে রাক্ষসী বিমাতার শাপে সাত ভাই আর এক বোন চাঁপাফুল আর পারুলফুল হয়ে দুলতে থাকে। বনের মধ্যে আসে মালী ফুল তুলতে। দুলে দুলে পারুল বোন্, সাত ভাই চম্পাকে ডেকে বলে—"সাত ভাই চম্পা জাগো রে! সাত ভাই উত্তর দেয়: কেন বোন্ পারুল ডাকো রে?" পারুল বোন জিজ্ঞাসা করে রাজার মালী এসেছে ফুল নিতে-ফুল দেবে কিনা? চম্পা ফুলেরা গাছের আরো উপরে উঠে হেসে হেসে বলে "আগে আসুক্ রাজা, তবে দেব ফুল!" শেষে রাজা আসেন। কি করে ভাই বোনদের শাপমোচন হয়, কি করে আবার তারা রাজপুরী ফিরে গেল, সে এক অপরূপ কাহিনী! এমনি কত রূপকথা ছিল পুরানো আমলের ঠাকুরমাদের ঝুলিতে! আজ আবার সেই অমূল্য ঝুলিই উদ্ধার করেছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি শিশু-প্রাণ গল্পকারেরা।

পশু পাখীদের নিয়ে কত উপদেশাত্মক মনোহর গল্প আছে কথা সরিৎসাগরে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে, ঈশপের গল্পে যার সুন্দর অনুবাদও সংগ্রহ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কথামালায়। এসব কাহিনীর জীব জন্তুরা কথা বলে, নানা বুদ্ধির পরিচয় দেয় (দুষ্ট বুদ্ধিরও) দয়া, মায়া প্রীতি, পরোপকার প্রবৃত্তি দিয়ে মন জয় করা যায়, এসব নীতি-কথা শিশুদের গল্পচ্ছলে শেখায়। সে সব শৈশবে শেখা গল্প শিশুদের মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে যায়। তারা তাদের চার পাশের পশুপাখী, গাছ, ফুলের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পায়।

বাংলাদেশে নূতন করে এ জাতীয় শিশুদের মন-কাড়া বই লিখেছেন, শিশু গল্পের রাজা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তাঁর টুনটুনির বই-এ। বহু-বছর পূর্বে এ বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আজও তার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কোন্ শিশু ভুলতে পারবে, টুনটুনি কি করে রাজার মোহর ঘরে তুলে রাজাকেই জব্দ করেছিল—ছাগলছানা সিংহের মামা নরহরি দাস সেজে কি করে শেয়াল আর বাঘকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল—আর কি করে

উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল
নদীর জল ফেনিয়ে গেছে,

হাতির লেজ খসে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল,
রাণীর হাতে থালা আটকাল,
পিঁড়িতে রাজা আটকাল—

কি করে পান্তাবুড়ি চোর ধরেছিল, বুদ্ধুর বাপ কি করে বাঘদের ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি বাঁধন দেখিয়ে তাড়িয়েছিল; শেয়াল পণ্ডিত কি করে কুমিরের সাতটা ছানা খেয়েও বুদ্ধির জোরে কুমিরের হাত থেকে বেঁচেছিল! এসব কাহিনী যে শিশু একবার শুনেছে, সে কি আর ভুলতে পারে?

বাল্যকালই হচ্ছে শিশুর অন্তরে মহৎ আদর্শের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তাই আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে কাহিনী তাদের কাছে সুন্দর করে বলতে পারলে, তারা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও মহৎ আদর্শের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে। রামের পিতৃসত্য পালন, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, হনুমানের প্রভুভক্তি, সীতা উদ্ধারের জন্য জটায়ুর অপূর্ব আত্মত্যাগ; যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, ধর্মের জন্য পাণ্ডবদের দুঃখ বরণ, গান্ধারীর মহৎ ঔদার্য্য, পিতামহ ভীষ্মের পিতৃভক্তি, কর্ণের বীরত্ব ও মহত্ব, নর ও নারীর এইসব শ্রেষ্ঠতম বীর্য ও শুচিতার আদর্শ শিশুদের সরল হৃদয়ে সহজেই গভীর রেখাপাত করে। এসব কাহিনী তো শুধু ধর্মকথা নয়। এর মধ্যে আছে—মনোহর গল্পের স্বাদ। যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদের হরিভক্তির সুন্দর কাহিনী, তেমনি উপনিষদের নচিকেতা, উদ্দালক, আরুণি শ্বেতকেতু ও সত্যকামের গুরুভক্তির কাহিনী, ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর অপূর্ব মনস্বিতা, শিশুদের স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ করে। সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান, শৈব্যা-বেহুলার উপাখ্যানে ভারতের নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ চিত্রিত। তাই ভগিনী নিবেদিতা কত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই সব পুণ্য কাহিনী সংগ্রহ করে, সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর Cradle tales of Hinduism-এ। শুধু পুরাণ কাহিনী এবং কল্পনার রাজ্যেই শিশু বাস করবে না। নিজ দেশ, কাল এবং আধুনিক যুগে মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে যে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করছে, তার সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটাতে হবে। আমাদের দেশের ইতিহাসে যাঁরা বীর ছিলেন, মহৎ ছিলেন—অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, আকবর—যাঁরা মানুষকে ভালবেসেছিলেন—যাঁরা হৃদয়ের দিক দিয়ে মানুষকে এক করতে চেয়েছিলেন নানক, কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ;—যাঁরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন—প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, গান্ধীজি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র—যাঁরা ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন—কানাইলাল, ক্ষুদিরাম—যাঁরা জ্ঞানে বিদ্যায় হৃদয়-বত্তায়, শৌর্যেবীর্যে দেশের মুখ উজ্জ্বল

করেছেন—যাঁরা কুসংস্কারের অন্ধকূপ থেকে দেশের মনকে উদ্ধার করেছেন—বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ডেভিড্ হেয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র, সি, ভি, রমণ, এদের জীবন ও কীর্তিকাহিনী সহজ করে শিশুদের গল্পের ছলে বললে, তারা নিজ দেশকে শিশুকাল থেকেই শ্রদ্ধা করতে ও ভালবাসতে শিখবে। তা ছাড়া, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী, এবং তাদের প্রয়োগে মানুষের জীবনে নানা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে, গল্পের মধ্য দিয়ে, ছায়াছবির মধ্য দিয়ে তা শিশুদের সামনে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করলে, শৈশব থেকেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মনে গড়ে ওঠে। ছড়ার মধ্য দিয়ে, গল্পে মধ্য দিয়ে, কবিতার মধ্য দিয়ে, মানবিক ঔদার্য ও রুচিবোধ যেমন শিশুর মনে সংক্রামিত হবে, তেমনি বস্তুনিষ্ঠা, সত্যানুসন্ধানে কৌতূহলও জাগ্রত হবে। সুস্থ সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে দুইয়েরই প্রয়োজন আছে।

নাট্যাভিনয়ঃ শিশুরা ছড়া, গল্প শুনবে। তা আনন্দের সঙ্গে নিজেরা আবৃত্তি করবে, বলবে, তা হলেই তাদের রসভোগ পূর্ণতর হবে। গল্প ও ছড়া তাদের মনে যে ছবি ফুটিয়ে তুলবে, তা তারা এঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করবে। এতে তাদের হাতের নিপুণতা যেমন বাড়বে, সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ও তেমনি বাড়বে। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি এসব ছড়া বা গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গল্পকে নাট্যরূপ দিয়েছেন ; অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুল, সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল সহজেই নাট্যরূপ দেওয়া যায়। সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়, উপেন্দ্র কিশোরের মজাদার গল্প গুপী গাইন ও বাঘা বাইনকে রূপালী পর্দায় জীবন্ত করে শিশুদের পরিবেশন করেছেন। রামায়ণ মহাভারতের বহু কাহিনী, ধাত্রীপান্নার অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী, প্রতাপাদিত্য বা শিবাজীর শৌর্যবীর্য ও দেশপ্রেমের কাহিনী, গান্ধীজির বাল্যকালের কোন কোন কাহিনী, সুভাষচন্দ্রের রোমাঞ্চকর বহু কাহিনীকে সহজেই শিশুদের উপভোগ্য নাট্যরূপ দেওয়া যায়। পশু, পাখী, পরী, রাজা, রাণী সাজতে তারা ভালই বাসে। পশুপাখী যখন তারা সাজে, তখন মুখোস ব্যবহার করবে। কি করে এসব মুখোস আর সাজ-পোষাক তৈরী করতে হবে, কি রং কোন পোষাকে মানাবে, মঞ্চসজ্জা কেমন হবে, এ সব নিয়ে আলোচনায় অনেক সময় তাদের বিস্ময়কর মৌলিকতা এবং রুচিবোধের পরিচয় মেলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রঙ্গমঞ্চে আবৃত্তি তারা আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যের (free) পরিচয় দেয়। সহপাঠী ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে যে সহজ সম্বন্ধ এ সব সমবেত আনন্দময় ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, তার মূল্যও শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য নয়। গল্প ও ছড়াকে কি করে আকর্ষণীয় নাট্যরূপ দিতে হবে শিক্ষিকার সে বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কিন্তু আসল কথা হলো, শিশুদের মনকে বুঝতে পারা ও তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধের ক্ষমতা থাকা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিশুদের আনন্দ দেবার জন্যে অনেক নাটক লিখেছেন বা কবিতা কিম্বা গল্পকে

নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং অনেক সময়েই এই বিষয়ে শিশুদের পরামর্শ নিয়েছেন। এতে শিশুরা বুঝতে পারে এ আনন্দ প্রচেষ্টা তাদের নিজের জিনিস—তাদেরই সৃষ্টি। শিক্ষিকাই স্থির করবেন কোন ছেলে বা মেয়ে কোন অংশ অভিনয় করবে বা আবৃত্তি করবে কিন্তু এখানে শিশুদের সকলকে জড়ো করে, তাদের পরামর্শ নিলে ভাল হয়। অর্থাৎ শিশুরা যেন বোধ না করে যে নাটকটি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে,—এটাতে যেন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সানন্দ সম্মতি থাকে। আর একটা জিনিস দেখা দরকার কোন ছেলে বা মেয়েই যেন একেবারে বাদ না পরে; সবাইকেই কিছু না কিছু কাজ দিতে হবে। কেউ যেন বোধ না করে যে তার কোন দাম নেই।

কবিতা: ছড়ার চেয়ে কবিতা কিছুটা পরিণত-বুদ্ধির শিশুদের পক্ষে বেশী উপযোগী। কবিতায় মিল ছন্দ যতি ইত্যাদির কিছু বাঁধন ও নিয়ম আছে; তা ছাড়া কবিতার সাহিত্যিক মূল্য উচ্চতর। কবিতার মধ্য দিয়ে ঘটে মানব মনের বিচিত্র ভাবের সূক্ষ্মতম এবং শোভনতম বিকাশ। কিন্তু ছোট শিশুরা মানব মনের বিচিত্র ভাব ও চিন্তার বিশ্লেষণে অসমর্থ, সুতরাং শ্রেষ্ঠ আত্মভাবী (lyrical) কবিতা শিশু শ্রেণীর উপযুক্ত নয়। তথাপি শিশুদের উপযুক্ত বহু ধরনের কবিতাও আছে, যা তাদের আকর্ষণ করে তাদের মনকে স্পন্দিত করে, রাঙিয়ে তোলে, উদ্দীপ্ত করে। শিশুদের উপযোগী কবিতাগুলিকেও কয়েকটি দলে ভাগ করা যায়:

(ক) প্রধানতঃ ধ্বনি-প্রধান কবিতা
(খ) চিত্রধর্মী বিভিন্ন ঋতুর কবিতা বা প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার কবিতা
(গ) শিশুর নানা কল্পনা ও বড় হওয়ার সাধ নিয়ে কবিতা
(ঘ) বীরত্বব্যঞ্জক বা করুণ বা মানবিক রসাপ্লুত কবিতা
(ঙ) প্রার্থনা বা দেশপ্রেম মূলক কবিতা
(চ) হাসির কবিতা

এখানেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিশুদের বয়স, রুচি, আগ্রহ এবং উপলক্ষ অনুযায়ী কবিতা নির্বাচন করতে হবে। ছোট বয়সের ছেলেমেয়েরা ছোট ধ্বনি প্রধান কবিতা, এবং হাসির কবিতাই বেশী পছন্দ করে! ক্রমেই তাদের কল্পনা ও আবেগ সমৃদ্ধতর হয় এবং তাদের কাছে অন্যান্য কবিতা, যেমন, বর্ণনাত্মক ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক কবিতা আকর্ষণীয় হয়। একেবারে ছোটদের ধ্বনিধর্মী ও হাসির কবিতার দুটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে:

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিয়ানোর গান:—তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন ফুল তার তুল্
তার তুল্ কোন ফুল?

নজরুলের খুকু ও কাঠবেড়ালী :

কাঠবেড়ালী ! কাঠবেড়ালী ! পেয়ারা তুমি খাও ?
গুড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ? বাতাবি নেবু ? লাউ ?
বেড়াল বাচ্চা ? কুকুর ছানা ? তাও ?
ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক
খাও একা পাও যেথায় যেটুক !
বাতাবি নেবু, সকলগুলো একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো !
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও ?
ছোঁচা তুমি ! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার ! যাও !

আর একটু বড় ৪।৫ বছরের ছেলে মেয়ে ধ্বনির সঙ্গে ছবি ফুটে ওঠে এমন কবিতায় রস পায়। যেমন :

দিনের আলো নিভে এলো
সুয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ্ করেছে
রঙের উপঁর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঢং ঢং।
ওপারেতে বৃষ্টি এলো
ঝাপসা গাছপালা,
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মাণিক জ্বালা,
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলে বেলার গান।
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ন'দে এলো বান।

আবার বর্ষার ছবি, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিরও ঝঙ্কার—

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে
বরষে রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে !
গগনে ঘন ঘটা
শিহরে তরুলতা,
ময়ুর ময়ূরী নাচিছে হরষে
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে !

গানের সুরের সঙ্গে এ কবিতা শিশুদের মনে বর্ষার 'জলতরঙ্গ' বাজিয়ে দেয়। শিশুদের মনে কত বিচিত্র সাধ। কবি জানেন ছোটদের মনের ঠিকানা: তাই তিনি দিতে পারেন তার সুন্দর প্রকাশ:

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে' ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা-ই চুড়ি চাই' সে হাঁকে
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছা করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি॥

শিশুর মস্ত সাধ, বড় হবার:

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব,
মা সে দিনে গঙ্গা স্নানের পরে
আসবে যখন খিড়কি-দুয়োর দিয়ে
ভাববে, 'কেন গোল শুনি নে ঘরে।'
তখন আমি চাবি খুলতে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে,
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি
খোকা, তোমার খেলা কেমন তরো?
আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
কত চাই মা, এনে দেব আবার।'

খোকনবাবু নিজেকে কল্পনা করবে 'কানাই মাষ্টার বলে', তার পোড়ো হয় বেড়াল ছানাটি। তার আবার ইচ্ছা করে' মধুমাঝির রাজগঞ্জের ঘাটে বাঁধা নিয়ে নৌকা যাত্রায়—

আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার॥

আবার খোকা বীরপুরুষ সেজে মাকে উদ্ধার করে আনে ডাকাতদের হাত থেকে

যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পাল্কীর উপরে—হা রে রে রে রে রে রবে বিকট চীৎকার করে !

খুকু রাণীদেরও কবি ভোলেন নি। কৌতূহলী মেয়ে কুড়িয়ে এনেছে পাখীর পালক, খুশিতে ভরপুর হয়ে—

লয়ে সে পালক কপোলে বুলায়
আঁখিতে বুলায় মেয়ে
বলে হেসে হেসে, ওমা দেখ দেখ
কী এনেছি দেখ চেয়ে।'
মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়া,
'কিবা জিনিসের ছিরি !'
ভূমিতে ফেলিয়া' গেল সে চলিয়া
আর চাহিল না ফিরি।
খেলাধুলো তার হল নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে—
ধীরে ধীরে শেষে দু'টি ফোঁটা জল
দেখা দিল দু'টি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে;
গোপনের ধন তার—
আপনি খেলিত, আপনি তুলিত,
দেখাত না কারে আর॥

এই অভিমানী মেয়েটির ছবি কি চার পাঁচ বছরের খুকুরাণীরই নিজের ছবি নয় ? তাই এই কবিতা নিশ্চয়ই তাদের আকর্ষণ করে।

শিশুর সঙ্গে মার নিবিড় ভালবাসা ও অভিমানের ছবি এ বয়সেও শিশুদের মিষ্টি লাগে। এখনও যে তারা মেঘগর্জন শুনে মার বুকে মাথা লুকায়। "ভয় করতেই ভালবাসি, তোমার বুকে চেপে।" মায়ের পরে শিশুর অভিমান কি সুন্দর ফুটেছে 'সমব্যথী' কবিতায়।

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্
আমায় করিস্ নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর।

কোথা থেকে এল এই কুকুর ?'
যা মা, তবে যা মা!
আমায় কোলের থেকে নামা
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে॥

এমন ছবি শিশুদের ভাল লাগে নিশ্চয়ই। মার সঙ্গে তাদের অনেক ঝগড়া, অনেক অভিমান মার উপর, মার শাসন পীড়নও তাদের সইতে হয়, তবু শিশু জানে মায়ের অন্তরের কথা,

খোকা বলেই ভালবাসি
ভাল বলেই নয়।'

এটাও সে জানে,

শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।

সহজ সরল স্তব, স্তোত্র, প্রার্থনার আলাদা একটা মূল্য আছে। বিমূর্ত ঈশ্বরের ধারণা শিশুদের মনে কোন দাগ কাটে না, কিন্তু সমাজের ধর্ম আচার বিশ্বাসের আবহাওয়ায় তারা বড় হয়ে ওঠে এবং তাই এসব স্তব, স্তোত্র পাঠ করে বা শুনে, একটা শুচিতা ও শ্রদ্ধার ভাব তাদের মনে প্রতিধ্বনিত হয়। তা ছাড়া ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কোন প্রার্থনায় পিতা ঈশ্বরের কাছে শিশুর আবদার সহজ ভাষায় ফুটে ওঠে এবং এমন প্রার্থনা তাদের ভাল লাগে। কারণ তেমন সহজ ছেলেমানুষী প্রার্থনা তো তাদেরই প্রার্থনা।

দেশ-প্রেম মূলক সহজ কবিতা বা গান, যেমন "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা" অথবা, "বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" বা, "আ মরি বাংলা ভাষা" তাদের মনে একটা অনির্দেশ্য অথচ সুন্দর ভাব সৃষ্টি করে। দেশ মাতৃকার এক স্পষ্ট ছবি তাদের মনে ফুটে উঠবে, এটা আশা করা যায় না, তবুও উপযুক্ত পরিবেশে শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত সম্মিলিত প্রার্থনা, ছোট শিশুর মনেও একটা প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আত্মত্যাগের অস্পষ্ট আবেগ সৃষ্টি করে। কিন্তু আসল কথা, সেই সুন্দর পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব খুব বেশী।

শুধু কথা নয়, শিশুরা চায় কাহিনী। তাই যেই সব কবিতায় আছে বীরত্বের কাহিনী, মহত্ত্বের কাহিনী, ত্যাগ ও করুণার কাহিনী অথবা মজাদার গল্পের স্বাদ তা ছোটদের ভাল লাগে। কিন্তু সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে, তাদের অভিজ্ঞতার জগৎ ছোট, তাদের কল্পনা অপরিণত, তাদের আবেগ প্রবল হলেও তার গণ্ডী সীমিত। তাই 'দেবতার গ্রাস' 'পূজারিণী', 'মস্তক বিক্রয়', বা 'সামান্য ক্ষতি'র মত সুন্দর কবিতা, আবৃত্তির বিষয় হিসাবে তাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু এসব কাহিনীর নাট্যরূপ ছোট শিশুদেরও আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ একথা বিশ্বাস করতেন যে শিশুদেরও ছোট বলে প্রকৃত সাহিত্যরসের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত করা উচিত

নয়। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের কালিদাস বা সেকস্‌পীয়র-এর কাব্যের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতেন। শিশুদের মন ভোলাবার জন্যে বড় বেশী সহজ ও রঙীন করে তাদের কাছে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ উপভোগের বস্তু উপবেশন করা তাদের বঞ্চিত করা। তিনি বলেছেন "ছেলেদের বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার যোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে। ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হ'তে থাকলে, যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা, তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে। তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্য-শূন্য করে দেওয়া স্বব্যবহার নয়।" একথা স্মরণ রেখে, 'কথা ও কাহিনী' থেকে এবং অন্যত্র থেকে শিখ ও রাজপুত বালকদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী শিশুদের আবৃত্তির জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। নকল দুর্গ, পণরক্ষা, বন্দীবীর, ক্যাসাবিয়ান্‌কা ইত্যাদি কবিতা আর একটু বড়দের উপযোগী হলেও, যথার্থ দরদের সঙ্গে আবৃত্তি করলেন ৪।৫ বৎসরের শিশুদের মনেও দাগ কাটে। কবিতা সু-আবৃত্তির উপর তার রসগ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করে। উচ্চারণ স্পষ্ট, কণ্ঠস্বর কবিতার ভাবানুযায়ী কখনও উচ্চ কখনও নীচ এবং আবেগের প্রকাশ যথাযথ ও সংযত হ'লে তবেই শিশুদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয় এবং তাদের মধ্যে তা হলেই সার্থক কাব্যরস সঞ্চারিত করা যায়। একথা মনে করা ভুল যে শিশুদের কাছে আবৃত্তি করতে হলে বা তাদের সঙ্গে কথা বলার সময়, তাদের অনুকরণে ভাঙা ভাঙা আধো-আধো কথা ব্যবহার করতে হবে। আবৃত্তি বা কথোপকথন শিশুদের ভাষা শিক্ষাদানের অঙ্গ এবং একেবারে ছোটবয়স থেকেই বড়দের কাছ থেকে বিশুদ্ধ ও আদর্শ উচ্চারণ শুনেই তারা নিজ ভাষার প্রকৃত ধ্বনি ও নিজস্ব ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়।[১]

ছড়ার বেলায় যেমন, কবিতার বেলায়ও তেমন, যা উদ্ভট, অসম্ভব, যা ওলোটপালট, যার পরিণতি অপ্রত্যাশিত তা শিশুর পক্ষে আমোদজনক এবং তার আকর্ষণও সর্বাধিক। সৌভাগ্যক্রমে বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় কবিতার কোন অভাব নেই। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ছবি থাকলে মজাটা আরো ভালো জমে, যেমন, যোগীন্দ্র নাথ সরকারের 'হাসি. রাশির', অনেক কবিতা এবং সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল ইত্যাদি। কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে:

১। Adults sometimes make the mistake of assuming that young children can understand only the so-called "baby talk." They stimulate him with this kind of jargon thus interfering with the child's ultimate mastery of adult symbols of expression. The model set for children should at all times be that type of language form which we expect him to use as adult.

Pintner, Ryan, West etc. Educational Psychology (College outline series) p. 175.

আমরা যেমন বীর শিশু
তেমন আর কে ?
ভয় ভাবনা কাকে বলে
কিছুই জানিনে !

ও বাবাগো, ওটা কিগো ?
জন্মে কভু দেখিনি কো—
এত বড় হাঁ !
আজকে বুঝি ফেল্লে গিলে
মা—গো—মা !

পালা পালা ছুটে পালা
আসছে তেড়ে বাগিয়ে গলা
ধরলে বুঝি শেষে !
কে আছিস্ ভাই, আয়না ছুটে
বাঁচিয়ে দেনা এসে !

বাপ রে বাপ বিষম সাহস
সন্দেহ কি তার,
বীর না হলে পাখীর ভয়ে
পালাবে কেবা আর !

'কাজের ছেলে'র মত হাসির কবিতা বাংলা ভাষায়ও দুর্লভ !

"দাদ্খানি চাল, মুসুরির ডাল
চিনি পাতা দৈ,
দুটো পাকা বেল, সরিষার তেল
ডিম ভরা কৈ ।"
"পথে হেঁটে চলি, মনে মনে বলি
পাছে হয় ভুল ;
ভুল যদি হয় মা তবে নিশ্চয়
ছিঁড়ে দেবে চুল ।
"দাদখানি চাল মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল
ডিম-ভরা কৈ ।"
"বাহবা বাহবা ভোলা ভুতো হাবা
খেলিছে তো বেশ !

দেখিব খেলাতে, কে হারে কে জেতে
কেনা হলে শেষ !
"দাদ্খানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দৈ,
ডিম-ভরা বেল দুটা পাকা তেল
সরিষার কৈ।"
ওই তো ওখানে ঘুড়ি ধ'রে টানে,
ঘোষেদের ননী ;
আমি যদি পাই, তা হলে উড়াই
আকাশে এখনি !
"দাদখানি তেল, ডিম ভরা বেল
দুটো পাকা দৈ
সরিষার চাল, চিনি পাতা ডাল।
মুসুরির কৈ !"
এসেছি দোকানে কিনি এই খানে।
যতকিছু পাই ;
মা যাহা বলেছে, সব মনে আছে,
তা'তে ভুল নাই !
"দাদখানি বেল মুসুরির তেল
সরিষার কৈ
চিনি-পাতা চাল, দু'টা পাকা ডাল
ডিম-ভরা দৈ।"

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' এতই জনপ্রিয় যে, যে বাড়ীতে ছোট শিশু আছে, সেখানে 'আবোল তাবোল' নেই, এটা কল্পনাই করা যায় না যেন। সেখানে 'বোম্বাগড়ের রাজা' 'ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ব ভাজা'; 'কুমড়ো পটাশ যখন হাসে, তখন রান্নাঘরের পাশে যাওয়া বিপজ্জনক; 'শিবঠাকুরের আপন দেশে' আছে একুশে আইন সর্ব্বনেশে'; সেখানে অফিসের বড় বাবুর গোঁফ চুরি যায়, সেখানে ভীষ্মলোচন শর্মার গানের গুঁতোয় মানুষ জখম হয় !

এমন কত কি উদ্ভট কল্পনার রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছেন শিশুদের প্রিয় কবি। 'হুঁকো মুখো হ্যাংলা—বাড়ী যার বাংলা—মুখে তার হাসি নাই দেখেছ ?' অথবা 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা বললে বলে, হাসবো-না-না-না-না ! এর মধ্যে বাংলাদেশের গোমড়া মুখো, অতি-পণ্ডিতদের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে তা ছোট শিশুরা বুঝবে না। কিন্তু কিম্ভুত

যে ছবি শিশুর মনে ফুটে উঠে, যে অপ্রত্যাশিত মিল বা ঘটনার পরিণতি শিশুকে হাসিয়ে দেয়, তা সব শিশুর রসবোধকে উদ্রিক্ত করে।

একটি নমুনা :

মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম ॥
বলব কি ভাই হুগলী গেলুম,
বলছি তোমায় চুপি চুপি
দেখতে গেলাম তিনটে শূয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি !!

বিদেশী ছড়া, গল্প ইত্যাদি

আজকাল কলকাতায় প্রায় সবগুলি বড় নার্সারী স্কুলই হচ্ছে English Medium Schools। এখন কতগুলি কারণে এটাই রেওয়াজ। এদের দেখাদেখি এখন পাড়ায় পাড়ায় English medium নার্সারী স্কুল অসংখ্য গজিয়েছে। এটা খুব সুলক্ষণ বলে মনে করি না। তবে এর মধ্যে এটুকু ভাল যে আজকাল বাপমায়েরা শিশুকাল থেকেই সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু সে কথা থাক্। এ সব নার্সারী স্কুলের শিশুরা গোড়া থেকেই ইংরেজী ছড়া ও ইংরেজী গল্পের বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। বাংলা ছড়া সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হয়েছে ইংরেজী ছড়া সম্বন্ধেও সে কথাগুলি প্রযোজ্য। একেবারেই ছোটদের কিছু ছড়া আছে যা ধ্বনি দিয়েই শিশুদের মনকে টানে—তাতে অর্থের বালাই সামান্যই থাকে : যেমন—

Little Miss Muffet
Sat on a tuffet,
Eating of curds and whey ;
There came a big spider
And sat down beside her
And frightened Miss Muffet
Away.

আবার কিছু কিছু ছড়া আছে যাতে সহজ ছবি ফুটে উঠে—যেমন

Baa, baa, black sheep
Have you any wool ?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.

One for my master
And one for my dame
One for the little boy
Who lives down the lane

আবার

Jack & Jill
Went up the hill,
To fetch a pail of water.
Jack fell down
And broke his crown
And Jill came tumbling after.

আবার কিছু ছড়ায় আছে আমোদের ছোঁয়াচ যেমন—

Humpty Dumpty
Sat on a wall
Humpty Dumpty
Had a great fall.
All the king's horses
And all the king's men
Could not put Humpty
Together again.

ইংরাজীতো বাংলা ভাষার চেয়েও সমৃদ্ধতর। কাজেই সে ভাষায় ছড়া ও গল্প আমাদের চেয়েও অনেক বেশী। তা ছাড়া সে দেশে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্যে শিশুদের এসব বই এমন সুন্দর রঙীন ছবি দিয়ে সাজানো, এমন পরিচ্ছন্ন ছাপা ও বাঁধাই যে, আপনিই তারা শিশুদের মন কেড়ে নেয়। আমাদের দেশেও কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে, সুন্দর বই, কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী নয়। যোগীন্দ্র সরকারের হাসিখুশী বা হাসিরাশি এমন চমৎকার শিশুদের উপযোগী বই, অথচ তাদের ছাপা ছবি, বাঁধাই তেমন চিত্তাকর্ষক নয়। সৌভাগ্যক্রমে উপেন্দ্রকিশোরের টুনটুনির বই, গুপীগাইন ও বাঘাবাইন, সুকুমার রায়ের, আবোল তাবোল, সুখলতা রাওয়ের 'নিজে পড়' ইত্যাদি বই, প্রতুল বন্দোপাধ্যায়ের 'এক যে ছিল শেয়াল' ও শিশির চৌধুরীর 'ওরাও জানে বাসতে ভাল' আকর্ষণীয়তার দিক দিয়ে বিদেশী বইগুলির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শিশুদের ছড়া ও গল্পের বই অবশ্যই এমন হওয়া চাই যা তৎক্ষণাৎ তাদের মন কেড়ে নেবে। ইংরেজী ছড়া ও গল্প সবই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়। ওদের দেশের সামাজিক পরিবেশের যে ছবি স্বভাবতই ওদেশের ছড়া ও গল্পে ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পরিচিত নয়। সুতরাং তার পুরাপুরি রসটা আমাদের ছেলেমেয়েরা পায় না।

তথাপি অনেক ছড়া আছে (যেমন উপরের ক'টি) যা আমাদের ছোট শিশুরাও বুঝতে পারে—ভাষার বাধা অতিক্রম করেও। তেমনি অনেক ছোট গল্পও আমাদের ছোটদের ভাল লাগে, যেমন, Red Riding Hood, Cinderella, Three Little Pigs, The Golden Goose, Snow-white and seven dwarfs ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথাটি আগেও বলেছি, শিক্ষিকার কল্পনার উজ্জ্বলতা থাকা চাই। শিশুর সঙ্গে শিশুর মন নিয়ে এক হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই। শিশুর কাছে এমনভাবে গল্প পরিবেশন করা চাই যাতে শিশুর মমত্ব-বোধ রামচন্দ্র ও সীতা, এমন কি মন্থরার প্রতিও প্রসারিত হতে পারে; টুনটুনির বুদ্ধি যেমন তার মনে প্রশংসা জাগাবে, নাক-কাটা রাজার জন্যেও তার মনে একটু সহানুভূতি জাগবে। বাস্তবিক পক্ষে শিশুদের হৃদয়ে স্বাভাবিক ঔদার্য থাকেই। কিন্তু গল্প যিনি বলবেন তার সে আর্টটি জানা চাই, শিশুহৃদয়ের সে সমপ্রাণতা আকর্ষণ করতে পারা চাই।[১]

জার্মানীতে Grimm শিশুদের জন্যে যে রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন তা এতই চিত্তাকর্ষক যে সেই বই (Grimm's Fairy Tales) ইয়োরোপের সব ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বাংলায়ও তার একাধিক অনুবাদ আছে। এ গল্পগুলির অনেক-গুলির সঙ্গে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কোন কোন গল্পের মিল আছে। আর একটু বড় ছেলেমেয়েদের জন্যে তেমনি আর একটি জনপ্রিয় গল্পের বই হচ্ছে Hans Andersen's Fairy Tales. আধুনিক কালে Lewis Carrol-এর Alice in Wonderlandও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আর একটু বড়দের জন্য Barrie-র Peter Pan and Wendy, Stevenson-এর Treasure Island, Swift-এর Gulliver's Travels, Defoe-এর Robinson Crusoe ইত্যাদি। এই শেষোক্ত বইগুলির সংক্ষেপিত ও সচিত্র রূপ ছোটদেরও আনন্দ দেয়।

একটা গুরুতর প্রশ্ন—এই ছড়া, রূপকথা ইত্যাদি শিশুদের শিক্ষোপকরণ হিসাবে ব্যবহারের সম্পর্কে উঠছে। সেটা হোল : এগুলি শিশুদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে সত্য, কিন্তু কল্পনা তো মিথ্যা; বাস্তব সত্যের দিক থেকে কল্পনা শিশুর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। বাস্তবিক পক্ষে, এই কারণেই মন্তেসরী এই কল্পনা-বিলাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে শিশুর সামনে যা বাস্তব সত্য, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিচার-গ্রাহ্য নির্ভুল তথ্য বা ঘটনা তাই শুধু উপস্থিত করতে হবে। সত্যের সংযত

১। To tell a story well demands imaginative insight; the power to project oneself into the thought and feeling of the characters; to feel sympathy both with the hero and the villain, for the distressed heroine, or the humblest little creature who, like Chicken Licken, makes such a terrible ado about nothing. For this reason, the best story teller will be one who has preserved something of the wonder spirit of childhood.

—E. G. Hume : Learning and Teaching in the Infants' School. p. 144

শাসনই হবে শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভিত্তি। তাই তাঁর শিক্ষানীতিতে কল্পনানিষ্ঠ ছড়া ও রূপকথার স্থান নেই। কিন্তু তাঁর এ মত অধিকাংশ শিক্ষাবিদ্‌ই গ্রহণ করেন নি। রাসেল্ বলেছেন যে যা কেবলই তথ্যগত. বৈজ্ঞানিক সত্য, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু নেই। যা তথ্যগত সত্য তা মনকে নাড়া দেবে তার অনুভূতিকে রঞ্জিত করবে, তবেই তা শিক্ষার বিষয় হিসাবে মূল্যবান হবে। কল্পনা ও আবেগকে শিশুর জীবন থেকে নির্বাসন দিলে শিশুকে সকলের চেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।[১] রবীন্দ্রনাথও বলেছেন ছড়াগুলিই শিশু সাহিত্য, তারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। তাহাদের ভাবহীনতা অর্থবন্ধন শূন্যতা এবং চিত্র বৈচিত্র্য বশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে, শিশু মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"

মন্তেসরী চেয়েছেন শিশুশিক্ষার সমস্ত সূত্র শিশু-মনোবিজ্ঞানের নির্ভুল সত্য থেকে অনুসৃত করে আনতে। কিন্তু শিশুর মনে 'জাতির উত্তরাধিকার' নানা কল্পনা যে বাসা বেঁধে আছে. তাকে তো নির্ভুল অঙ্কের ফর্মূলায় বাঁধা যায় না, যে দিকটা সম্বন্ধে মন্তেসরী অন্ধ।

তবে এটা ঠিক যে কেবলই ছড়া ও রূপকথার উদ্ভট কল্পনার রাজ্যে শিশুদের মন যদি বিচরণ করে, তা হ'লে এ আশঙ্কা থাকে যে, জীবনের সত্যসমস্যাকে সে খোলাচোখে না দেখে এবং তার সম্মুখীন না হয়ে, দিবাস্বপ্নের রাজ্যে পলায়ন করে, আত্মরক্ষার অভ্যাস সে আয়ত্ত করবে। বিশেষত যে শিশুরা বেশী অন্তর্মুখী (introvert) ও অতি কল্পনা বিলাসী তাদের সম্বন্ধে এ আশঙ্কাটি থাকে। এ বিষয়ে সাবধান হতেই হবে। "দিবাস্বপ্ন তখনই বিপজ্জনক যখন তা বাস্তব সমস্যা সমাধানের উদ্যমের স্থান গ্রহণ করে।" তবে একথা নির্ভয়েই বলা যায় যে অধিকাংশ শিশুই তার কল্পনার সজীবতা সত্ত্বেও বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে না।[২]

আর একটি আপত্তিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। কোন কোন রূপকথায় নানা প্রকারের নিষ্ঠুরতা হৃদয়হীনতা ও বর্বর উৎপীড়নের কাহিনী (বিমাতার হিংসুটেপনা, ডাইনী বুড়ী বা রাক্ষসের স্থূল জিঘাংসা ইত্যাদি) থাকে—কখনো থাকে নীচতা বা চালাকি করে জিতে যাওয়ার কাহিনী। এমন সব চিত্র

১। It is a dangerous error to confound truth with matter-of-fact. Our life is governed not only by facts, but by hopes: The kind of truthfulness which sees nothing but facts is a prison for the human spirit. To kill fancy in childhood is to make a slave to what exists, a creature tethered to earth and therefore unable to create heaven. Russell : On education p. 102

২। There are some who would deny a child the fairy tales and fables on the ground that they feed his tendency towards "compensatory fantasy". In the fairy tale a child is offered a magical solution of his difficulties in the place of strict endeavour on his own part. But even children of six are able to understand the difference between the facts or happenings of a fable, which may not be true to fact. —Hume : Teaching in the Infants' School. p. 145-147

শিশুদের রুচি ও কল্পনাপ্রবণ মনের সামনে উপস্থিত না করাই উচিত। তবে শিশুর বাস্তববোধ যেমন স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল, তেমন তার স্বাভাবিক নীতি-বোধও সহজে বিকৃত হয় না। রাবণের দশমুণ্ড আর পুষ্পকরথ শিশু কৌতুকের বিষয় হলেও, তার স্বাভাবিক সহানুভূতি সীতার প্রতিই শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

বর্তমানে রাশিয়া এবং আমেরিকায়ও আধুনিক যুগের উপযোগী করে শিশু সাহিত্যের সংস্কার সাধন হচ্ছে। যা নিতান্ত আজগুবী, সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরোধী এবং নিষ্ঠুরতা-সূচক এমন ছড়া, গল্প নূতন করে পুনর্লিখিত হচ্ছে, অথবা তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে রাশিয়াতে শিশু গল্পের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস সঞ্চারের চেষ্টা খুব সুস্পষ্ট।

শিশুদের ৭।৮ বৎসর বয়স হলে, তখন তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি ঘটে এবং তাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগে—ছড়া, কবিতা বা গল্পে বর্ণিত ঘটনা সত্য কিনা। এ বয়স থেকে রাক্ষস খোক্কসের গল্প তাদের তত আকর্ষণ করে না। এটা শুভ লক্ষণ।[১] বর্তমানে 'টারজান' 'অরণ্যদেব' ও 'বেতাল'কে প্রধান নায়ক করে কতকটা বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় সচিত্র ছোট ছোট গল্পের বই প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। এ সব বই বয়স্ক শিশুরা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা, অন্যায়ের প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা-এর মধ্যে দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, এটা ভাল। কিন্তু এখানেও রয়েছে বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে কল্পনার অবাস্তব মিশ্রণ। তাই এ বয়স থেকে সত্য ঐতিহাসিক বীরত্বের কাহিনী (তেন্‌জিং-এর এভারেষ্ট বিজয়, রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানী ও অসমসাহসী বীরদের মহাকাশ বিজয়) এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা মানব সভ্যতার অগ্রগতির সত্য কাহিনী তাদের সামনে উপস্থাপিত করা উচিত। আর তাদের সত্যানুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক সংশয়ের নিরসন করা নিশ্চয়ই উচিত। তাদের এই বলিষ্ঠ ও সুস্থ কৌতূহলকে তীক্ষ্ণতর এবং উদ্দেশ্যাভিমুখী করা উচিত।

সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সুস্থ বিকাশ—তার প্রয়োজন, তার আগ্রহ অনুযায়ী তার মনকে কৌতূহলী, সজীব কল্যাণদর্শাভিমুখী করে গড়ে তোলা। ছড়া, গল্প, কবিতা এ সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর মনকে সজীব করে তোলা।

১। Between six and seven years, children sometimes ask at the end of a story. 'Is it true?' This is probably a healthy sign that the age of complete credulity is passing and that the children are beginning to distinguish between fact and fancy.

—Hume : Learning and Teaching the Infants' school. p. 147.

একাদশ অধ্যায়

প্রাক্-পঠন স্তরের উপাদান

৩ বছর থেকে ৫ বছরের ছেলেমেয়েরা নার্সারী স্কুলে ভর্তি হয়। কখনো কখনো ২ থেকে ২½ বছরের শিশুদেরও নেওয়া হয়। আগে পাঁচ বৎসের বয়সে হাতেখড়ির পর বিদ্যালয়ে ভর্তির কথা চিন্তা করা হত। প্রথমেই শিশুদের সেখানে অ, আ—ক, খ করে বর্ণ পরিচয় করানো হত এবং গুরুমশাইর লেখার উপর দাগ বুলিয়ে তারা হস্তলিপি আয়ত্ত করত। এ সমস্ত পদ্ধতিই ছিল অন্ধ অনুকরণ। তাতে না ছিল আনন্দ, না ছিল বোধের দীপ্তি।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি শিশু মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক। আজকাল শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে অনুসরণ করে খেলার মধ্য দিয়ে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করে তোলা এবং বিভিন্ন পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকে সুশৃংখল করে তোলার দিকে। সুপরিচালিত ইন্দ্রিয় ও সুনিয়ন্ত্রিত পেশীই শিশুকে স্বাভাবিকভাবে আগ্রহান্বিত করে তুলবে ভাষা শিক্ষা ও লেখনের সাহায্যে আত্মপ্রকাশের দিকে। বাস্তবিক পক্ষে **নার্সারী স্তর বর্ণ পরিচয় ও হস্তাক্ষর লিখনের প্রস্তুতি মাত্র**। তাই বই পুস্তকের সাহায্যে বিধিবদ্ধ শিক্ষার কোন চেষ্টা এ স্তরে হয় না।

কি করে এই স্তরের শিশুদের বর্ণ পরিচয়—অ, আ—ক, খ, পাঠের জন্যে প্রস্তুত করা হয় ?

প্রথম উপায় হচ্ছে খেলার ছলে প্রশ্নোত্তর—কথোপকথন। শিশু নিজেকে ভাষায় প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু তার শব্দ সম্ভারের পুঁজি সামান্য, তার উচ্চারণের জড়তা এখন কাটেনি। এজন্যে তার মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে। উপযুক্ত গৃহ হ'লে শিশুর কথা বলার স্বাভাবিক আগ্রহে পিতামাতা ভাই-বোন উৎসাহ দেন, তার সঙ্গে কথা বলেন—তার কথা শুনলে আনন্দিত হ'ন। কিন্তু অনেক গৃহেই এ শিক্ষাটা সুশৃংখল ভাবে হয় না। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা খুব স্পষ্ট উচ্চারণে শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের উৎসাহ দেন নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে। যেমন ধরা যাক্, শিক্ষিকা ছেলে মেয়েদের জড়ো করে গল্প করতে বসলেন ; বললেন, "তোমাদের বাঘের গল্প বলব—কিন্তু কে কে তোমরা বাঘ দেখেছ ?" নিশ্চয়ই উৎসাহের সঙ্গে মণিকা, কানাই, আবদুল হাত তালি দিয়ে বলবে "দিদিমণি আমরা দেখেছি।" তার পর শিক্ষিকা এক এক করে তাদের বাঘ কেমন বলতে বললেন। কানাই বলল, 'বাঘ মস্ত বড়'। মণিকা বলল 'বাঘের গায়ে ডোরা ডোরা দাগ'। অবদুল বলল, "বাঘের থাবা আছে।" এবার শিক্ষিকা ওদের বললেন 'দেখি, কে পার বাঘ আঁকতে'।

সবাই বোর্ডে নিজের সাধ্যমত আঁকল! বলাই বাহুল্য, সে ছবি থেকে বাঘ চেনা যায় না। তবুও শিক্ষিকা সবাইর ছবিকেই প্রশংসা করলেন তারপর হয়তো তাদের ছবিতে কোনটায় লেজ দিলেন, কোনটায় ডোরা কেটে দিলেন, কোনটায় থাবাটা একটু ঠিক করলেন। তারপর বললেন, আমি এবার মণিকা, আবদুল আর কানাইর ছবি আঁকবো—আর বাঘের ছবি আঁকবো। তিনটি ছেলে মেয়ের ছবি আঁকলেন—দূরে একটা বড় করে বাঘ আঁকলেন। শিশুদের খুব আনন্দ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন "এ ছবির মধ্যে কে মণিকা? কানাই উঠে মেয়ের ছবিটা দেখিয়ে দিলে। কোনটা আবদুল? আবদুলই নিজের ছবিটা দেখিয়ে দিল। "তা হ'লে এটা কানাই?" কানাই ঘাড় নাড়লে। এবার শিক্ষিকা প্রশ্ন করলেন "ছবিতে সব নাম দেবো না?" সবাই উৎসাহের সঙ্গে বললো—'নাম দিন দিদিমণি'। শিক্ষিকা বললেন এই দেখ বাঘের নাম লিখি। বাঘের ছবির নীচে বড় করে নাম লিখলেন—**বাঘ**। মণিকা, কানাই ও আবদুলেরও নাম লিখলেন তাদের ছবির নীচে নীচে। এমনি করে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে—শুধু ছবির দিকে নয়, অক্ষরগুলির দিকেও। এমনি করে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে,—তাদের বাড়ীতে কে কে আছে? তারা কে কি খেয়েছে? কে কোন্ পাখী, কোথায়, কবে দেখেছে?—এসব আলোচনার পথেই তাদের উচ্চারণের জড়তা ভাঙে—নিজেকে স্পষ্ট করে প্রকাশের আগ্রহ বাড়ে—এবং শুধু ছবি নয়, অক্ষর দিয়েও বস্তুকে প্রকাশ করা যায়, এই বোধ তাদের জন্মে।

ছবি, ছড়া, গল্প, এই সবই হচ্ছে পঠনের ও লিখনের প্রস্তুতি। খেলনা, পুতুল, সবই শিশুদের আগ্রহের বস্তু—এই সব জিনিস শিশু নাড়াচাড়া করবে—তাদের নাম জানতে চাইবে এবং কিভাবে নামটা লিখতে হয় এ আগ্রহ শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে জাগ্রত হবে। এ আগ্রহ সৃষ্টি হ'লে তখন অক্ষর পরিচয় ও অক্ষর লেখন সহজ হয়।

নার্সারী বিদ্যালয়ে দেয়ালে দেয়ালে নানা পাখী, ফুল, জীব-জন্তু, এরোপ্লেন ইত্যাদির বহু পরিচিত জিনিসের ছবি থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলির নামও বড় বড় অক্ষরে ছাপা থাকবে। তা ছাড়া, অনেক রং-চং-এর ছবিওয়ালা অক্ষর পরিচয়ের বই শিশুরা সেখানে নাড়াচাড়া করবে। এ সবের মধ্য দিয়ে, অক্ষর বা বর্ণগুলি দিয়েই নাম লেখা হয়—এ কথাটা শিশুরা বুঝবে এবং বর্ণ পরিচয়ের আগ্রহ তাদের মধ্যে আসবে। বারে বারে শব্দগুলি শুনে শুনে এবং অক্ষরগুলি দেখে দেখে তারা সেগুলি চিনবে। গল্পের বই-এ এত মজার মজার গল্প থাকে, এটা বুঝলে, তখন তারা পড়বার জন্য আগ্রহান্বিত হবে। তারা তখন ছবি এঁকে, সেই ছবিতে আঁকা নানা জিনিসের নাম ও সে জিনিসের গুণ ও ক্রিয়া এ সবই তারা কথা দিয়ে প্রকাশ করতে চাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

শিশুর অঙ্ক শেখা

যখন এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করি তখন বুঝতে পারি যে শিশুর অঙ্ক শেখা ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। সংখ্যার জ্ঞান, বিভিন্ন পরিমাণের জ্ঞান, ও অঙ্কের বিভিন্ন পদ্ধতির জ্ঞান আরো অনেক বেশী কঠিন। পূর্বে শিক্ষার ভার যাঁদের উপর ছিল তাঁরা ভাষা শেখানো বা অঙ্ক শেখানো ব্যাপারে কতগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী শিশুদের শেখাতেন। এবং শিশুদের এ বিষয়ে কতগুলি প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ভাবে অনুসরণে অভ্যস্ত করতেন। শিশু কতটুকু ধারণা করতে পারছে, কতটুকু বুঝতে পারছে—সে বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করতেন না। শিশুর বিকাশের ধারা, তার আগ্রহ ও প্রয়োজনের কথা তাঁরা ভাবতেন না। তাঁরা ভাবতেন কতগুলি জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন 'বিষয়' আছে এবং শিক্ষা মানেই হচ্ছে শিশুকে সে 'বিষয়'গুলি কণ্ঠস্থ করিয়ে দেওয়া। শিশুরা 'বিষয়'গুলি সত্যই বুঝতে পারছে কিনা, কি করলেই বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুর 'বোধগম্য' হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তার ফলে প্রাচীন শিক্ষা শিশুর কাছে নীরস ও নিরর্থক মনে হত। শুধু শাসন তাড়নার ভয়েই সে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করত, "তিন্ ত্রিকুকে নয়," 'তিনের সঙ্গে তিনের যোগে ছয়' ইত্যাদি। তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হত না—কেন 'তিন্ ত্রিকুকে নয়' হয়, আর, কেনই বা তিনের সঙ্গে তিন যোগ করলে ছয় হয়—এ শেখায় শিশুর তাই কোন আনন্দ ছিল না।

অঙ্ক শেখা বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতি

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা নীতির এটাই গোড়ার কথা, যে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহই হ'বে সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি। আর শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ তখনই উদ্রিক্ত হয়, যখন তার জীবনের কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে তার যোগ থাকে। শিশুর ভাষা-শিক্ষায় স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, কারণ সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, অন্যের কাছে সে প্রশংসা পেতে চায়, তার প্রয়োজনের কথা সে মাকে জানাতে চায়। তিন বছরে সে সব কথা স্পষ্ট করে বলতে পারে না—তবুও সে তখন থেকে সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চায়। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ তাই অনুসন্ধান করেন—কোন্ বয়সে শিশুর প্রয়োজন কি, কিসে তার স্বাভাবিক আগ্রহ। সেই আগ্রহের সূত্র ধরেই শিক্ষক অগ্রসর হ'ন। এটাও আধুনিক শিক্ষাবিদ্ জানেন যে প্রত্যেক শিশুই এক একজন পৃথক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সত্তা, এবং সবাইকে ঢালাও একই ভাবে শিক্ষাদানের পুরাণ পদ্ধতি ভুল। এটাও তিনি জানেন যে, শিক্ষার প্রকৃত বিষয় হচ্ছে সমগ্র জীবন—সেখানে বিভিন্ন 'বিষয়' পৃথক করে চিহ্নিত করা

নূতন পদ্ধতিতে শিশুর আগ্রহই শিক্ষার ভিত্তি

শিক্ষার বিষয় সমগ্র জীবন

নেই। তাই আজ শিশু শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়কে পরস্পর যুক্ত করে অনুবন্ধ প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা (method of correlation)-কেই সবচেয়ে সফল পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

বিমূর্ত, নির্বস্তুক ও সার্বিকের ধারণা শিশু প্রথমে করতে পারে না

শিশু বস্তু (concrete) ও বিশেষকে (particulars) সহজে বোঝে। এটা আম, ওটা ছুরি, একটা বল, দু-তিন বছরের ছেলেরা এ ধারণাগুলি করতে পারে। কিন্তু বিমূর্ত ও নির্বস্তুকের (abstract) ধারণা এবং সাধারণ বা সার্বিকের (universal) ধারণা ধীরে ধীরে, জীবনের প্রয়োজনেই সে শেখে। সব জিনিসেরই পৃথক নাম আছে ; এই সহজ কথাটাও ছোট শিশুর ধারণায় থাকে না। তার কারণ, 'নামটা' তো একটা বিমূর্ত ও সার্বিক চিহ্ন, যদিও সে চিহ্ন দিয়ে কোন বস্তু বা বিশেষ গুণকে বোঝায়। ফজলীকেও বলি 'আম' ! ল্যাঙড়াকেও বলি 'আম', পেয়ারীফুলি বা 'দশেরী'কেও বলি 'আম', শিশু নিজ সংসারে অন্য দশজনের কাছে শুনে শুনে বা দেখে দেখে ওই জাতীয় বস্তু মাত্রকেই 'আম' বলে চিনতে শেখে। চোখ, কান, নাক ও জিহ্বা দ্বারা যে গুণগুলিকে সে প্রত্যক্ষ করে জেনেছে —তাদেরই একত্র করে অন্য দশজনের অনুকরণে, সে 'আম' এই শব্দটি দিয়ে সেই বহুগুণ-সমন্বিত বস্তুটিকে বুঝতে শেখে। আধুনিক শিক্ষক প্রথমে শিশুকে বস্তুগুলির সঙ্গে পরিচয় করান, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাম বলেন। তার পরে সেই বস্তুগুলির ছবি শিশুর সামনে রাখেন, এবং ছবির তলে তলে বস্তুর নামগুলি অক্ষর দিয়ে লিখে সেই চিহ্নগুলিই যে বস্তুগুলিকে বোঝায়, শিশুর মনে এ ধারণাটি জন্মান। এ ধারণা এক দিনে হয় না। ক্রমে ক্রমে শিশু বুঝতে পারে সব জিনিসের 'নাম' আছে, এবং বস্তুগুলিকে কথিত বা লিখিত কতগুলি চিহ্ন (symbols) দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এই চিহ্নগুলিই হচ্ছে ভাষা। শিশু আস্তে আস্তে বোঝে—'আম' এই চিহ্ন একটি বিশেষ রকম ফলের সমার্থক।[১]

বস্তু ও বিশেষ থেকে শিক্ষা ক্রমে ক্রমে নির্বস্তুক ও সার্বিক ধারণার দিকে অগ্রসর হবে

১। হেলেন কেলার বিশ্ববিখ্যাত মনস্বিনী অসমসাহসিকা এক নারী। তিনি খুব ছোট বয়সেই কঠিন অসুখে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারান। তা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষিকা ও নিত্য সহচরী মিস্ সুলিভ্যানের চেষ্টায় এবং নিজ ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি ধীরে ধীরে লেখাপড়া শিখেছিলেন, বক্তৃতা করতে শিখেছিলেন। সে কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও মনোরম। তাঁর বয়স যখন পাঁচ, তখন সুলিভ্যান তাঁকে নিয়ে বাগানে বেড়াতেন এবং তাঁর কানের কাছে বিভিন্ন জিনিসের নাম ধীরে ধীরে বারে বারে উচ্চারণ করতেন এবং তাঁর হাতের তালুতে জিনিসের নামগুলিও সঙ্গে সঙ্গে লিখতেন। একদিন এরকম বেড়াতে বেড়াতে Mug এবং Water এ দুটি নাম তাঁকে শেখাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেলার কিছুতেই এই দুইয়ের প্রভেদ বুঝতে পাচ্ছিলেন না। তখন সুলিভ্যান্ আর চেষ্টা করলেন না। পরদিন তিনি কেলারকে কুঁয়োর কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি লোক জল তুলছিল। সে জল কলের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে বাগানে নালার মধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছিল। সুলিভ্যান্‌ কেলারের হাত সেই জলের ধারার নীচে ধরলেন।

কিন্তু সংখ্যার ধারণা আরো বেশী কঠিন। কারণ, সংখ্যা কোন বস্তু বা গুণের চিহ্ন নয়। এ চিহ্নগুলি নির্বস্তুক ও সার্বিক। 'আম' বলতে নির্দিষ্ট কোন 'বস্তু'কে বোঝায়। কিন্তু 'দুই' বা '২' আমও হতে পারে, ঘুড়িও হতে পারে, ফুলও হতে পারে, গুণও হতে পারে। কাজেই সংখ্যার স্পষ্ট ধারণা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি শিশু দশ জনের কাছ থেকে এ সংখ্যাগুলি অন্ধ অনুকরণ দ্বারাই শেখে। কিন্তু এটাও ঠিক, শিশু তার ছোট বুদ্ধি দিয়েও, 'বড়-ছোট,' 'অনেক'—'কম-বেশী' ইত্যাদির ধারণা অস্পষ্ট ভাবে করে। তিন বছরের শিশুর ভাষা ফুটেছে, আইসক্রীম্ তার খুব ভাল লেগেছে ; সে চামচ এগিয়ে দিয়ে বলে 'আর এক্তু' (আর একটু) দাও'। হয়তো নিজের পুতুলটা কত বড়, তা হাত উঁচু করে দেখায়, বলে 'এক্তো বলো' (এত বড়)। এসব ক্ষেত্রে আপেক্ষিক পরিমাণের কিছু ধারণা শিশুর মনে জন্মে। পরে বিভিন্ন পরিমাণের দ্যোতক সংখ্যার ধারণা ধীরে ধীরে তার মনে স্পষ্ট হয়।[১] তারও আগে সে শুনে শুনে 'এক', 'দুই,' 'তিন', 'চার', বলে, যদিও তার মানে বোঝে না। তাই অনেক ওলট্ পালট্ও বলে—পাঁচ, তিন, সাত, বারো, দশ ইত্যাদি।

সংখ্যার ধারণা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট কঠিন

প্রথম শেখে বড় ছোট, কম-বেশী ইত্যাদি পরিমাণের প্রভেদ

শিশুর বাস্তব জীবনে পরিমাণের বিভিন্ন ধারণার ব্যবহারঃ তিন চার বৎসরের শিশুও তার সংসারে বিভিন্ন প্রকারের পরিমাণের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়। শুভো (৩ বছর) শোনে এবং বোঝে যে তাদের বাড়ীতে **অনেক** লোক, কিন্তু মিত্রা পিসীর বাড়ীতে মানুষ **কম** ; পিউ (৩½ বছর) জানে তার থালা গেলাস **ছোট,** কিন্তু বাবার থালা গ্লাস **বড়**। চন্দন (৪½ বৎসর) জানে যে মামাবাড়ী অনেকটা **দূর, দুবার** বাস পাল্টে যেতে হয়, **১ ঘণ্টার** উপর সময় লাগে ; কিন্তু জেঠুর বাড়ী কাছে—বাসে **১০ পয়সা** ভাড়া লাগে—**দশ মিনিটে** পৌছে যাওয়া যায়। তেমনি ছোট শিশুরা ভারী-হালকা, লম্বা খাটো এসব বিভিন্ন ধরনের **আপেক্ষিক প্রভেদ**

চমৎকার ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ কেলারের খুব ভাল লাগছিল। স্থলিভ্যান কেলারকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কয়েকবার উচ্চারণ করলেন 'ওয়টর্-ওয়টর্' আর সঙ্গে ছাত্রীর হাতের তালুতে আঙ্গুল দিয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুতবেগে কয়েকবার লিখলেন W-a-t-e-r।

হঠাৎ কেলারের মনে হল ওই শীতল স্পর্শ যার থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তারই নাম 'ওয়টর'। অকস্মাৎ একটা কালো আবরণ যেন মনের উপর থেকে সরে গেল। হেলেন কেলার বুঝলেন সব জিনিসের নাম আছে। নামগুলি নিরর্থক নয়, তারা কিছুকে বোঝায় লেখাগুলিও সেই জিনিসকে বুঝায়। হঠাৎ বোধির একটা দ্বার যেন খুলে গেল। আনন্দে ও উত্তেজনায় তিনি একদিনে অনেকগুলি জিনিসের নাম শিখে ফেললেন।

—Helen Keller : The Story of my life. pp. 23-24

১। Children acquire general concepts of muchness, moreness, bigness, and littleness relatively early. The child who has begun to use words is likely to demand 'more, more' of candy which he likes. When he has finished eating his food he may say "No more" or "A gone" (all gone) while he points to his empty dish. The use of word symbols probably results from his imitation of adult speech. He appear however to have some understanding of the meaning of thewords."

—Crow & Crow : Child Psychology (College Outlines Series). pp. 100—101

মোটামুটি ভাবে বোঝে। সংসারে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এ জ্ঞান সে আয়ত্ত করে। কিন্তু সংখ্যার নিজস্ব মূল্য (absolute value) আছে, একথাটা বুঝতে কিছু সময় লাগে। তবে বিভিন্ন প্রকার পরিমাণের বোধ থেকেই ক্রমে সংখ্যার বোধ শিশুর জন্মে।

বাড়ীতেই অবশ্য এই বোধের সূত্রপাত হয়, কিন্তু শিশু বিদ্যালয়ে নানা খেলা ও কাজের মধ্যে দিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে এ ধারণাগুলি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। মন্তেসরী এবং ডিক্রোলী পদ্ধতিতে এমন বহু কাজ ও খেলা আছে যার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্য দিয়েই এ শিক্ষা সুস্পষ্ট ভাবে শিশুরা লাভ করে। এ ব্যাপারে এই সহজ কথাটা মনে রাখতে হবে যে শিশুর পরিচিত চিত্তাকর্ষক জিনিসের মধ্য দিয়েই এই শেখার কাজটা এগিয়ে দিতে হবে।

শিশুর পরিচিত ও চিত্তাকর্ষক জিনিস থেকেই সংখ্যার শিক্ষা শুরু করতে হবে। খেলা এ শিক্ষায় সহায়ক

রঙীন বড় বড় পুঁতি, মারবেল, রঙীন্ চক, কাঠের রঙীন ব্লক্, প্লাষ্টিকের রঙীন বোতাম, পেন্সিলের মত রঙীন কাগজের ছোট ছোট লাঠি (spindles), **প্লাষ্টিকের রঙীন ফুল, ছোট ছোট পুতুল, রঙীন ছবি, তাস, কড়ি, তেঁতুল বীচি, এসব সহজেই শিশুর মনকে আকর্ষণ করে।** এবার খেলা শুরু করা যাক্।

একটি রঙীন্ বাক্সে অনেকগুলি সুন্দর পুতুল আছে, তার কিছু আকারে বড় আর কিছু আকারে ছোট। নমিতা, মালতী, সমীর, টুলু ও ছায়া এ পাঁচজনকে বলা হোল, তোমাদের সামনে টেবিলের উপর কতগুলো বাক্স আছে। তার থেকে একটা **ছোট** বাক্স **কাছে** আন আর **বড়** বাক্সটা একটু **দূরে** রাখ। বাঃ সুন্দর হয়েছে! এবার নমিতা, টুলু আর সমীর **বড়** পুতুলগুলি বেছে **বড়** বাক্সের পাশে পাশে সাজিয়ে রাখ, আর মালতী ও সমীর তোমরা **ছোট** পুতুলগুলি বেছে **ছোট** বাক্সে পাশে পাশে সাজিয়ে রাখ। তারা উৎসাহের সঙ্গে এ খেলার মধ্য দিয়ে 'ছোট-বড়' 'সামনে-দূরে' এসব ধারণা শিখবে। আবার খেলা একটু অন্য রকমও হতে পারে। বাক্সে শুধু বড় আর ছোট পুতুলই নেই, ভিন্ন ভিন্ন মাপের বোতাম, ব্লক্ এবং কাঠের টুকরাও এক সঙ্গে আছে। এবার একজন একজন করে ডেকে, ছোট জিনিসগুলি টেবিলের নীচের ড্রয়ারে, আর বড় জিনিসগুলি উপরের ড্রয়ারে গুছিয়ে রাখতে বলা হল। এতেও তারা পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করবার অভ্যাস যেমন আয়ত্ত করবে, তেমনি এক ধরনের জিনিসের এক একটা দল হয় এবং পরিমাণ অনুযায়ী জিনিসের পার্থক্য হয়, একথাগুলিও বুঝবে।

উদাহরণ

একধরনের জিনিস একত্র করা (sorting)

আবার কতগুলি সমান মাপের টিনের রঙীন কৌটোতে তেঁতুল বীচি ভরা আছে। বেশ ঝম্ ঝম্ করে বাজে। এবার ছাত্রছাত্রীদের 'ভারী-হাল্কা' অনুযায়ী কৌটো

শিশুদের খেলাধূলা ও কাজ

খড়দহ সন্দীপন শিক্ষায়তনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মন্তেসরী শিক্ষা উপাদানের কিয়দংশ । ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় মন্তেসরী বিভাগের সৌজন্যে ।

গুলি সাজাতে বল্লে, তারা বেশ খেলার ছলেই আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রভেদ স্পষ্ট করে বুঝতে শিখবে।

আবার শিক্ষিকা খড়ি দিয়ে আড়া-আড়ি ভাবে লাইন টেনে বলবেন "যারা লম্বা, তারা লাইনের ডান দিকে এসে দাঁড়াও, আর যারা খাটো, তারা লাইনের বাম দিকে দাঁড়াও। এবার সবচেয়ে যে লম্বা সে প্রথম দাঁড়াও, তার চেয়ে কিছু খাটো দ্বিতীয় এ ভাবে দুই দলে লাইন করে মুখোমুখি দাঁড়াও। দুই দল হাত বাড়িয়ে বিপরীত যে ছেলে বা মেয়ে আছে, তার হাত ধরো—তারপর জায়গা বদল করো।"

মন্তেসরী পদ্ধিততে পরিমাণ ও সংখ্যাজ্ঞাপক শিক্ষা উপাদান ঃ

মন্তেসরীর শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় কাঠের তক্তায় ছিদ্র করা, এবং সেই ছিদ্রগুলিতে ঠিক ঠিক বসবে (inset) এমন কাঠের সিলিণ্ডার—এরকম চার সেট্ শিক্ষা-উপাদান (একটা সেটে সিলিণ্ডারগুলি সমান আকার ও আয়তনের কিন্তু কেবলমাত্র উচ্চতায় প্রভেদ ; দ্বিতীয় সেটে দুটি মাত্রায় (dimensions) প্রভেদ, উচ্চতা এবং ব্যাস—এবং ক্ষেত্রফল অনুযায়ী টুকরোগুলি ক্রমান্বয়ে সাজানো আছে। তৃতীয় সেটে প্রভেদ তিন মাত্রায়ই (in three dimensions); চতুর্থ সেটেও সিলিণ্ডার গুলি তিন মাত্রায়ই প্রভেদ—কিন্তু তা বিপরীত-মুখী।) এ সিলিণ্ডারগুলির উপরে আংটা লাগানো আছে, তা দিয়ে এদের কাঠের তক্তায় নিজস্ব ছিদ্র থেকে তুলে নেওয়া যায় এবং স্বস্থানে বসানো যায়। এগুলি হাত দিয়ে তুলে, বসিয়ে, এবং চোখে দেখে, বিভিন্ন **পরিমাণের** শিক্ষা শিশুরা নির্ভুল ভাবে করতে শেখে। এ রকম আরো কয়েকটি উপাদান হচ্ছে, গোলাপী রংয়ের ক্রমশঃ সরু ও ছোট হয়ে যাওয়া কাঠের ব্লক্ দিয়ে তৈরী টাওয়ার (tower), কাঠের ব্লক্ দিয়ে তৈরী চওড়া সিঁড়ি, (broad stair) এবং সংখ্যা গণনার লাঠি (number rods)। মন্তেসরীর এ সব উপাদান বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুদের মনে বিভিন্ন মাত্রা বা পরিমাণের পার্থক্য খুব নির্ভুলভাবে জন্মে দেয়—এবং এগুলি নিয়ে খেলা করতে শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ পায়। মন্তেসরীর আবিষ্কৃত সংখ্যা জ্ঞান, সংখ্যা গণনা ও সংখ্যা গঠনের জন্য 'রঙীন পুঁতি', পুঁতি দিয়ে তৈরী কাঠি, সংখ্যা গণনার জন্য এবং যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেবার উপযোগী কাঠের লাল নীল রং-এ চিহ্নিত চৌকস্না বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কাঠিগুলি বাস্তবিকই অভিনব। যে সব শিশু-বিদ্যালয়ে অন্য বিষয়ে মন্তেসরী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না, তারাও অনেকে মন্তেসরীর অঙ্ক শিক্ষাদানের উপাদানগুলি ব্যবহার করে থাকে।[১]

১। Montessori : The Discovery of the Child, Figure facing p. 170, and Figure facing p. 328.

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার পাঠক্রম ঃ

১। আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে খেলার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মে দেওয়া।

২। খেলার মধ্য দিয়ে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শিক্ষা

৩। সংখ্যা চেনা ও লেখা।

৪। সহজ যোগের দ্বারা সংখ্যা গঠন ($5+1=6$; $2+3=5$; $9+9=18$ পর্যন্ত) ও সংখ্যা বিশ্লেষণ ($6=5+1$ ইত্যাদি), যোগ, বিয়োগ ও সমান চিহ্নের সঙ্গে পরিচয়।

৫। রৈখিক পরিমাণ (হাত, গজ, ইঞ্চি. সেন্টিমিটার ইত্যাদি) সম্পর্কে শিশুর মনে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া।

৬। সময়ের পরিমাণের (মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস) সঙ্গে পরিচয়।

৭। মুদ্রার সঙ্গে পরিচয়।

সংখ্যা গণনা ঃ আগেই বলেছি নির্বস্তুক সংখ্যার ধারণা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর, তাই বস্তুর সাহায্যে তাকে সংখ্যা গণনা শেখাতে হয়। নিজের দেহ শিশুর কাছে সব চেয়ে পরিচিত এবং যথেষ্ট কৌতুহলের বস্তু, তাই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় দিয়েই সংখ্যা গণনার পাঠ শুরু করা যেতে পারে। শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করবেন—'তোমার হাত কই ?' শিশু হাত দেখালে, শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করবেন—তোমার কটি হাত ? শিশু উত্তর দিতে না পারলে, তিনি তার ডান হাত তুলে বলববেন—এক ; তারপর বাঁ হাত তুলে বলবেন **দুই**। এইভাবে বারে বারে তার হাত, চোখ, কান, পা সবই যে 'দুই', তা দেখিয়ে, উচ্চারণ করবেন এক-দুই। শিশুকেও উচ্চারণ করতে বলবেন : এক—দুই। তাকে বিভিন্ন দ্রব্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বোঝাতে হবে যে, দুইটি চক্ষুও হতে পারে, দুইটি পাখীও হতে পারে, দু'টি বলও হতে পারে। প্রথম সংখ্যা পরিচয়ের সময় শিশুর সামনে এমন জিনিস উপস্থিত করতে হবে, যার সম্বন্ধে তার আগ্রহ আছে এবং যা সে হাত দিয়ে ছুঁতে পারে। ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বাড়িয়ে, বিভিন্ন জিনিষ সামনে রেখে, এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে হবে। তারপর, শিশু কতটা শিখেছে, তারও পরীক্ষা হবে, খেলার মধ্য দিয়ে। যেমন, একটা বাক্সে বড় বড় পুতি আছে। বড় ফুঁটোওয়ালা। ছুঁচও বাক্সে আছে, এবং রঙিন সুতো বা ফিতেও আছে। শিশুকে বলা হোল 'পাঁচটি লাল রংয়ের পুঁতি দিয়ে একটি মালা গাঁথ।' অথবা টেবিলে কতগুলি এক নয়া পয়সা ছড়ানো আছে। শিশুকে বলা হোল, 'যাও স্কুলের ভিতরের দোকান থেকে ছয় নয়া পয়সার একটা খাতা কিনে আনো।' এ রকম দোকান স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে চালাতে পারলে তাদের সংখ্যার ধারণা স্পষ্ট হয় এবং সংখ্যার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ আছে, তা তারা সহজে বুঝতে পারে।

হাতের কাজের মধ্য দিয়ে এবং ছবি আঁকা ছড়ার মধ্যে দিয়েও, সংখ্যার ধারণা শিশুদের মনের মধ্যে জন্মানো যায়। নীচে একটি সুপরিচিত ছড়া দেওয়া গেল। এ ছড়া আবৃত্তিতে শিশুরা যেমন আনন্দ পায়, ছড়া ও ছবির সাহায্যে সংখ্যার ধারণাও তাদের মনে গেঁথে যায় ;

মামাদের দরজায়
বাঘা থাকে এক ;
তেড়ে নাহি আসে, নাহি
করে ভেক্ ভেক্।
আমাদের পুকুরেতে
আছে বড় রুই ;
পশু আর মাছে মিলে
একে একে দুই।
মামাদের বাগানেতে
চরিছে হরিণ ;
দুই পশু এক মাছ
দু'য়ে একে তিন।
মামাদের রাঙা গরু
কিবা রূপ তার ;
তিন পশু এক মাছ
তিনে একে চার।
মামাদের বানরের
কি মজার নাচ!
চারি পশু এক মাছ
চারে একে পাঁচ।

মামাদের সাদা ভেড়া
উঠানেতে রয় ;
পাঁচ পশু এক মাছ—
পাঁচে একে ছয়।
মামাদের খরগোস
চাটে এসে হাত ;
ছয় পশু এক মাছ
ছয়ে একে সাত।
মামাদের পোষা মেনি
যেন বড় লাট!
সাত পশু এক মাছ
সাতে একে আট।
মামাদের রাজহাঁস
পুকুরেতে রয়,
পশু, পাখী, মাছে মিলে—
আটে একে নয়।
মামাদের চাকরের
হয়েছে বয়স,
সবে তারে ভালবাসে,
নয়ে একে দশ।

সংখ্যা গণনা সমস্ত অঙ্ক শেখার মূল :

সমস্ত গণিতের মূল হচ্ছে সংখ্যা গণনা। গণিতের চারিটি মূল ক্রিয়া—যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। এ সবক'টি প্রক্রিয়ারই ভিত্তি হচ্ছে গণনা— অথবা বলা যেতে পারে, এগুলি সংখ্যা গণনারই সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন পদ্ধতি। যোগে আমরা সংখ্যা গুণে গুণে এগিয়ে যাই—বিয়োগে আমরা সংখ্যা গুণে গুণে পেছিয়ে যাই ; আর গুণ, আর ভাগ তো যোগ বিয়োগেরই জটিলতর রূপ—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সময়-সংক্ষেপ।[১]

১। "All the rules of arithmetic are but expedients for shortening the time and labour of counting; and the result we arrive at tells us no more than we could discover by counting, they only tell it more quickly. Addition is counting forwards, subtraction is counting backwards; in multiplication and division we count forwards or backwards by leaps of uniform length.

—Ballard : Teaching the essentials of Arithmetic. pp. 58-59

বিমূর্ত সংখ্যার ধারণা প্রথম দিকে শিশুদের হয় না। গোড়ার দিকে সংখ্যা গণনার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর নামও শিশু করবে—যেমন তিনটি পুতুল, পাঁচটি ফুল, চারটি মেয়ে। পৃথক পৃথক বস্তুর ব্যবহার দিয়েই প্রথম সংখ্যা গণনা শুরু করা সুবিধা এবং ১২র বেশী অগ্রসর না হওয়া উচিত।[১]

সংখ্যা পড়া, লেখা ঃ

বিভিন্ন ছোট ছোট জিনিষ দশটি বাক্সে—প্রথম বাক্সে ১টি, দ্বিতীয় বাক্সে ২টি, তৃতীয় বাক্সে ৩টি এরকম করে ক্রমান্বয়ে, শেষ বাক্সে ১০টি পর্যন্ত সাজানো থাকবে। শিশু প্রথমে শিক্ষিকার দেখাদেখি বাক্স থেকে জিনিষগুলি একটি একটি করে আঙ্গুল দিয়ে তুলবে এবং আবার একটি একটি করে যথাস্থানে রাখবে এবং শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে বলবে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। এরকম বারে বারে বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগুলি বলে বলে শিশু গুণতে শিখবে এবং এটাও বুঝবে পাঁচটি আমও পাঁচ, পাঁচটি বলও পাঁচ, আর পাঁচটি পাখীও পাঁচ। এবার অঙ্কের সংখ্যাগুলি তাকে চিনতে হবে ও লিখতে হবে। এখানে মন্তেসরী প্রচলিত পদ্ধতি বেশ উপযোগী।

একটি বাক্সের পাঁচটি খোপে 0 থেকে 4 পর্যন্ত রঙীন পুঁতি বা রঙীন কাগজের ছোট ছোট কাঠি রাখা আছে। 0-টি শূন্য। সেই খোপে কিছু নেই। প্রত্যেক খোপের গায়ে 0 1 2 3 4 স্পষ্ট করে লেখা আছে। তারই পাশে একই সারিতে আর একটি বাক্সে পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও নয়টি একই রকম পুঁতি বা কাগজের রঙীন কাঠি রাখা আছে। আর প্রত্যেক খোপের নীচেই আবার 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, নয়টি কার্ডে বড় করে লেখা আছে। সংখ্যাগুলির উপর শিরীষ কাগজ আঁটা আছে। শিশু জিনিষগুলি চোখ দিয়ে দেখবে এবং উচ্চারণ করবে Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine. সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে শিশু সংখ্যাগুলির উপর দাগা বুলাবে। বারে বারে এ রকম অভ্যাস করলে শিশুরা সংখ্যাগুলির লিখিত রূপের সঙ্গে পরিচিত হবে। এ রকম ভাবে ফুল, ফল, পাখী, জন্তুর ছবি ছাপা আছে এমন কার্ডে সংখ্যানুক্রমে তাদের সাজিয়ে এবং প্রত্যেক ছবির পাশে স্পষ্ট করে সংখ্যাটি কথায় ও অঙ্কে লেখা থাকবে। এতেও শিশুর মনে অঙ্কগুলির লিখিত রূপ স্পষ্ট ভাবে ফুটবে। ক্যালেণ্ডারের পাতায়ও ১ থেকে ৩১ পর্যন্ত সংখ্যা ছাপা থাকে। রঙীন অক্ষরের ছাপা থাকলে শিশুদের কাছে তা বেশী চিত্তাকর্ষক হয়। কিছুদিন এ প্রকার আরো নানা ভাবেই শিশুকে সংখ্যার লিখিত রূপের সঙ্গে পরিচিত করানো দরকার। শিশু এটাও বুঝতে শেখে, সংখ্যাগুলি ক্রমিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সংখ্যাগুলি এবং তাদের লিখিত রূপগুলি নানা খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা আনন্দের সঙ্গেই আয়ত্ত করবে। তাদের মনে এই গর্ব আসবে যে তারা বড় হচ্ছে এবং বড়দের মতো তারাও অঙ্ক কষতে পারে। এ খেলাগুলির মধ্যে

১। Lodge, Sir O, : Easy Mathematics, p. 1

প্রতিযোগিতায় ভাব থাকলে আরো ভাল হয়। একটা বড় কার্ড বোর্ডের বাক্সে বেশ বড় বড় (তিন ইঞ্চি উঁচু) রঙীন অক্ষরে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 লেখা অনেকগুলি সাদা কার্ড আছে। সেগুলি বাক্সে উপুর করা আছে। ক্রমান্বয়ে সেগুলি সাজানো নেই। ছেলেমেয়েরা লাইন করে দৌড়ের ভঙ্গীতে দাঁড়াবে। শিক্ষিকা এক পাশে চেয়ারে বসবেন। ছেলেমেয়েরা যেন সব মোটামুটি একই বয়সের হয়। এবার শিক্ষিকা বলবেন—'যাও দৌড়ে বাক্স থেকে 5 সংখ্যাটি আমাকে এনে দাও, কে আগে পারে দেখি।' ছেলেমেয়েরা দৌড়ে গিয়ে কার্ডগুলি উলটিয়ে, 5 সংখ্যাটি খুঁজে নিয়ে আসবে। যে প্রথম শিক্ষিকার হাতে এনে কার্ডটা দেবে, সে জিতবে। অনেক বার এ দৌড়ের খেলার মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুলি এবং তাদের লিখিত রূপের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের পরিচয় পাকা হবে। এ জাতীয় অনেক রকম খেলা শিক্ষিকা নিজেই আবিষ্কার করতে পারবেন।

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই সংখ্যাগুলির সঙ্গে ভাল করে শিশুদের পরিচয় হ'লে তখন তাদের এ কথাটা শেখাতে হবে যে আরো অনেক বড় বড় সংখ্যা হতে পারে। সেখানে দুইটি, তিনটি, পাঁচটি বা আরো বেশী সংখ্যা পাশাপাশি বসে। কিন্তু সংখ্যা যত বড়ই হোক্, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 দিয়েই তারা গঠিত হবে। এগুলিই মূল সংখ্যা। 9 (নয়)-এর পর সংখ্যা বেড়ে যখন দশ হয়, তখন কি ভাবে তা প্রকাশ করতে হয়? তখন দু'টি সংখ্যা দিয়ে তা প্রকাশ করতে হয়, যেমন, 10। তখন আর একটি মাত্র সংখ্যা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। এর পর ক্রমান্বয়ে যত সংখ্যা বাড়বে ততই বাঁয়ে 1 লিখে তার পর 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 লিখতে হয়। তখন তাদের রূপ দাঁড়াল 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 অর্থাৎ দশের (10) পর, 10 আর 1 মিলে হল 11, 10 আর 2 মিলে হল 12 ইত্যাদি। 19-এর পর সংখ্যা বাড়লে, তখন আবার আগের মতই তা প্রকাশ করতে হবে, এ ভাবে; 20 21, 23 24 25 26 27 28 29। এর পর? তখনও একই নিয়ম। 2 দিয়ে লেখা সংখ্যাগুলি 29-এ এসে শেষ। এবার তাই 3 দিয়ে নতুন সংখ্যা-ক্রম শুরু হবে। তখন লিখতে হবে 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। এর পর 4-এর ঘরের সংখ্যাগুলি শুরু হবে। এর পর 5-এর ঘর, 6-এর ঘর, 8-এর ঘর এবং 9-এর ঘরে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলি ক্রমান্বয়ে বাড়বে। শিশুদের এটা ভাল করে বোঝাতে হবে যে ডান দিকে সংখ্যাগুলি যেমন 1, 2 করে বেড়ে বেড়ে 9-এ শেষ হয়, তেমনি বাঁদিকের সংখ্যাগুলিও 1, 2, 3 করে বেড়ে বেড়ে 9 এ শেষ হয়। দুই সংখ্যা দিয়ে গঠিত শেষ সংখ্যা 99—Ninetynine। এর পর এলো One hundred. এটা প্রকাশ করা হবে কি করে? এখানেও আগেরই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। এবার আর দু সংখ্যা দিয়ে চলবে না। এবার 1-কে বাঁদিকে আরো এক ঘর সরতে হবে এবং One hundred লেখা হবে—100 এভাবে। এর পর আবার একই নিয়মে One hundred and one (101), One hundred and two (102),

One hundred and three (103), এভাবে বেড়ে বেড়ে 109 এ শেষ হবে। এর পর One hundred and ten (110)। এর পর আগের মতই সংখ্যা ক্রম বাড়বে 111, 112, 113 ইত্যাদি 119 পর্যন্ত। এরপর 120, 121, 122। এভাবে বেড়ে বেড়ে এই সংখ্যাক্রম 129-এ শেষ হবে। এরকম করে 100-এর সংখ্যা 199 এ শেষ। তার পর 200। এ ভাবেই ডাইনে ও বামে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ঘুরে ঘুরে ক্রমান্বয়ে আসে। অবশ্য প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে 50 পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে শেখাই যথেষ্ট।

এই স্তরের শিশুদের পক্ষে 9 এর পর 10 ; 19 এর পর 20 ; 29 এর পর 30তে দিক পরিবর্তনটা বুঝতে কিছু সময় লাগে। কিন্তু একবার নিয়মটা আয়ত্ত করতে পারলে, তখন শিশুরাই এই সংখ্যাগঠনের খেলা নিয়ে মেতে থাকে। অনেকগুলি 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 সংখ্যা ছাপানো কার্ড একটা বাক্সে তাদের সামনে রেখে দিলে তারা তখন নিজেরাই ক্রমানুসারে 0 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা সাজাতে পারে ও পড়তে পারে।

কিন্তু সংখ্যাগুলির যে নিজস্ব মূল্য (intrinsic value) ও স্থানীয় মূল্যের (local value) প্রভেদ আছে তা বোঝা শিশুদের পক্ষে বাস্তবিক কঠিন। 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এগুলি সংখ্যাগুলির নিজস্ব মূল্য। কিন্তু 12-এ, 1 অর্থ 1 নয় ; 1 অর্থ 10 ; তেমনি 23-তে 2 মানে 2 নয় ; 2 মানে 20। আবার পূর্বে বলেছি 0 মানে শূন্য। কিন্তু কোন সংখ্যা 0-র বাঁয়ে বসলে তখন তা মূল্যবান্ হয়। এ কথাটাও শিশুর পক্ষে গোলমেলে। বাস্তবিক পক্ষে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে এ কথাগুলির তাৎপর্য শিশুদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। তারা সংখ্যাগুলি, তাদের ক্রমান্বয়তা, তাদের বৃদ্ধির নিয়মিত ছন্দ অনুকরণের দ্বারাই কতকটা যান্ত্রিক ভাবে শেখে। এর চেয়ে বেশী বোধ (understanding) তাদের কাছে আশা করাও উচিত নয়।

সংখ্যার দলগত অর্থ : সংখ্যা দিয়ে শুধু পৃথক পৃথক পৃথক ভাবে জিনিস-গুলিকে বোঝায় না। তিন মানে তিনটি জিনিসের একটি দল। পাঁচ মানে পাঁচটি জিনিসের দল। এক মানে একা একটি জিনিস। সংখ্যা প্রথম একটি একটি করে গুণে, শিশু তাদের সমষ্টিগত বা দলগত ভাবেও বুঝতে শিখবে। এভাবে অভিজ্ঞতা হলে, চোখে দেখেই শিশু বিভিন্ন দলকে পৃথক করতেও (Sorting) শেখে। এর জন্যে ডমিনো পদ্ধতি বেশ উপযোগী।

কিন্তু দলগুলি ঠিক একই ভাবে সাজানো থাকবে তা নয়। তাদের বিভিন্ন প্যাটার্নেও সাজানো যায়—পুঁতি গেঁথে, বা ফুল দিয়ে, কাঠের ব্লক সাজিয়ে শিশুদের মনে এ ধারণা জন্মে দেওয়া সহজ। যেমন পাঁচটি জিনিসের একটি দলকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ছকে সাজানো চলে :

```
  o        o                  o            oo
 oo       oo       ooo       ooo     oo     o
ooo       oo       oo         o     ooo    oo
```
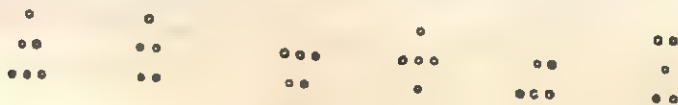
তাস দিয়ে পৃথক পৃথক সংখ্যা এবং তাদের দলগত রূপ শিশুদের শেখাবার আরো অনেক উপায় Drummond-এর Psychology of Number, Chapt. III এবং Punnett-এর Groundwork of Arithmetic, pp. 81-86 আলোচিত হয়েছে।*

সংখ্যা-জ্ঞানের পরীক্ষা : এবারে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদের সংখ্যাজ্ঞান এবং সংখ্যার লিখিতরূপের সঙ্গে তারা কতটা পরিচিত হয়েছে তার পরীক্ষা করা যেতে পারে। শিশুর সামনে অনেকগুলি কার্ড থাকবে, তাতে বিভিন্ন সংখ্যার ফুল, পাখী, ইত্যাদি আঁকা আছে। এগুলি সংখ্যার ক্রমানুসারে সাজানো নেই। শিশুকে চোখ বুজে যে কোন নয়টি কার্ড তুলে নিতে বলা হবে। একটা বাক্সে সংখ্যা স্পষ্ট করে ছাপানো অনেকগুলি কার্ডও থাকবে। শিশুকে বলা হবে প্রত্যেক ছবির কার্ডের নীচে ঠিক ঠিক সংখ্যার কার্ডটি সাজিয়ে রাখতে হবে।

সংখ্যা-জ্ঞানের স্মৃতি পরীক্ষা : মন্তেসরী শিশুদের সংখ্যার বাস্তব জ্ঞান এবং সংখ্যার স্মৃতি সম্পর্কে এক মজার খেলার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকগুলি সমান আয়তনের কাগজের স্লিপে বিভিন্ন সংখ্যা ছাপা আছে, বা লেখা আছে। স্লিপ্‌গুলি চার ভাঁজ করা। কি সংখ্যা ছাপা আছে দেখা যায় না। একটা বাক্সে এই স্লিপ্‌গুলি রাখা হ'ল। শিশুরা এক এক জন করে এসে, এক একটি স্লিপ্ তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে খুলে দেখবে কি সংখ্যা সে পেলো। স্লিপ্‌টি দুবার ভাল করে দেখে, সে নিজের ডেস্কে রেখে যাবে। তারপর উঠে সে শিক্ষিকার কাছে গিয়ে নিজের 'ভাগ্যে' যে সংখ্যা উঠেছে, তা তাঁর কানে কানে বলবে। শিক্ষিকা তখন তাকে একটি টেবিল দেখিয়ে দেবেন, যার উপর পুতুল, রঙীন পুঁতি, ইত্যাদি মনোহারী জিনিস স্তূপীকৃত করা আছে। শিক্ষিকা তাকে বলবেন তার 'ভাগ্যে' যে সংখ্যা উঠেছে সে অনুযায়ী তার পছন্দমত জিনিষ তুলে নিয়ে, সে নিজের জায়গায় গিয়ে খেলা করতে পারে। শিক্ষিকা এসে দেখে যান তার ডেস্কে রাখা স্লিপে ছাপা সংখ্যা এবং যে জিনিসগুলি সে নিয়েছে, তা মিলছে কিনা। ঠিক ঠিক নিয়ে থাকলে প্রশংসা করেন। মন্তেসরী বলেন যার ভাগ্যে 0 উঠেছে সে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়। কোন কোন ছেলের বা মেয়ের ক্ষোভ স্পষ্ট; আর কেউ কেউ বা তা গোপন করতে চেষ্টা করে। কোন কোন ছেলে বা মেয়ে তার কপালে যা উঠেছে— লোভের বশে তার চেয়ে বেশী জিনিষ নেয়। এ খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদের ব্যক্তি চরিত্রও বেশ ধরা পড়ে।[১]

---

* মন্তেসরীর মতে সংখ্যাজ্ঞান (পৃথক পৃথক ও দলগতভাবে) শিক্ষাদানের পক্ষে তাঁর ১ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দশটি রংকরা চৌপল কাঠিগুলি সব চেয়ে উপযোগী। প্রত্যেক কাঠিতে এক এক সেন্টিমিটার লাল ও নীল রঙে পৃথক করে চিহ্নিত আছে। পাঁচ সেন্টিমিটার কাঠিতে পাঁচটি, ছয় সেন্টিমিটারে ৬টি সমান বিভাগ থাকবে। এতে সংখ্যাগুলির এক (unit) সমান, এ ধারণাও স্পষ্ট হয়।

১। Montessori : The Discovery of the Child pp. 332-33

শূন্যের ধারণা সহজ নয় :

মন্তেসরী বলেছেন শূন্যের (zero) ধারণা শিশু প্রথম প্রথম করতে পারে না। শূন্য মানে যে 'কিছুই নয়'—এটা তারা বোঝে না। তাই তারা প্রশ্ন করে, 0 চিহ্নিত বাক্সে কি রাখবো? কি রকম খেলার মধ্য দিয়ে তিনি এটা শেখান তার বিবরণও তাঁর বইতে দিয়েছেন।[১] আরো মুস্কিল হয় যখন তারা শোনে যে 0 মানে 'কিছু নয়', কিন্তু তাদের বলা হয় 10 মানে 9+1। এটা তাদের শেখাতে কিছু সময় লাগে। Decroly এবং Montessori দুজনেই দশটি দশটি জিনিষের আঁটি করে বা দশটি করে পুঁতির মালা গেঁথে, দশের উর্দ্ধে দুই দশ, তিন দশ, চার দশ এরকম শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন।

সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণ :

সংখ্যার ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হলে, কিভাবে একের পর এক যোগ করে দুই হয়—দুই এর সাথে তিন যোগ করে পাঁচ হয়, তা শিশু বাস্তব জিনিস যোগ করে প্রথম শিখবে। একটা মারবেল, তার সঙ্গে আর একটা মারবেল যোগ করলে, দুটো মারবেল হয়; দুটো মারবেল এর সঙ্গে তিনটি আরো যোগ করলে পাঁচটি মারবেল হয়, এটা সে গুণে গুণেও দেখতে পারে। এই সংখ্যাগঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে ২+৩=৫ এবং লিখিত সংখ্যায় এটা প্রকাশ করতে হবে। এবার সংখ্যার তালিকা ব্যবহার করে শিশুকে শেখাতে হয়। এটা কিছুদিন বারে বারে করাতে হবে—যেমন,

১+১=২ ; ১+২=৩ ; ১+৩=৪ ; ১+৪=৫ এভাবে ১০ পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে।

তেমনিভাবে ২+১=৩ ; ২+২=৪ ; ২+৩=৫ ; ২+৪=৬ করে, ২+৮=১০ পর্যন্ত যেতে হবে।

এর পর ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি সংখ্যাও কিভাবে ১ যোগ করে করে ১০ পর্যন্ত এগিয়ে চলে তা শিশুকে শেখাতে হয়।

এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত যোগ ও বিয়োগ এবং যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির চিহ্ন ব্যবহার :

মন্তেসরীর পদ্ধতিতে 1cm থেকে 10cm পর্যন্ত দশটি চৌপল রঙিন কাঠি আছে। প্রত্যেক কাঠিতে লালের পর নীল এরকমভাবে 1 cm, 1 cm চিহ্নিত করা আছে। এবার 10 cm লম্বা কাঠিটি মেঝেতে রাখা হ'ল। আর 6 cm লম্বা কাঠিটি তার নীচে রেখে বলা হল, "দেখতো আর কোন কাঠি এর সঙ্গে জুড়ে দিলে (অর্থাৎ যোগ করলে) উপরের লাঠিটার ঠিক সমান হয়।" তখন শিশু হয়তো 3 cm কাঠিটি 6 cm কাঠিটির সঙ্গে যোগ করল; কিন্তু দেখা গেল কিছু ছোট হচ্ছে। আবার 5 cm কাঠিটি জুড়ে দেখা গেল একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 4 cm

---

১। Montessori : The Discovery of the Child pp. 331-32

কাঠিটি যোগ করলে দেখা যাবে দুটো কাঠি একদম সমান হয়েছে। এবং লাল, নীল 1 cm রঙীন ভাগগুলি দুটো কাঠিতেই হুবহু মিলে যাচ্ছে। এবার আঙুল দিয়ে গুণে গুণে দেখলো, প্রথম কাঠিটায় 5টি 1 cm চিহ্ন আছে, আর দ্বিতীয় কাঠিটায় 4টি 1 cm চিহ্ন আছে। আর দেখল প্রথম লম্বা কাঠিটায় 10টি 1cm চিহ্ন আছে। খেলার মধ্য দিয়ে এবং চোখে দেখেও শিশু স্পষ্ট বুঝতে পারলে $6+4=10$। এখনই শিশুকে যোগ চিহ্ন (+) এবং সমান চিহ্ন (=) শেখাতে হবে। এবার শিশু নিজে নিজেই অন্য কাঠিগুলি নিয়েও খেলা করে পরিষ্কার শিখতে পারবে $9+1=10$; $8+2=10$; $7+3=10$; $5+5=10$; $4+6=10$; $3+7=10$; $2+8=10$; $1+9=10$। এও শিশু স্পষ্ট বুঝবে যে $3+7=10$; আবার $7+3=10$; কাজেই তারা সমান। তেমনি $6+4=4+6=10$; আবার 2টি 5 cm এর কাঠি জুড়লে 10 cm হয়, বা 5টি 2 cm কাঠি জুড়লে 10 cm হয় এটা $5\times2=10$, অথবা $2\times5=10$ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ গুণন চিহ্নের (×) সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় এবং গুণ যে পুনঃ পুনঃ যোগেরই ক্রিয়া, তাও শিশুর বোধে আনা যায়।

বিপরীতভাবে বিয়োগ প্রক্রিয়াও এই রঙীন লম্বা লাঠির সাহায্যে শেখানো যায়। 6 cm এবং 4 cm জুড়ে যে 10 cm লম্বা কাঠি তৈরী করা হয়েছিল, তার থেকে 4 cm কাঠিটা সরিয়ে নিলে 6 cm কাঠিটা থাকে ; অর্থাৎ শিশু নিজে হাতে খেলার মধ্য দিয়েই জানলো 10 বাদ 4 মানে 6। অর্থাৎ অঙ্কে এটা প্রকাশ করা যায় $10-4=6$। এখানেও শিশুকে বিয়োগ চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় এবং এটাও তাকে শেখানো যায় 10কে দুই সমান ভাগ করলে হয় 5 অর্থাৎ $10+2=5$। পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে এটা খুব কঠিন নয়।[২]

অনেক পরিবারে বা বিদ্যালয়ে Abacus বা Ball-frame-এর সাহায্যে সংখ্যা এবং সহজ যোগ বিয়োগের প্রক্রিয়া শেখানো হয়। এটা খুব দামী নয়। শ্লেটের মত আকারের একটি কাঠের ফ্রেমে সমান্তরালভাবে দশটি তার লাগানো থাকে। প্রত্যেকটি তারে দশটি করে রঙীন কাঠের বা কাঁচের ছিদ্রযুক্ত বল থাকে। বল-গুলির রং প্রত্যেক সারিতে বিভিন্ন। বলগুলি এপাশে ওপাশে নাড়াচাড়া করা যায়। কাজেই শিশুরা এটা ব্যবহার করে বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই সংখ্যা সম্বন্ধে এবং যোগ বিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

স্বতঃ-প্রবৃত্ত খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে ওজন, দৈর্ঘ্য, কাল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা : সব শিশুর বাড়ীতেই ওজন, দৈর্ঘ্য, কাল, মুদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের অনেক সময় দোকানে গিয়ে জিনিস কিনতে হয়। হয়তো ৫০০ গ্রাম লবণ, বা এক কিলো ডাল, তারা কিনে আনে। দোকানে তারা দাড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করতে

২। Montessori : The Discovery of the Child pp. 334-335।

দেখে। হয়তো দুধের বুথ্ থেকে দু বোতল হরিণঘাটার দুধ সে রোজ সকালে নিয়ে আসে।

শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুদের এই 'দোকান' সম্বন্ধে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতাকে খেলার মধ্য দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। তারা 'দোকান' 'দোকান' খেলা বেশ পছন্দ করে। শিশুদের দিয়েই বাঁশের কাঠি, সুতো আর কার্ডবোর্ড দিয়ে দাঁড়িপাল্লা তৈরী করানো যেতে পারে। মাটির ঢেলা, ইটের টুকরো দিয়ে বাটখারা তৈরী হবে। এতে নির্ভুল ওজন কিছু হবে না, তবুও এর মধ্য দিয়েই ওজনের ধারণাটা স্পষ্টতর হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বাগান থাকলে বড় শিশুরা সত্যিকার দাড়িপাল্লা ও বাটখারা দিয়ে সব্জী ওজন করে। কাতাই করার সময় কতটা তুলা নিয়ে ক'হাত সুতো কাটলো তার হিসাব রাখে। ছোট শিশুরা তা দেখেও অভিজ্ঞতা লাভ করে।

শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুর দৈর্ঘ্য মাপবার জন্যে গজ-ফিতে থাকে। তার ব্যবহার তারা সহজেই শিখতে পারে। তারা নিজেরাই তা দিয়ে একে অন্যের দৈর্ঘ্য দেয়ালের গায়ে দাগ কেটে মাপতে পারে। এতে তারা আনন্দও পাবে। যেখানে গজ-ফিতে নেই, সেখানেও হাত, বিঘত, আঙ্গুল দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের রৈখিক পরিমাপ তাদের করতে শেখানো যায়। নানা রকম খেলা এবং কাজেরও ব্যবস্থা করা যায়, যাতে এ ধারণাগুলি শিশুদের মনে স্পষ্টতর হয়। তাদের নির্দিষ্ট মাপের কাঠি বা কার্ডবোর্ড দিয়ে, সমান দৈর্ঘ্যের রঙীন কাগজ কাঁচি দিয়ে কেটে, ক্লাশঘর সাজানোর জন্যে শিকল তৈরী করা শেখানো যেতে পারে। বিভিন্ন দৈর্ঘের ফিতে বা কার্ডবোর্ড এক বাক্সে রেখে তাদের সমান দৈর্ঘ্যের কার্ডগুলি বেছে বেছে সাজিয়ে রাখতে বলা যেতে পারে।

সময় সম্বন্ধে ৩ বছরের শিশুর কিছু ধারণা বাড়ীতেই হয়ে থাকে। দিন ও রাতের প্রভেদ সহজেই হয়। তার পর ক্রমে সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, ও রাত্রির প্রভেদও তারা বুঝতে পারে। ঘড়ি দেখতে তিন বছরের অধিকাংশ শিশুই শেখে না। কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ মোটামুটি তার হয়। কলকাতার ছেলেমেয়ে জানে সকাল ৯টায় সাইরেন্ বাজে। দিদি সাড়ে চারটায় স্কুল থেকে ফেরে। বাবার ফিরতে আরো দেরী হয়—রাত ৮টায়; বিকাল ৫টায় তারা ভাইবোনে জলখাবার খায়। সময়ের এরকম উল্লেখ শুনে শুনে এবং ঘটনাগুলো দেখে দেখে শিশুর সময় সম্পর্কে ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়। পাঁচ বছর বয়সে ঘড়ি দেখতে শিখলে, সময়ের সূক্ষ্মতর পরিমাপ যথা, ঘণ্টা, মিনিট শিশু বুঝতে পারে।

দিন সম্বন্ধে শিশুর প্রথম ধারণা হয় বারের নাম দিয়ে। যদি সে স্কুলে পড়ে তবে সে জানে যে রবিবার দিনটি সবচেয়ে মজার, সেদিন স্কুল ছুটি। সাতটি বারের নাম ৪ বছরের শিশু মুখে মুখে বলতে পারে। এর পর তাকে ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করান যায়। তখন তাকে শেখানো যায়, ৭ দিনে এক সপ্তাহ, ৩০ দিনে এক মাস।

বারোটা মাসের ধারণা বিদ্যালয়ে ছড়া বা কবিতার মধ্য দিয়ে শিশু শিখতে পারে। সাধারণতঃ পাঁচ বছরের আগে তা হয় না। শিশু বিদ্যালয়ে ছেলেরা সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী রোজ ব্ল্যাকবোর্ডে বা বড় কার্ডবোর্ডে লিখে টানিয়ে রাখে। এটা তাদের সময় জ্ঞানের পরিচায়ক। যেমন:

আজ———বার।
এটা———মাস। এটা———সাল (খৃষ্টাব্দ)
ছাত্রসংখ্যা উপস্থিত———
মোট ছাত্র সংখ্যা———
ছাত্র সংখ্যা অনুপস্থিত———
স্কুল বসেছে———টায়।
ছুটি হবে———টায়।

মুদ্রার সঙ্গে পরিচয়: বাড়ীতেই শিশুদের মুদ্রার সঙ্গে কিছু পরিচয় হয়। শিশুরা মুদ্রা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে। চার পাঁচ বৎসর বয়স হ'লে, পিতামাতা মাঝে মাঝে কিছু কিছু মুদ্রা শিশুদের সঞ্চয় করতে দিলে, তারা বিশেষ গর্ববোধ করে এবং নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পায়। এতে তাদের সঞ্চয়ের এবং হিসাব রাখবার অভ্যাসও হয়। এখন আমাদের দেশে দশমিক পদ্ধতির প্রচলন হওয়াতে হিসাব রাখা অনেক সহজ হয়েছে। চার পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঁচিশ, পঞ্চাশ ও একশত পয়সায় (একটাকা) মুদ্রা নেড়ে চেড়ে দেখে, তাদের আকৃতি, আয়তন, মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবে এটা বাঞ্ছনীয়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে মুদ্রার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে শিশুদের এর সম্বন্ধে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে এবং এই আগ্রহকে ভিত্তি করে শিক্ষা দেওয়াও সহজ।

মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় এবং এদের ব্যবহার সম্বন্ধে নানা খেলার মধ্য দিয়ে, শিশুদের এ বিষয়ে শিক্ষা অগ্রসর করে দেওয়া যেতে পারে। তারা কার্ডবোর্ড দিয়ে, মাটি রং করে, বিভিন্ন মুদ্রা তৈরী করবে এবং দোকানী, ষ্টেশন মাষ্টার, বাস কণ্ডাকটর পোষ্টমাষ্টার ইত্যাদি সেজে, জিনিসপত্র বিক্রি করবে, টিকিট বিক্রি করবে, এবং এগুলি বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, সঠিকহিসাব রাখবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের গণিতের জ্ঞান পাকা হবে।

Questions

1. Discuss the importance of nursery rhymes and fairy tales in the education of pre-primary children. Is the stimulation of imagination through these means always wholesome?

2. It is the earnest prayer of every teacher of children that she may be a good story taller. Why? What are the marks of a good story?

3. How would you employ conversation as a means of word-training? Show with the help of a concrete example how you would do it.

4. Indicate the importance of drawing, painting, and handicrafts in aesthetic training and for inducing muscular co-ordination, in children.

5. What are pre-reading materials? How are these to be usefully employed?

6. Why is the concept of number difficult for little children? Show how the concept of quantity may be developed through play and actual experience.

7. Indicate the use of Montessori materials for the development of the concept of number and quantity.

8. Indicate some plays through which children may be taught the ideas of weight, length height, volume and number. Show how you would teach children the value of different coins.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি পরিচয়

স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দময় খেলা ধূলা ও হাতের কাজই শিশুশিক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু উদ্দেশ্য শুধু আনন্দদান ও খেলাধুলাই নয়। এ সবের মধ্য দিয়ে শিশু শিখবে, জানবে, কৌতূহলী হবে, নিপুণতালাভ করবে এবং তার চারদিকের প্রকৃতি পরিবেশের এবং সমাজ পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন ছড়া বা গল্পের মধ্যেও বিভিন্ন ঋতু, ফুল, ফল, পশু পাখীর সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে। প্রকৃতি পরিবেশ সম্পর্কে কয়েকটি ছড়া বা কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে:

প্রভাত বর্ণনা:

রাত পোহালো ফরসা হোল
ফুটলো কত ফুল
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা
জুটলো অলিকুল।

গ্রীষ্মকালের ফলের নাম

শশা আর কলা খাও
খাও পাকা আম
আনারস, ডাব আতা
আর কালো জাম।

আষাঢ় মাসে রথের দৃশ্য

আষাঢ় মাস, চলল রথ
আঁকা বাঁকা সবুজ পথ।
ঢুলি ভায়া বাজাও ঢাক
ট্যাক্ ডুমাডুম্ ডুডুম্ ট্যাক্।

শীতের দুপুরের বর্ণনা

তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের' পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রংয়ের শাড়ি।

প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়েই সার্থক প্রকৃতি-পরিচয় ঘটে :

ফটোগ্রাফ্, সিনেমা ও ছবির মধ্য দিয়ে শিশুদের নানা প্রাকৃতিক দ্রব্য ও ঘটনার সঙ্গে জীবন্ত পরিচয় ঘটানো আধুনিক শিশু বিজ্ঞানের সফল রীতি। এ সমস্ত উপাদানকে Audio-visual aids বলে। দূর দেশের নানা দৃশ্য, হিমালয় পর্বত, নায়াগ্রা জলপ্রপাত, অ্যামাজোন নদী, সাহারা মরুভূমি তো শিশুদের প্রত্যক্ষ করবার উপায় নাই। কিন্তু এ সমস্ত উপাদানের সাহায্যে এ সব দৃশ্য, নানা দেশের জীব, জন্তু, পাখীর ডাক, তাদের জীবন যাত্রা সিনেমা, টেলিভিসনের সাহায্যে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সামনে উপস্থিত করে তাদের আগ্রহী করে তোলা যায়, তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে এ সব সুযোগ-সুবিধা নেই বল্লেই হয়। কিন্তু আছে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে সফল করে জানবার সুযোগ। গ্রামে গাছ, গাছালী, ফুল, ফল চারদিকে ছড়িয়ে আছে; গৃহস্থদের অনেকেরই সব্জীর বাগান আছে; অনেকে গরু. ছাগল, হাঁস মুরগী পালেন। কাজেই এ সব পরিবারের শিশুরা প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ তাদের স্বাভাবিক। কিন্তু তা হ'লেও শিশুদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে না। শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুদের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক সুশৃংখল ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী জন্মে দেওয়া। এ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রকৃতির দ্রব্য ও ঘটনাকে দেখতে শিখলে, তাদের সঙ্গে জীবনের সুসামঞ্জস্য বিধান (proper adjustment) সহজ নয়। সমস্ত শিক্ষারই তো এটা একটা মূল উদ্দেশ্য, জীবনের সঙ্গে জগতের সুসঙ্গতি বিধান। শিশুবিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মে দিতে পারেন, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষিকারা। এ রকম শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানেই শিশুরা তাদের পরিমণ্ডলী সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে সুশৃংখল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে শেখে। এরই নাম Environmental studies। ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা এ সবই এর অন্তর্গত।

শিক্ষিকারা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য শিশুদের নিয়ে কাছাকাছি, নদীর ধারে জঙ্গলে বা মাঠে বেড়াতে যেতে পারেন। ব্যাপারটা যেন বেশ 'খেলা-খেলা' ধরনের মজার জিনিস হয়। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক হবে। কোনদিন হয়তো উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন রকমের পাতা সংগ্রহ, কোনদিন বা নদী বা পুকুর থেকে নানা জলজ উদ্ভিদ বা শামুক গুগলী সংগ্রহ, কোনদিন নানারকম পাখীর পালক সংগ্রহ। এগুলি সংগ্রহ-ই বড় কথা নয়। এ দ্রব্যগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীকরণ ও নামকরণই হ'ল বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তি।

ফুল, পাতা, পালক, পোকা ইত্যাদি যাই সংগৃহীত হোল, বড় বড় খাতায় তাদের সুশৃঙ্খল ভাবে রক্ষা করতে হবে। তাদের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। চারাগাছ সংগৃহীত হলে, শিক্ষিকা, তার পাতা, ফুল

ফল, কাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন অংশ স্পষ্ট করে চিহ্নিত করে দেবেন। ফুল বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশ কেটে খাতায় আঠা দিয়ে আটকে তার নামগুলি শিক্ষিকা স্পষ্ট করে লিখে দেবেন। ছাত্রেরা যে যা পর্যবেক্ষণ করল, শিক্ষিকা তাদের নিয়ে বসে তা আলোচনা করবেন এবং এদের সঙ্গে আমাদের জীবনের কি সম্বন্ধ আছে, তা বুঝিয়ে দেবেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিশুরা অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে, শিক্ষিকার সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে শিখবে। এ শিশুরা এখনও ছোট, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন খুটিনাটি আলোচনার মধ্যে শিক্ষিকা যাবেন না। যারা ৬।৭ বৎসরের হ'য়েছে তাদের শিক্ষিকা সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা, মঙ্গল গ্রহ, শুক্রগ্রহ ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ চিনিয়ে দিতে পারেন এবং ধ্রুবতারা দিকনির্ণয়ে কি করে কাজে লাগে, মঙ্গল গ্রহ, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে মানুষের অভিযানের দুঃসাহসিক কাহিনী গল্পের ছলে শিক্ষিকা শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করে, তাদের বৈজ্ঞানিক কৌতুহল এবং দুঃসাহসিকতার স্পৃহা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কলকাতার ছেলেমেয়েদের বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামে নিয়ে গেলে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হবে এবং তারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রায় কাছাকাছি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করবে।

এ প্রকার ভ্রমণ বা অভিযানের পূর্বে শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা করবেন, কি তাদের পর্যবেক্ষণের বিষয় হবে, কোথায় তারা যাবে, কি ভাবে কাজে তারা অগ্রসর হবে। তারা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন করবে, নিয়ম কানুন স্থির করবে। যেমন ধরা যাক, কোলকাতায় চিড়িয়াখানা, বা শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেন্সে যাওয়া স্থির হ'ল। তখন ছাত্রেরা স্থির করে নিল যে, তারা দলপতির নির্দেশ অনুযায়ী চলবে; জন্তু জানোয়ারদের কোন প্রকার উত্যক্ত করবে না, বা বিনা অনুমতিতে কোন ফুল, পাতা ছিঁড়বে না। সেখানে গিয়ে যদি কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তবে ছেলেমেয়েরাই ঠিক করবে কি খাওয়া হবে, কে বাড়ী থেকে কি আনবে ইত্যাদি। সব ছেলেমেয়েদের উপরই কিছু না কিছু ভার থাকবে। অভিযান শেষে এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা হবে। এবং সংগৃহীত জিনিসের নমুনাগুলি ভবিষ্যৎ আলোচনারও উপাদান হবে। জীবন্ত মাছ, জলজ উদ্ভিদ, শামুক ইত্যাদি সংগৃহীত হলে, তাদের মুখ খোলা কাঁচের বৈয়মে রক্ষা করে, তাদের ব্যবহার, বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর ইত্যাদি (যেমন, কি করে ব্যাঙাচী থেকে ব্যাঙ হয়, কীরা অবস্থা থেকে শুয়োপোকা এবং তার থেকে কি করে গুটি কেটে প্রজাপতি হয়) পর্যবেক্ষণ করবে এবং সে পর্যবেক্ষণের ফল শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করবে। এসবের মধ্য দিয়েই বৈজ্ঞানিক, পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুরা অভ্যস্ত হবে।

উদ্যান রচনা, পশুপালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পরিচয়ঃ

প্রত্যেক উৎকৃষ্ট শিশুবিদ্যালয়েই ফুলের বাগন থাকে। তাতে শিশুদের মন প্রফুল্ল থাকে, সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞান বিকশিত হয় এবং বাগানকে অবলম্বন করে প্রকৃতি বিষয়ক নানা শিক্ষা দান করা সম্ভব হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে অনেক স্থানেই কৃষি এবং সব্জীক্ষেত থাকে। ফুলের বাগান বা সব্জী ক্ষেতের অংশ ছাত্রদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকা উচিত। শিক্ষক বা শিক্ষিকার সহযোগিতায় এবং নির্দেশে শিশুরা বাগানের বা ক্ষেতের নানা কাজ শেখে। তারা এতে প্রচুর আমোদ পায় এবং সৃজনের আনন্দের আস্বাদ পায়। এসব কাজের মধ্য দিয়ে জমির প্রভেদ, মাটির বিভিন্ন উপাদান, তাদের শ্রেণীবিভাগ—কোন্ মাটি কোন্ জাতীয় ফুল বা সব্জী বা ফলের পক্ষে উপযোগী, তা শিখতে পারে। কোন জাতীয় সব্জী বা ফুল বা ফলের জন্য কোন সার ব্যবহার উপযোগী, তাও তারা হাতে কলমে কাজ করে এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারে। বিভিন্ন ফুল বা ফলের বীজ বা চারা কোথায় পাওয়া যায়, কোন ঋতুতে কোন ফুল ফোটে বা কোন ফল ফলে; বীজ ও চারাগাছের শত্রু কি কি এবং কি ভাবে তাদের ধ্বংস করা যায়, কি করে বীজ বা চারা সংরক্ষণ করতে হয়, এই সব বাস্তবজ্ঞান হাতে কলমে কাজ করেই সবচেয়ে ভাল করে শেখা যায়।

আমাদের দেশে গ্রামে কৃষিজীবিদের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েদের (সহরের ছেলেমেয়েদের তো বটেই) গৃহপালিত পশু পাখীর সঙ্গে কোন পরিচয়ই প্রায় থাকে না। অবশ্য বড়লোকের ঘরের ছেলেমেয়েরা সখ করে কুকুর বিড়াল পোষে। কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকার ছেলে মেয়েরা শিশুকাল থেকেই ছাগল, শুয়োর, ভেঁড়া, গরু, কুকুর, বেড়াল, হাঁস, মুরগী—অধিকাংশ গৃহস্থ গৃহেই পালিত হয় বলে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়। ওসব দেশ মাংসভোজী এবং ওসব পশুপাখী মানুষের জীবন ধারণের পথে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই শিশুকাল থেকে ছড়া ছবি গল্পের মধ্য দিয়ে তারা শিশুদের মধ্যে পশুপাখীদের সম্পর্কে একটা সহৃদয় কৌতূহল সৃষ্টি করে। তা ছাড়া, কৃষিখামারে, ঘোড় দৌড়ের মাঠে, সার্কাসে, সৈন্যদের কুচ কাওয়াজের সময় তারা সুন্দর তেজী ঘোড়া দেখে। ঘোড়ার গল্প শোনে। ঘোড়া কুকুর ইত্যাদি সম্পর্কে ওদের আন্তরিক প্রীতি আছে। সত্যি ওরা জন্তু জানোয়ারকে ভাল বাসে। সে দেশে শিশু শিক্ষায় পশুপাখীদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত। আমরা নিজেদের অত্যন্ত আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন বলে ঘোষণা করি এবং বলি সমগ্র জগৎ-জড় এবং জৈব-একই ব্রহ্মের প্রকাশ। কিন্তু আমাদের দেশের মত জীবজন্তুর প্রতি নির্মমতা আর কোন দেশেই বুঝি নাই। এই দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন আমাদের জীবনের প্রয়োজনেই আজ নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হ'লে আমাদের কৃষি ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক সংস্কার যেমন

প্রয়োজন তেমনি আমাদের উদ্ভিদ, পশুপক্ষী ইত্যাদি সম্পদেরও সদ্ব্যবহার অপরিহার্য। এ জন্যে শিশুকাল থেকে এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুরা যদি পশুপক্ষী পালন সম্পর্কে পিতামাতাদের কাছ থেকে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখে, তবেই সে শিক্ষা সার্থক হয়। অধিকাংশ শিশু-বিদ্যালয়ের পক্ষেই পশু পক্ষী পালনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা যেখানে সম্ভব, সেখানে শিশুদের পশু পক্ষীদের সম্পর্কে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দান সব চেয়ে সহজ হয়। ফোঁকর-ওয়ালা কাঠের বাক্স, বা খড় বিছানো বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি, চালের নীচে নিরাপদ জায়গায় রাখলে, তাতে পায়রা, চড়ুই পাখী এসে আশ্রয় নিতে পারে, ডিম পাড়তে পারে। তা হ'লে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে তাদের পর্যবেক্ষণ করে পাখীদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পেতে পারে।

Questions

1. Show why Nature Study is important in Nursery Schools. How should you develop in children a scientific interest in natural objects and phenomena ?

2. "Various forms of constructive handwork and study of nature are means of awakening and exercising the inteliigence." Discuss

3. One of the aims of education is to adjust man to his enviroument. Show how nature study is helpful in this respect.

4. "Gardening is one of the most rewarding forms of nature study." Discuss

5. Show how children may be made interested in astronomy and the observation of natural phenomena.

চতুর্দশ অধ্যায়

শিশু শিক্ষায় সঙ্গীত

সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্থ সুসম ব্যক্তিত্ব গঠন। এই সুসম ব্যক্তিত্বের একটা দিক হচ্ছে রুচিবোধ, পরিমিতি বোধ, সৌন্দর্য বোধ। একজন শিশু শিক্ষাবিদ্ একথা বলেছেন যে শিশুপালনে সবচেয়ে মূল্যবান্ আন্তর প্রয়োজন হচ্ছে শিশুর অন্তরে সৌন্দর্যের পিপাসা জাগ্রত করা এবং তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা।[১] সৌন্দর্যবোধ হচ্ছে পরিমিতি বোধ, আর পরিমিতি বোধ নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

আমাদের শাস্ত্রে এই রসবোধের চর্চার জন্য চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ আছে। কিন্তু সমস্ত কলার শ্রেষ্ঠ কলা হচ্ছে সঙ্গীত—'গানাৎ পরতরং নহি'।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের সুপরিকল্পিত ব্যবহার নূতন হ'লেও, সর্বদেশেই বোধ হয় শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যাদায়িনী বাগ্‌দেবী সঙ্গীতেরও অধিষ্ঠাতৃদেবী—তাঁর এক হাতে পুস্তক আর এক হাতে বীণাযন্ত্র। কাজেই আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীতকে উচ্চতম স্থান দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এটিই গোড়ার কথা যে, শিশু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করবে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, সব দেশের সব শিশুই স্বাভাবিক ভাবে সঙ্গীত ভালবাসে। মা দুলে দুলে ঘুমপাড়ানী গান করেন, আর তারই ছন্দে অশান্ত শিশুর কান্না থেমে যায়। সে শান্ত হ'য়ে মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে।[২] একেবারে ছোট শিশুও গানের তালে তালে মাথা দোলায় হাত নাড়ে। গানের সুরে নাচের তালে শিশুদের মুখে হাসি ফুটে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে শিশুর অনুভূতির জগতে সঙ্গীতের প্রভাব অসামান্য। মনুষ্য জাতির আদিম ইতিহাসেও দেখি বীরত্বপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ সমস্ত অনুভূতির প্রকাশ মানুষ করেছে সঙ্গীতে মধ্য দিয়ে। সঙ্গীত মানুষের অনুভূতির তৃপ্তির সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক উপায়।[২]

সঙ্গীত যখন শিশুর স্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশের আদিমতম উপায় তখন শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক। শিক্ষাবিদেরা তাই একথা নানা

১। "There is not anything in all the nurture of a child of more intrinsic need than is the food for beauty."

২। Music expresses emotion, particularly the more vigorous and joyful emotions. Primitive man expresses the exhilaration of battle, the firece joy of victory. Music is above all, an expression of delight, which by expressing enhances it.

—Hume : Teaching in the Infants' School, p.155.

অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন, শিশুর স্বাভাবিক কোন্ স্তরের সঙ্গে কোন্ জাতীয় সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং কি ভাবে শিক্ষার বিভিন্ন কাজে সঙ্গীতকে সর্বাপেক্ষা সফল ভাবে ব্যবহার করা যায়। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের কোন্ স্তরে কোন্ আগ্রহটি স্বাভাবিক, সে অনুযায়ীই সঙ্গীত নির্বাচন করতে হবে। অনুভূতির উদ্রেক শুধু নয়, তার উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণও সুশিক্ষার অঙ্গ। শিশুর স্বাভাবিক আনন্দকে প্রকৃত রস-বোধের পথে অগ্রসর করে দিতে হবে।[১]

সঙ্গীত কি? তার বিভিন্ন উপাদান: Cecil Forsyth সঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সঙ্গীতকে আমরা বলতে পারি মানুষের অনুভূতির বিধিবদ্ধ সুশৃংখল প্রকাশ—যার প্রকাশ হয় ছন্দে এবং সুরে—Music may be described as the conventional expression of human feeling by means of Rhythm (that is to say idealised gesture) and Melody (that is to say *idealised* emotional cries). এই সংজ্ঞাকে আর একটু বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে "সঙ্গীত বুঝায় গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয় অর্থাৎ আদর্শ সঙ্গীত হবে, গান, বাজনা ও নাচের একত্র সমাবেশ। সঙ্গীতের প্রকাশ তাই তিনটি বিশিষ্ট ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হতে পারে—প্রথম কণ্ঠে সুরের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয় তালে তালে হাত বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনি তুলে, তৃতীয় নৃত্যের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনে (Eurbythmics)।[২]

শৈশব স্তরের উপযোগী সঙ্গীত: শিশু বিদ্যালয়ে একেবারে ছোটরা সহজ টানা সুরের গান শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে আনন্দ পায়। এ বয়সে তাল, মান, লয় ইত্যাদি বিষয় শেখাবার দিকে তাদের তাড়না না করলে তারা স্বাভাবিক ভাবে গানের সুরের মধ্যে ছন্দ, বিনা প্রয়াসে মনের মধ্যে গ্রহণ করে। কাজেই এই স্তরে (এবং সমস্ত স্তরেই) শিশুদের কাছে সহজ সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে, যার অর্থ তাদের কাছে মোটামুটি বোধগম্য হবে। গানের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ভাব তারা বুঝবে না, কিন্তু তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে তারা অবচেতন ভাবে যা গ্রহণ করবে, তা দ্বারা তাদের সুন্দর রুচি গঠিত হয়ে যাবে।

১। The influence of music on the emotions needs to be rightly understood. We must keep pace with the development of varying interests of the child and discover what is suitable for different ages and temperaments, so that the emotions may be rightly guided. Joy and appreciation, then, are the principal reasons for emphasizing the importance of giving music to the child in babyhood days.'

—Kenwrick: The child from Five to Ten. p-118.

২। There are, then, three distinct way in which musical impulses find direct expression, firstly, by the vocal movements of singing; secondly, by the movement of beating a rhythmic pattern upon some resounding object; and lastly, by the rhythmic movements of the body and limbs in dance.

Hume: Teaching in 'nfant's School. p-254.

নার্সারী স্তরে গানের ভাববস্তু এমন হওয়া উচিত, যাতে শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। তারা গানটি তাদের কণ্ঠে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করে তানে না তুলতে পারলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তারা যেন তাতে সহজ আনন্দ পেতে পারে।[১] যে সব গান বেশ দ্রুত তালে, যে সব গানে বেশী জটিলতা নেই শিশুরা সে গানেই প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারে।[২] যে সব ছেলেমেয়ের সত্যিকার সঙ্গীতের প্রতিভা আছে, তারা উপযুক্ত উৎসাহ পেলে, নিজেরাই নিজের মনের থেকে গান বা সুর তৈরী করে।

শিশুদের সুন্দর গান গেয়ে শোনাবেন মা বা শিক্ষকা। তাদের কান তৈরী হবে এবং এই শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের মনেও আগ্রহ জাগবে—স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কণ্ঠে গান ফুটবে, তার প্রকাশ যতই অপটু হোক না কেন।

শিশু যখন সঙ্গীত শিখে, তখন তিনটি জিনিস সে শিখবে: (১) বিভিন্ন সুরের প্রভেদগুলি কান দিয়ে সে বুঝবে এবং সুর ও বেসুরের প্রভেদ সে অনুভব করতে পারবে; (২) বিভিন্ন সুর যা সে শুনলো, নিজের কণ্ঠে সেই সুরগুলি আবার সে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবে; (৩) সঙ্গীতের তাল ও ছন্দ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন পেশীকে সক্রিয় করবে। মন্তেসরী সর্বত্রই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক শিক্ষার পক্ষপাতী। তাঁর আবিষ্কৃত Sound box এর সাহায্যে শিশুরা অল্প বয়সেই বিভিন্ন সুরের সূক্ষ্ম প্রভেদ বুঝতে শেখে। বিভিন্ন ঘণ্টা বা ঘণ্টগুচ্ছ দিয়েও তাদের সুরের কান তিনি তৈরী করেন। কোন্ কোন্ দুটি সুরের মধ্যে মিল আছে, কোথায় অমিল আছে, তা এর মধ্য দিয়ে শিশুরা বুঝতে শেখে।

এ বিষয়ে মন্তেসরীর মন্তব্য মূল্যবান্। তিনি বলেছেন কর্ণেন্দ্রিয়ের শিক্ষাই সঙ্গীত শিক্ষা নয়, কিন্তু এশিক্ষা সঙ্গীতশিক্ষার অত্যাবশ্যক ভিত্তি।[৩]

শিশুরা গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি বাজিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা হাত দুলিয়ে তাদের আনন্দ প্রকাশ করতে চায়। নাচের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ আসে আরো পরে। ছয় বছরের আগে নাচের উপযুক্ত দেহের ভার-সাম্য আসে না। মন্তেসরী তাই সঙ্গীত শিক্ষায় একটি লাইনে এক পা ফেলে ধীরে ছন্দিত গতিতে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষাকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। তার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর বিভিন্ন সুসমন্বিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচ্ছন্দ সঞ্চালনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই

১। Songs selected for children should reflect their own personal interests. The words and meanings should not go beyond their power of comprehension. It is much more desirable to have simple songs produced understandingly ...than to have more ambitious selections very badly rendered. Pintner, Ryan etc. Educational Psychology. p. 194.

২। Crow and Crow: Child Psychology. p. 115.

৩। One must not confuse the sense-education of the musical sense in general technique, which delimits it, with musical education. The sense-exercise represents the essential base for musical education. The child who has done such exercises is

অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে গান বা সুর বাজবে এবং শিশুদের সঙ্গীতের কান ও সঙ্গীতের কণ্ঠ তাদের সচেষ্ট প্রয়াস ব্যতীতই তৈরী হবে। কিন্তু বিভিন্ন নাচের তাল এবং ছন্দ বোধ পাঁচ বৎসরের পরেই কেবল আসতে পারে।

শিশুরা উচ্চশব্দ নিজেরা সৃষ্টি করতে ভালবাসে। এর মধ্য দিয়েই তারা নিজ শক্তির পরিচয় পায়। প্রথমতঃ ঢোল, করতাল ইত্যাদি যন্ত্র গানের সঙ্গে বাজাতে তারা ভালবাসে। উৎকৃষ্ট শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুর এই স্বাভাবিক আগ্রহকে দলগত Percussion Band (percussion কথার মানে হচ্ছে হাতের আঘাতে ধ্বনিত করা)-এর বহু যন্ত্রের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়। এতে সমবেত ভাবে ছন্দ ও তালের বোধ তাদের জন্মে। প্রত্যেক শিশুকেই এই ব্যাণ্ড বাজনায় নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। এতে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ে।[১]

এর পরে আসে ছন্দে ছন্দে নাচের শিক্ষা। এখানে শিশুরা জুতো খুলে শিক্ষিকার অনুকরণে নানা দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়ে কখনও ধীর কখনও দ্রুত গতিতে বৃত্তাকারে বা দুইয়ে দুইয়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরতে থাকে। এই নৃত্যের বহুবিধ রূপ আছে। কিন্তু ছোট শিশুদের পক্ষে সহজ ধরনের দেহভঙ্গী ও পদক্ষেপ সমন্বিত নৃত্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। সঙ্গে সঙ্গে গান ও বাজনা অবশ্যই চলবে। কোন্ সুর হালকা আনন্দের, কোন্‌টা যে সৈন্যদের বীরত্ব ব্যঞ্জক মার্চ, কোন্‌টা প্রার্থনা, এসব খুব জটিল না হলে, চার পাঁচ, বছরের শিশুরা অনেক সময় তা বেশ বুঝতে পারে এবং তার উপযোগী দেহভঙ্গী ও পদক্ষেপও তারা করতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা ও উৎসাহ পেলে চার পাঁচ বছরের কোন কোন ছেলেমেয়েও নৃত্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করতে পারে। মেয়েদেরই এ বিষয় সহজ প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

নানারকমের গানের সহযোগে খেলাও শিশুদের জন্যে রচিত হয়েছে। তার মধ্যে Musical chair সর্বাধিক সুপরিচিত। ব্রতচারী নৃত্য খুবই সুন্দর, শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দময় শিশুদের উপযোগী নৃত্য ক্রিয়া।

বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত : বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী নানা প্রকারের সঙ্গীত আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গীতকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ভজন বা ধর্মসঙ্গীত
(২) জাতীয় সঙ্গীত বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত
(৩) ঋতু সঙ্গীত
(৪) কর্ম সঙ্গীত

---

extremely well prepared for listening to music, and therefore for making rapid progress.
—Montessori : The Discovery of the Child. p. 186.

১। Percussion band বিলাতী ব্যাপার। আমাদের দেশে উৎসবাদিতে সঙ্গীতের যন্ত্র ছিল, ঢোল, খোল, করতাল, কাঁশী. ঘণ্টা। পাশ্চাত্য Band-এর যন্ত্রাদি হচ্ছে drums, bells, triangles, cymbal and tambourine, সঙ্গে সুর বাজে পিয়ানোতে বা কণ্ঠে।

(৫) শিশুমনের উপযুক্ত আদর্শ আছে যেসব গানে
(৬) খেলা হাসি আনন্দের গান।

সমস্ত বিদ্যালয়েই কাজ আরম্ভ করবার আগে জাতীয় সঙ্গীত বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সমবেত ভাবে গাইবার নিয়ম আছে। উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও শৃংখলার সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালিত হ'লে, শিশুদের হৃদয়ে দেশ সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করতে পারে, যদিও এই শিশু বয়সে 'দেশ' বা 'দেশপ্রেম' সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা শিশুদের মনে জন্মানো সম্ভব হয়।

৪।৫ বৎসরের শিশুদের কাছে কর্ম সঙ্গীত বা খেলা হাসি আনন্দের গানই বেশী আকর্ষণীয়।

শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা ঃ সঙ্গীত আনন্দের সহজ উৎস। তাই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতকে যুক্ত করতে পারলে তা আকর্ষণীয় হয়। বিদ্যালয়ে খেলা, ও গান বৈচিত্র্য আনে—শিশুদের আগ্রহকে স্বাভাবিক ভাবে আকর্ষণ করে' তাকে সজীব করে তোলে। এই সজীবতাই সমস্ত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার মূলে কাজ করে।

নির্দোষ নির্মল আনন্দের নিজস্ব দাম আছে। সুন্দর সঙ্গীতকে ভাল বাসতে শিখলে শিশুর পক্ষে তা একটি জীবন-ব্যাপী সম্পদ হয়ে থাকবে।

সঙ্গীত একাগ্রতা, বিচারশক্তি ও ধারণা শক্তির সহায়ক হয়।

সঙ্গীত সহযোগে সমস্ত কর্মই সহজ ও আনন্দময় হয়।

সমবেত সঙ্গীত পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহমর্মিতার পথ প্রস্তুত করে। সুস্থ সমাজজীবনের ইহা সহায়ক। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

সঙ্গীত সুরুচি ও মাত্রা বোধের ভিত্তি রচনা করে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মানুষ দুঃখের দিনে সান্ত্বনা পায়, সুখের দিনে সহজ আনন্দ প্রকাশের স্বাভাবিক পথ খুঁজে পায়।

ঋতু সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিশু তার চারপাশের প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে সহজ আনন্দের সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাই শান্তিনিকেতনে এই উৎসবগুলি এত আনন্দের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

ভগবত সঙ্গীত বা ধর্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিশু জগৎ ও জীবনের মূল উৎস ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

Questions

1. Indicate the importance of music in the education of children. Show how you can incorporate music in the school programme.
2. "There is not anything in all the nurture of the child of more intrinsic need than is the food for beauty." Discuss. Show how music satisfies this intrinsic need of the child.
3. "Joy and appreciation are the principal reasons for emphasizing the improtance of giving music to the child in babyhood. Discuss
4. "Music is for the child the simplest moral education." Discuss

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য হস্তশিল্প শিক্ষা

শিশু শিক্ষায় চিত্রাঙ্কন

মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দ যখন সে নিজেকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকাশ করতে পারে। এই আত্মপ্রকাশের মধ্যেই মানুষ নিজেকে সত্য করে আবিষ্কারও করে এবং নিজ মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়।

এ কথা প্রত্যেক শিশুর পক্ষেও সত্য। কিন্তু তার শক্তি সামর্থ্য সীমিত, তার বুদ্ধি অপরিণত। তাই তার আত্ম প্রকাশের প্রধান উপায় হচ্ছে খেলা, ছবি আঁকা, হাতের কাজের অনিপুণ চেষ্টা। হোক অপটু তার প্রকাশ, কিন্তু তাহার কোমল নমনীয় হাতের ও আঙ্গুলের পেশীর মধ্যে যে জীবন-শিল্পী জেগে উঠছে, সে নিজেকে জানাতে ও নিজেকে জানতে ব্যগ্র। এই সৃজনাকাঙ্ক্ষা শিশুর জীবনের একটি গভীরতম এবং বহু সম্ভাবনাপূর্ণ মৌল প্রয়োজন।[১] শিশুর নিজস্ব আত্মপ্রকাশের উপায় হচ্ছে খেলা। খেলাতেই শিশু সম্পূর্ণ করে শিশু —সেখানেই তার শৈশবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। চিত্রাঙ্কন, বা হস্তশিল্প বাস্তবিক পক্ষে খেলারই নামান্তর। এখানেও স্বাধীন আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্ম-উন্মোচনের প্রয়াস আত্মপ্রকাশ করছে।[২] সমস্ত শিল্পসৃষ্টি এবং সমস্ত খেলার প্রাণ-ধর্ম হচ্ছে আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ততা।[৩]

খেলা ও চিত্রাঙ্কন

১। It is in childhood that the motor mechanism is fixed, that the child is elaborating and stabilising by his own exertions the characters of his individuality and is obeying an invisible individual law. At this stage, the motor mechanism is in its sensitive stage and is quick to obey the hidden orders of nature. The child, therefore, experiences in every motor effort, the joyous satisfaction of responding to one of the necessities of life. Montessori : The Discovery of the Child. p. 258.

২। For a sane view of the child's tendency to draw and paint, we need to see it as a form of play. We find there all the marks of genuine play; we note the joyous abandonment to the task, their absorbed interest while the work is in hand and the feeling of intense satisfaction that accompanies its conclusion. Hume : Learning and Teaching in the Infants' School. p, 160.

৩। There is close affiliation of 'art' to 'play', since the soul of art, like that of play is the joyous exercise of spontaneity. Nunn. Education, Its data and first principles. p. 90.

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক শিশুবিদ্যালয়ে শিশুদের অঙ্কন সম্বন্ধে অনেক বেশী আগ্রহ দেখা যায়। শিশু মনোবিদ্‌রা সকলেই প্রায় একমত যে, শিশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে চিত্রাঙ্কনের যথেষ্ট মূল্য আছে। এতে শিশুর মনের স্বাভাবিক বিস্তার ঘটে, তার কল্পনা মুক্তি পায়, তার পেশী সঞ্চালন সুসমন্বিত হয়, তার অন্তরের নিরুদ্ধ অশান্তি ও দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয় এবং নিজের আত্মশক্তিতে আস্থা বৃদ্ধি পায়। এর মধ্য দিয়ে তার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং বিভিন্ন প্রকার উপাদানের সঙ্গে বাস্তব পরিচয় ঘটে। সুতরাং শিক্ষার সহায়ক হিসাবে এ ক্রিয়া মূল্যবান।[১] কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখা দরকার। শিশুর প্রথম দিকের চিত্রাঙ্কন বাস্তবিক পক্ষে, বড়দের চোখে 'অর্থহীন হিজিবিজি' মাত্র! শিশু বড় বড় কাগজ ভর্তি করে', উজ্জ্বল রঙের ধ্যাব্‌ড়া ধ্যাব্‌ড়া কতগুলি আকার-হীন আঁকা বাঁকা দাগ কাটে মাত্র। বাক্যের মধ্য দিয়ে যেমন তার মনের নানা ইচ্ছা, ধারণা, আগ্রহ প্রকাশের ক্ষমতা সে লাভ করেনি, তেমনি এ রেখা ও রংয়ের অক্ষম সমাবেশের মধ্য দিয়েই নিজেকে সে প্রকাশ করতে চায়। তার ভাষা আমরা পড়তে শিখিনি, কিন্তু তাই বলে সেগুলি তার কাছে অর্থহীন নয়। তাদের চেষ্টাকে বড়দের মাপকাঠিতে বিচার করা নিতান্ত ভুল।

চিত্রাঙ্কন বিষয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

তাদের হিজিবিজি কাটবারও যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। খুব দামী কাগজ বা রং-এর প্রয়োজন নেই। শিশুর এ বিষয়ে আগ্রহের বিষয় হচ্ছে, সে বড়দের মত রং, তুলি, পেন্সিল বা কলম ব্যবহার করতে পারছে! বেশ বড় বড় কাগজ এবং বেশ কিছুটা জায়গা, রং-পেন্সিল, রঙীন চক্, গিরিমাটি, গুঁড়ো অমিশ্রিত উজ্জ্বল রঙ, মোটা তুলি ইত্যাদি উপকরণ এবং আনন্দময় পরিবেশ শিশুকে দিতে হবে। পিতামাতা বা শিক্ষিকা তাদের উৎসাহ দিবেন, কিন্তু কোন সক্রিয় নির্দেশ দিয়ে তাদের কাজকে প্রভাবিত করবেন না। উৎসাহ ও প্রশংসা দিলেও, অতিরিক্ত প্রশংসা দিয়ে তাদের আত্মসচেতন করে তুলবেন না। আত্ম-সচেতন হলে শিশুর অঙ্কনের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়।

১। The purpose of these activities is :

(1) to give opportunity for the expression of a child's innate desire to create.

(2) to enrich sensory and perceptual experience through the manipulation of varied material.

(3) to afford an outlet for the emotional conflicts from which young children often suffer in thir effots to adapt themselves to their environment and to adults with whom they have to live.

শিশুদের চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য ঃ

শিশু চিত্রাঙ্কনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সাহসিকতা। এমন বিষয় নাই যা শিশুরা আঁকতে সাহস করে না। তারা নির্ভয়ে মানুষ আঁকে, বাস-ট্রাম আঁকে, চন্দ্র, সূর্য আঁকে, রাক্ষস খোক্কস আঁকতেও তারা দ্বিধা করে না। যা তারা আঁকলো, তার সঙ্গে হয়তো আঁকা জিনিসের মিল নেই। তা না থাক, শিশু তার সামঞ্জস্যহীন, নির্দিষ্ট আকার-বিহীন ছবিগুলির মধ্যে ওই জিনিষগুলিই দেখছে। তাই তার কাছে ও গুলি সত্য। এ নিয়ে বড়রা উপহাস করলে তারা ক্ষুণ্ণ হয়। এতে তাদের আত্ম-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বাধা পায়।

শিশুরা তাদের স্মৃতিতে বস্তুর যে কাঠামো (schema) এঁকে নিয়েছে, সে অনুসারেই সে আঁকে।[১] ব্যুহ্লার (Bühler) বলেন ছোট শিশু যখন আঁকে, তখন কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ছবি (concrete image) আঁকে না। তার মনের মধ্যে দ্রব্যটির একটা কাঠামো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কল্পনায় গঠিত হয়েছে। তাই সে অনুসরণ করে। শিশুর আঁকা মানুষের ছবিতে এই স্কীমা-র প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রত্যেক শিশুর মনের মধ্যের 'স্কীমা' পৃথক। এটা তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। চার পাঁচ বৎসরের শিশুর আঁকা বিষয়-বস্তু মোটামুটি আমরা চিনতে পারি। ধরা যাক্, শিশু একটা মানুষ এঁকেছে। একটা বড় গোল রেখা দিয়ে সে মানুষের মাথাটা বোঝাচ্ছে, তার মধ্যে ছোট দুটি বৃত্ত দিয়ে এঁকেছে তার চোখ। মাথা থেকেই দুটি প্রায় সমান্ত-রাল রেখা বেরিয়েছে—তা হোল দুটি পা। দুই চোখের নীচে আর এক ছোট বৃত্ত দিয়ে বোঝানো হয়েছে মুখ। দেহকাণ্ডের কোন বালাই নেই। এটা দেখা যায় একটি বিশেষ শিশু যত মানুষের ছবি আঁকে, তার কাঠামোটা একই ধরণের। অর্থাৎ এ শিশুর মনে মানুষের ধারণা এই একটি 'স্কীমা'র রূপ নিয়েছে।

এ স্কীমাটা আয়ত্ত হ'লে, এই শিশুটি বারে বারে সেই অনুসারেই তার ছবিগুলি আঁকে এবং তা অভ্যস্ত ও যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতায় দাঁড়ায়। যেমন, একটি শিশু যখন প্রথম প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকলো, তাতে সে উপরে এঁকেছে আকাশ ঘন নীল রং-এ, আর ছবির নীচে এঁকেছে সবুজ ঘাস, আর মাঝখানে এঁকেছে সূর্য, এবং একটা এরোপ্লেন। এ ছেলের পরের ছবিতেও মোটামুটি এ কাঠামোটা কিছুদিন যাবৎ দেখা যাবে। Rouma মনে করেন, এই যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা শিশুদের চিত্রাঙ্কনের একটা বৈশিষ্ট্য।[২] কিছুদিন বাদেই অধিকাংশ বুদ্ধিমান শিশু পুরাতন কাঠামো পরিবর্তন

১। The child, quite early, forms a simple mental pattern or concept of objects, that interest him, and that it is from this 'schema' that he draws, not from a concrete image. Nowhere is this tendency more clearly illustrated than in a child's drawing of the human figure. Bühler : Mental Development of the Child. p. 109.

২। Rouma : Le language Graphique de l' Enfant.

করে' নূতন এক কাঠামো গ্রহণ করে এবং তার থেকে শিশু বুদ্ধি ও চিন্তায় বিকাশ লাভ কচ্ছে, এটা বোঝা যায়। ব্যূহ্লারের (Bünler) মতে সত্যিকার শিল্পীর লক্ষণ এই যে সে এই যান্ত্রিক চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয় না।[২]

সালী (Sully) লক্ষ্য করেছেন (আমরাও এটা লক্ষ্য করে থাকি) যে, শিশুর অঙ্কনের মধ্যে অনেক সময়ই কোন সঙ্গতি থাকে না। তাদের দেশ ও কালের জ্ঞান অপরিণত, কাজেই হয়তো দেখা যাবে, তাদের ছবিতে যে আকাশে সূর্য, সেখানেই পূর্ণচন্দ্রও একই সময়ে বিরাজ কচ্ছে। অথবা, বরফে রাস্তা ও ঘরের ছাদ সাদা, কিন্তু গাছের পাতাগুলি ঘন সবুজ। অথবা, ঘরের মধ্যেই এরোপ্লেন উড়ছে !

শিশুদের চিত্রাঙ্কনে আপেক্ষিক আয়তন জ্ঞানের অভাব অনেক সময়ই লক্ষ্য করা যায়। যে জিনিষটা তার আগ্রহের বিষয়, তাকেই সে বড় করে অাঁকে। দেহ গঠনের সূক্ষ্ম বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তার মাথা ব্যথা নেই। তাই সে হয়তো ছবি এঁকেছে, 'মা জামা কাপড় কাঁচছে'—তাতে বালতিতে সাবানের ফেণায় চোবানো কাপড় জামা হয়তো মার চেয়ে অনেক দূরে অাঁকা হয়েছে। তার জন্যে দুশ্চিন্তার কি আছে ? শিশু মায়ের হাত দুটোই আরো লম্বা লাইন টেনে দেখাবে এবং হাত দুটো বাঁকা হয়ে বালতিতে ঢুকছে, ছবিতে তাই দেখাবে।[৩]

শিশুদের ছবিতে নিকট দূরের প্রভেদ (perspective) বোধের অভাব বোধ স্পষ্টতঃই দেখা যায়। শিশু হয়তো মেলার ছবি এঁকেছে। তাতে সব মানুষগুলিকেই সে একই লাইনে এঁকেছে !

আর একটা মজাও দেখা যায়। জামা-পরা মানুষ অাঁকা হয়েছে, কিন্তু কোটের নীচে মানুষের হাতও স্পষ্ট করে অাঁকা হয়েছে। অথবা ঘরের ইটের দেওয়ালের পিছনের টেবিল চেয়ার বাইরে থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ দেওয়ালটা যেন স্বচ্ছ (transparent)।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যায় শিশু আপেক্ষিক দূরত্ব, অঙ্গসংস্থান ইত্যাদির ধারণা তার ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কচ্ছে। দূরের জিনিষগুলি সে কাগজের উপরের দিকে এবং কাছের জিনিষগুলো নীচের দিকে আঁকে, যেমন, দূরের পাহাড়টা আঁকা হোল ছবির মাথায়, বাড়ীটা আঁকা হোল মাঝামাঝি, আর বাড়ীর গেটটা অাঁকা হোল নীচে।

আট নয় বছর হলে শিশুদের ছবিতে বাস্তব জগতের বোধ অনেক স্পষ্টতর ভাবে দেখা যায়। এবং কোন কোন শিশুর ছবি আঁকার ঝোঁকটাই একেবারে কমে যায়। তখন তাদের আগ্রহ অন্য প্রকার বাস্তবানুগ গঠনাত্মক কাজের দিকে যায়। এটা শুভ লক্ষণ, কারণ এতে শিশুর বুদ্ধি ও বাস্তববোধ পরিণতি লাভ করছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়। এটাও বোঝা যায় চিত্রাঙ্কনটা আর শিশুর কাছে খেলার আকর্ষণ নিয়ে

২। Buhler : Mental Development of the Child. p. 120.

৩। E. *Hume* : *Psychology of Children's Drawings, pp-143-51.*

আসে না। নয় দশ বছরের পরে যে সব শিশু চিত্রাঙ্কনে আগ্রহ দেখায়, বুঝতে হবে তারা চিত্রাঙ্কনকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে দেখতে শিখছে।[১]

চিত্রাঙ্কনে হাতে খড়ি

যদিও শিশুরা বড় ছেলেমেয়েদের দেখাদেখি নিজেরাই হয়তো রঙ্গীন খড়িমাটি দিয়ে মেঝেতে বা শ্লেটে আঁকতে আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে আসে, তবু গোড়ার দিকে কি করে পেন্সিল, চক, তুলি বা কলম ধরতে হয় এবং কি করে অর্থপূর্ণ আঁক কাটতে হয়, তা তারা জানে না। এই লেখনী ধরবার কায়দাটা আয়ত্ত করাই প্রথম দিকে শক্ত। ছোট শিশু শক্ত মুঠ করে পেন্সিল বা তুলিটা ধরে। তারপর হাতের উপর ভর করে এত জোরে চেপে লেখে বা আঁকে, যে চক্ বা পেন্সিলের সীস্, বা নিব্ ভেঙ্গে যায়।[২] হালকা হাতে তিনটি আঙ্গুল দিয়ে কি করে লেখনী ধরতে হয় এবং তারপর কি করে নানা রকমের রেখার দাগ কাটতে হয়, সেটা শিক্ষিকা বারে বারে ধৈর্য ধরে দেখিয়ে দেবেন। এখানে শুধু আঙ্গুলের পেশীগুলির ক্রিয়া নয়, সমগ্র হাতের বিভিন্ন পেশীর সুসমন্বিত ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র হাত স্বচ্ছন্দভাবে নাড়া চাড়া করা শিক্ষাই প্রথম দরকার, তারপর তাকে আঙ্গুলের পেশীগুলির সূক্ষ্মতর সুসমন্বিত নানা প্রকার বিচিত্র ক্রিয়া শেখাতে হয়, যেগুলি প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন রকমের রেখা বা আকার অঙ্কনে। মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে তাই তাঁরা শিশুদের সমগ্র হাতটার স্বচ্ছন্দ গতি নানা খেলাধুলা ব্যায়ামের (তাও খেলা) মধ্য দিয়ে শেখান। মন্তেসরীর মতে (এবং আধুনিক অন্যান্য শিশু-শিক্ষাবিদ্‌দের মতেও) অক্ষর লিখতে শেখার আগে শিশুর হাত ও আঙুলগুলিকে বিভিন্ন ধরণের রেখা আঁকতে অভ্যস্ত করা দরকার। মন্তেসরীর মতে প্রথমে কিছুদিন আঁকিবুকি কাটা এবং বিভিন্ন রকমের রেখা আঁকতে শিখলে, তখনই তাদের নিজের খুশী মত নানা জিনিষ আঁকতে দেওয়া ঠিক নয়। প্রথমে বিভিন্ন ফল, ফুল, সহজ জিনিষের আউট-লাইন-টা (বাইরের সীমা রেখাটা) বড় বড় করে এঁকে শিশুদের রঙ্গীন চক, পেন্‌সিল বা জল রং ও তুলি

১। When a child begins to draw in this way, he may be said to have reached the "realistic" stage of drawing. His 'play' activity is beginning to merge into 'art' interest.

Hume : Learning & Teaching in the Infants' School. p. 116.

২। Indeed, the first difficulty of ordinary scholars is not so much that of holding the pen as the accompanying act of keeping the hand light, that is, of lifting instead of leaning on the hand. The scholar makes the chalk screech on the blackboard, the pen scrape on the paper and often breaks the chalk and the pen ; he has grasped and dragged the instrument convulsively, but his effort is that of struggling against the unsupportable weight of the feeble hand. Montessori : The Discovery of the Child, p. 260.

দিয়ে ভিতরটা ভর্তি করতে দিলে, শিশুরা আনন্দও পায় এবং শিশুর স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের নিয়মানুসারী অগ্রসর হয়ে তারা অনেক তাড়াতাড়ি এবং নির্ভুলভাবে আঁকতেও শেখে। এই কাজটা শিশুর কাছে যাতে আরো মনোজ্ঞ হয়, সে জন্য মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিশুদেরই বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির বাইরের সীমারেখা অাঁকতে দেওয়া হয়। মন্তেসরীর পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ধাতু নির্মিত ইন্‌সেট্ (inset) কাগজের উপর রেখে, তার চারিদিকে দাগ বুলালেই এই পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক আকৃতিগুলি স্পষ্ট অাঁকা হ'ল। এ আকৃতি গুলির মধ্যে বেশ শোভন ক্রমান্বয়তা আছে এবং তা শিশুদের আকৃষ্ট করে। এই ইন্‌সেট্‌গুলি কাগজে ফেলে তাদের চারপাশে দাগ বুলোবার আগে শিশুরা বারে বারে তাদের চারধারে ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে তাদের আকারের সঙ্গে পরিচিত হবে। তারপর ভিতরের ফাঁকা তারা রং পেন্সিল্ বা চক্ বা তুলি দিয়ে ভরে তুলবে। পুরস্কার স্বরূপ এই ছবিগুলিকে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে তারা ব্যবহার করতে পারবে।[১]

মন্তেসরীর মত

আধুনিক শিশু বিদ্যালয়ে গোড়া থেকেই শিশুদের যে স্বাধীন ভাবে কল্পনার থেকে যথেচ্ছভাবে অাঁকতে দেওয়া হয়, মন্তেসরীর মতে তা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে ব্যাহত করে এবং এতে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ তো জন্মেই না, বরঞ্চ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহতই হয়। অর্থাৎ শিক্ষার কোন ক্ষেত্রেই মন্তেসরী কল্পনার অবাধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নন।[২]

১। I have profited by that childish liking for filling in figures drawn in outline by means of marks made with coloured pencils. This is the most primitive form of dranwing, or rather the precursor of drawing. To make such work more interesting, I have arranged that the chidren themselves should draw the outlines of the figures to be filled in, so as to secure for the outlines an aesthetic order allowing the child to make its own. ...I have prepared certain material, the iron isets which provide for the tracing of the geometric figures. p. 262

২। To-day one hears a good deal about 'free' drawing, and for many people it is a matter of surprise that I have set up such rigid restrictions for the drawing of the children who are obliged to compose geometrical figures and then fill them in, while holding their pencils in a special way or who are limited to filling in with coloured pencils figures already drawn.

...Our children do not produce of their own accord which is left free, those dreadful drawings which are displayed and lauded in modern schools of advanced ideas. They,however, draw ornaments and figures which are much clearer and more harmonious than those strange daubs of the so-called "free drawing", where the child has to explain what he intends to represent by his incomprehensible attempts. We do not teach drawing by drawing, however, but by providing the opportunity to prepare the instruments of expression.

Montessori. The Discovary of the Child. p. 345.

ছোট শিশুদের নির্দিষ্ট কোন জিনিষ সামনে রেখে তা আঁকতে বলা উচিত ?

ছবি আঁকা শিশুদের আত্মপ্রকাশের একটি আনন্দময় পথ। এর মধ্যে আছে সৃজনের আনন্দ। তাই শিশুরা স্বাধীনভাবে অাঁকবার সুযোগ পেলেই খুশী হয়। অবশ্য অনেক সময় তারা শিক্ষিকাদের কাছে সাহায্য চাইবে। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষিকাকে তারা তাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসাবেই জ্ঞান করে। সে সময় শিক্ষিকা তাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। কি করে পেন্সিল ধরতে হয়, কি করে রং-এ তুলি ডোবাতে হয়, কি করে একটা বাড়ী অাঁকতে হয়, তা প্রয়োজন হলে বারে বারে নিজে করে দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু শিশু নিজের চেষ্টায়ই শিখবে, এটাই হবে তাঁর উদ্দেশ্য। তাই শিশু একবারেই না পারলে, তখনই কেবল তাকে হাতে ধরে কাজটা করে দেখিয়ে দেবেন।

কি ছবি অাঁকবে, শিশুকে সে বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়াই গোড়ার দিকে উচিত। তা হলেই শিশু নিজ আগ্রহ অনুযায়ী স্বচ্ছন্দে অাঁকতে উৎসাহিত হবে। হুকুমে কোন কাজ করার মধ্যে প্রকৃত আনন্দ থাকে না, স্বতঃস্ফুর্ততা থাকে না। শিশুশিক্ষার প্রাণই তো হচ্ছে স্বতঃস্ফুর্ততা। শিশু রেখা ও রংয়ের ব্যবহারে কিছুটা পারদর্শিতা লাভ করলে এবং বাস্তব জগত সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা স্পষ্টতর হ'লে, তখনই তার সামনে একটা কাঠের ঘোড়া রেখে অথবা কোন ছবি রেখে তাকে অাঁকতে বললে, তা তার শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধির বিকাশ অনুযায়ী হয়। তখন সে বোধ করে না যে উপরের থেকে কাজটা তার উপর চাপানো হচ্ছে। তার বয়স যখন ৯।১০ বৎসর তখন সাধারণতঃ এই বাস্তবতার স্তরে (realistic stage) শিশু পৌছে—তখন চিত্রাঙ্কনের খুঁটি নাটি বিধি নিষেধগুলি স্বেচ্ছায়ই সে শিখতে আগ্রহান্বিত হয়।

ছবি যে শিশুরা অাঁকে, তাতে তাদের আকার ও রং-এর জ্ঞানের পরিচয়ই শুধু পাওয়া যায় না ; এর মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনা আত্মবিস্তারের সুযোগ পায়—পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পেশী ইত্যাদির ক্রিয়া সুসমন্বিত হয় এবং তাদের প্রক্ষোভ জগতে কোন দ্বন্দ্ব বা অশান্তি থাকলে, তা মুক্তি পেয়ে উপশম হয়। শিশুদের স্বাধীন ভাবে ছবি অাঁকবার সুযোগ দিলেই, এ সুফলগুলি বেশী পাওয়া যেতে পারে।

স্বাধীন ভাবে ছবি অাঁকবার চেষ্টার মধ্য দিয়েই শিশু নিজ ভুল সংশোধন করে—চিত্রাঙ্কন বিষয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।

চিত্রাঙ্কনকে সহজেই শিশুর বর্ণশিক্ষা বা পরিবেশ পরিচয়ের কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের সমস্ত বিষয়গুলিকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়।

শিশুদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে শিশুদের নিজেদের অাঁকা ছবিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাতে তাদের উৎসাহ বাড়বে এবং আরো ভাল করে অাঁকবার সংকল্পও উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকবে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অাঁকা উৎকৃষ্ট ছবি, যাতে সুন্দর আদর্শ তাদের চোখের সামনে থাকে।

একটা ব্ল্যাক্‌বোর্ড আলাদা করে রাখলেও ভাল হয়। সেখানে বিদ্যালয়ের শিশুরা যখন তাদের ইচ্ছা হবে এবং যা খুশী ইচ্ছা হবে, তা স্বাধীনভাবে অাঁকতে পারে। এতে প্রতিযোগিতার দ্বারা নিজেদের উন্নতি করার আগ্রহও বাড়বে।

হস্ত-লিপি শিক্ষা ঃ

মন্তেসরীর মতে অঙ্কন হস্ত-লিপি শিক্ষারই প্রস্তুতি। সমস্ত হাত সহজ ভাবে সঞ্চালন করতে না শিখলে এবং আঙ্ুলের পেশীগুলির সূক্ষ্ম নাড়াচাড়া না শিখলে, হস্ত-লিপি শিক্ষা সম্ভব নয়। পূর্বে এই হাতের লেখা শেখা কাজটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও আনন্দহীন ছিল। যে অক্ষরগুলি শিশুরা লিখতে শিখবে, তা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিল। কারণ তাদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে এগুলির কোন সম্বন্ধ তারা বুঝতে পারতো না। মন্তেসরীর মতে অক্ষর পরিচয়ের আগে শিশুরা অক্ষর লিখতে শিখবে। পেশীর নিপুণতা তাদের জীবনে আগে আসে, বুদ্ধির বিকাশ হয় আরো পরে।

নার্সারী স্তরে শিশুদের চিত্রাঙ্কন সবই মোটা মোটা রেখায়। সূক্ষ্ম কাজ এই স্তরে সম্ভব নয়। এ সব মোটা মোটা রেখায় অনিপুণ ভাবে তারা যা অাঁকে, তার মধ্য দিয়ে তাদের কাঁধ ও বাহুর পেশীগুলির বিকাশ ও সুসামঞ্জস্য বিধানের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়। হাতের কাজের সঙ্গে চোখের দেখারও সমন্বয় ঘটে। এবং যে জিনিষ অাঁকা হোল, বা যে অক্ষরগুলি লেখা হোল, তার স্মৃতি পেশীগুলিকে সক্রিয় করে। এ সবই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শিশু আয়ত্ত করে। মন্তেসরী মনে করেন জটিল অঙ্কন বা লেখন ক্রিয়ার পৃথক পৃথক এই ক্রিয়াগুলি পৃথক পৃথক ভাবেই তাঁর শিক্ষা উপাদানগুলির সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে। তাঁর মতে এটাই শিশুর শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানসম্মত রীতি। কিন্তু ডিক্রোলী এবং অন্যান্য অনেক শিশু শিক্ষা-বিশারদ মনে করেন মন্তেসরীর শিক্ষা উপাদানগুলি উৎকৃষ্ট হলেও, সামগ্রিক ভাবেই শিশুর ইন্দ্রিয় ও পেশীর শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সকলেই অবশ্য মনে করেন নার্সারী স্তরের গোড়ার দিকে শিশু লেখনী ধরতে এবং বিভিন্ন দিকে হাতের পেশীগুলি সঞ্চালন করতে অভ্যস্ত হ'লে, তার পরই কোন আঙ্গুলের সূক্ষ্মতর পেশীগুলির সুষ্ঠুতর সঞ্চালনের দ্বারা নরম মোটা ও কালো পেন্সিল বা কাঠকয়লা ইত্যাদির নিপুণতর ব্যবহার দ্বারা সূক্ষ্মতর অঙ্কনের দিকে অগ্রসর করে দেওয়া সম্ভব।

পাঁচ ছয় বৎসরের সময়, অর্থাৎ নার্সারী স্কুলের শেষ দিকে শিশুরা মন্তেসরীর ধাতব ইন্‌সেট্‌গুলি কাগজের উপর ফেলে, তার চারপাশে পেন্সিল ঘুরিয়ে জ্যামিতিক আকারগুলি এঁকে তার ভেতরেই ফাঁকা সুন্দর মসৃন টানে (even) রং পেন্সিল বা তুলি দিয়ে ভরাট করবে। শুধু জ্যামিতিক আকার অঙ্কনের কথাই মন্তেসরী বলেছেন। কিন্তু মিস্ রিচার্ডসন, হিউন্ ইত্যাদি শিশুশিক্ষা-বিদেরা মনে করেন এ সময়ে শিশুদের প্রিয় সহজ আকৃতি-বিশিষ্ট পশু, পাখী, এরোপ্লেন, জাহাজ, এঞ্জিনেরও প্লাইউডের

তৈরী টেম্প্লেট্ (template) কাগজে ফেলে অনুরূপ ভাবে সেগুলির বাইরের রেখার ভিতরের খালি জায়গাগুলি রং বা পেন্সিল দিয়ে ভরাট করতে দিলে, তারা সমানই আনন্দ পাবে।

এ সময় শিশুদের এই ছবি আঁকার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বর্ণের আকৃতি এবং তাদের লেখার সঙ্গেও পরিচিত করানো যায়। তাতে তারা আনন্দও প্রচুর পায়। মনে করা যাক্, তারা টেম্প্লেট্ কাগজে ফেলে বেড়ালের ছবি তুলল এবং তার ফাঁকটা রং-পেন্সিল বা তুলি-রং দিয়ে ভরাট করলো। C A T এই তিনটি অক্ষরের টেম্প্লেট্ ফেলে বেড়ালের ছবির নীচে বড় বড় করে অক্ষরগুলির আকার পেন্সিল দিয়ে তুলল এবং তাদের ফাঁকগুলি বিড়ালের ছবির মত (বিভিন্ন অক্ষর বিভিন্ন রং দিয়ে) ভরাট করলো। এই সময় শিক্ষিকা বারে বারে বলবেন—C, A, T, মানে বিড়াল—, নামের এই জন্তুটি। অক্ষরের template-গুলিতে বারে বারে হাত বুলিয়ে শিশুরা অক্ষরগুলির লিখিত আকারের সঙ্গে পরিচিত হবে। মন্তেসরী এই অক্ষরগুলি শিরীষ কাগজ দিয়ে তৈরী করার পক্ষপাতী। আঙ্গুলের ডগা এই অক্ষরগুলির উপর দিয়ে বুলালে শিশুর মনের মধ্যে অক্ষরগুলির আকারের স্মৃতি গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। এ ভাবে অক্ষর পড়া ও অক্ষর লেখা হাত ধরাধরি করেই অগ্রসর হবে।

যদিও নার্সারী স্তর বিধিবদ্ধ ভাবে অক্ষর পরিচয় এবং অক্ষর লেখনের সময় নয় এবং নার্সারী শিক্ষার গোড়ার দিকে আলাদা আলাদা করে অক্ষর শেখানো নিরর্থক, তবুও নার্সারী বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন জন্তু, পাখী, ফুল, ফল, পাতা আঁকা থাকবে। তার নীচে তাদের নামও বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে। খেলার ছলে শিক্ষিকা বলবেন "এসো আজ আমরা আমাদের প্রিয় জন্তুদের নিয়ে খেলা করি।" এক বাক্সে অনেকগুলি ছবি আছে। আলাদা করে জন্তুদের ছাপা নামও ঐ বাক্সে আছে। তখন এক একটা জন্তুর ছবি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করবেন "এটা কিসের ছবি? হয়তো সমস্বরে ছেলেমেয়েরা বল্ল 'Cow'। "এবার এর নাম খুঁজে বার কর।" তখন এক মেয়ে খুঁজে বার করবে ছাপা কার্ড—Cow। "এবার ছবির নীচে কার্ড রাখ। দ্যাখো, Cow-এর নাম এমনি করে লেখে।" এ ভাবে আরো জন্তুর নাম এবং নামগুলির লিখিত রূপের সঙ্গে শিশু পরিচিত হবে। এর পরে আসবে অক্ষরগুলিকে পৃথক করে চেনার পালা।

যে সব শিশুরা নরম জিনিষ দিয়ে কাজ করতে ভালবাসে, তারা কাদা দিয়ে প্ল্যাষ্টিসিন্ দিয়ে ছোট গুলি করে ফুলের নাম, জন্তুর নাম, নিজের নাম ইত্যাদি সেই গুলি সাজিয়ে তৈরী করে আমোদ পাবে। তাদের দিয়েই ছবির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণমালার বই তৈরী করানো যায়। অনেক ছেলে মেয়ে মিলে উৎসাহের সঙ্গেই এ কাজ করবে। এ রকম খেলা, ছবি আঁকা, দাগা বুলোনোর মধ্য দিয়ে বিধিবদ্ধভাবে না হ'লেও, প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শেষ দিকে শিশুরা বর্ণ চিনবে এবং ছাপার অক্ষরে বড় বড় করে লিখতেও শিখবে।

একটা ব্ল্যাক্‌বোর্ড আলাদা করে রাখলেও ভাল হয়। সেখানে বিদ্যালয়ের শিশুরা যখন তাদের ইচ্ছা হবে এবং যা খুসী ইচ্ছা হবে, তা স্বাধীনভাবে অাঁকতে পারে। এতে প্রতিযোগিতার দ্বারা নিজেদের উন্নতি করার আগ্রহও বাড়বে।

হস্ত-লিপি শিক্ষাঃ

মন্তেসরীর মতে অঙ্কন হস্ত-লিপি শিক্ষারই প্রস্তুতি। সমস্ত হাত সহজ ভাবে সঞ্চালন করতে না শিখলে এবং আঙুলের পেশীগুলির সূক্ষ্ম নাড়াচাড়া না শিখলে, হস্ত-লিপি শিক্ষা সম্ভব নয়। পূর্বে এই হাতের লেখা শেখা কাজটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও আনন্দহীন ছিল। যে অক্ষরগুলি শিশুরা লিখতে শিখবে, তা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিল। কারণ তাদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে এগুলির কোন সম্বন্ধ তারা বুঝতে পারতো না। মন্তেসরীর মতে অক্ষর পরিচয়ের আগে শিশুরা অক্ষর লিখতে শিখবে। পেশীর নিপুণতা তাদের জীবনে আগে আসে, বুদ্ধির বিকাশ হয় আরো পরে।

নার্সারী স্তরে শিশুদের চিত্রাঙ্কন সবই মোটা মোটা রেখায়। সূক্ষ্ম কাজ এই স্তরে সম্ভব নয়। এ সব মোটা মোটা রেখায় অনিপুণ ভাবে তারা যা অাঁকে, তার মধ্য দিয়ে তাদের কাঁধ ও বাহুর পেশীগুলির বিকাশ ও সুসামঞ্জস্য বিধানের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়। হাতের কাজের সঙ্গে চোখের দেখারও সমন্বয় ঘটে। এবং যে জিনিষ অাঁকা হোল, বা যে অক্ষরগুলি লেখা হোল, তার স্মৃতি পেশীগুলিকে সক্রিয় করে। এ সবই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শিশু আয়ত্ত করে। মন্তেসরী মনে করেন জটিল অঙ্কন বা লেখন ক্রিয়ার পৃথক পৃথক এই ক্রিয়াগুলি পৃথক পৃথক ভাবেই তাঁর শিক্ষা উপাদানগুলির সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে। তাঁর মতে এটাই শিশুর শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানসম্মত রীতি। কিন্তু ডিক্রোলী এবং অন্যান্য অনেক শিশু শিক্ষা-বিশারদ মনে করেন মন্তেসরীর শিক্ষা উপাদানগুলি উৎকৃষ্ট হলেও, সামগ্রিক ভাবেই শিশুর ইন্দ্রিয় ও পেশীর শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সকলেই অবশ্য মনে করেন নার্সারী স্তরের গোড়ার দিকে শিশু লেখনী ধরতে এবং বিভিন্ন দিকে হাতের পেশীগুলি সঞ্চালন করতে অভ্যস্ত হ'লে, তার পরই কোন আঙ্গুলের সূক্ষ্মতর পেশীগুলির সুষ্ঠুতর সঞ্চালনের দ্বারা নরম মোটা ও কালো পেন্সিল বা কাঠকয়লা ইত্যাদির নিপুণতর ব্যবহার দ্বারা সূক্ষ্মতর অঙ্কনের দিকে অগ্রসর করে দেওয়া সম্ভব।

পাঁচ ছয় বৎসরের সময়, অর্থাৎ নার্সারী স্কুলের শেষ দিকে শিশুরা মন্তেসরীর ধাতব ইন্‌সেট্‌গুলি কাগজের উপর ফেলে, তার চারপাশে পেন্সিল ঘুরিয়ে জ্যামিতিক আকারগুলি এঁকে তার ভেতরেই ফাঁকা সুন্দর মসৃন টানে (even) রং পেন্সিল বা তুলি দিয়ে ভরাট করবে। শুধু জ্যামিতিক আকার অঙ্কনের কথাই মন্তেসরী বলেছেন। কিন্তু মিস্ রিচার্ডসন, হিউন্ ইত্যাদি শিশুশিক্ষা-বিদেরা মনে করেন এ সময়ে শিশুদের প্রিয় সহজ আকৃতি-বিশিষ্ট পশু, পাখী, এরোপ্লেন, জাহাজ, এঞ্জিনেরও প্লাইউডের

তৈরী টেম্প্লেট্ (template) কাগজে ফেলে অনুরূপ ভাবে সেগুলির বাইরের রেখার ভিতরের খালি জায়গাগুলি রং বা পেন্সিল দিয়ে ভরাট করতে দিলে, তারা সমানই আনন্দ পাবে।

এ সময় শিশুদের এই ছবি আঁকার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বর্ণের আকৃতি এবং তাদের লেখার সঙ্গেও পরিচিত করানো যায়। তাতে তারা আনন্দও প্রচুর পায়। মনে করা যাক্, তারা টেম্প্লেট্ কাগজে ফেলে বেড়ালের ছবি তুলল এবং তার ফাঁকটা রং-পেন্সিল বা তুলি-রং দিয়ে ভরাট করলো। C A T এই তিনটি অক্ষরের টেম্প্লেট্ ফেলে বেড়ালের ছবির নীচে বড় বড় করে অক্ষরগুলির আকার পেন্সিল দিয়ে তুলল এবং তাদের ফাঁকগুলি বিড়ালের ছবির মত (বিভিন্ন অক্ষর বিভিন্ন রং দিয়ে) ভরাট করলো। এই সময় শিক্ষিকা বারে বারে বলবেন—C, A, T, মানে বিড়াল—, নামের এই জন্তুটি। অক্ষরের template-গুলিতে বারে বারে হাত বুলিয়ে শিশুরা অক্ষরগুলির লিখিত আকারের সঙ্গে পরিচিত হবে। মন্তেসরী এই অক্ষরগুলি শিরীষ কাগজ দিয়ে তৈরী করার পক্ষপাতী। আঙ্গুলের ডগা এই অক্ষরগুলির উপর দিয়ে বুলালে শিশুর মনের মধ্যে অক্ষরগুলির আকারের স্মৃতি গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। এ ভাবে অক্ষর পড়া ও অক্ষর লেখা হাত ধরাধরি করেই অগ্রসর হবে।

যদিও নার্সারী স্তর বিধিবদ্ধ ভাবে অক্ষর পরিচয় এবং অক্ষর লেখনের সময় নয় এবং নার্সারী শিক্ষার গোড়ার দিকে আলাদা আলাদা করে অক্ষর শেখানো নিরর্থক, তবুও নার্সারী বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন জন্তু, পাখী, ফুল, ফল, পাতা আঁকা থাকবে। তার নীচে তাদের নামও বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে। খেলার ছলে শিক্ষিকা বলবেন "এসো আজ আমরা আমাদের প্রিয় জন্তুদের নিয়ে খেলা করি।" এক বাক্সে অনেকগুলি ছবি আছে। আলাদা করে জন্তুদের ছাপা নামও ঐ বাক্সে আছে। তখন এক একটা জন্তুর ছবি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করবেন "এটা কিসের ছবি ? হয়তো সমস্বরে ছেলেমেয়েরা বল্ল 'Cow'। "এবার এর নাম খুঁজে বার কর।" তখন এক মেয়ে খুঁজে বার করবে ছাপা কার্ড—Cow। "এবার ছবির নীচে কার্ড রাখ। দ্যাখো, Cow-এর নাম এমনি করে লেখে।" এ ভাবে আরো জন্তুর নাম এবং নামগুলির লিখিত রূপের সঙ্গে শিশু পরিচিত হবে। এর পরে আসবে অক্ষরগুলিকে পৃথক করে চেনার পালা।

যে সব শিশুরা নরম জিনিষ দিয়ে কাজ করতে ভালবাসে, তারা কাদা দিয়ে প্ল্যাষ্টিসিন্ দিয়ে ছোট গুলি করে ফুলের নাম, জন্তুর নাম, নিজের নাম ইত্যাদি সেই গুলি সাজিয়ে তৈরী করে আমোদ পাবে। তাদের দিয়েই ছবির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণমালার বই তৈরী করানো যায়। অনেক ছেলে মেয়ে মিলে উৎসাহের সঙ্গেই এ কাজ করবে। এ রকম খেলা, ছবি আঁকা, দাগা বুলোনোর মধ্য দিয়ে বিধিবদ্ধভাবে না হ'লেও, প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শেষ দিকে শিশুরা বর্ণ চিনবে এবং ছাপার অক্ষরে বড় বড় করে লিখতেও শিখবে।

আগে শিশু, হাতেখড়ি হ'লে, মেঝেতে বা শ্লেটে বড়দের লেখা অ, আ, ক, খ-র উপর দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে বহু শাসন, তাড়ন, অশ্রুজলের মূল্যে হাতের লেখা শিখতো। কিন্তু বর্তমানে শিশু প্রথমে নিজের খুশীতে হিজিবিজি কাটে, তারপর বিভিন্ন রকমের রেখা আঁকতে শেখে। আমাদের যে লিপি তা মূলতঃ কোণ বা গোলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের সমষ্টি। কাজেই শিশু রেখাঙ্কনের মধ্য দিয়ে আমাদের লিপির অক্ষরগুলির মূল আকৃতি গঠন করবার কৌশল আয়ত্ত করবে। এর পর এই মূল আকৃতিগুলি বিশ্লেষণ করে ব, র, ক, ধ, য এবং ত, অ,—আবার ম, ন, ল ইত্যাদি যে অক্ষরগুলির মধ্যে মূল আকার বা উপাদান বিষয়ে মিল আছে, সেগুলি শিশুর সামনে ছবির মধ্য দিয়ে বারে বারে উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু আলাদা আলাদা অক্ষরগুলি তো শিশুর কাছে অর্থহীন। 'কলা' শিশুর প্রিয়, তার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এই 'কলা'র ছবির মধ্য দিয়েই শিশুকে 'ক' অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করানো সহজ। শিশু যেমন বোঝে যে 'কলা'-কে ছবি দিয়ে প্রকাশ করা যায়, তেমনি ক্রমেই সে বুঝবে, তার এই প্রিয় ফলটি **ক-লা**, এই দুই অক্ষরের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। তাই বাস্তবিক পক্ষে পড়া ও লেখা এক সঙ্গেই অগ্রসর হবে। কোন এক স্তরে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ জাগ্রত হ'লে, শিশু প্রশ্ন করবে, '**বল**' কি করে লেখে, বা নিজের নাম 'অণিমা' কি করে লেখে ? এ প্রশ্ন শিশুর মনে এলে, তখন লেখা-শেখা ও লেখা শেখানোর কাজ অনেকটা সহজ হয়। ছড়া, গল্প শিশু ভালবাসে। ছড়া, গল্পের রং-চং করা সুন্দর ছাপা বইও তাদের কাছে আকর্ষণীয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাও নিজে হাতে ছবি এঁকে,ছোট ছোট গল্প তাদের খাতায় বা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিতে পারেন। একবার উৎসাহ জাগ্রত হ'লে, শিশুরাই তখন নিজেদের বইয়ে বা খাতায় ছবির নীচে অক্ষরে লিখবে—নিজের নাম, বাবা, মা, আম ইত্যাদি কথা। প্রথম দিকে যুক্তাক্ষর বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। যুক্তাক্ষর-বর্জিত গল্প বা ছড়ার সুন্দর ছবিওয়ালা বই এখন অনেক পাওয়া যায়। এসব বই শিশুদের উৎসাহিত করে, নিজেরাই সেই গল্প পড়তে, বা সে সব গল্পে বর্ণিত তাদের আগ্রহের বিষয়গুলি অক্ষর দিয়ে লিখতে। তারপর যদি তাদের চিঠি লেখার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে শিশুরা নিজেরাই মাকে জিজ্ঞাসা করবে কি করে বন্ধু রমাকে জন্মদিনে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা যায়। তাদের নতুন বই কেনা হ'লে, তখন তা ব্রাউন্ পেপার দিয়ে সুন্দর করে মলাট দিয়ে, তার উপরে নিজের নাম, স্কুলের নাম, ক্লাশের নাম লিখতে নিশ্চয়ই তাদের আগ্রহ হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বর্ডারে সুন্দর করে রঙীন ফুলের ছবি তারা আঁকবে, অথবা রঙীন ছবি কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নেবে।

ব্ল্যাক্‌বোর্ডের ব্যবহার ঃ

চিত্রাঙ্কন ও হস্তলিপি শিক্ষায় ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সুবিধাজনক। তাতে বারে বারে লেখা যায়, সহজে মুছে ফেলা যায়,বড় করে ছবি বা অক্ষর আঁকা যায়, যা চোখে

বেশী পড়ে। অবশ্যই শিশুশ্রেণীর ব্ল্যাক্‌বোর্ড বেশ নীচু করে টানানো থাকবে, যাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে চক্‌ দিয়ে লিখতে পারে। বোর্ডের উপরের অংশে স্পষ্ট করে লাইন টানা টানা থাকবে। বাঁ পাশে অঙ্কের কাজের জন্য কিছুটা অংশ চৌখুপী ভাগ করা থাকবে। বোর্ডের নীচের অংশে কোন লাইন কাটা থাকবে না। শিশুদের এ বোর্ড যথেচ্ছ ব্যবহার করবার অধিকার থাকবে—তারা বোর্ডে যা খুশী অাঁকবে। যেমন খুশী অক্ষর মক্‌সো করবে—সংখ্যা লিখবে। বোর্ডের পাশে ঘরের দেয়ালে চারদিকেই শিশুদের আকর্ষণীয় দ্রব্য, পশুপাখীর ছবি, Donald Duck জাতীয় Walt Disney-র মজার ছবি, ইঞ্জিন, বাস, এরোপ্লেন, সৈন্য, এরোপ্লেনের পাইলট্‌ এ জাতীয় ছবি টানানো থাকবে। শিক্ষিকা তাদের নিয়ে খেলার ছলে ছবি অাঁকবেন, নানা রকমের রেখা অাঁকবেন, অক্ষর ও সংখ্যা লিখবেন। শিশুরা উৎসাহ পেলে, তা দেখে দেখে লিখবে। বোর্ড বেশ লম্বা হবে, তার উপরে লেখা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠবে। রঙীন চক্‌ই ছোটদের পছন্দ বেশী। কোন কোন শিশু-মনস্তত্ত্ববিদের মতে, বোর্ডের রং উজ্জ্বল হলুদ এবং লেখার চক্‌ নীল রং-এর হলে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়। ব্ল্যাকবোর্ড সমতল, কিছুটা অমসৃণ ও পরিষ্কার হবে এবং এমন হবে যেন লেখা বা ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

হাতের কাজঃ

প্রকৃতির নিয়মানুসারেই শিশুর ইন্দ্রিয়, পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। এই বৃদ্ধি ও বিকাশ শিশুর জৈব প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। শিশু বড় হয়ে নানা জ্ঞান অর্জন করবে, নানা কর্মোদ্যমে রত হবে, তাই তার ইন্দ্রিয়াদি কতগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করবে। বিভিন্ন শিশুতে এই পরিণতির ছন্দ বিভিন্ন হলেও, কতগুলি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে দিয়েই এ পরিণতি অগ্রসর হবে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুর বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকে অনুসরণ ক'রে, তার ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির শক্তি ও ক্রিয়াকে ক্রমশঃ উদ্দেশ্যমুখী ও সুসমন্বিত করে, তাকে নিজ ব্যক্তিত্বের স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথমতঃ শিশুর জীবন, নিজ দেহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে ; সে পুরাপুরি ভাবেই আত্মকেন্দ্রিক এবং যা তার জীবনের আশু প্রয়োজন মেটায়, তার বাইরে অন্য কিছুতে তার আগ্রহ থাকে না। তা ছাড়া, যতক্ষণ সে হাঁটতে না শিখেছে, ততক্ষণ তার জগতের পরিধি নিতান্তই সীমিত। কিন্তু প্রকৃতিই শিশুর মধ্যে এক অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি করেছে এবং তার চারপাশের বাধা নিষেধ অতিক্রম করে নিজ অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াবার স্পৃহা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জ্ঞান বড়দের চোখ দিয়ে নয়, নিজের মত করে। তাই তার জগতের নিয়মের সঙ্গে বড়দের জগতের নিয়ম মিলে না। বড়দের নিষেধ শাসনের অর্থ সে বোঝে না।

শিশু শুধু জ্ঞানের দিক দিয়েই বাড়ছে—আত্ম-কেন্দ্রিকতার গণ্ডী ভেঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে বাড়াতে চাচ্ছে—তা নয়, সে শক্তির দিক দিয়েও বাড়ছে ; সে চাচ্ছে ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে তার আশেপাশের জিনিষগুলির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে, নূতন করে সাজাতে, নিজে কিছু গড়তে। তার ভিতরে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না তাকে তার গণ্ডী ভেঙে বেড়িয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। এই গণ্ডী ভাঙতে গিয়ে অনেক বাধা তাকে অতিক্রম করতে হবে, অনেক দুঃখ আঘাত তাকে পেতে হবে—তবে এই তো মনুষ্যত্ব লাভের সাধনা। শিক্ষা এই সাধনারই অঙ্গ—এই সাধনারই সহায়ক।

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি এবং কর্মপ্রবণতা, তার মস্তিষ্ক এবং তার পেশী—একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বিকশিত হয়। এ কথাটা শিশু-মনোবিদ্‌রা অনেকদিন আগেই জেনেছেন। কিন্তু এ কথাটা এ যুগের শিশু-শিক্ষা বিদ্‌দের নূতন আবিষ্কার যে, কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষাই শিশুর পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক ও আনন্দময় উপায়। শিশু কাজ করতে ভালবাসে, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে, পরিবর্তন করতে, ভেঙ্গেচুড়ে, ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে ভালবাসে। সমস্ত শিশুই শৈশবে কাগজ ছেঁড়া, জিনিষপত্র ভাঙা, মা'র শাড়ী কাঁচি দিয়ে কাটা, দোয়াতের কালি ঢেলে ফেলা, একপাটি জুতো জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ইত্যাদি উৎপাৎ করে থাকে। এটা পিতামাতার পক্ষে বিরক্তিকর হ'লেও, বাস্তবিক পক্ষে এটা শিশুর আত্মবিকাশের এক অপরিহার্য স্তর ; এর মধ্য দিয়ে শিশু তার চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক কৌতুহলই বিশৃঙ্খল ভাবে প্রকাশ কচ্ছে এবং তার নিজের শক্তিরও পরীক্ষা দিচ্ছে। এটা তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।[১] আবার নিজের খুসীতে গড়তেও তার উৎসাহের অন্ত নেই।

হাত বাস্তবিক পক্ষে এক পরম আশ্চর্য যন্ত্র। এ শুধু কর্মেন্দ্রিয় নয়। শিশুর বোধ, কল্পনা, চিন্তাশক্তি, তার আবেগ ও ইচ্ছা, বাস্তবিকপক্ষে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু

১। Kenwrick বলেছেন, He enjoys tearing paper, dalighting in the crackling noise and the joy of ripping it in every direction, the pencil or chalk with which he scribbles, the paint brush scrubbed over a surface provides him with the same pleasurable experiences.

This first interest in experimenting with materials, this destuctiveness plays a great and important part in the child's mental and physical life. Futile and valueless though these activities appear at first sight, they, must be regarded as a natural phase in deveolpment, for through them muscu'ar control, independence perservation of faith in himself are strengthented with a steady increase in ideas and a widening of interest. Evelyn and Miriam Kenwrick : The child from five to ten, p. 63.

বিকাশ এই যন্ত্রের সম্যক্ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। ডঃ কাজ্ (Dr. Katz)[১] বারো বৎসর যাবৎ হাতের ক্রিয়া এবং মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিয়ে গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, তা মন্তেসরীর হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে।, মন্তেসরী লিখেছেন', হাতকে শিক্ষিত করে তোলা বিশেষ ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাতই মানুষের বুদ্ধির প্রকাশক শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, হাত হচ্ছে মনেরই অঙ্গ।[২]" গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে হাতের কাজকেই গ্রহণ করেছেন, বই পুস্তককে গৌণ স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "আমি মনে করি হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রগুলির প্রকৃত ব্যবহার ও শিক্ষার দ্বারাই মনের প্রকৃত শিক্ষা আসিতে পারে। অন্য কথায় বলিতে হয়, শিশুদের দৈহিক যন্ত্রগুলিকে বুদ্ধিমত্তার সহিত ব্যবহার করিলে, তাহাদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠু উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। যদি মানসিক ও দৈহিক উন্নতি এবং অন্তরস্থিত আত্মার জাগরণ একসঙ্গে সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা অঙ্গহীন শিক্ষায় পরিণত হইবে। মনের যথার্থ ও সর্বতোমুখী বিকাশ তখনই হইতে পারে, যখন শিশুদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা একই সঙ্গে পরিচালিত হয়। এই উভয় প্রকারের শিক্ষা একটি অবিভাজ্য শিক্ষারই অঙ্গ।[৩]

নার্সারী স্তরে শিশুদের উপযোগী কাজঃ শিশুদের শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই হবে খেলাচ্ছলে। তার মধ্য দিয়ে শিশুর আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রকাশ পাবে। এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর বিবেচনা করেই, উপযোগী হাতের কাজ বাছতে হবে। নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে এমন হাতের কাজ বাছতে হবে, যা শিশুদের পক্ষে স্বভাবতঃই আর্কষণীয় এবং যে কাজগুলি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি ও সমাজ জীবন বিকাশের সহায়ক হয়।

যে হাতের কাজেই গ্রহণ করা হোক্ না কেন, কয়েকটি কথা গোড়াতেই স্মরণ রাখা দরকারঃ

১। Dr. Katz who made a special study of the functions of the hand in relation to psychlogy says, "My studies which have extended over a period of twelve years, have caused me to think, how marvellous an instrument the hand is, in respect of its tactile sensib lity and its movement. The hand is the means which have made it possible for human intelligence to express itself and for civilization is move forward in its work. The hand in early infancy aids the development of the intelligence, and in the mature man, it is the instrument controlling his destiny on the earth.

২। The education of the hand is specially important, because the hand is the expressive instrument of human intelligence ; it the organ of the mind.. Montessori. The Discovery of the Child. p. 340

৩। গান্ধীজী : হরিজন ৪, ৫, ৩৮

প্রত্যেক কাজেরই কতগুলি নিয়মকানুন আছে। তা না মানলে কোন কিছুই গড়া যায় না। কিন্তু এরই মধ্যে ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। কতগুলি সাধারণ সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তাদের শিখতে হবে। তবে যা গড়তে শিশুর সত্যিকার আগ্রহ আছে, তা গড়তেই তাকে গোড়ার দিকে উৎসাহিত করা উচিত। কোন মেয়ের হয়তো রঙীন কাপড় ও ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে পুতুল বানাতে, আর তাদের কাপড় জামা তৈরী করতে আগ্রহ দেখা যায়; আবার কারো ঝোঁক হয়তো দেখা যাবে, মাটি দিয়ে লুচি, মেঠাই মণ্ডা তৈরীর দিকে; কেউ আবার কাগজের ফুল পাতা তৈরী করতে ভালবাসে। নার্সারী বিদ্যালয়ে তাই শিশুদের হাতের কাজের উপযোগী নানা উপকরণ থাকে—ছেঁড়া ন্যাকড়া, রঙীন কাপড়ের টুকরো, বালি, পুঁতি, কাদা (প্ল্যাষ্টিসিন্ হলেই ভাল হয়), ছোট কাঠের বাক্স, কার্ডবোর্ডের প্যাকিং কেস্, খবর কাগজ, দেশলাই বাক্স, ছোট শিশি, বোতল, কাগজ কাটবার জন্যে কাঁচি ও ছুরি (বেশী ধারালো না হয়), এবং নানা রকমের উজ্জল, সস্তা রং (গিরিমাটি, এলামাটি, পিউরীমাটি ইত্যাদি)।

শিশুরা যে কাজই করুক, গোড়া থেকেই সুশৃঙ্খল ভাবে যাতে তারা কাজ করতে শেখে, তা দেখতে হবে। তাদের কাজের সম্বন্ধে যেন তাদের নিজেদের গর্ববোধ থাকে এবং তা যথাসম্ভব সুন্দর করে গড়বার আগ্রহ থাকে, তা দেখতে হবে। প্রশংসা ও উৎসাহ তাদের দিতে হবে, কিন্তু তাদের ত্রুটি কোথায়, তা যাতে তারা বুঝতে পারে, সে জন্যে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে, সেই একই উপাদান দিয়ে কি করে আরো সুন্দর জিনিষ গড়া যায়, তা শিক্ষিকা নিজ হাতে পাশাপাশি আর একটি অনুরূপ জিনিষ গড়ে দেখিয়ে দেবেন—এবং তখনও যেন শিশুর পরামর্শ নিয়েই তিনি গড়ছেন, তিনি তারই সহকর্মী, এরকম ভাবটি থাকে; অর্থাৎ শিশুর আত্মমর্যাদাবোধ যেন ক্ষুন্ন না হয়। কতগুলি কাজ এমন হওয়া চাই যেগুলি শিশু একক চেষ্টায়ই সম্পন্ন করতে পারে; আবার কিছু কাজ এমন হওয়া উচিত, যেখানে কয়েকজনে মিলে যৌথ চেষ্টায় গড়ে তুলতে হয়।

সহজ হতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কঠিনতর প্রণালীতে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে। শিশু আত্মসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে যেন তার নিকৃষ্ট কাজেই অভ্যস্ত না হয়, তা বিশেষভাবে দেখতে হবে। আরো ভালো করতে হবে, এই মনোভাব শিশুর মধ্যে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। ৮।৯ বৎসর থেকে শিশুর নিজের কাজ সমালোচনা করবার এবং উন্নততর প্রণালী দেখিয়ে দিলে সে অনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ, তাদের মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের খেলাধুলার উপাদান সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।[১]

গোড়ার দিকে শিশুদের এমন কাজ দিতে হবে, যা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হ'তে পারে এবং সকলকে সে কাজ দেখিয়ে প্রশংসা পেতে পারে।

১। Lillian De Lissa : Life in the Nursery School. pp 135-6

ছেলেমেয়েরা যে কাজই করুক না কেন, কি উদ্দেশ্যে, কেন করছে, সে সম্বন্ধে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা যাতে থাকে, তা দেখতে হবে।

ছেলেমেয়েরা যে হাতের কাজ করবে, তার উপকরণ সহজ-লভ্য এবং স্বাভাবিক ভাবে শিশুদের আগ্রহ উৎপন্ন করে, এমন হওয়া চাই। যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা এসব হাতের কাজ করবে, তা খুব জটিল, বা ধারালো বা ভারী না হওয়া প্রয়োজন। নিতান্ত 'তুচ্ছ',—সংসারের কাজে মূল্যহীন, ফেলে-দেওয়া-জিনিষ দিয়েও শিশুদের মনের মত অনেক জিনিষ তারা উপযুক্ত শিক্ষিকার নির্দেশ অনুসারে তৈরী করতে পারে।

খবরের কাগজ, বাজারের জিনিষের সঙ্গে আসা কাগজের ঠোঙা, রঙীন চক্‌চকে কাগজ, বই বাঁধাবার ব্রাউন পেপার, ফেলে দেওয়া জুতোর কার্ডবোর্ডের বাক্স, এসব দিয়ে শিশুরা নৌকো, টুপী, এরোপ্লেন, ফুল, ঘর, বাড়ী সুন্দর তৈরী করতে পারে। বিভিন্ন রকমের সস্তা উজ্জ্বল রং ও তুলি থাকলে তো আর কথাই নেই। শিশুদের কাগজ ভাঁজ করে কাগজের নৌকো তৈরী করতেও সহজে শেখানো যায়। বর্ষার দিনে জলের নালীতে অথবা জলের টবে শিশুরা নিজেদের নাম লিখে নৌকো ভাসিয়ে দেবে, এটা তাদের নিশ্চয়ই খুব ভালই লাগবে। তার উপর কোন্ দেশে নৌকো যাবে —কোন্ ঘাটে ঘাটে থামবে, কে কে নৌকায় থাকবে, এসব গল্পও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকলে, গল্পের নৌকা ভ্রমণ বেশ জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

কাগজ ভাঁজ করে কি করে, এরোপ্লেন তৈরী করা যায় তা শিখিয়ে দিলে, শিশুরা মহা উৎসাহে ছোট বড়ো নানা ধরণের এরোপ্লেন তৈরী করে আকাশে ওড়াবে। রঙীন কাগজ ভাঁজ করে এবং কাঁচি দিয়ে কেটে ফুল, পাতা, শিকল তৈরী করে,' তারা ঘর সাজাতে পারে। কাগজ দিয়ে ভাঁজ করে এবং কেটে বহু প্রকার জিনিষ শিশুদের সহজেই তৈরী করতে শেখানো যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষিকার এ বিষয়ে জ্ঞান ও আগ্রহ দুই-ই থাকা চাই। সেদিন দেখলাম ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ছোট মেয়েরা লম্বা করে সাদা কাগজ মুড়ে মুড়ে এবং কাঁচি দিয়ে পাশগুলি ঝালরের মত কেটে, সুন্দর রজনীগন্ধার গুচ্ছ তৈরী করছে। কার্ড-বোর্ড কেটে কেটে ঘর বাড়ী, জীবজন্তু ও অন্যান্য নানাপ্রকারের পুতুল, এঞ্জিন, বাস্‌ও তৈরী করা যায়। এগুলি একটু বড় ছেলেমেয়েদের জন্য।

তাল পাতা, খেজুর পাতা আমাদের দেশে সহজ-লভ্য। তা দিয়ে আসন, টুপী, পাখা, ব্যাগ, সহজেই তৈরী করা যায়। পাতাগুলি বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে নিলে আসন ব্যাগ,. ইত্যাদি খুবই সুদৃশ্য হয়।

জামা তৈরী শিক্ষা ঃ রঙীন কাপড়, লেসের টুকরো ইত্যাদি কেটে শিশুরা তাদের খেলবার বা পুতুলের জামা কাপড় তৈরী করতে পারে। তার আগে তাদের ছাঁটকাট ও সেলাই কিছুটা শিখতে হবে। প্রথমেই শিশুরা সরু ছুঁচ ব্যবহার করতে পারবে না—গোড়াতে তাই বড় মাথা ছুঁচ দিয়েই সেলাইয়ের সহজ ফোঁড় (stitch)

শেখাতে হবে। ছাঁটকাট প্রথমে খবরের কাগজ কেটে তাদের শেখানো সহজ। একবার তাদের উৎসাহ জাগ্রত হলে, তারা নিজেদের নাটক অভিনয় কালে ব্যবহার্য পোশাক, নিজেরাই তৈরী করতে এগিয়ে আসবে। জরি, বাদলা, রোলেক্স-এর লেস্ দিয়ে খুব চক্‌চকে পোশাক কি করে তৈরী করতে হয়, ৮।৯ বছরের মেয়েদের শিক্ষিকা তা শেখাতে পারেন।

কাঠের কাজ ঃ কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ী ঘর তৈরী করতে শিশুরা খুবই ভাল বাসে। এ কাজের জন্য ছোট ছেলেদের পক্ষে রঙীন ব্লক্‌ই বেশী উপযোগী। দশ বছরের পর তারা করাত, র‍্যাঁদা, বাটাল ব্যবহার করতে শিখতে পারে এবং সাইজ মত কাঠ কেটে, পেরেক বা স্ক্রু মেরে, বসবার পিঁড়ি, টুল, বইয়ের র‍্যাক্‌ও তৈরী করতে পারে। ছোটরা এসব কাজ পারবে না, তবে এসব কাজ বড়রা করে দেখালে, তারা উৎসাহিত হয় এবং তাদের সহকারী হিসাবে শিরীষ কাগজ দিয়ে পালিসের কাজ তারা করতে পারে। আসল কথা, তাদের মধ্যে এ সাহসটিই জাগাতে হবে যে তারা পারে।

সমস্ত শিশু বিদ্যালয়েই শিশুদের হাতের কাজের জন্য বালি, মাটি, জল, হালকা রঙীন ইট, বাঁশের ছোট ছোট কাঠি দেওয়া হয়। মাটি দিয়ে পুতুল, খেলনা গড়ে, তাদের ছায়ায় শুকিয়ে, পরে রং করলে খুবই সুদৃশ্য হয়। রথের মেলার সময় মাটির তৈরী, ফল, মণ্ডা, মিঠাই, ঠাকুর দেবতা পুতুল বিক্রী হয়। এগুলি অধিকাংশই কাঁচামাটি দিয়ে ছাঁচে ফেলে তৈরী হয়। এ রকম কাজ একটু বড় শিশুদের সহজেই শেখানো যায়। এগুলি বিক্রী করতে পারলে বা এগুলি প্রদর্শনীর আয়োজন করলে শিশুরা খুবই উৎসাহিত হয়। এ দিয়ে তারা নদী, পাহাড়, বাড়ী হ্রদ, খেলনা বাগান তৈরী করতে পারে, এমন কি বাঁশের কেল্লা তৈরী করে একা 'কুম্ভ' রক্ষা করে 'নকল বুঁদিগড়' অভিনয়েও তারা মত্ত হতে পারে। বাগান করা তো খুবই শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক হাতের কাজ এবং তা 'প্রকৃতি পরিচয়ের' সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে একটু বড় বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পঞ্জিকা (Nature Calendar) তৈরী করতে পারে। তাতে দেখানো হয়, কোন্ মাসে কোন্ ফুল ফোটে বা ফল পাকে।

হাতের কাজের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ ঃ বাস্তবিক পক্ষে, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কাতাই, কৃষিকাজ, এবং অন্য কোন শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে সমস্ত শিক্ষা দেওয়ারই ব্যবস্থা। মন্তেসরী বা অন্যান্য নার্শারী বিদ্যালয়েও হাতের কাজকে বুদ্ধি বিকাশের নানা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রকল্প পদ্ধতিতেও (Project Method) দোকান বা পোষ্টাফিস্, বা আনন্দমেলা ইত্যাদি প্রকল্পকে ভিত্তি করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কাজ করার প্রয়োজনে, কাজের বিবরণী

শিশুদের খেলাধূলা, কাজ ও বিশ্রাম

বাগবাজার গভঃ স্পন্সর্ড নার্সারী ও ব্রাহ্ম
বালিকা বিদ্যালয়ের সৌজন্যে।

শিশুদের খেলাধুলা, কাজ ও বিশ্রাম

বাগবাজার গভঃ স্পনসর্ড নার্সারী বিদ্যালয়ের সৌজন্যে।

রাখা, তার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন তার বিচার, জিনিষের পরিমাণ জ্ঞান, দাম-নির্ণয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে গণিত দরকার হয়। ভূগোল এবং অন্যান্য প্রকৃতি-বিজ্ঞান হাতের কাজের মাধ্যমে কিছুটা শেখানো যায়। ভাষা শিক্ষায় হাতের কাজ সহায়ক হতে পারে। কিন্তু গোড়া বুনিয়াদী-পন্থীরা যখন এ দাবী করেন যে সমস্ত শিক্ষাই হাতের কাজের মধ্য দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তখন কথাটা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেওয়া যায় না। সাহিত্য বা বীজগণিত শিক্ষাদান, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে তেমন সহজ নয়।

হাতের কাজের প্রধান কয়টি উদ্দেশ্য ঃ হাতের কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর আত্মবিকাশ সব চেয়ে স্বাভাবিক ভাবে ঘটে। যে কাজের মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, তা তার কাছে একটা জীবন্ত সমস্যা—কাজেই তার সমাধানে স্বতঃই আসে মনোযোগ, বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের জন্য জীবন্ত কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীর ব্যবহারে নিপুণতা এবং সর্বোপরি আত্ম-বিশ্বাস।[১] শিক্ষার উপায় হিসাবে হাতের কাজ শ্রেষ্ঠ, কারণ বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ, মনোযোগ, একাগ্রতা ও সমস্যা সমাধানে সংকল্প, অর্থাৎ শিক্ষার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এর মধ্যে বিদ্যমান। কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হ'লে নূতন নূতন ধারণা (new ideas) মনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে আসে এবং আমরা দেখেছি, কি করে সেই ধারণাগুলির সঙ্গে যুক্ত করে অনুবন্ধ প্রণালীতে নানা বিষয় সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়।[২]

হাতের কাজে যে শিশুরা আগ্রহী, শ্রম তাদের কাছে অশ্রদ্ধার ব্যাপার হতে পারে না। এবং শ্রমের মধ্য দিয়ে এবং সহযোগিতার দ্বারা তারা অন্যের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে অভ্যস্ত হয়।

হাতের কাজ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবিকার পথ সুগম করে। এর মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয় এবং শিশুর অনুভূতিজীবন অশান্তি-বিহীন ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। বাস্তবিক পক্ষে মনোরোগের চিকিৎসায় হস্ত শিল্পকে ব্যবহার

১। The handiwork initiated by the child taxes all his powers to the utmost ; attention being gripped naturally and easily the child concentrates on his work. Kenwrick : The Child at five : Creative impulse. p. 69.

২। We have come to see that the handicrafts and domestic work take high rank among the pursuits of young children, not solely or chiefly as preparatory to the employments of adult life, but at the moment giving scope for interests which the child feels to be vital- Through such occupations he gets at science, gets at mathematics, gets at history and geography ; for these subjects as we call them, are in him as in the race—the outcome of thought applied to the reality in which he exists. Findlay : The Foundations of Education. p. 67.

করে রোগীর অন্তরের দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা উপশম করার চেষ্টায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা বাধ্য হয়েই আত্মসংযম শেখে। প্রকৃতির উপাদান গুলিকে ইচ্ছামতই পরিবর্তন করা যায় না। প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করে কিছু গঠন করা যায় না, এ কথা শিশুরা হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিখে। একাগ্রতা, ধৈর্য, সহযোগিতা ইত্যাদি নৈতিকগুণও এর সুফল। এ গুণ গুলিই তো শ্রেষ্ঠ চরিত্র গঠনের উপাদান।

হাতের কাজের সকলের চেয়ে বড় আকর্ষণ, এতে শিশু তার নিজস্ব আনন্দময় শিল্পীসত্তার সন্ধান পায় এবং তৃপ্তিকর হাতের কাজ পেলে তার স্বাভাবিক আত্মবিকাশ সব চেয়ে সহজে ঘটে।[১]

১। Construction work proves a strenuous form of moral discipline, for the child has to face the difficulties and shoulder responsibility both of which demand effort and continuity of purpose to fight through to the end in view. This develops character and grit far better than any disciplinary task imposed from without.

Work keeps alive that glorious spirit of joy which is the heritage of moral healthly childhood and ensures that our children "remain sensitive to the intimation of adventure." Kenwrick: The Child at Five; Creative Impulse. p.-71

Questions,

1. Indicate the characteristics of childrens' drawings. Show how drawing and handiwork are important in Nursery education.

2. What materials do you suggest for encouraging children in handiwork? Show how these may be utilized for enjoyment and instruction.

3. What measures should be taken to teach children good hand-writing and good drawing? Should children at the Nursery stage be asked to draw from life? Give reasons for your answer.

4. Indicate how the blackboard should be utilised to teach children good drawing and handwriting. What should be the characteristics of a good blackboard?

ষোড়শ অধ্যায়

নার্সারী স্তরে শরীর চর্চা

খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ঃ

শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচ বৎসর কাল সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল। এ সময়ে শিশুর পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, বেঁচে থাকা এবং সুস্থ দেহ নিয়ে বেড়ে উঠা। বাস্তবিক পক্ষে শিশু-মৃত্যুর অধিকাংশই ঘটে এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে। তাই শিশুর সম্বন্ধে পিতামাতার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত যত্ন ও উপযুক্ত আশ্রয় দিয়ে শিশুকে সুস্থ দেহে বাঁচিয়ে রাখা এবং শিশুর ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী যাতে নীরোগ ও সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম থাকে, সে ব্যবস্থা করা।

যদিও এ দায়িত্ব পিতামাতার, তথাপি অনেক পিতামাতার শিশু পালন বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান থাকে না। কোন্ শিশুর পক্ষে কোন্ স্তরের খাদ্য উপযোগী, তার ঘুম ও বিশ্রাম নিয়মিত হচ্ছে কিনা, তাদের নিয়মিত ওজন ও বৃদ্ধির পরিমাপ কি করে করতে হয় এবং এ বিষয়ে লিখিত বিবরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য মায়েরা নার্সারী বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিকাদের কাছে জানতে পারেন।[১]

নার্সারী বিদ্যালয় অনাথাশ্রম নয়, তথাপি দুই-তিন বৎসর থেকে পাঁচ-ছয় বৎসরের যে সব ছেলেমেয়েদের তাঁরা দায়িত্ব নেন, তাদের সম্পর্কে তাঁদের কর্তব্য থাকে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুসারে ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর ভার দেওয়া হয়েছে, যাতে অক্ষম পিতামাতার সন্তানেরা বিদ্যালয়ে দুধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য এবং পরিচ্ছদ পেতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখার। দুধ সমস্ত শিশুকেই বিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়, অবশ্য সক্ষম পিতামাতারা তার দাম দেন। শিক্ষিকারা এটা দেখেন যে

---

1. Upto the age of the five, the child's chief business is to keep alive and grow. Everything else is of secondary importance and for this reason we look primarily to the medical profession for guidance. The guidance is now also available in the good Nursery schools. Conditions must be provided whereby these essentials may be realised ; it is the mother's interest to record progress in health, to test weight and height, to make a study of food and clothing and to watch intelligently his sleeping and waking habits and as she observes her own child's reactions, she compares them with scientific data (supplied by the Nursery school) which may help her to readjust and rectify many little peculiarities in the physical realm of the child's life. Kenwrick. From Five to Ten. p. 3

যারা বাড়ী থেকে টিফিন আনে, সে টিফিন যথোচিত কিনা এবং শিশুরা যথাসময়ে টিফিন্ খাচ্ছে কিনা।

কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, শিশুদের প্রাথমিক সু-অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া এবং স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সঙ্গে খেলাচ্ছলে নানা শরীর সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যের ভিত্তিটি মজবুত করে গড়ে দেওয়া।

নার্সারী বিদ্যালয়গুলি হাসপাতালও নয়, ব্যায়ামশালাও নয়। কিন্তু নার্সারী শিক্ষিকারা জানেন, সুস্থ দেহ ও স্বচ্ছন্দ দেহ-চর্চা শিশুদের সুশিক্ষার পথে অগ্রসর করে দিচ্ছে। নার্সারী বিদ্যালয়ে খেলাকেই যে শিক্ষার ভিত্তি করা হয়েছে, তার কারণ, শিশু-শিক্ষাবিদেরা একথা বিজ্ঞানের নির্ভুল প্রমাণের দ্বারা জেনেছেন যে, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু দেহের পেশীগুলির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে—বিশেষ করে চোখ, বাহু, হাত ও আঙ্গুলের পেশীর উপর শিশুর কর্তৃত্ব জন্মে। এবং খেলার মধ্য দিয়েই প্রকৃতি শিশুর দেহ ও মনকে প্রস্তুত করে দিচ্ছে, জ্ঞানের হাতিয়ারগুলি ব্যবহারের জন্যে—Play is Nature's method of preparing the mind and body for the tools of learning.[১] Emerson লিখেছেন, একদিক থেকে দেখতে গেলে শিশুদের খেলা তো নিতান্ত অর্থহীন ক্রিয়া—কিন্তু এই অর্থহীন ক্রিয়াই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।[২] বাস্তবিক পক্ষে খেলাই হচ্ছে, শিশুদের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক শিক্ষাদানের কাজে প্রকৃতির সহজ ও সক্রিয় উপায়।[৩] শিশু যে খেলা করে, তার কারণ এই নয় যে সে শিশু, বরঞ্চ একথা উল্টে বলা যায় প্রকৃতির নির্দেশেই শিশুর শৈশবকাল দীর্ঘ, যাতে সে খেলতে পারে এবং খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। The child plays, "not because he is young, but he is long young, in order that he may play and thus through active experience secure his education." "It is not true", says Groos epigrammatically, "that animals play while they are young, as that they are young, so long as it is necessary for them to play, in order to prepare themselves for the serious business of adult life."[৪]

১। Kenwrick: From Five to Ten. p 98.

২। The plays of children are non-sense, but they are educative non-sense. Emerson.

৩। Play is nature's active mode of education. Physical play is Nature's physical education; social play is Nature's active method of social education; Mental play is Nature's active method of filling the mind with information. Lucas. The health of the run-about child. p. 23.

৪। Quoted by Bobbit: The Curriculum, also, Nunn: Education. Its data and first principles. p-81.

যদিও গোড়ার দিকে নার্সারী বিদ্যালয়, যে সব শ্রমিক পিতামাতা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যাবার জন্যে তাদের সন্তানদের লালন পালন ও শিক্ষার ভার নিতে অসমর্থ, তাদের সন্তানদের জন্যই বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল, তবু আজ নার্সারী বিদ্যালয়ের চমৎকার শিক্ষা—শুধুমাত্র দরিদ্রের সন্তান নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের শিশুদের পক্ষেও কল্যাণকর, এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়েছে। তার কারণ, খেলা-ধুলা এবং স্বাধীন আগ্রহের মাধ্যমে শিশুরা অনেক সহজে এবং অনেক আনন্দে শেখে। ম্যাক্‌মিলান্ ভগ্নীদ্বয় তাঁদের প্রথম নার্সারী বিদ্যালয়ের সাফল্য থেকে এটা খুব স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে, শিশুদের সর্বাঙ্গীন সুস্থ বিকাশের জন্যে ছেলেমেয়েদের খেলার খোলা মাঠ, ও নানাপ্রকারের আকর্ষণীয় খেলার উপাদান বিশেষভাবে উপযোগী। বস্তির ছেলে মেয়েদের এ অভাবের জন্যে এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কু-প্রভাবের জন্যে তাদের নৈতিক বিকাশই শুধু নয়, বুদ্ধি ও সামাজিক বোধের বিকাশও ব্যাহত হয়, তারা মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত অনেকের বাড়ীতেও শিশুরা স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে হুটোপাটি করতে পারে না। তাছাড়া নার্সারী স্কুলে বিভিন্ন রকমের খেলার যে সব উপকরণ থাকে, শিশুদের শুধু আনন্দ দান এবং দেহচর্চার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য গঠনই তার উদ্দেশ্য থাকে না। এই বিভিন্ন রকমের খেলা এমনই সুপরিকল্পিত যে, প্রত্যেক শিশুই নিজ নিজ আগ্রহ, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কৌতূহল, মনোযোগ, ঐকান্তিকতা, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন এবং স্বাধীন সংগঠন ইত্যাদি বুদ্ধিবিষয়ক ও নীতিবিষয়ক শক্তি স্বচ্ছন্দে আহরণ করতে পারে। আর নার্সারী বিদ্যালয়ের আনন্দময় ও স্বাধীন আবহাওয়ায়, আর দশটি ছেলেমেয়ের জীবন্ত ও উৎসাহোদ্দীপক সঙ্গ দ্বারা, শিশু সুস্থ সমাজজীবন ও সুশৃঙ্খলার যে শিক্ষালাভ করে, বাড়ীর বদ্ধ ও সংকীর্ণ আবহাওয়ায় সেটি হওয়া সম্ভব নয়। বড়লোকের বাড়ীতে শিশুদের দামী কলের খেলনা অনেক থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তাদের উদ্ভাবনী শক্তির কোন বিকাশ হয় না। কিন্তু নার্সারীতে মূল্যবান্ না হলেও এত প্রচুর ও বিভিন্ন রকমের উপাদান থাকে যে তাতে শিশুদের গঠনের আগ্রহ ও শক্তি স্বতঃই বৃদ্ধি পায়।[১] শারলট্ বুহ্‌লার (Charlotte Bühler) ভিয়েনার এলিমেণ্টারী বা

১। Although many of the children may come from comfortable homes and have had plenty of toys and picture-books, yet few of them will have had the opportunity for play with children of the same age, thus learning to be co-operative with others, share toys or take turns with gymnastic apparatus. Again their activity has often been restricted by space ; the small house, the little flat without a garden usually means that a child has no play place of his own ; he must often play very 'tidy' kinds of games, he can never work uninter ruptedly with some absorbing type of construction. His toys may have been

P. T. O.

প্রাথমিক স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে পড়া শুনায় ছেলে মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করছেন যে এরকম ছেলেমেয়েদের শতকরা আশী জনের মধ্যে খেলার ভিতর দিয়ে নিজে কিছু গড়ে তুলবে, এ নেশা জন্মায় নি ; তারা বুদ্ধির দিক থেকে শিশুই রয়ে গেছে।

শিশু মনোবিদ্‌রা এটা নিশ্চিতভাবে এখন বিশ্বাস করেছেন যে শিশুর অনুভূতি-জীবনের পক্ষে দেড় বছর থেকে চার বছর সবচেয়ে সংকটপূর্ণ কাল। এ সময় তার অনুভূতিগুলি সংখ্যায় বেশী নয়, কিন্তু শিশুর পক্ষে সেগুলি প্রবল ও বিভ্রান্তিকর। শিক্ষিকার কর্তব্য এই অনুভূতি-জীবনকে এ সময় সহানুভূতি ও স্বচ্ছ বুদ্ধি দ্বারা শিশুর পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে নানাপ্রকার প্রীতির সম্বন্ধ যুক্ত করে' সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা। তা না হ'লে, শিশু একগুঁয়ে, উচ্ছৃঙ্খল, নৃশংস অথবা ভীরু, অসামাজিক ও, আত্ম-প্রত্যয়হীন হয়ে গড়ে উঠবে, এমন আশংকা থাকে। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশু সমবয়স্ক আরও বহু শিশুর সঙ্গে সানন্দ সহযোগিতায় খেলার মধ্য দিয়ে অনুভূতি জীবনে সুখ ও শান্তিলাভ করে।

এই বয়সের শিশু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। তার এই কল্পনা-শক্তিও নার্সারী বিদ্যালয়ে নানা খেলনা ও খেলার মধ্য দিয়ে নিরাপদ ও আনন্দময় মুক্তি লাভ করে। এই কল্পনা-শক্তির সুব্যবহারের দ্বারাই নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুর সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে সুস্থ রুচি ও আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিশুর ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী এই কালে দ্রুত বিকাশলাভ করে। নার্সারী বিদ্যালয়ে খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সামর্থ্য ও শক্তি তাকে জ্ঞানের এবং সংগঠনে নিপুণতার পথে নিয়ে যায়।

গেসেল্ লক্ষ্য করেছেন যে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে শিশুদের মানসজীবনে একটা অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তার কারণ, শিশুর ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীর শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে স্বাধীন হতে চায়—মায়ের অাঁচলের নিরাপদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়—সে গুরুজনদের নিরবিচ্ছিন্ন অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চায় ; আবার অন্যদিকে মা'র আদর, এবং আপনজনের ভালবাসাও সে হারাতে চায় না। নার্সারী বিদ্যালয়ের স্বাধীন ও প্রীতিময় পরিবেশ এবং নানা খেলা ধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সহজে অবসান ঘটে। মানস-রোগের

---

elaborate and elaborate toys do not lend themselves to the play of constructive imagination and fancy. These children need the opportunity for free muscular activity with gymnastic apparatus and toys of the run-about type, to develop fearlessness and a spirit of adventure ; they need floor space for building, play with sand and water, work with wood, hammer and nails......these needs are met in a good nursery school.

Hume : Learning and teaching in Infants' school. p-24

চিকিৎসকেরা দেখেছেন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষদেরও খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক অস্থিরতার উপশম ঘটে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের উপযোগী খেলনা, খেলা ইত্যাদি: নার্সারী বিদ্যালয়ের খেলা স্বভাবতঃই ২ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের পক্ষে উপযোগী এবং খেলনাগুলি তাদেরই মাপের এবং তাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হতে হবে। বিভিন্ন বয়সের পক্ষে ঠিক একই খেলনা ও খেলা উপযোগী নয়, এবং সব শিশুই একই খেলা বা খেলনা পছন্দ করবে এমনও নয়। তাই নানা ধরণের খেলনা নার্সারীতে থাকবে এবং নানা ধরণের খেলারও ব্যবস্থা থাকবে। শিশুরা অবাধে নিজেদের খুশীমত খেলনা নিয়ে খেলবে, নানা জিনিষ গড়বে, নানা খেলায় মাতবে। এই খেলা ও খেলনাগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে, সযত্নে নির্বাচন করতে হবে।

ঘরের মধ্যে খেলা: বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী খেলাগুলিকে কয়েকটি বিশেষ দলে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি খেলনা ও খেলা ঘরের মধ্যেই শিশুদের খেলা করবার জন্যে। স্বভাবতঃই এ খেলনা বা খেলার উপাদানগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ও হালকা; ঘরের মধ্যেই এগুলিকে যেখানে খুশী সেখানে নেওয়া যায়,—যেমন, বালির ট্রে, কাদামাটির ছোট ছোট বালতি, মগ, জলের অগভীর হালকা চৌবাচ্চা, নানা-রঙের কাগজ, বাক্স-ভর্তি কাঠের গুঁড়ো, বিল্ডিং ব্লক, ছবির বই, চার্ট ইত্যাদি, মেকানো জাতীয় খেলনা, বল, মার্বল, পুতুল, রঙীন কাপড়ের টুকরো, দড়ি, চাকা, ছোট ছোট রঙীন কাঠের ইট, রঙীন কাঠের লাঠি, কাঠবোর্ডের বাক্স, খালি সিগারেটের বাক্স, সাদা ন্যাকড়া, ঝাঁটার কাঠি—নানা আয়তনের পুতুল, পুতুলের রান্নার সব ছোট ছোট হাঁড়ি, উনুন, বাটি, থালা, গ্লাস, চায়ের সেট্, অর্থাৎ এমন সব কিছু জিনিষ, যা দিয়ে শিশুরা খেলতে ভালবাসে—যা দিয়ে তারা তাদের পছন্দমত জিনিষ গড়তে পারে। কাঠের ব্লক, সিগারেটের বাক্স, দেশলাইর বাক্স এইসব দিয়েই মেয়েরা পুতুলের আলমারি, টেবিল, চেয়ার, খাট নিজেরা তৈয়ারী করতে পারে। আবার ছেলেরা কাঠের টুকরো, মেকানো ইত্যাদি দিয়ে ঘরবাড়ি, এরোপ্লেন্ সব বানাবে। তারা কার্ড-বোর্ড দিয়ে পাহাড় ও পাহাড়ের মধ্যে গুহাও তৈরী করতে পারে। নরম জিনিষ দিয়ে নানারকম জিনিষ গড়বার জন্যে প্লাষ্টিসিন তাদের খুব পছন্দ। যাতে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও গঠনের আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হয়, এমন সব উপাদানই শিশুদের জন্যে থাকবে। কাদা মাটি, জল, শিশুদের খুব প্রিয় উপাদান। তারা এগুলি দিয়ে যে নিজেদের পছন্দমত ফল, পুলিশ, সাপ, বাঘই তৈরী করে তা নয়, বাড়ী, পাহাড়ও তৈরী করতে পারে; সন্দেশ, রসগোল্লা, মিঠাইও তৈরী করে আনন্দ পায়। নদী, খাল, ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারে। শিশুরা এসব খেলার পর, নোংরা হাত তাদের মাপের নীচু জলের কলের মুখে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলবে এবং নিজ নিজ চিহ্নিত পৃথক পৃথক গামছা দিয়ে মুছে ফেলবে। এ অভ্যাস তাদের অল্প দিনেই গড়ে ওঠে।

প্রাথমিক স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে পড়া শুনায় ছেলে মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করছেন যে এরকম ছেলেমেয়েদের শতকরা আশী জনের মধ্যে খেলার ভিতর দিয়ে নিজে কিছু গড়ে তুলবে, এ নেশা জন্মায় নি ; তারা বুদ্ধির দিক থেকে শিশুই রয়ে গেছে।

শিশু মনোবিদরা এটা নিশ্চিতভাবে এখন বিশ্বাস করেছেন যে শিশুর অনুভূতি-জীবনের পক্ষে দেড় বছর থেকে চার বছর সবচেয়ে সংকটপূর্ণ কাল। এ সময় তার অনুভূতিগুলি সংখ্যায় বেশী নয়, কিন্তু শিশুর পক্ষে সেগুলি প্রবল ও বিভ্রান্তিকর। শিক্ষিকার কর্তব্য এই অনুভূতি-জীবনকে এ সময় সহানুভূতি ও স্বচ্ছ বুদ্ধি দ্বারা শিশুর পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে নানাপ্রকার প্রীতির সম্বন্ধ যুক্ত করে' সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা। তা না হ'লে, শিশু একগুঁয়ে, উচ্ছৃঙ্খল, নৃশংস অথবা ভীরু, অসামাজিক ও, আত্ম-প্রত্যয়হীন হয়ে গড়ে উঠবে, এমন আশংকা থাকে। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশু সমবয়স্ক আরও বহু শিশুর সঙ্গে সানন্দ সহযোগিতায় খেলার মধ্য দিয়ে অনুভূতি জীবনে সুখ ও শান্তিলাভ করে।

এই বয়সের শিশু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। তার এই কল্পনা-শক্তিও নার্সারী বিদ্যালয়ে নানা খেলনা ও খেলার মধ্য দিয়ে নিরাপদ ও আনন্দময় মুক্তি লাভ করে। এই কল্পনা-শক্তির সুব্যবহারের দ্বারাই নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুর সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে সুস্থ রুচি ও আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিশুর ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী এই কালে দ্রুত বিকাশলাভ করে। নার্সারী বিদ্যালয়ে খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সামর্থ্য ও শক্তি তাকে জ্ঞানের এবং সংগঠনে নিপুণতার পথে নিয়ে যায়।

গেসেল্ লক্ষ্য করেছেন যে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে শিশুদের মানসজীবনে একটা অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তার কারণ, শিশুর ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীর শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে স্বাধীন হতে চায়—মায়ের আঁচলের নিরাপদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়—সে গুরুজনদের নিরবিছিন্ন অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চায় ; আবার অন্যদিকে মা'র আদর, এবং আপনজনের ভালবাসাও সে হারাতে চায় না। নার্সারী বিদ্যালয়ের স্বাধীন ও প্রীতিময় পরিবেশ এবং নানা খেলা ধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সহজে অবসান ঘটে। মানস-রোগের

---

elaborate and elaborate toys do not lend themselves to the play of constructive imagination and fancy. These children need the opportunity for free muscular activity with gymnastic apparatus and toys of the run-about type, to develop fearlessness and a spirit of adventure ; they need floor space for building, play with sand and water, work with wood, hammer and nails......these needs are met in a good nursery school.

Hume : Learning and teaching in Infants' school. p-24

চিকিৎসকেরা দেখেছেন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষদেরও খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক অস্থিরতার উপশম ঘটে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের উপযোগী খেলনা, খেলা ইত্যাদি: নার্সারী বিদ্যালয়ের খেলা স্বভাবতঃই ২ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের পক্ষে উপযোগী এবং খেলনাগুলি তাদেরই মাপের এবং তাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হতে হবে। বিভিন্ন বয়সের পক্ষে ঠিক একই খেলনা ও খেলা উপযোগী নয়, এবং সব শিশুই একই খেলা বা খেলনা পছন্দ করবে এমনও নয়। তাই নানা ধরণের খেলনা নার্সারীতে থাকবে এবং নানা ধরণের খেলারও ব্যবস্থা থাকবে। শিশুরা অবাধে নিজেদের খুশীমত খেলনা নিয়ে খেলবে, নানা জিনিষ গড়বে, নানা খেলায় মাতবে। এই খেলা ও খেলনাগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে, সযত্নে নির্বাচন করতে হবে।

ঘরের মধ্যে খেলা: বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী খেলাগুলিকে কয়েকটি বিশেষ দলে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি খেলনা ও খেলা ঘরের মধ্যেই শিশুদের খেলা করবার জন্যে। স্বভাবতঃই এ খেলনা বা খেলার উপাদানগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ও হালকা; ঘরের মধ্যেই এগুলিকে যেখানে খুশী সেখানে নেওয়া যায়,—যেমন, বালির ট্রে, কাদামাটির ছোট ছোট বালতি, মগ, জলের অগভীর হালকা চৌবাচ্চা, নানা-রঙের কাগজ, বাক্স-ভর্তি কাঠের গুঁড়ো, বিল্ডিং ব্লক্, ছবির বই, চার্ট ইত্যাদি, মেকানো জাতীয় খেলনা, বল, মার্বল, পুতুল, রঙীন কাপড়ের টুকরো, দড়ি, চাকা, ছোট ছোট রঙীন কাঠের ইট, রঙীন কাঠের লাঠি, কাঠবোর্ডের বাক্স, খালি সিগারেটের বাক্স, সাদা ন্যাকড়া, ঝাঁটার কাঠি—নানা আয়তনের পুতুল, পুতুলের রান্নার সব ছোট ছোট হাঁড়ি, উনুন, বাটি, থালা, গ্লাস, চায়ের সেট্, অর্থাৎ এমন সব কিছু জিনিষ, যা দিয়ে শিশুরা খেলতে ভালবাসে—যা দিয়ে তারা তাদের পছন্দমত জিনিষ গড়তে পারে। কাঠের ব্লক, সিগারেটের বাক্স, দেশলাইর বাক্স এইসব দিয়েই মেয়েরা পুতুলের আলমারি, টেবিল, চেয়ার, খাট নিজেরা তৈয়ারী করতে পারে। আবার ছেলেরা কাঠের টুকরো, মেকানো ইত্যাদি দিয়ে ঘরবাড়ি, এরোপ্লেন্ সব বানাবে। তারা কার্ড-বোর্ড দিয়ে পাহাড় ও পাহাড়ের মধ্যে গুহাও তৈরী করতে পারে। নরম জিনিষ দিয়ে নানারকম জিনিষ গড়বার জন্যে প্লাষ্টিসিন তাদের খুব পছন্দ। যাতে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও গঠনের আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হয়, এমন সব উপাদানই শিশুদের জন্যে থাকবে। কাদা মাটি, জল, শিশুদের খুব প্রিয় উপাদান। তারা এগুলি দিয়ে যে নিজেদের পছন্দমত ফল, পুলিশ, সাপ, বাঘই তৈরী করে তা নয়, বাড়ী, পাহাড়ও তৈরী করতে পারে; সন্দেশ, রসগোল্লা, মিঠাইও তৈরী করে আনন্দ পায়। নদী, খাল, ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারে। শিশুরা এসব খেলার পর, নোংরা হাত তাদের মাপের নীচু জলের কলের মুখে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলবে এবং নিজ নিজ চিহ্নিত পৃথক পৃথক গামছা দিয়ে মুছে ফেলবে। এ অভ্যাস তাদের অল্প দিনেই গড়ে ওঠে।

শিশুরা তাদের তৈরী পুতুলগুলি যাতে রং করতে পারে, নানা রকম ছবি আঁকতে পারে, সেজন্য রং তুলি, কাগজ সবই থাকবে। শিশুরা নিজেদের তৈরী জিনিষ যাতে সুন্দর করে গুছিয়ে তুলে রাখতে পারে, সেজন্য নীচু নীচু তাক্ আলমারী থাকবে। এ রকম গড়ার মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রত্যয়ই শুধু নয়, সুন্দর করে, পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখার অভ্যাসও শিশুদের গঠিত হবে। অনেকের মত যে শিশুদের খাবার পাত্রগুলি হাল্কা, রঙীন এবং সহজে ভাঙেনা এমন হওয়া উচিত। মন্তেসরী এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদেরা মনে করেন শিশুদের কাপ্, প্লেট্, গ্লাস্ ইত্যাদি বরং বড়দের মত কাঁচ বা চিনামাটিরই হওয়া উচিত। তা হ'লে, তারা ছোট বয়স থেকে যত্ন করে এগুলির ব্যবহার শিখবে। খেলার মধ্য দিয়েই এ সামাজিক শিক্ষা শিশুদের হবে।

ছেলে মেয়েরা মেঝেতে বসে, বা উপুড় হয়ে শুয়ে, খেলা করতে অথবা মেঝেতেই রং-পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে ভালবাসে, তাই ঘরের মেঝে বেশ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। এবং ঘরের আসবাব পত্রও যাতে হালকা এবং একটির নীচে আর একটি রাখা যায় এমন ধরণের হয়, তা হ'লেই ভাল হয়।[১] গ্রামের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গোবর দিয়ে নিকানো উঁচু মাটির দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে, শিশুরা আনন্দের সঙ্গে খেলা-ধূলা করতে পারে। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য-সম্মতও বটে; আমাদের দরিদ্র দেশের উপযোগীও বটে। বিশেষ করে, আলপনার কাজ, শুকনো মাটির ঘরেই ভাল ফোটে। আর এক সুবিধা, নিকিয়ে নিলেই নূতন করে কাজ করার জন্য জায়গাটা আবার প্রস্তুত হয়ে যায়। সহরে নার্সারী বিদ্যালয়েও ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শিশুরা খেলা করে।'

বর্ষার দিনে ঘরে বসে খেলা

যাতে বর্ষা-বৃষ্টির দিনেও নার্সারী স্কুলের ছেলেমেয়েরা কিছুটা হুটোপাটি খেলা করতে পারে, সে জন্য তাদের খেলাঘরের সাথেই ঢাকা প্রশস্ত বারান্দা থাকলে ভাল হয়। সেখানে বেয়ে উঠবার দড়ি, দড়ির মই (Climbing ladders), ঝুলবার বা দোল খাবার রিং, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায় এমন হালকা কাঠের ধাপ বা রডের সমষ্টি

১। Little children love to spend much of their time in play on the floor, therefore ample floor space is required in the nursery room. Furniture should be light and easy to move. Tables that can be fitted under one another and pushed back against the wall, with small chairs in graded heights...are perferable to the more usual small wooden tables, since these are rather heavy for the children to move and these require the space available for free activity.

Specially designed cupboards with low shelves are also a necessity. These cupboards must be easy of access to the children, since one of the most important functions of the nursery teacher is to train the children in the habits of independance and a reasonoble love of order and neatness.

Hume : Teaching in Infant's school. p 28

(Jungle Jim), এক চাকা-ওয়ালা ছোট ঠেলাগাড়ী, হুট্ করে নীচে নেমে আসতে পারে এমন স্লাইড্ থাকলে সেখানে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শরীর চর্চা করতে পারে।

ঘরের বাইরে খেলার উপকরণ :

ঘরের বাইরে খেলার মাঠে দৌড়, ঝাঁপ, কুস্তি, নানা শারীরিক কসরৎ, চোর-চোর খেলা, মানুষ-কুমীর খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে—আর দোলনা, স্যুট্, (chute) ঢেঁকী (sea-saw) ছোট বাস্কেট্ বল, ব্যাড্মিণ্টন্ জাতীয় খেলার জায়গা ইত্যাদিতো থাকবেই।

ছোট স্কুটার, ট্রাইসাইকেল্, ইত্যাদি পেডাল্ দিয়ে চালানো যায় এমন ছোট গাড়ী শিশুদের আনন্দেরও খোরাক যোগায় এবং এর মধ্য দিয়ে অনেকগুলি পেশীর সমন্বয় এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষাও শিশুরা পেতে পারে। চার পাঁচ বছরের শিশুদের জন্যে ছোট সাইকেলও থাকা উচিত—তাতে শুধু শারীরিক দিক দিয়েই উন্নতি হয় না, শিশুদের সাহস বাড়ে। কিছুটা আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতাও আয়ত্ত হয় (কারণ, প্রথম সাইকেল শিখতে গেলে কিছু আছাড় খেতেই হবে।)

শিশুরা জল দিয়ে খেলতে খুবই ভালবাসে। যদি অগভীর ছোট Swimming pool-এ ৪।৫ বৎসরের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত শিক্ষক বা শিক্ষিকার অধীনে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়, তা হ'লে খুবই ভাল হয়। তা না হলেও, শিশুদের ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই এমন জলের চৌবাচ্চা এবং মাঝখানে ফোয়ারা থাকলে শিশুরা খুবই আনন্দের সঙ্গে কাগজের নৌকো বা টিন্ বা প্লাষ্টিকের জাহাজ ভাসাতে পারে। মনোবিদেরা দেখেছেন এ প্রকার স্বাধীন জলক্রীড়া শিশুদের অনেক অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ শান্ত করে দেয়।

ঘরের ও বাইরের—খেলা ও খেলনার এই দুই প্রধান ভাগ ছাড়াও, উদ্দেশ্য অনুযায়ী, নার্সারী স্কুলের খেলা খেলনাকে, অন্যভাবেও ভাগ করা।

(১) সক্রিয় অঙ্গসঞ্চালন যে সব খেলায় প্রয়োজন :

ছোট শিশুরা প্রাণশক্তিতে ভরপূর—তারা তাই লাফানো, দৌড়ানো, বেয়ে ওঠা, ধাক্কা দেওয়া, দৌড়ে ছুটে যাওয়া, মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া, পা ছোঁড়া এসব খেলার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে সব চেয়ে বেশী আনন্দ পায়। চার বছরের নীচের শিশুদের খেলা সবই প্রাণশক্তির উদ্দাম প্রকাশ। তা কোন উদ্দেশ্য-চালিত নয়, কোন নিয়ম দ্বারা পরিচালিতও নয়। অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে শিশু যেমন আনন্দ লাভ করছে, তেমনি তাদের পেশী অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সবল হয়ে গড়ে উঠছে। অনেকে বলেন শিশু আগে হাঁটতে শেখে, তারপর তারা দৌড়তে শেখে। কিন্তু শিশুদের ব্যবহার যাঁরা ভাল করে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা বলেন চার বছরের শিশু ছুটতে পারলেই খুশী

বেশী, সে ধীরে ধীরে হাঁটতে রাজী নয়। তাদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে দেহের বৃহৎ পেশীগুলির সঞ্চালন হয়।[১]

সব শিশুই বোধ হয় দুম্‌দাম্‌ শব্দ করতে ভালবাসে। এ দ্বারা তারা নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে ও পরিচয় পেতে চায়। অনেক সময় তাদের মধ্যে থাকে অবদমিত হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আকাঙ্ক্ষা। সে জন্যে শিশুদের খেলাঘরে তাদের মাপের করাত, হাতুড়ী, সাঁড়াশী, ছোট ছোট কাঠের টুকরো, ছোটো ছোটো পেরেক থাকা দরকার। তা হ'লে তাদের উচ্চশব্দ করবার এবং আঘাত করবার প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হয় এবং বড়দের মত কিছু কাজের জিনিষ তৈরী করার আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। তারা নিজেরা কাঠের টুকরো কেটে, পেরেক মেরে, পুতুলের টুল, বেঞ্চি, খাট, বা এঞ্জিন্‌, বাস্‌, এরোপ্লেন্‌ তৈরী করতে পারে। অবশ্য পাঁচ বছরের ছোট শিশুদের জন্যে এ খেলা নয়। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই কেবল তাদের ছোট করাত বা বাটাল ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। তাদের মট্‌ মট্‌ করে ভাঙবার আকাঙ্ক্ষা পাটকাঠি ভেঙে ভেঙে ঘর বাড়ী তৈরী করার কাজে লাগানো যেতে পারে। তা ছাড়া জঙ্গল সাফ্‌ করা, মাটিতে গর্ত করে গাছ পোতা, ছোট কোদাল, খন্তা দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাগান করা—এসব কাজে বড় ছেলেদের লাগাতে পারলে, তাদের ভাঙবার নেশাটা গঠনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এই সব গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে বস্তু জগতের উপর শিশুর কর্তৃত্বও স্থাপিত হয়।[২]

স্কুলে Percussion band শিশুদের দিয়ে গঠন করতে পারলেও তাদের উচ্চশব্দ করার নেশা ও আঘাত করবার নেশাকে আনন্দময় সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে লাগানো যায়।

(২) যে সব খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক সন্ধান করবার বা পরীক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়ঃ শিশু কৌতুহলী, তার মনে হাজারো প্রশ্ন—জলের কলের চাবি টিপলে জল পড়ে কেন? ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করে কেন? মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে কেন? স্প্রিং-এর মোটরটা চলে কেন? এই—কি, কেন, কবে, কোথায় প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তার কৌতুহল আছে বলেই হাতের কাছে সব জিনিস, নেড়ে চেড়ে, শব্দ শুনে, গন্ধ শুঁকে, মুখে দিয়ে আস্বাদন করে, মাটিতে ঠুকে,

---

১। Much of the child's play at this time is of the vigorous bodily active type. It is the form of play most characteristic of children under four years. They often appear to run about without any definite purpose, to jump, to climb, and clamber over things whenever opportunity is offered, they push them-selves round on any kind of pedal toys, they roll on the ground and kick their legs in the air in sheer abandonment.

Hume : Learning and teaching in the Infant's School. p. 30.

২। Austin D'souza : Aspects of Education in India and Adroad p. 32.

টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, আছড়ে ভেঙ্গে জানতে চায়, "ভেতরে কি আছে দেখিই না!" সে জিনিষপত্র লোকসান করবার জন্যেই যে ছিঁড়ে বা ভাঙ্গে তা নয়,—কারণ দ্রব্যের আর্থিক মূল্যবোধ তার এখনও জন্মায়নি। এই অনুসন্ধিৎসা, এই বিশ্লেষণ—পরীক্ষা করবার নেশা, তার ভবিষ্যৎ সুশৃংখল জ্ঞানের পথ প্রশস্ত কচ্ছে। বাড়ীতে এই যথেচ্ছ পরীক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ, কারণ চতুর্দিকেই নিষেধের তর্জনীগুলি উঁচিয়ে আছে—সে শুধুই শোনে, 'এটা কোর না,—ওটায় হাত দিয়ো না'! কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ে তো তাদেরই রাজত্ব। যা কিছু উপাদান সবই তাদের। তাই সেখানে কাগজ ছিঁড়ে কুচি কুচি করতে পারে, আবার তা জড়ো করে ন্যাক্‌ড়া দিয়ে জড়ো করে বল বানাতে পারে; কাঠের ব্লকের তৈরী বাড়ী-ঘর ভেঙে আবার নূতন করে গড়তে বাধা নেই। একেবারেই যে কোন বাধা নেই তা নয়। অন্য ছেলের তৈরী জিনিষ সে ভাঙতে পারে না। বাগানের ফুল যথেচ্ছ ভাবে সে ছিঁড়তে পারে না—ক্লাশ ঘরের ঘড়িটাকে সে ভেঙে চুরমার করতে পারে না। কিন্তু তাদের উপরেই তো ভার বাগান থেকে বেছে বেছে ফুল সংগ্রহ করে তোড়া করে টেবিলের উপর সাজাবার। শিক্ষিকা ভাঙা-ঘড়ির কলকব্জা তাদের খুলে দেখিয়ে দেন—তারা হাত দিয়ে সেগুলি ধরতে পারে, খুলতে পারে আবার যথাস্থানে লাগাতে পারে। আবার তাদেরই হয়তো বলা হোল, কাঠের ইঞ্জিনটার স্ক্রু, বল্টু গুলি খুলে, বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে আবার ওটাকে চালাও। তারা বিভিন্ন চারাগাছের শিকড় খুঁড়ে দেখতে পারে, শিকড়টা কেমন সরু সরু সুতোর মতো ভেঙে গিয়ে মাটির নীচে ছড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ এখানে শিশুর কৌতুহল চরিতার্থ করবার সহস্র সুযোগ রয়েছে—তারই মধ্য দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, শিশুরা বিভিন্ন দ্রব্যের গুণ, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, তাদের সীমা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানতে পারে। যেমন; বিভিন্ন আয়তনের পাত্র আছে—জল বা বালি একটার থেকে আর একটায় ঢালতে বা ভর্তি করতে ছেলেমেয়েরা খুবই ভালবাসে; তার মধ্য দিয়ে তারা জানতে পারে চারবার ছোট একপোয়ার পাত্রের জিনিষ ঢাললে, এক সেরের পাত্রটি ভর্তি হয়। কাঠের বোর্ডে নানারকম ফোকর আছে, আর ঠিক সেই ফোকরের মাপের কাঠের টুকরোও আছে নানা আকারের ও নানা আয়তনের। খেলার মধ্য দিয়েই তিন বছরের শিশুরাও বুঝতে পারে যে গোল ফুটোতে চৌকো কাঠের টুকরো ঢোকে না—সরু ফুটোতে মোটা টুকরো ঢোকে না। বাস্তবিক পক্ষে মস্তেসরীর সমস্ত উপাদানই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে হস্তগ্রাহ (manipulation) দ্বারা নিজের আগ্রহকে উদ্বুদ্ধ করে শিশুকে নানা বিষয়ে জ্ঞান দান করে। এসব খেলা তাই নিতান্তই খেলা নয়—শিশুর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করবারও শ্রেষ্ঠ উপায়। ৫থেকে ৭ বৎসরের শিশুদের জন্যে এঞ্জিন, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন জাতীয় চিত্তাকর্ষক কিছু খেলনা থাকা উচিত, যার অংশগুলি সহজেই খোলা যায় এবং অল্প আয়াসেই সেগুলিকে আবার জুড়ে জিনিষগুলি গড়া যায়। Jig-saw puzzle জাতীয় মজার খেলাও একই কারণে, এ সমস্ত শিশুদের

পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চতুষ্ক কাঠের ব্লকের ৬টি তলে, ছয়টি জিনিষের খণ্ডিত অংশের ছবি আঁটা আছে ; সে রকম ছ'টি ব্লক ঠিক ঠিক সাজিয়ে ছয়টি বিভিন্ন জিনিষের ছবি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শিশুদের বিশ্লেষণী ও সংযোজনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বালি, জল, মাটি, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে শিশুরা এ বয়সে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলতে আনন্দ পায় ; এবং এতে তাদের বুদ্ধি, মনোযোগ, উদ্ভাবনী-শক্তি, পেশীর সুসমন্বিত ব্যবহার দ্বারা নিপুণতাও বৃদ্ধি পায়।[১]

নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুদের বহুমুখী প্রতিভা যাতে উপযুক্ত ভাবে বিকশিত হতে পারে, সে জন্যে প্রচুর ক্রীড়োপকরণ শিশুদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু উপকরণের প্রাচুর্য প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা এই উপকরণগুলি শিশুদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সংগঠন ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি বাঞ্ছনীয় গুণগুলি বিকাশে কি পরিমাণ সহায়ক হচ্ছে। শারলট্ বুহ্লার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখছেন যে একটি সুপরিচালিত অনাথাশ্রমের ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার নানা উপকরণ ছিল। কিন্তু তিনি দেখলেন যে তারা সেই খেলা বা খেলনা বুদ্ধি করে নূতন খেলায় লাগায় না। তিনি আর একদল ছেলেমেয়ে দেখলেন যারা নিতান্ত গরীব বস্তির অধিবাসী— যারা ভাঙা-চুরা, মানুষের ফেলে-দেওয়া, নানা ফ্যাল্‌না জিনিষ কুড়িয়েই সেগুলিকে বুদ্ধি করে নানা খেলা ও কাজে ব্যবহার করছে এবং তাতে প্রচুর আনন্দও পাচ্ছে।

বুদ্ধির অভীক্ষায় দেখা গেল এসব ছেলেমেয়েদের ধী-শক্তি, উদ্ভাবনী-শক্তি অনাথাশ্রমের শিশুদের তুলনায় বেশী। পরীক্ষা-মূলক ক্রীড়া উপাদানগুলি এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ মেটাতে তারা সক্ষম হয়। শারলট্ বুহ্লার একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। পরীক্ষা-মূলক ক্রীড়া উপাদানের মধ্যে নানা আকারের ও নানা রঙের কীলক (pegs) থাকে। সাড়ে তিন বছরের ছেলে, সেই কীলকের কতগুলি এক ঝুড়িতে করে ছোট হাত-গাড়ীর উপর চাপিয়ে ফেরিওয়ালা সেজে চীৎকার করতে লাগলো—'চাই রুটি, বিস্কুট, কেক্, বান্।' আর সাত বৎসরের এক ছেলে সেই কীলকগুলি নিয়েই একটার সঙ্গে একটা জোড়া দিয়ে তৈরী করলো এরোপ্লেন, ঘোড়া ও মোটর গাড়ী।

ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশ যথোচিত হচ্ছে কিনা তা বুঝবার একটি উপায় হোল এটা লক্ষ্য করা যে, শিশু প্রথম স্তরের দৌড়-ঝাঁপের খেলার থেকে, দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ পরীক্ষা-মূলক এবং গঠনাত্মক খেলায় আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে কিনা। নার্সারী স্কুলের শেষ দিকে অর্থাৎ পাঁচ বছর পূর্ণ করবার মুখে এটা লক্ষ্য করা যায় যে শিশু শুধু হাত দিয়ে ক্রীড়া উপাদানগুলি নাড়াচাড়া করে সন্তুষ্ট থাকছে না ; সে

১। দাস ঘোষ : আমাদের শিক্ষা, পৃঃ ২০৩-৪

উদ্দেশ্য-মূলক গঠনের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছে। অর্থাৎ তার খেলাটা তখন 'কাজ'-এ পরিণত হচ্ছে।[১] অর্থাৎ এখন থেকে দেখা যাবে মনোনিবেশ ও ধৈর্য সহকারে একটা কাজ করবার ক্ষমতা, পরিকল্পনা করা (planning), কাজটাকে 'সমস্যা' হিসাবে দেখে তার সমাধানের জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন এবং কাজটা সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ধৈর্য ও অভিনিবেশ সহকারে তাতে লেগে থাকা এ সদ্‌গুণগুলির বিকাশ। ভবিষ্যৎ বয়স্ক জীবনে এ গুণগুলি শিশুর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন কোন্ কোন্ ছেলেমেয়ের মধ্যে এ সদগুণগুলি দেখা যাচ্ছে এবং যাতে তাদের এ গুণগুলির সম্যক্ বিকাশ হয়, সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। নার্সারী শিক্ষার এটা একটা উদ্দেশ্য যাতে শিশুদের খেলার আগ্রহ ক্রমশঃ উদ্দেশ্যাভিমুখী হয়ে ওঠে।

(৩) কল্পনা-মূলক খেলা বা যেন-যেন খেলা ঃ

শিশুরা কল্পনাপ্রবণ, তাই তারা নিজেদের কখনো রাজারাণী, কখনো রেল ইঞ্জিন্, কখনো বাঘ বা কুমীর, কখনো চোর, কখনো বা পুলিশ কল্পনা করে', নানা খেলায় মাততে ভালবাসে। মন্তেসরী অবশ্য এ জাতীয় খেলার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তাঁর মতে শিশুর মনকে গোড়ার থেকেই বাস্তবাভিমুখী করতে হবে, কল্পনা-বিলাস সর্বদাই ত্যাজ্য। কিন্তু অধিকাংশ শিশু-শিক্ষাবিদ্ খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর কল্পনা ও অনুভূতি জীবনের মুক্তি ও বিস্তারকে মূল্যবান্ বলে মনে করেন। চোর-চোর, বাঘের মাসী, ইঁদুর-বেড়াল, কুমীর-মানুষ এ জাতীয় অসংখ্য খেলা আছে। 'কুমীর-মানুষ' একটি সহজ খেলা। একজন কুমীর হবে, সে নীচে থাকবে—যেন নদীতে আছে। আর বাকী ছেলেমেয়েরা একটু উঁচু জায়গা ডাঙ্গায় থাকবে। শিক্ষিকা 'কু-উ' বললেই ডাঙ্গার মানুষগুলি জলে নেমে পড়ে নানা দিকে ছুটতে থাকবে আর ছড়া বলবে—

কুমীর-মানুষ খেলা

কুমীর তোর লেজে দি সুড়সুড়ি
আমায় খেলে হবে তোর হাড় মুড়মুড়ি।
তোর ঠ্যাং-এ হোল বাত
তোকে মারি তিন লাথ!

কুমীর উপুড় হয়ে প্রাণপণে একজন মানুষকে ধরতে চেষ্টা করবে। কুমীর যাকে ধরতে চেষ্টা করে সে ছুটে গিয়ে ডাঙ্গায় উঠলেই নিরাপদ ; আর কুমীর ধরে ফেললে সে হবে তখন কুমীর। এ রকম ভাবে খেলা চলতে থাকবে।

বাঘের মাসী ঃ এ খেলাও একই ধরণের। এখানে 'বাঘের মাসী' থাকে এক বৃত্তের ভিতরে। অন্য ছেলেমেয়েরা থাকে দূরে, আর একটা লাইনের পিছনে। সেখানে তারা বাঘের মাসীর কাছ থেকে নিরাপদ। ছোট ছেলে মেয়েরা হয় 'ছোট পুতুল' আর বড়োরা হয় 'বড় পুতুল'। ছোট পুতুলেরা নীচু হয়ে যতটা পারে ছোট হতে

চেষ্টা করে, আর বড় পুতুলেরা বুক চিতিয়ে যতটা পারে বড় হয়। এ বার সব ছেলে-মেয়েরা বাঘের মাসীর বৃত্তের চার দিকে গোল করে নাচতে থাকে আর ছড়া বলে—

ছোট পুতুল, বড় পুতুল হাসে হা হা
খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসী ধরতে পারে না!

বাঘের মাসী যতক্ষণ বৃত্তের থেকে বেরিয়ে এসে তাড়া না করে, ততক্ষণ পুতুলেরা বৃত্তের চারদিকে ঘুরতে থাকে। বাঘের মাসী এবার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, পুতুলদে'র কাউকে না কাউকে ধরতে চেষ্টা করে। তখন সবাই নিরাপদ লাইনের পিছনে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে। 'বাঘের মাসী' কাউকে ধরতে পারলে তখন সে 'বাঘের মাসী' হয়। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

এসব খেলায় শিশুদের কল্পনার যেমন পরিতৃপ্তি হয়, তেমনি স্বচ্ছন্দ অঙ্গ-সঞ্চালনও হয়। কিন্তু এই কল্পনামূলক খেলাগুলির বিপদ সম্পর্কেও সাবধান থাকা প্রয়োজন। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুরা যেন অতিমাত্রায় কল্পনা-বিলাসী এবং বাস্তব-বিমুখ না হয়ে পড়ে। একটু বড় হ'লে (১০ বৎসর) এ খেলায় আর শিশুদের আগ্রহ থাকে না।

(৪) **ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বিষয়ক খেলা:** মেয়েরা পুতুল খেলে, পুতুলকে মায়ের মতই খাওয়ায়, সাজায়, ঘুমপাড়ানী ছড়া গেয়ে ঘুম পাড়ায়, অসুখ হ'লে বিছানায় শুইয়ে লেপ চাপা দেয়, পথ্য খাওয়ায়। আবার মেয়ের বিয়ে, ছেলের জন্মদিন ইত্যাদি উৎসবেও বড়দের অনুকরণে বেশ 'পাকা গিন্নীর' মতই আচরণ করে। এখানেও আছে, 'যেন-যেন' কল্পনা, কিন্তু তা একেবারে অবাস্তব নয়—ভবিষ্যৎ জীবনে মায়ের ভূমিকার জন্য মেয়েরা প্রস্তুত হচ্ছে।

ছেলেরাও তেমনি খেলার মধ্য দিয়ে ডাক্তার সাজে, এরোপ্লেনের পাইলট্ হয়, 'ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করে, শ্রমিক নেতার ভূমিকা অভিনয় করে।

(৫) **কর্ম সঙ্গীত (Action songs):** ছাত্রেরা অনেক সময় কৃষক সাজে, নাবিক সাজে এবং সেই সেই ভূমিকা অভিনয় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত, অঙ্গভঙ্গী ও কর্ম সঙ্গীত (Action Songs) গান করে।

ছোট ছোট চাষী মোরা
....
চাষীর বর্ষা এলো
....
আমরা চাষ করি আনন্দে
....
পৌষ মোদের ডাক দিয়েছে
....
আমি ভয় করবো না।

……………… … ………

একলা চলো রে

………………… ………

চমকে চমকে ভীরু ভীরু পায়

…………………………

আজ আমাদের ছুটিরে রে ভাই……।

ইত্যাদি গান অনেক সময়ে নাচের ছন্দের তালে তালে, নানা উৎসবে, ছেলে মেয়েরা করে এবং এবং এতে তারা খুশী হয়। তাদের রুচিবোধ জন্মে এবং সকলে মিলে কাজ করার অভ্যাসও গঠিত হয়। ব্রতচারী নৃত্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন ও তালে তালে গানেরও একই উদ্দেশ্য।

শিশুর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, সৃজনীশক্তি, কল্পনা, নিপুণতা, রুচিবোধ, সামাজিকতা, অর্থাৎ সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশও এই সব খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই এই বিভিন্ন প্রকার খেলার সুযোগই প্রত্যেক শিশুকে দিতে হবে। প্রত্যেক শিশুই এক এক স্তরে বা এক এক সময়ে, এক এক জাতীয় খেলার প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। এতে বোঝা যায় তার কতগুলি আন্তর প্রয়োজন এই খেলাগুলি মেটাচ্ছে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে শিশুর বয়োবৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের খেলার উপকরণ-গুলিও যেন জটিলতর হয়। তিন বছরের ছেলে কাঠের রঙীন ব্লক দিয়ে উঁচু মন্দির (Tower) তৈরী করতে ভালবাসে। কিন্তু দশ বছরের ছেলে চাইবে, কাঠের টুকরো সাইজ মত করাত দিয়ে কেটে, হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পুতে, কবুতরের জন্যে খোপ-ওয়ালা ঘর তৈরী করতে। এই খেলা তার দেহ, মন ও পেশীর বিকাশ অনুযায়ী। দু' বছরের ছোট শিশুরা সাধারণতঃ একা একা খেলা করতে ভালবাসে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে তারা উদাসীন। ক্রমে তিন বছর হ'লে তারা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বসে নিজের খেলনা দিয়েই খেলে। কিন্তু তিন বছরের মাঝামাঝি, তারা অন্য শিশুদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়। সাবধানে তাদের সঙ্গে ভাব করে খেলনা বিনিময় করে। ক্রমে ছোট ছোট দলে মিশে খেলাধুলায় সে অভ্যস্ত হয়। নার্সারী শিক্ষায় শিশুরা অনেক সহজে সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত হয়। যেসব ছেলেমেয়েরা পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত বাড়ীতেই 'মানুষ' হয়, যে সব ছেলেমেয়ে সমবয়স্ক অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে খেলাধুলার সুযোগ পায় না, তারা প্রথম বিদ্যালয়ে যখন শিশু ভর্তি হয় তখন যথেষ্ট আড়ষ্ট থাকে—অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে মিশতে পারে না। বাড়ী যাবার জন্য কান্নাকাটি করে। নার্সারীতে খেলার এও একটা অত্যন্ত শুভ ও প্রয়োজনীয় দিক যে, তারা স্বাবলম্বী হয়, এর মধ্য দিয়ে তাদের ভয় ও আড়ষ্টতা দূর হয়।

নার্সারী বিদ্যালয়ে, সব শিশুদের বিশেষতঃ বড়দের, শ্রেণী কক্ষে এবং বাইরেও নানা কাজের ভার দেওয়া থাকে৮ যেমন, শিশুরা খেলার পরে যাতে খেলনা বা ক্রিয়া

উপকরণগুলি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে যায়, যাতে সেগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা হয়, এটা তারা দেখে। এ কাজ পালা করে তারা করে। তেমনি, ছোটরা ঠিক মত খাবার খেলো কিনা, হাত মুখ ভালো করে ধুলো কিনা, বাথরুমে গেল কিনা, এসব তারা দেখে যে সব নার্সারীতে স্কুল থেকেই খাবার দেওয়া হয় এবং শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বড় ছেলেরা খাওয়ার টেবিল সাজায়, খাদ্য পরিবেশন করে। প্রত্যেক শিশুই নিজের প্লেট, কাপ, চামচ ইত্যাদি নিজেদেরাই ধুতে অভ্যস্ত হয়। বড়রা সর্বদাই ছোটদের সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকারাও সর্বদা থাকেন, তত্ত্বাবধানের জন্য। শিশুরা নিজেদের বাসন ইত্যাদি ধুয়ে মুছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ নির্দিষ্ট জায়গায় রাখে—নিজ নিজ তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে ঠিক ঠিক চিহ্নিত জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে। আবার প্রত্যেক শিশুর জন্মদিনে একটু বিশেষ আনন্দ উৎসব হয়। যার জন্মদিন, সে বাড়ী থেকে সকলের জন্যে সেদিন কেক্, টফি নিয়ে আসে। আর বন্ধুরা চাঁদা করে, কিছু জিনিষ, যার জন্মদিন, তাকে উপহার দেয়। সেদিন খাবার টেবিলে ফুলদানীতে বাগান থেকে ফুল তুলে তোড়া করে সহপাঠীরা সাজায়। কিছু নাচ গান কৌতুকও হয়। এ সবই হয় খেলার ছলে। এসব খেলায়ই তাঁদের শিক্ষিকারা তাদের সঙ্গী হিসাবে তাদের সঙ্গে খেলা ও কাজ করেন।

এ সব খেলা হলেও, এর মধ্য দিয়ে শিশুরা মূল্যবান্ সমাজ জীবনের শিক্ষালাভ করে। সম্ভবতঃ শ-ই এ উক্তি করেছিলেন, যে বিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটি শিশু-প্রজাতন্ত্র, যেখানে কাজও খেলা এবং খেলাই জীবন—তিন এক এবং একে তিন। উৎকৃষ্ট নার্সারী বিদ্যালয় সম্পর্কে এ কথা সর্বতোভাবে সত্য।

Questions

1. Indicate the importance of play in Nursery education. Illustrate your answer with a description of some plays which are specially suitable for them.

2. If you want to organise a Nursery school, what are the play materials that you should collect? Show how these activities are educationally valuable.

3. Give a classification of games and plays and show the educational possibilites of each class.

4. Write shrt notes on (a) percussions bands (b) Jungle jim (c) manipulative games (d) make-believe plays (e) action songs.

সপ্তদশ অধ্যায়

শিশুদের কতগুলি সমস্যা, দুর্লক্ষণ : প্রতিকারের উপায়

নার্সারী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের নেওয়া হয়। মোটামুটি ভাবে, এ কথা সত্য যে ভাল নার্সারী বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিশুরই উন্নতি হয়। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, সেখানে শিশুদের নিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না—অথবা সব শিশুকে নিয়ে একই ধরণের অসুবিধা দেখা দেয় এবং একই ভাবে সে সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে। এ বয়সের বহু শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে এবং অনেকগুলি নার্সারী বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করে এই সমস্যাগুলি সাধারণতঃ কি কি, তার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ সমস্যাগুলি সমাধানের পথ পাওয়া যায়।

সব শিশুর মধ্যেই কখনো না কখনো কিছু অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়

ভ্যালেন্‌টাইন্‌ তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দুই থেকে ছয় বৎসরের সব শিশুদেরই কখনো বা কখনো, কিছুদিনের জন্যে, কিছু অবাঞ্ছিত বা বিরক্তিকর ব্যবহার দেখা যায়। কাজেই এগুলিকে আমরা স্বাভাবিক (normal) ব্যবহারই বলব। এ ব্যবহারগুলি তৎকালে পিতামাতার কাছে বিরক্তিকর ও উদ্বেগজনক মনে হ'লেও, নার্সারী বিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বে শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষিকারা জানেন, এ রকম বয়সে এ জাতীয় ব্যবহার অনেক শিশুর মধ্যেই দেখা যায়, এবং পিতামাতা ও শিক্ষিকা বুদ্ধিমতী ও ধৈর্যশীলা হ'লে সহজেই এ দুর্লক্ষণ গুলি দূর হয়ে যায়। ভবিষ্যতে এগুলি অবাঞ্ছিত অভ্যাস অথবা স্নায়বিক বিকৃতিতে পরিণত হবে, এমন ধারণা করা ঠিক নয়।[১]

প্রথম তিনটি বৎসর যদি পিতামাতা উপযুক্ত যত্নের সঙ্গে শিশুকে পালন করে থাকেন এবং শিশুর সঙ্গে মার যদি স্থায়ী প্রীতিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তা হ'লে ভবিষ্যতে শিশুর সম্বন্ধে উদ্বেগের কারণ ঘটে না। এই সহজ স্নেহপ্রীতির অভাব শিশুর পরবর্তী জীবনে নানা অনর্থের কারণ হয়ে থাকে।[২]

দু'বছর থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জীবনে সকলের থেকে বড় প্রয়োজন প্রকৃত নিরাপত্তা বোধ। সব সময়ই শিশু এটা সর্ব অন্তর দিয়ে অনুভব

১। Valentine : The Normal Child and some of his abnormalities. p. 12.

২। Prolonged breaks (in the mother-child relationship) during the first three year of life leave charactoristic impression on the child's personality. Such children appear emotionally withdrawn and isolated. They fail to develop loving ties with other children or with adults and consequently have no friendships worth the name.

Bowlby : Child care and growth of love, p. 36.

উপকরণগুলি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে যায়, যাতে সেগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা হয়, এটা তারা দেখে। এ কাজ পালা করে তারা করে। তেমনি, ছোটরা ঠিক মত খাবার খেলো কিনা, হাত মুখ ভালো করে ধুলো কিনা, বাথরুমে গেল কিনা, এসব তারা দেখে যে সব নার্সারীতে স্কুল থেকেই খাবার দেওয়া হয় এবং শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বড় ছেলেরা খাওয়ার টেবিল সাজায়, খাদ্য পরিবেশন করে। প্রত্যেক শিশুই নিজের প্লেট, কাপ, চামচ ইত্যাদি নিজেদেরাই ধুতে অভ্যস্ত হয়। বড়রা সর্বদাই ছোটদের সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকারাও সর্বদা থাকেন, তত্ত্বাবধানের জন্য। শিশুরা নিজেদের বাসন ইত্যাদি ধুয়ে মুছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ নির্দিষ্ট জায়গায় রাখে—নিজ নিজ তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে ঠিক ঠিক চিহ্নিত জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে। আবার প্রত্যেক শিশুর জন্মদিনে একটু বিশেষ আনন্দ উৎসব হয়। যার জন্মদিন, সে বাড়ী থেকে সকলের জন্যে সেদিন কেক্, টফি নিয়ে আসে। আর বন্ধুরা চাঁদা করে, কিছু জিনিষ, যার জন্মদিন, তাকে উপহার দেয়। সেদিন খাবার টেবিলে ফুলদানীতে বাগান থেকে ফুল তুলে তোড়া করে সহপাঠীরা সাজায়। কিছু নাচ গান কৌতুকও হয়। এ সবই হয় খেলার ছলে। এসব খেলায়ই তাঁদের শিক্ষিকারা তাদের সঙ্গী হিসাবে তাদের সঙ্গে খেলা ও কাজ করেন।

এ সব খেলা হলেও, এর মধ্য দিয়ে শিশুরা মূল্যবান্ সমাজ জীবনের শিক্ষালাভ করে। সম্ভবতঃ শ-ই এ উক্তি করেছিলেন, যে বিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটি শিশু-প্রজাতন্ত্র, যেখানে কাজও খেলা এবং খেলাই জীবন—তিন এক এবং একে তিন। উৎকৃষ্ট নার্সারী বিদ্যালয় সম্পর্কে এ কথা সর্বতোভাবে সত্য।

Questions

1. Indicate the importance of play in Nursery education. Illustrate your answer with a description of some plays which are specially suitable for them.

2. If you want to organise a Nursery school, what are the play materials that you should collect ? Show how these activities are educationally valuable.

3. Give a classification of games and plays and show the educational possibilites of each class.

4. Write shrt notes on (a) percussions bands (b) Jungle jim (c) manipulative games (d) make-believe plays (e) action songs.

সপ্তদশ অধ্যায়

শিশুদের কতগুলি সমস্যা, দুর্লক্ষণ : প্রতিকারের উপায়

নার্সারী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের নেওয়া হয়। মোটামুটি ভাবে, এ কথা সত্য যে ভাল নার্সারী বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিশুরই উন্নতি হয়। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, সেখানে শিশুদের নিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না—অথবা সব শিশুকে নিয়ে একই ধরণের অসুবিধা দেখা দেয় এবং একই ভাবে সে সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে। এ বয়সের বহু শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে এবং অনেকগুলি নার্সারী বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করে এই সমস্যাগুলি সাধারণতঃ কি কি, তার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ সমস্যাগুলি সমাধানের পথ পাওয়া যায়।

সব শিশুর মধ্যেই কথনো না কথনো কিছু অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়

ভ্যালেন্‌টাইন্ তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দুই থেকে ছয় বৎসরের সব শিশুদেরই কখনো বা কখনো, কিছুদিনের জন্যে, কিছু অবাঞ্ছিত বা বিরক্তিকর ব্যবহার দেখা যায়। কাজেই এগুলিকে আমরা স্বাভাবিক (normal) ব্যবহারই বলব। এ ব্যবহারগুলি তৎকালে পিতামাতার কাছে বিরক্তিকর ও উদ্বেগজনক মনে হ'লেও, নার্সারী বিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বে শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষিকারা জানেন, এ রকম বয়সে এ জাতীয় ব্যবহার অনেক শিশুর মধ্যেই দেখা যায়, এবং পিতামাতা ও শিক্ষিকা বুদ্ধিমতী ও ধৈর্যশীলা হ'লে সহজেই এ দুর্লক্ষণ গুলি দূর হয়ে যায়। ভবিষ্যতে এগুলি অবাঞ্ছিত অভ্যাস অথবা স্নায়বিক বিকৃতিতে পরিণত হবে, এমন ধারণা করা ঠিক নয়।[১]

প্রথম তিনটি বৎসর যদি পিতামাতা উপযুক্ত যত্নের সঙ্গে শিশুকে পালন করে থাকেন এবং শিশুর সঙ্গে মার যদি স্থায়ী প্রীতিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তা হ'লে ভবিষ্যতে শিশুর সম্বন্ধে উদ্বেগের কারণ ঘটে না। এই সহজ স্নেহপ্রীতির অভাব শিশুর পরবর্তী জীবনে নানা অনর্থের কারণ হয়ে থাকে।[২]

দু'বছর থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জীবনে সকলের থেকে বড় প্রয়োজন প্রকৃত নিরাপত্তা বোধ। সব সময়ই শিশু এটা সর্ব অন্তর দিয়ে অনুভব

১। Valentine : The Normal Child and some of his abnormalities. p. 12.

২। Prolonged breaks (in the mother-child relationship) during the first three year of life leave characteristic impression on the child's personality. Such children appear emotionally withdrawn and isolated. They fail to develop loving ties with other children or with adults and consequently have no friendships worth the name.

Bowlby : Child care and growth of love. p. 36.

করতে চায় যে পিতামাতা শিক্ষিকার ভালবাসা তাকে ঘিরে আছে। তার সম্বন্ধে পিতামাতা উদাসীন হ'লে, সে সহজ সহজাত সংস্কার দিয়েই তা বুঝতে পারে। তেমনি, তাঁরা তার জন্য অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হ'লেও তার নিরাপত্তা বোধ ক্ষুণ্ণ হয়। সব সময়ই এটা দেখতে হবে যেন শিশু নিজের উপর আস্থা না হারায়—সে যেন সতেজ আনন্দের সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে। তাকে যেমন রোগ, দারিদ্র্য ইত্যাদি বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে হবে, তেমনি সংসারের নানা উত্তেজনা, বিরোধ, নিরাশা ও বিষণ্ণতা থেকেও তাকে পিতামাতা আবরণ করে রাখবেন। বুদ্ধিমান্ পিতামাতা তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশী প্রত্যাশা তার কাছে করে, তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে শিশুর আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধকে উজ্জ্বল রাখা—পাপ বোধ বা হীনতা বোধ যেন তাকে পীড়িত না করে। তা হ'লেই সে সুস্থ, সজীব, আত্মপ্রত্যয়শীল, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে, আশা ও আনন্দের মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারবে। এই শিক্ষাই হোল নার্সারী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।[১]

পিতামাতার কুশাসনের ফল ঃ

অনেক সময় পিতামাতার কুশাসন বা অতিরিক্ত শাসনের ফলে, যে ব্যবহার শিশুর একটা বয়সের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক এবং সাময়িক, তা তার অবাধ্যতা বা অবাঞ্ছনীয় ভাবতায় পরিণত হ'তে পারে। আড়াই বছরের শিশু একটা খেলনার জন্যে জেদ করেছে; মর্জি কচ্ছে, ওর ওটা চাই-ই। মা শিশুকে অন্য বিষয় দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা না করে, চটে ওকে এক বিষম চড় লাগিয়ে বললেন: 'দাঁড়াও

১। The great fundamental need for the two-, three-, four-, and five-year olds is a background of real security. As the child grows more perceptive, however, the elements that contribute towards his feeling of security are more numerous and more complicated. He wants at all times to feel loved by his parents. He also wants to feel that they are not continually anxious or worried about him, for this diminishes his confidence and faith in himself. He needs to be protected from the physical dangers of the world. He also needs to be protected from mental confusion and over-stimulation, for the child who has too many inappropriate experiences, or who is given too much abstract knowledge to assimilate becomes mixed up about everything. He should not have too difficult demands made upon him, as these will make him uncertain of his own capacities. Above all, he should be kept from feeling like a bad child, for guilt will destroy his confidence in himself and make him feel unloved and unwanted. All parents who are really interested in their childrens' welfare can learn to provide them with this kind of security, It is the best possible preparation the child can have for meeting the difficulties of life successfully and for becoming a person who has self-confidence, initiative and the capacity for deep emotional relationships. A good Nursery school must also foster such a hopeful and purposeful atmosphere.

F. Powdermaker & L. Grimes. The Intelligent Parents' manual. p.p, 108-09

তোমার জেদ ভাঙছি!' এটা মার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক যদিও তাঁর ধারণা, ছোট বয়স থেকে শক্ত হাতে শাসন করলেই ভবিষ্যতে ছেলে 'মানুষ' হবে! একটা বয়সে যে ব্যবহার 'অস্বাভাবিক', অন্য বয়সে সেটা সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক'। আঙুল-চোষা চার বছরের শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু দশ বছরের শিশুর পক্ষে অ-স্বাভাবিক এবং সংশোধন-যোগ্য। অনেক সময় পিতামাতার এ সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান থাকে না। সে জন্যে শিশু পালনের ব্যাপারেও তাদের ত্রুটি ঘটে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় কুফল সংশোধন : পিতামাতার নির্বুদ্ধিতা বা কুশাসনের কিছু ত্রুটি নার্সারী স্কুলে দূর করা সম্ভব হয়। তার কারণ, সেখানে শিক্ষিকা ও কর্মীরা মনস্তত্ত্বের নীতিগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তাঁরা বিদ্যালয়ের শিশুদের ব্যবহারগুলি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখতে পারেন এবং স্কুলের নানা আনন্দময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসব বিরক্তিকর বা অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সংশোধন সহজভাবে করতে পারেন।

এ বিষয়ে ডঃ কামিংস্‌-এর একটি রিপোর্টের উল্লেখ করছি। মিসেস্‌ কামিংস্‌ পাঁচ বছরের নীচে এবং ৫ থেকে ৭ বৎসরের মধ্যে ১৪৫টি ছেলেমেয়েকে যত্নকরে তিনবার (প্রথমে একবার, ছয়মাস অন্তর আবার এবং ১৮মাস পরে সর্বশেষ বার) পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করেন যে, নার্সারী বিদ্যালয়ের মমতাপূর্ণ ব্যবহার এবং বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার ফলে, এদের প্রক্ষোভ বিষয়ক নানা অশান্তি ও দুর্লক্ষণ অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রশমিত হয়েছে (৭৮ জন ছেলেমেয়ের উন্নতি লক্ষণীয়; ২৪ জনের খুবই উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি হয়েছে; ৩৬জনের কোন উন্নতি দেখা যায়নি; তিনজনের অবনতি ঘটেছে বা আরো অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে)। তিনি লক্ষ্য করেছেন পাঁচ বছরের নীচে যে ছেলে মেয়েরা নার্সারীতে শিক্ষালাভ করেছে তাদের উন্নতি যত দ্রুত হয়েছে, পাঁচ থেকে সাত বছর যাদের, তাদের উন্নতি ততটা হয় নাই।[১]

মনে রাখতে হবে যে ভাল নার্সারী বিদ্যালয় সংগঠন সহজ নয়, সুলভ তো নয়ই। ভাল নার্সারীতে সুশিক্ষিতা, মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ শিক্ষিকা অবশ্যই থাকতে হবে। নার্সারী বিদ্যালয় ছোট হতে হ'বে। তাতে যেন বড়দের স্কুলের বিধি নিষেধ, আইন, কানুনের বেড়াজাল না থাকে। গৃহের সহৃদয় ঘনিষ্ঠ আবহাওয়াটি যেন সেখানে থাকে। প্রতি শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৮।১০ জনের বেশী শিশু কিছুতেই থাকবে না। যতদিন পর্যন্ত সরকার জাতীয় শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নার্সারী শিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন, ততদিন বে-সরকারী চেষ্টায় বা সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন আশা করা যায় না।[২]

১। Cummings B. F. E. P XIV. 1944 and B. F. E. P, XVI, 1946

২। Nursery schools aren't easy to start. Well trained teachers, plenty of equipment, indoor and outdoor space, are necessary and all cost meney. Good schools are never cheap, because a teacher can take care satisfactorily of a small number of children. They have been formed on a private basis, where

শিশুদের অশান্তির নানাবিধ প্রকাশঃ

গেসেল্ ও তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অশান্তি প্রকাশের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তার থেকে ৩½ বছরের ২১০টি ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের বিবৃতিটি উদ্ধৃত করছিঃ এই বয়সে ছেলে মেয়েরা তাদের প্রক্ষোভজনিত অশান্তি প্রবলভাবে নানা প্রকার ব্যবহারে প্রকাশ করে থাকে। কেবলমাত্র তোৎলামী আর চোখ পিট্‌পিট করাই নয়,—তারা নখ কামড়ায়, বুড়ো আঙুল চোষে, নাক খোটে, যোনি স্থান ঘর্ষণ করে, কাপড়, জামা বা বিছানার চাদর চিবায়, জিব দিয়ে লালাগড়ায়, থুতু ছিটায়, তাদের নানা প্রকার মূত্রাদোষ দেখা যায়। ঘ্যান্ ঘান্ করেও অনেক সময় তারা মনের অশান্তি উপশম করে।"

এ সব শিশুদের সম্পর্কে তাদের পিতামাতার কাছে খোঁজ নিয়েও জানা যায় যা তারা বাড়ীতে স্বস্তি বোধ করেনা কেবলই তাদের মনে ভয়, তাদের বাবা মা তাদের ভালবাসে না, অথবা তাদের ভালবাসা কেউ কেড়ে নিচ্ছে।

গেসেল্ ইন্‌ষ্টিট্যুটর দ্বারা সংগৃহীত দীর্ঘতর তালিকা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি নীচে দিচ্ছি :[১]

---

the parents pay the full expense or by churches which bear part of the expense, or by factories for the benefit of working mothers or by women's colleges for the training of students in child care. Dr. B Spock. Baby and child care. p. 280.

১। ২বৎসরঃ

বুড়ো আঙুল চোষে, দিনের বেলায় কিছু কম। ক্ষুধা, ক্লান্তি, অথবা নিরাশা বোধের সঙ্গে এই ব্যবহারের যোগ আছে। কিছু বিষ্ঠা ঘাটাঘাটি করে, গা দোলায়, বিছানা নাড়ায়, মাথা খোটে, মাথা ঘোরায়, ঘুমের আগে মার কাছে অনেক দাবী ; আগের তুলনায় অশান্তি প্রকাশের উপায় কম ; একা ঘরে রেখে গেলে, টেবিল, ড্রয়ার ইত্যাদি থেকে সব জিনিষ ছড়িয়ে ফেলে।

২½ বৎসর :

দিনের বেলায় বুড়ো আঙ্গুল কিছু কম চোষে। রাত্রে কোন দ্রব্যের অভাব যেন এভাবে মেটায়। সঙ্গে অন্য কিছু স্বাভাবিক থেকে পৃথক ব্যবহারও দেখা যায়। কেউ সমস্ত শরীরটা দোলায় বা মাথা ঠোকে। কিছু লিঙ্গ ঘর্ষণ করে। যারা ভাষার দিকে পটু নয়, তাদের মধ্যে তোৎলামী দেখা যায়। দেয়ালের আবরক কাগজ ছিঁড়ে ফেলে। দেয়ালে গর্ত করে। খেলার জিনিষপত্র ছড়িয়ে ফেলে। মাঝে মাঝেই অচেনা মানুষকে মারতে তেড়ে যায়। নানা মেজাজ মর্জি দেখা যায়।

৩বৎসর :

বুড়ো আঙ্গুল চোষা চলছে। দিনের বেলায় কম, রাত্রেই বেশী! কিছু যেন অভাব এ দিয়ে মেটায়। তবে রাত্রে বুড়ো আঙ্গুল মুখ থেকে সরিয়ে দিলে কিছু বলেনা। আগের তুলনায় অশান্তি প্রকাশ কম। রাত্রিতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

৪বৎসর :

ঘুমাবার সময় কেবল আঙ্গুল চোষে। বহির্মুখী ব্যবহার। পালিয়ে যেতে চায়। লাথি মারে। থুতু ছিটায়, আঙ্গুলের নখ কামড়ায় নাখ খোটে, মুখ ভ্যাংচায় গালাগালি করে, অযথা বাহাদুরী করে বোকা অর্থহীন কথা বলে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে চীৎকার করে। উত্তেজনার সময় প্রস্রাব করে দেয় পেটে ব্যথা। অস্বস্তি বা অশান্তির কালে বমি করে দেয় ইত্যাদি।

১। Dr Frances. Ilg & Dr. L Bates, The Gesell Institute's child Behaviour.

ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত লিষ্টারে (Leicester) নার্সারী ক্লাস্ ও ইন্‌ফ্যাণ্ট্‌ স্কুলগুলির ২৩৯ ছাত্রছাত্রীকে (বয়স ২ থেকে ৭) ১৯ জন মনস্তত্ত্ব-বিশারদ শিক্ষিকা বিশেষ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে, যে সব শারীরিক-মানসিক অস্বাভাবিক ব্যবহার এদের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষ্য করেছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তাতে কোন্ বিকৃত ব্যবহারটি শতকরা কতজনের মধ্যে দেখা গেছে, তাও তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন। নীচে তালিকাটি দিচ্ছি :

Incidence of Emotional symptoms (Grouped)	Percentage of frequency
অল্পতেই উত্তেজিত, অস্থির	২৮·৯
দিবা-স্বপ্ন, মনোযোগের অভাব, আলস্য	২৮·৯
সাধারণ দুশ্চিন্তা, ভীরুতা, অন্যের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছা	২৩·০
নির্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ে ভয়	২২·২
মূত্রাশয়ের উপর শাসনের অভাব, ঘন ঘন প্রস্রাবের প্রবৃত্তি	২১·৩
নখ কামড়ানো ইত্যাদি স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ	১৮·০
নিষ্ঠুরতা, আক্রমণাত্মক ব্যবহার	১৫·১
কথার অস্পষ্টতা এবং অন্যান্য ত্রুটি	১৪·২
ক্ষুধামান্দ্য, খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা (food faddiness)	১১·৩
শিশুসুলভ ব্যবহার, ঘন ঘন কান্না	১১·৩
মিথ্যাকথা বলা, চুরি করা	১০·১
কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা, পেটব্যথা	৯·২
জেদ, অবাধ্যতা	৮·৮
ঘুমাতে যাওয়ার সময় নানা বায়না	৭·১
অবাঞ্ছিত যৌন ব্যবহার	৬·৩
সহজেই এবং পুনঃ পুনঃ ক্লান্তি বোধ	৪·৬
কতগুলি স্থায়ী মিথ্যাচিন্তা (obsessions)	৪·২
মৃগীরোগ-সুলভ অসংযত ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি (hysteric outbursts)	৪·২

প্রায় প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যেই দুই বা দুইয়ের অধিক প্রক্ষোভ বিষয়ক দুর্লক্ষণ কখনো না কখনো দেখা যায়। কিন্তু যথাসময়ে যত্ন নিলে অধিকাংশ শিশুই (বিশেষতঃ পাঁচ বৎসরের নীচের) অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে। আরও কতগুলি সিদ্ধান্তও এঁরা করেছেন :

(ক) মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যেই এ দুর্লক্ষণগুলি বেশী দেখা যায়। নিষ্ঠুরতা, আঘাত করবার প্রবণতা, জেদ, ছেলেদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। মেয়েদের

মধ্যে বেশী দেখা যায় নানারকমের ভয়, বিশেষতঃ ইতর প্রাণী (কুকুর, গরু) সম্বন্ধে মিথ্যা আতঙ্ক।

(খ) আঙ্গুলচোষা, বা চুষি কাঠি দিয়েও কিছু শিশু (৪ বৎসর পর্যন্ত) অশান্তির উপশম খোঁজে। এতে জোর করে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে এ অভ্যাসের উপশম ঘটে। কোন কোন শিশুর বেলায় পাঁচ বছর বয়সে এ দুর্লক্ষণ আবার কিছু দিনের জন্যে দেখা যায়।

(গ) যে সমস্ত পিতামাতা শিশুদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত (over-anxious) এবং যাঁরা শিশুদের অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেন (spoiling) তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্নায়বিক অস্থিরতা (nervous symptoms) বেশী দেখা যায়। আবার যে সব ছেলেমেয়েরা পিতামাতা কর্তৃক অনাদৃত (neglected) তাদের মধ্যে অসামাজিক আচরণ, নিষ্ঠুরতা, আঘাত করবার প্রবণতা এবং মিথ্যা কথা বলবার প্রবৃত্তি বেশী দেখা যায়।

(ঘ) শিশুদের কথা উচ্চারণ সম্পর্কে জড়তা বা অন্যান্য অসুবিধা দূর করা সময়-সাপেক্ষ।

(ঙ) দিবা-স্বপ্নপ্রবণ যে সব ছেলেমেয়ে এবং যাদের মনোযোগ অস্থির, তাদের সংশোধনে সময় নেয়।

(চ) যে সব ছেলেমেয়েরা ছোট, নার্সারীতে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তাদের চুরি করা, আঘাত করবার প্রবণতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অসামাজিক আচরণ দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ সংশোধন হয়।

(ছ) কোন কোন বিশেষ বস্তুতে (যেমন, ইঁদুর, বেড়াল, অপরিচিত শিশু) ভয় বেশী দিন স্থায়ী হয় না।[১]

কখনো কখনো এরকম দেখা যায় যে একটা (বা একাধিক) দুর্লক্ষণ কাটলো, কিন্তু নূতন আবার কিছু দুর্লক্ষণ তাদের জায়গায় দেখা দিল। তার কারণ, বিশেষ বিশেষ বয়সে কতগুলি বিশেষ দুর্লক্ষণই যেন স্বাভাবিক। কিন্তু এ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করে, শিশুর সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করে, নানা কাজের মধ্য দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, অবরুদ্ধ অশান্তির সহজ প্রকাশের পথ করে দিলেই, তার সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়।[২]

শিশুদের নানা ভয় : সংশোধনের উপায় :

সাধারণ নার্সারী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় দুই থেকে পাঁচ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা ভয় দেখা যায়। বোর্ডিং নার্সারী স্কুলের (যেখানে ছেলে-মেয়েরা পিতামাতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সপ্তাহের পাঁচ দিনই বোর্ডিংয়ে থাকে) শিশুদের

১। Valentine : The Normal child and some of his abnormalities. pp. 33-35

২। Powdermaker & Grimes : Intelligent Parent's Manual, p. 108

মধ্যে ভয়টা বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ যা অপরিচিত, যা অকস্মাৎ আসে, যা জোরে শব্দ করে, যা মিছে ভয় দেখায় (জুজু বুড়ী), রক্তপাত বা রক্তপাতের গল্প, শিশুদের নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত করে। অনেক সময় এ ভয় কোন কোন শিশুকে এমন আচ্ছন্ন করে যে, রাত্রে তারা দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। তাদের 'অন্যায়' বা 'খারাপ' কাজের জন্য বেশী গালমন্দ করা, অথবা তাদের 'দুষ্টুমির' জন্য বাবা মা আর তাদের দেখতে আসবেন না—এরকম ভয় দেখিয়ে তাদের মধ্যে পাপবোধ জন্মিয়ে দেওয়া খুবই অনুচিত। সব ছেলেমেয়ে সমান সাহসী বা ভীতু নয়; কিন্তু ভয়ের অভিজ্ঞতা কোন শিশুর পক্ষেই প্রীতিপ্রদ নয়। এ বয়সে কল্পনা প্রবল, কাজেই ভয় সহজেই তাদের বিহ্বল করে। তাই শিশুরা অকারণে এবং অকস্মাৎ যাতে আতঙ্কিত না হয়, তা অবশ্যই দেখতে হবে। বিশেষতঃ তার দুষ্টুমীর জন্য সে পিতামাতার ভালবাসা হারাবে, এ প্রকার ভয়, অত্যন্ত বিহ্বলকর এবং এর ফলও অত্যন্ত অশুভ হতে পারে। ভীত শিশুকে সান্ত্বনা দিয়ে, মমতা দিয়ে নিশ্চিন্ত করতে হবে। কুকুর, বেড়াল অন্যান্য মিথ্যা ভয় শিশুকে বুঝিয়ে এবং আস্তে আস্তে সেই ভয়ের বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে সারিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। পিতামাতা শিক্ষিকাদের স্নেহ ও মমতা সম্পর্কে তাকে নিশ্চিন্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। তার ভয় ভাঙাবার জন্যে তিরস্কার করা বা উপেক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। শিশু যখন ভয় পেয়েছে তখন তাকে ভূতের গল্প, বা ভয়ের সিনেমা দেখানো একেবারেই উচিত নয়। তার ঘুমের আগে মায়ের বা শিক্ষিকার উচিত, কিছুক্ষণের জন্য শিশুর কাছে থেকে তাকে শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করা।[১]

অন্ধকারের ভয়ঃ দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা অনেক সময় অন্ধকারে ভয় পায়। কিন্তু এর চেয়ে কম বয়সের অধিকাংশ শিশু অন্ধকারে ভয় পায় না। তাই নিশ্চিত করেই বলা যায় অন্ধকারের ভয়টা জন্মগত ও স্বাভাবিক নয়, এটা কৃত্রিম ও অবস্থা-সৃষ্ট (conditioned)। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ' করে চীৎকার করলে, শিশু ভয় পাবেই। এবং ভূতের ভয়, জুজুর ভয় দেখিয়েই অনেক সময় তাদের মনে অন্ধকারের ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তিন বছরের পর থেকে শিশুদের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রবল ও সজীব হয় এবং একবার ভয় পেলে,

---

১। It is essential to reassure the child in general ways and let him feel sure that his parents are trust-worthy, affectionate and competent people on whom he can rely. Give him rational explanations of events and things which seem strange to him. Avoid over-stimulating his imagination with terrible stories or cinema shows. Stay with him a little, sewing or doing some quiet job, if he has difficuty in falling asleep. Don't laugh at him or scold him or try to tease him out of his fears.

Bowley : The Natural Development of the Child. p.70

তারপর তারা ভূত, রাক্ষস, স্কন্ধকাটা, ডাকাতের বিভীষিকা মূর্তিগুলি সহজেই অন্ধকারে কল্পনা করে। তিরস্কার করে বা উপহাস করে শিশুদের এ ভয় দূর করা যায় না। এ সময় তাদের একদিকে সান্ত্বনা, আর একদিকে সাহস দেওয়া দরকার। আর অন্ধকার ঘরে অনেকবার লাইট্ জেলে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, ভূত, রাক্ষস, ডাকাত, বা পুলিশ সেখানে কিছু নেই। এ বয়সে সব জিনিষের কারণ জানতে চাওয়া স্বাভাবিক এবং স্নেহ করে বুঝিয়ে বল্লে তারা বোঝে। আর, তাদের মন, গল্প, খেলা ইত্যাদি অন্য আনন্দময় দিকে ঘুরিয়ে দিলে এবং অন্য দশটি ছেলেমেয়ের প্রীতিময় সঙ্গ পেলে, তারা সহজেই এ ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে।

আঘাতের ভয়, মৃত্যুর ভয়ঃ যে সব ছেলেমেয়ে একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ, তারা খঞ্জ, অন্ধ বা দুর্ঘটনায় আহত, রক্তাক্ত কোন মানুষ দেখলে, শুধু ভয় পায় না, কল্পনায় নিজেদেরও সেই স্থলাভিষিক্ত করে আতঙ্কিত হয়। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা শিশুর কাছে বিহ্বলকর এবং কল্পনাপ্রবণ শিশুরা, 'আমিও তা' হলে মরে যাব' এরকম ভেবে বিষণ্ণ হয়। গুরুতর দুর্ঘটনা, আঘাত বা মৃত্যুর দৃশ্য থেকে শিশুদের দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। তবে দৈহিক আঘাত সম্বন্ধে তাদের অতি-সচেতন করা বা অতি-সাবধান করা ভুল। যদিই বা শিশুদের এমন অভিজ্ঞতা দৈবাৎ ঘটে, তা হ'লে তাদের মনের ভয়, স্নেহ-মমতা দিয়ে এবং এসব ঘটনার সহজ কারণ ব্যাখ্যা করে, দূর করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে অন্য আনন্দময় অভিজ্ঞতায় শিশুর মন ভুলিয়ে দেওয়া উচিত। পিতামাতার কুশাসনের ফলে যে সব ছেলেমেয়েদের কল্পনা অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে থাকে এবং যাদের সঙ্গে পিতামাতার (বিশেষতঃ মায়ের) সম্বন্ধ শান্ত, স্বাভাবিক নয় এবং অবচেতন বিরোধ-বর্জিত নয়, সে সব ছেলে-মেয়েরাই এ জাতীয় ভয়ে সাধারণতঃ পীড়িত হয়।[১] সুতরাং এ সব ভয়ের প্রতিকার করতে হ'লে গৃহপরিবেশেরও সংশোধন প্রয়োজন। অবশ্যই মানতে হবে যে কোন

১। These fears are commoner in children who have been made tense through battles over such matters as feeding and toilet training, children whose imaginations have been overstimulated by scary stories or too many warnings, children who haven's had enough chance to develop their independence and out-goingness. The uneasiness that the child had accumulated before now seems to be crystallised by his new imagination into definite dreads. If your child develops such fears, try to re-assure him. This is more a matter of your manner, than your words. Don't make fun of him or be impatient with him, or try to argue him out of his fears. If he wants to talk about it, as a few children do, let him. Give him the feeling that you want to understand but that yot are sure, nothing bad will happen to him.

Spock. Baby & Child care. pp. 282-83.

কোন শিশু জন্মগত কারণেই কিছুটা ভীরু-স্বভাব। রাসেলের মতে ভয়ই মানুষের নিকৃষ্টতম পাপ এবং এই উন্নতযুগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিয়ে শিশুর মনকে ভয়মুক্ত রাখতেই হবে। শিশুর মনে যে যে ভয় স্বাভাবিক ভাবে আসতে পারে, তার জন্যে পিতামাতা পূর্বথেকেই চিন্তা করে শান্তভাবে শিশুর সঙ্গে, আলাপ করলে, তাদের মনে এ জাতীয় ভয় আদৌ না দেখা দিতে পারে।

অতিমাত্রায় ভীরু বা লাজুক শিশু—Over-shy children :

কোন কোন শিশু অন্য শিশুর তুলনায় বেশী লাজুক বা ভীরু হয়ে থাকে। তারা সহজে ভয় পায়, সমবয়স্ক অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা পায়। তাদের নিজেদের উপর আস্থা কম। এসব ছেলেমেয়েদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। দুষ্টু, 'গুণ্ডা প্রকৃতি'র ছেলেদের তুলনায়, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে, এরা বেশী অস্বাভাবিক ও 'অসুস্থ'। এরা নিজের মনের মধ্যে অশান্তি বহন করে। তার স্বাভাবিক প্রকাশের পথ মুক্ত করে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

কখনো কখনো জন্মগত কারণেই কিছু শিশু ভীরু, লাজুক বা নার্ভাস্ (স্নায়বিক দুর্বল) ধরণের হয়। যাদের শারীরিক গড়ন দুর্বল ও নিস্তেজ, তারা স্বভাতঃই সুস্থ সবল ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে মিশতে ভরসা পায় না। সবল ছেলেরা হয়তো তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, অথবা ঠাট্টা করে। যাদের কোন অঙ্গহানি ঘটেছে বা ইন্দ্রিয়ের বিকার ঘটেছে, তারাও একই কারণে নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়। এ্যাড্‌লারের মতে সব শিশুই বড়দের জগতে এসে হীনতা বোধ করে। আর যাদের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি আছে, তাদের মধ্যে এই হীনমন্যতা আরো বেশী প্রবল (organ inferiority) হয়। সব শিশুই কোন না কোন ভাবে নিজের এই হীনতাবোধকে দূর করে অন্যের কাছে প্রশংসা অর্জন করতে চায়। যে শিশু খেলাধুলায় হেরে গেল, সে লেখাপড়ায় ভাল হ'য়ে ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করে।

অনেক সময়ই শিশুদের এই অতিরিক্ত ভীরুতা ও লাজুকতার জন্যে তার পিতামাতারা অনেকখানি দায়ী। যেখানে পিতামাতা বাড়ীতে অতিমাত্রায় শাসন পীড়ন করেন, যেখানে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা পূরণের পথে পদে পদে বাধা, সেখানে তার ইচ্ছাশক্তি (will) বা সাহসিকতা গড়ে উঠতে পারে না। যে শিশু বাড়ীতে কোন জিনিষে হাত দিতে পারে না—নিজের ইচ্ছায় কিছু গড়তে পারে না—সেখানে তার স্বাভাবিক শক্তির উৎস রুদ্ধ হয়ে যায়। আবার যেখানে শিশুকে মা বড় বেশী আগ্‌লে রাখেন (over-protective), যেখানে কেবলি ভয়, খোকা পড়ে গিয়ে চোট পাবে, হাত কেটে ফেলবে, রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়বে বা হারিয়ে যাবে—যেখানে কেবলই সাবধান আর নিষেধ করা হয়, সেখানে শিশু 'সাহসী' হয়ে গড়ে ওঠে না। আবার যাঁরা মনে করেন যে জোর করেই শিশুর লজ্জা বা ভয় ভাঙিয়ে দিতে হবে, তারাও ভুল করেন। এতে শিশু আরও ভয় পেয়ে আত্মবিশ্বাস

একেবারে হারিয়ে ফেলবে। ধীরে সুস্থে শিশুকে বুঝিয়ে, সাহস দিয়ে, সমস্ত অবস্থাটা ব্যাখ্যা করেই শিশুর মনের ভয় ভাঙানো যায়। এজন্য মমতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

নার্সারী বিদ্যালয়ে শারীরিক দুর্বল বা ত্রুটি-যুক্ত ছেলেদের, তাদের সমকক্ষ ছেলেদের সঙ্গেই প্রথমে খেলাধুলা এবং কাজের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের এমন সব কাজ বা খেলা দেওয়া উচিত, যেখানে তারা তাদের স্বাভাবিক কুশলতা দেখাতে পারে। সব কাজেই তাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার, প্রশংসা করা দরকার। আসল কাজ তাদের আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠা করা—এই বোধ জাগানো যে, "আমি পারি"। ক্রমেই শিশু বুঝতে শেখে দৈহিক বলের চেয়েও বুদ্ধি ও মনের সাহসের দাম অনেক বেশী। এবং নার্সারী স্কুলের কাজ হবে এই বোধটিই শিশুদের মনে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলা। এসব শিশুদের সম্পূর্ণ সংশোধন করতে হ'লে, তাদের পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গীও যাতে পরিবর্তিত হয় তা দেখতে হবে।

প্রথম স্কুলে যাওয়ার ভয়ঃ

প্রথম প্রথম স্কুলে যাওয়া নিয়ে কান্নাকাটি করে না, এমন ছেলেমেয়ে কম। পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে যে ছেলেমেয়েরা প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়, তারাও নূতন পরিবেশে গিয়ে ভয় পায়—বিভ্রান্ত ও অসহায় বোধ করে। দু'তিন বছর বয়সে যে সব ছেলে-মেয়ে নার্সারী স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের কাছে বিদ্যালয়ের প্রথম অভিজ্ঞতা রীতিমত আতঙ্কর। মা তাকে ক্লাশে ছেড়ে, চোখের আড়াল হ'লেই সে বিষম কান্না জুড়ে দেয়। যারা একটু বেশী মায়ের কোল-ঘেঁষা তারা হাত পা ছুঁড়ে বাড়ী যাওয়ার জন্য চীৎকার করতে থাকে। প্রথম প্রথম এদের সামলাতে শিক্ষিকা ও কর্মীদের বিষম বেগ পেতে হয়। অনেক মা-ই প্রথম ক'দিন ছেলে বা মেয়েকে সঙ্গে করে নিজেরা স্কুলে আসেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে নার্স বা শিক্ষিকারা মনে করেন যে, গোড়া থেকেই শক্ত হ'লে, শিশু প্রথম প্রথম কান্নাকাটি করলেও, শেষ পর্যন্ত সহজেই অবস্থা মেনে নেয় এবং নিজেকে নতুন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু ঠিক একই কঠিন নিয়ম সব ক্ষেত্রে সমান উপযোগী হয় না। কোন কোন ছেলেমেয়ে যেমন বেশী মায়ের কোল-ঘেঁষা, তেমনি কোন কোন মা-ও অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এসব ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়মের ব্যতিক্রম করলেও (প্রথম ক'দিন মাকে স্কুলে ছুটি হওয়া পর্যন্ত থাকতে দেওয়া হয়; ছেলে বেশী কান্নাকাটি করলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হয়, বা বাড়ী নিয়ে যেতে দেওয়া হয়)। শিশুর ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য কিছুটা কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিশু এবং মাকে বুঝতে হবে যে নিয়মটা শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। তবে শিশুর মনের উপর কোন জবরদস্তি করলে ফল খারাপই হয়। জবরদস্তি না করলে, নতুন বন্ধু, প্রচুর খেলনা, স্নেহময়ী শিক্ষিকার সঙ্গ ও অনুকূল পরিবেশে, আস্তে আস্তে শিশুর ভয় ভেঙে যায় এবং সে সহজ আনন্দে সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে নার্সারীর শিক্ষিকাদের সহজ সহযোগিতার

ব্যবস্থা থাকতেই হবে। তা হ'লেই প্রতিটি শিশুর সমস্যার সহজে সমাধান হ'তে পারে।[১]

যে সব শিশুদের নিয়ে নানা সমস্যা—Problem Children :

শিশুরা পিতামাতা শিক্ষিকার আনন্দ। "কিন্তু অনেক শিশু আছে যারা পিতামাতা শিক্ষকদের পক্ষে মহা দুশ্চিন্তার কারণ. এ দুশ্চিন্তার কারণ বিভিন্ন; কোন কোন ছেলে আছে যারা শারীরিক রুগ্নতা, অঙ্গহীনতা, ইন্দ্রিয়ের বিকার, বুদ্ধির হীনতা ইত্যাদি কারণে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে; খেলা-ধূলায় ও কাজে অন্য দশটি সমবয়স্ক ছেলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আবার অন্য কিছু ছেলে আছে যারা বুদ্ধিহীন বা অঙ্গহীন নয়, অথচ যারা অবাধ্য, একগুঁয়ে, সর্বদা ঝগড়াঝাটি করে', বা বিদ্যালয়ে কোন নিয়ম মেনে চলতে রাজী নয়,—চীৎকার করে, মারামারি করে অন্যের অশান্তির কারণ হয়। আবার কোন কোন ছেলে বেপরোয়া মিথ্যে কথা বলে, চুরি করে, নোংরা গালাগালি করে, স্কুল থেকে পালায়, ঘরে আগুন দেয়, কখনো জঘন্য যৌন অপরাধে লিপ্ত হয়। এ সমস্ত শিশু, যারা অব্যবস্থিত, হিংসুটে, অবাধ্য, ক্ষীণবুদ্ধি অথবা অপরাধপরায়ণ, তারা পিতা-মাতা-শিক্ষক-প্রতিবেশী ও সহপাঠীর কাছে 'সমস্যা'-স্বরূপ। তাদেরই সাধারণ নাম হচ্ছে Problem children. এর কোন বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এ জাতীয় শিশুরা একটা আলাদা জাত নয়।"

"এ শিশুরা 'সমস্যার' পাপ নিয়েই জন্মে নি। জন্মগত, বংশগত বা পরিবেশগত নানাকারণে এরা অব্যবস্থিত, বেমানান, অবাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধির হীনতা বা বিকারের জন্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, কুশাসন, কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত, অথবা স্নেহ-প্রীতি-সহানুভূতির অভাবে তারা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা নিজের সঙ্গে বা দশের সঙ্গে সমান তালে চলতে পাচ্ছে না। এদের কাছে জীবনটা সহজ নয়। এরা 'সমস্যা'র বোঝা নিয়ে বিব্রত তাই সুজান্ আইজ্যাক্‌স্ চমৎকার করে বলেছেন—There are no problem children; only there are children with

---

১। Forcing the issue only makes matters worse. It's much better with the child who is still quite dependent on his mother, to introduce him to school very gradually. For several days she might bring him, stay nearby while he plays, and then take him home again. When a mother is staying around in school, she ought to remain in the background. The idea is to let the child develop his own desire to enter the group, so that he will forget his need for his mother. Sometimes the mother's nervousness increases his anxiety. It's natural for a tenderhearted mother to worry about how her small child will feel, when she leaves him for the first time. Let the Nursery school teacher advise you. She's had a lot of experience.

Benjamin Spock. Baby & child care. p.p, 178-79.

problems."[১] এসব শিশুরা যে সকলের মহাযন্ত্রণার কারণ সে জন্যে দোষটা অনেকক্ষেত্রেই তাদের নয়। বহুক্ষেত্রেই এর মূল কারণ পিতামাতার অজ্ঞানতা, নির্বুদ্ধিতা, কুশাসন ও উদাসীনতা ; কোন কোন ক্ষেত্রে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা। কাজেই আর একজন শিশু মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেছেন—There are no problem chil ren, but only problem parents.

এ সব শিশুর সমস্যা বিভিন্ন প্রকৃতির তাদের কারণও ভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক শিশুর সমস্যা, তার জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে, পৃথক পৃথক্ করেই বুঝতে হবে। তথাপি, এই সমস্ত সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের মোটামুটি নীচের ক'টি দলে সুজান্ আইজ্যাক্স্ ভাগ করেছেন :

(১) বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তির দিক থেকে যারা ন্যূন বা বিকারগ্রস্ত।
(২) বুদ্ধির ন্যূনতা ব্যতীত অন্য কারণে যারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে।
(৩) যারা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অস্থির চিত্ত (nervous, anxious), যারা নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে (withdrawn).
(৪) যারা অমনোযোগী, পড়ায় বা কাজে যাদের উৎসাহের অভাব।
(৫) যারা অবাধ্য, বাড়ী বা স্কুল থেকে পালিয়ে যায়, মিথ্যাবাদী একগুঁয়ে, ধ্বংসপ্রবণ এবং অপরাধমূলক ব্যবহারে যাদের ঝোঁক।
(৬) যারা স্থায়ী ভাবেই রুগ্ন। অনেক সময় এরা প্রক্ষোভ জীবনে অব্যবস্থিত এবং তাই এদের রুগ্নতার কারণ।

পিতা-মাতাদের কাছে অনুসন্ধান করে বিভিন্ন বয়সে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের 'সমস্যা' সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ডঃ কামিংস তাঁর অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ সহকর্মিদের সহায়তায়, যত্ন করে সংগ্রহ করেন ও বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা শিশুদের সমস্যামূলক ব্যবহারগুলি অল্প কয়টি দলে মাত্র ভাগ করেন। এই ব্যবহারগুলি কোন্ কোন্ বয়সে শতকরা কতজন ছেলে-মেয়ের মধ্যে দেখা গিয়েছে, তার উল্লেখ তাঁরা করেছেন। নীচে তালিকাটি দিচ্ছি :[২]

শতকরা কতজন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন্ ব্যবহার কোন্ বয়সে কত বেশী দেখা গেছে—

ব্যবহার	বয়স অনুযায়ী জনে ভাগ			
	৩ থেকে ৫	৫ তেকে ৭	৭ থেকে ১০	১১ থেকে ১৪
অবাধ্যতা	৪৬·৬	৫২·৬	৩৯·৮	৩৩ ৩
মেজাজমর্জি	২৪·৪	১০·৫	৯·৭	৫·৬
অতিমাত্রায় লাজুক, অন্যের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক	০·০	৭·৯	৭·১	২০·৪

১। গুহ ও দত্ত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা। পৃঃ ৯২২
২। Valentine : The normal child and some of his abnormalities. P 39

আঙ্গুল-চোষা	২০'০	১০'৫	১৩'৩	৫'৬
বিছানায় প্রস্রাব করা	১৭ ৮	৯'২	২'৬	১'৮
নানারকমের ভয়	১১'১	১৪'৫	২৩'০	৩'৪
অতিমাত্রায় বিবেকের তাড়নায় পীড়িত	৪'৪	১৫'৮	১৮'৬	৪৭'৮

আমাদের দেশে একেবারে ছোটদের বিদ্যালয়ে শিশুদের অবাঞ্ছিত ও উদ্বেগজনক যে ব্যবহার শিক্ষক শিক্ষিকারা লক্ষ্য করে থাকেন, তার একটি তালিকা দিচ্ছি। এর মধ্যে যে ব্যবহার গুলি বেশী দেখা যায়, ক্রমানুসারে তাদেরই উল্লেখ করা হচ্ছে :

নানাপ্রকারের ভয়
আঙ্গুল-চোষা
মেজাজ মর্জি
আক্রমণাত্মক ব্যবহার, ঝগড়াঝাটি
অমনোযোগ
মিথ্যা কথা বলা
ছোট খাটো চুরি
অবাধ্যতা
বেশী বাহাদুরি নেবার ইচ্ছা
কুৎসিৎ গালাগালি
লিঙ্গ ঘর্ষণ

এর মধ্যে কয়েকটি ব্যবহার সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব।

শিশুদের নানাবিধ ভয়ের সমস্যা নিয়ে আমরা কিছুটা বিস্তৃত আলোচনাই করেছি। কারণ, আমরা মনে করি, দুই থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুর পক্ষে ভয়ই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিকারক।

মেজাজ মর্জি—Temper tantrums : আড়াই বছরের কাছাকাছি সময়টা অধিকাংশ শিশুর পক্ষে দেহ ও মনের দিক দিয়ে একটা অস্থিরতার কাল। এ সময়ে তার দেহটা যে দ্রুত তালে বাড়ছে, মনটা সে অনুপাতে বাড়ছে না। তার ইন্দ্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশীর ক্ষমতা বেড়েছে, কিন্তু সেগুলির সুসংগঠনের ক্ষমতাটা তখনও আয়ত্ত হয় নি। তার নানা অভাব, নানা তাড়না, অথচ তাদের প্রকাশের শক্তি তার নেই। তার অহং-কে তৃপ্তির উপায় হচ্ছে মেজাজ-মর্জি, জেদ, কান্নাকাটি। এমনি করেই শিশু তার দাবী আদায় করতে চায়। তিন থেকে পাঁচ বছর সময়টা মোটামুটি একটা বিকাশের কাল। এ সময়টাতে তার শক্তি তার চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বাবা মার সঙ্গে সম্বন্ধটা তার মধুরতর ও গভীরতর। ভাষার উপর কিছুটা দখল এসেছে। তাই প্রক্ষোভের প্রকাশ সহজতর হয়েছে। পাঁচ বছরের পর আবার সাত বছরের কাছাকাছি আর একটা অশান্তির কাল আসে।

বাস্তবিক পক্ষে, শিশু তার অহং সম্পর্কে, নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, এ মেজাজ, জেদ তার বহির্লক্ষণ এবং এটা সুস্থ বিকাশের চিহ্ন। সুস্থ ছেলে মেয়ের পক্ষে মেজাজ মর্জি স্বাভাবিক। যারা বড় শান্ত, মোটে মেজাজ মর্জি করে না, এমন ছেলে-মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ বা স্বাভাবিক নয়। যদি মেজাজ মর্দি বেশী প্রবল বা ঘন ঘন না হয়, তা হলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। অনেক সময় শিশু মেজাজ মর্জি করে মা বাবাকে বিষম বিব্রত করে, তার মৎলব আদায় করতে চেষ্টা করে। এখানেই মাকে শক্ত হতে হবে। শিশু যদি বোঝে এই মেজাজ মর্জি ক'রে, সে তার মৎলব সিদ্ধি করতে পারে, তবে সে এই অস্ত্র বারে বারেই ব্যবহার করবে। বাবা মা শিশুর জেদের সময় নিজেরা জেদ দেখিয়ে বা জোর করে তাকে উত্তেজিত করবেন না। কিন্তু গোড়া থেকেই তাকে বুঝতে দেবেন যে, তার অন্যায় জেদে তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না, যদিও তার ন্যায্য দাবী তাঁরা মেটাবেন। অন্যায় জেদের সময় শিশুকে মারধর না করে, তাকে কিছুক্ষণের জন্যে উপেক্ষা করা ভাল। পিতামাতাকে শিশুর জেদের সময় শান্ত অথচ দৃঢ় থাকতে হবে।

ফ্রএডীয় মনস্তত্ব অনুযায়ী শিশুর অবচেতন মনে নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর রাক্ষস স্বরূপ পিতা-মাতার ছবি নাকি গড়ে ওঠে! শিশু তার মেজাজমর্জির সময় এই অবচেতন ভয়ঙ্কর পিতামাতার ছবি (bad parent), তার সত্যিকার পিতামাতার উপর কল্পনায় উপস্থাপিত (projection) করে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, সত্যি তার পিতামাতা তার দুষ্টামীর জন্যে তাকে খেয়ে ফেলবেন কিনা। এও নাকি তাদের অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব মেটাবার এক স্থূল ও নির্বোধ উপায়![1] আধুনিক কোন কোন মনোবিদের মতে শিশুর মেজাজ মর্জির প্রধান উত্তেজক কারণ (exciting cause) হচ্ছে ক্লান্তি। শিশু যদি ক্লান্ত থাকে তা হ'লে প্রতিকূল অবস্থায় সম্মুখীন হয়ে সে অনেক সময় মেজাজ মর্জি প্রকাশ করে। সাধারণত খাওয়া, মলত্যাগ ইত্যাদি কালে মায়ের প্রবল হস্তক্ষেপের ফলেই শিশুর মেজাজ ও জেদ দেখা যায়। এর কারণ, এই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনে তীব্র প্রক্ষোভ জড়িত থাকে। এসব ব্যাপারে শিশু সুনিয়মে অভ্যস্ত হোক, এটা প্রয়োজন, কিন্তু এ নিয়ে জোর জবরদস্তি করা উচিত নয়। শিশু যেন তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশে বা স্বাধীন ক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ বাধা না পায়। শিশুর ভিতরে যাতে বিরুদ্ধতার বাষ্প জমে না ওঠে, তা দেখা দরকার। নানা খেলাধুলা কাজের মধ্য দিয়ে তার প্রাণশক্তি যাতে স্বচ্ছন্দ ও সানন্দ প্রকাশের সুযোগ পায়, তাই দেখতে হবে। তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতেই উৎসাহ দিতে হবে। মেজাজের সময় তাকে অন্যত্র সরিয়ে অন্য কাজ দিয়ে ভুলিয়ে দিতে হবে। রাগ দিয়ে বা জেদ দিয়ে জেদ দমনের চেষ্টা ভুল। শিশুকে বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে।[2]

অমনোযোগী শিশু : শিক্ষার গোড়ার কথাই হ'ল শিশুর মনটিকে আকর্ষণ করা। শিক্ষা তো একটা যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। পূর্বে অবশ্য মনে করা হত যে শিক্ষা

১। গুহ : মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার—পৃঃ ২৬১
Garrison : The Psychology of Exceptional children.

ক্রিয়ার শিশুর ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। শিক্ষক তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ড উপুড় করে 'শিশু' মনের ছোট পাত্রে ঢেলে দেবেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ জানেন, শিশুর উৎসুক মন শিক্ষা সাগ্রহে গ্রহণ করলে, তবেই শিক্ষা সার্থক। শিক্ষাদান ক্রিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ, যেখানে শিশুর মন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। যেখানে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে, সেখানে থাকে তার মনোযোগ। তাই সুশিক্ষক যখন দেখেন যে শিশু অমনোযোগী, তখন তিনি বুঝতে পারেন, শিক্ষক এবং ছাত্র দুইয়ের দিক থেকেই ঘটছে শোচনীয় অপচয়। এর জন্যে আধুনিক শিক্ষক শিশুকে তাড়না করেন না—তিনি বোঝেন নিজেরই ত্রুটি ঘটেছে—শিশুর মনকে তিনি টানতে অসমর্থ হয়েছেন। অমনোযোগী যে ছাত্র, সে কি সর্ব বিষয়েই অমনোযোগী? তা নয়। এটা বোঝা যাচ্ছে, যে ছেলেকে বলি অমনোযোগী, সামনে উপস্থাপিত বিষয়ে তার মন নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই তার মন তখন লগ্ন হয়েছে যে আইসক্রীম-ওয়ালা ডাকছে, তার দিকে! অথবা কাল সার্কাস সে দেখেছে, তার স্মৃতি তার মনকে প্রবল আকর্ষণে টানছে।

মনোযোগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছে আগ্রহ। যেখানে শিশুর আগ্রহ আছে, সেখানেই আছে মনোযোগ। তাই ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেছেন—Interest is latent attention, and attention is interest in action. তাই শিশুর লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই এ আক্ষেপ বৃথা,—শিশুর আগ্রহটা কোথায়, তার সূত্র ধরেই পড়াশুনার বা কাজের দিকে তার মনকে টানতে হবে।[১]

আপাতমনোহর হলে তা তখন হয়তো মনকে টানতে পারে। একেবারে শিশুদের শিক্ষায় তাই রং-চংওয়ালা ছবি, খুব ঝমর ঝমর্ সুরে গান, হালকা নাচ, হাসির গল্প ইত্যাদির দাম আছে। কিন্তু সুশিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল আপাতমনোহর দিয়ে শিশুর মনকে ভোলানো নয়; তার মনে গভীর ভাব-কেন্দ্রিক স্থায়ী আগ্রহের (sentiments) সৃষ্টি করা। সেটা পরিশ্রম, ধৈর্য, সুরুচি, এবং সুশিক্ষা সাপেক্ষ।

কখনো কখনো অমনোযোগের কারণ দৈহিক ক্লান্তি, মানসিক উদ্বেগ, বা, অন্তর্দ্বন্দ্ব। সুশিক্ষক সর্বদাই মূল কারণটি অনুসন্ধান করে, তা দূর করতে চেষ্টা

১। অম্বিকে মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,
শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগেনা কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুর কেটেছে
এত বড় বাঁদর।
আমি বললুম, "সে ত্রুটি আমারই
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তা হ'লে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে।
ও ছাড়তে পারত না।"
কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে
আর নেই নেড়া কুকুরের ট্র্যাজেডি।"

করেন। শিশু বিদ্যালয়ে, খেলা, গান, নাচ, গঠন-কর্ম এ সকলেরই উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর মনকে উৎসুক করে রাখা,—যাতে তারা নিজেরাই আরো কঠিন, আরো বিমূর্ত ভাব ও বিষয়ের দিকে স্বতঃ-স্ফূর্ত ভাবেই এগিয়ে যেতে চাইবে। শাস্তি নয়, তাড়না নয়, স্বতঃ-স্ফূর্ত আগ্রহই হচ্ছে শিক্ষায় অগ্রসরণের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য শক্তি।

অত্যন্ত অ-মিশুক ছেলে : কিছু ছেলেমেয়ে আছে, যারা অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চায় না, খেলাধুলা করে না, একা থাকতে চায়। এরা বিষণ্ণ, আগ্রহ-হীন পরিবেশ সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন। এ জাতীয় অন্তর্মুখী (introvert) ছেলেমেয়ে নার্সারী স্কুলের শিক্ষিকাদের পক্ষে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ। এসব নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী ছেলেমেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারা যায় না। সে সমস্ত ছেলেমেয়ের গৃহে স্নেহ ভালবাসার অভাব, বিধ্বস্ত গৃহের সন্তান, পিতৃমাতৃহীন বা পরিত্যক্ত, পরিচয়হীন শিশুদের মধ্যে এ দুর্লক্ষণ বেশী দেখা যায়। এরা নিজেদের কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের জগতেই বাস করে। এরা সন্দিগ্ধ-পরায়ণ এবং মানুষের ভালবাসা সহজভাবে নিতে পারে না—নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারে না। শিক্ষিকারা এদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। এদের মনের অশান্তি কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করবেন। কারু কাছে অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা পেলে, একবার মন খুলে কাউকে বিশ্বাস করতে পারলে, এরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। নার্সারী স্কুলের আনন্দময় পরিবেশ, সমবয়সী অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গ, নানা রকম খেলা ও কাজের মধ্যে এদের মনকে টানতে চেষ্টা করতে হবে। গুরুতর ক্ষেত্রে মনোরোগ চিকিৎসকের উপদেশ নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। গৃহপরিবেশ পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে।

অবাধ্যতা : শিশুর মেজাজ মর্জির মত অবাধ্যতাও শিশুর নিজ অহং বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার স্বাভাবিক প্রকাশ, যদিও পিতা মাতা শিক্ষিকার কাছে শিশুর অবাধ্যতা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

স্বাধীন ইচ্ছায় জোর করে বাধা দিলে, সমস্ত প্রাণবন্ত শিশুই বিরক্ত হয়। তার শক্তি কম—সে জানে বাবা মার প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছা বা বিরক্তি টিঁকবে না; তাঁদের হাতে আছে, শাসন পীড়নের অধিকার। কিন্তু তার ইচ্ছারও তো দাম আছে। বাবা মা'র সঙ্গে জোর করে সে পারবে না, তথাপি তাকে বারে বারে বাধা দিলে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করলে, সে তার সাধ্যানুসারে বিদ্রোহ করতে পারে এবং সেটাই নেয় অবাধ্যতার রূপ—"আমি খাবো না! খাবো না! মেরে ফেল্লেও খাবো না!" পিতা মাতার উচিত নয় শিশুকে বিদ্রোহের সেই চরমে ঠেলে দেওয়া। কারণ শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিয়ে শিশুর মন জয় করা যায় না—তার সত্যিকার বাধ্যতা (willing obedience) আদায় করা যায় না।[১]

১। "একটি উদাহরণ। দু'বছরের পোনুর সঙ্গে মার খাওয়া নিয়ে বিরোধ লেগেই আছে। পোনু টোম্যাটোর রস খাবে না—মা তাকে জোর করে খাওয়াবেনই। সার্কাসে যাওয়ার টিকেট কেনা হয়েছে। মা তাড়াতাড়ি পোনুকে খাওয়াতে বসেছেন—মাছের ঝোল ভাত। পোনুর মন

মায়ের কাছে চরম অবাধ্য যে ছেলে, সে যে অন্যের কাছেও অবাধ্য হবে তা নয়। যেখানে সে ভালবাসা পায়, সেখানে সে খুশী হয়েই কথা শোনে।

অনেক সময় জেদি ছেলেদের উল্টো কথা বলে কাজ করাতে হয়। একগুঁয়ে বিদ্যাসাগর আর শিশু রামকৃষ্ণকেও নাকি অমনি করে কাজ করাতে হত। যে সব ছেলেরা এ রকম ধরনের—যারা সব সময়ই সব আদেশের বিরুদ্ধেই 'না করব না তো' মনোভাব দেখায়, তাদের ব্যবহারকে Negativism বলা হয়। এ সব ক্ষেত্রে বোঝা যায় পিতামাতা সন্তানটিকে সুন্দর স্নেহপ্রীতি বিশ্বাসের স্বাভাবিক আবহাওয়ায় মানুষ করে তুলতে পারেননি। এ বিরোধের অবসান নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতাদের মমতায় অথচ দৃঢ় শাসনে অনেক সময় হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সুফল পেতে হলে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। পিতামাতাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে সমস্ত সুশিক্ষা ও শাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে সবল, সুস্থ, তেজী ও আনন্দময় নিজস্ব ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করা।

অনেক সময় এই অবাধ্যতা দিয়েই শিশু পিতামাতা শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তার মনের মধ্যে অনেক সময় অভিমান জমে ওঠে যে তার প্রাপ্য স্নেহ ভালবাসা, মনোযোগ সে পাচ্ছে না। বাপমার ভালবাসা চায় বলেই, অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে তাদের মনকে টানতে চায়।[১] সে জানে অবাধ্যতা বা অন্যায় কাজ করলে, সকলে তার কথা বলবে—তাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে। হয়তো তার কপালে তিরস্কার বা পীড়নও জুটবে। ফ্রএডপন্থীরা বলেন, শিশুর মনের অবচেতনায় অনেক সময় পিতামাতার প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব লুকিয়ে থাকে। এর জন্য তারা আবার লজ্জিত ও পাপবোধ-ক্লিষ্ট। তারা নিজেদের অন্যায় কাজের জন্য কঠিন শাস্তিই নির্জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা করে—কারণ তাতেই তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। শিশু যখন মেজাজ দেখিয়ে অবাধ্যতা করে, পিতামাতাকে তখন শান্ত থাকতে হবে। তা হলেই শিশু বুঝবে বাবা মা ভয় পাননি এবং তাঁরা হার মানবেন না।[২]

পড়ে আছে সার্কাসে। কিন্তু এখন তার ক্ষিধে পায় নি। তা ছাড়া মাছের ঝোল ভাত তার সঙ্গে টোম্যাটোর টুকরো সে মোটে ভালবাসে না। পোনু খাবে না। মা তাকে খাওয়াবেনই! শেষ পর্যন্ত মা রেগে বল্লেন 'মাছের ঝোল ভাত না খাও তো সার্কাসে নেব না।' পোনু ঘাড় বাঁকিয়েই রইলো। মা শেষ পর্যন্ত পোনুকে না নিয়েই সার্কাসে চলে গেলেন। পোনু রইলো তার খুড়ীর কাছে। পরদিন মা পোনুকে খাওয়ার সময় বললেন—'কাল যেমন কথা শুনলে না, সার্কাসও দেখতে পেলে না!' পোনুও জবাব দিল, "কিন্তু মাছের ঝোল ভাতও আমাকে খাওয়াতে পারো নি!" অর্থাৎ এটা তার গর্ব—মার ইচ্ছার কাছে সে হার মানে নি! এমনি করে পোনুর মা কখনও পোনুর বাধ্যতা পাবেন না!"

১। Five Psycho-analysts : On the Bringing up the children, p. 22

২। Never meet aggression with aggression, never lose your own temper but remain as calm and re-assuring as possible. Try to talk him out of it or distract his attention.—Badey : The Natural Development of the Child, p. 61.

করেন। শিশু বিদ্যালয়ে, খেলা, গান, নাচ, গঠন-কর্ম এ সকলেরই উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর মনকে উৎসুক করে রাখা,—যাতে তারা নিজেরাই আরো কঠিন, আরো বিমূর্ত ভাব ও বিষয়ের দিকে স্বতঃ-স্ফূর্ত ভাবেই এগিয়ে যেতে চাইবে। শাস্তি নয়, তাড়না নয়, স্বতঃ-স্ফূর্ত আগ্রহই হচ্ছে শিক্ষায় অগ্রসরণের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য শক্তি।

অত্যন্ত অ-মিশুক ছেলে ঃ কিছু ছেলেমেয়ে আছে, যারা অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চায় না, খেলাধুলা করে না, একা থাকতে চায়। এরা বিষণ্ণ, আগ্রহ-হীন পরিবেশ সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন। এ জাতীয় অন্তর্মুখী (**introvert**) ছেলেমেয়ে নার্সারী স্কুলের শিক্ষিকাদের পক্ষে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ। এসব নিঃসঙ্গ অসুখী ছেলেমেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারা যায় না। সে সমস্ত ছেলেমেয়ের গৃহে স্নেহ ভালবাসার অভাব, বিধ্বস্ত গৃহের সন্তান, পিতৃমাতৃহীন বা পরিত্যক্ত, পরিচরহীন শিশুদের মধ্যে এ দুর্লক্ষণ বেশী দেখা যায়। এরা নিজেদের কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের জগতেই বাস করে। এরা সন্দিগ্ধ-পরায়ণ এলং মানুষের ভালবাসা সহজভাবে নিতে পারে না—নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারে না। শিক্ষিকারা এদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। এদের মনের অশান্তি কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করবেন। কারু কাছে অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা পেলে, একবার মন খুলে কাউকে বিশ্বাস করতে পারলে, এরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। নার্সারী স্কুলের আনন্দময় পরিবেশ, সমবয়সী অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গ, নানা রকম খেলা ও কাজের মধ্যে এদের মনকে টানতে চেষ্টা করতে হবে। গুরুতর ক্ষেত্রে মনোরোগ চিকিৎসকের উপদেশ নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। গৃহপরিবেশ পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে।

অবাধ্যতা ঃ শিশুর মেজাজ মর্জির মত অবাধ্যতাও শিশুর নিজ অহং বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার স্বাভাবিক প্রকাশ, যদিও পিতা মাতা শিক্ষিকার কাছে শিশুর অবাধ্যতা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

স্বাধীন ইচ্ছায় জোর করে বাধা দিলে, সমস্ত প্রাণবন্ত শিশুই বিরক্ত হয়। তার শক্তি কম—সে জানে বাবা মার প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছা বা বিরক্তি টি"কবে না; তাঁদের হাতে আছে, শাসন পীড়নের অধিকার। কিন্তু তার ইচ্ছারও তো দাম আছে। বাবা মা'র সঙ্গে জোর করে সে পারবে না, তথাপি তাকে বারে বারে বাধা দিলে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করলে, সে তার সাধ্যানুসারে বিদ্রোহ করতে পারে এবং সেটাই নেয় অবাধ্যতার রূপ—"আমি খাবো না! খাবো না! মেরে ফেলেও খাবো না!" পিতা মাতার উচিত নয় শিশুকে বিদ্রোহের সেই চরমে ঠেলে দেওয়া। কারণ শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিয়ে শিশুর মন জয় করা যায় না—তার সত্যিকার বাধ্যতা (willing obedience) আদায় করা যায় না।[১]

১। "একটি উদাহরণ। দু'বছরের পোনুর সঙ্গে মার খাওয়া নিয়ে বিরোধ লেগেই আছে। পোনু টোম্যাটোর রস খাবে না—মা তাকে জোর করে খাওয়াবেনই। সার্কাসে যাওয়ার টিকেট কেনা হয়েছে। মা তাড়াতাড়ি পোনুকে খাওয়াতে বসেছেন—মাছের ঝোল ভাত। পোনুর মন

মায়ের কাছে চরম অবাধ্য যে ছেলে, সে যে অন্যের কাছেও অবাধ্য হবে তা নয়। যেখানে সে ভালবাসা পায়, সেখানে সে খুশী হয়েই কথা শোনে।

অনেক সময় জেদি ছেলেদের উল্টো কথা বলে কাজ করাতে হয়। একগুঁয়ে বিদ্যাসাগর আর শিশু রামকৃষ্ণকেও নাকি অমনি করে কাজ করাতে হত। যে সব ছেলেরা এ রকম ধরনের—যারা সব সময়ই সব আদেশের বিরুদ্ধেই 'না করব না তো' মনোভাব দেখায়, তাদের ব্যবহারকে Negativism বলা হয়। এ সব ক্ষেত্রে বোঝা যায় পিতামাতা সন্তানটিকে সুন্দর স্নেহপ্রীতি বিশ্বাসের স্বাভাবিক আবহাওয়ায় মানুষ করে তুলতে পারেননি। এ বিরোধের অবসান নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতাদের মমতায় অথচ দৃঢ় শাসনে অনেক সময় হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সুফল পেতে হলে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। পিতামাতাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে সমস্ত সুশিক্ষা ও শাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে সবল, সুস্থ, তেজী ও আনন্দময় নিজস্ব ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করা।

অনেক সময় এই অবাধ্যতা দিয়েই শিশু পিতামাতা শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তার মনের মধ্যে অনেক সময় অভিমান জমে ওঠে যে তার প্রাপ্য স্নেহ ভালবাসা, মনোযোগ সে পাচ্ছে না। বাপমার ভালবাসা চায় বলেই, অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে তাদের মনকে টানতে চায়।[১] সে জানে অবাধ্যতা বা অন্যায় কাজ করলে, সকলে তার কথা বলবে—তাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে। হয়তো তার কপালে তিরস্কার বা পীড়নও জুটবে। ফ্রএডপন্থীরা বলেন, শিশুর মনের অবচেতনায় অনেক সময় পিতামাতার প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব লুকিয়ে থাকে। এর জন্য তারা আবার লজ্জিত ও পাপবোধ-ক্লিষ্ট। তারা নিজেদের অন্যায় কাজের জন্য কঠিন শাস্তিই নির্জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা করে—কারণ তাতেই তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। শিশু যখন মেজাজ দেখিয়ে অবাধ্যতা করে, পিতামাতাকে তখন শান্ত থাকতে হবে। তা হলেই শিশু বুঝবে বাবা মা ভয় পাননি এবং তাঁরা হার মানবেন না।[২]

পড়ে আছে সার্কাসে। কিন্তু এখন তার ক্ষিধে পায় নি। তা ছাড়া মাছের ঝোল ভাত তার সঙ্গে টোম্যাটোর টুকরো সে মোটে ভালবাসে না। পোনু খাবে না। মা তাকে খাওয়াবেনই! শেষ পর্যন্ত মা রেগে বল্লেন 'মাছের ঝোল ভাত না খাও তো সার্কাসে নেব না।' পোনু ঘাড় বাঁকিয়েই রইলো। মা শেষ পর্যন্ত পোনুকে না নিয়েই সার্কাসে চলে গেলেন। পোনু রইলো তার খুড়ীর কাছে। পরদিন মা পোনুকে খাওয়ার সময় বললেন—'কাল যেমন কথা শুনলে না, সার্কাসও দেখতে পেলে না!' পোনুও জবাব দিল, "কিন্তু মাছের ঝোল ভাতও আমাকে খাওয়াতে পারো নি!" অর্থাৎ এটা তার গর্ব—মার ইচ্ছার কাছে সে হার মানে নি! এমনি করে পোনুর মা কখনও পোনুর বাধ্যতা পাবেন না!"

১। Five Psycho-analysts : On the Bringing up the children. p. 22

২। Never meet aggression with aggression, never lose your own temper but remain as calm and re-assuring as possible. Try to talk him out of it or distract his attention.—Badey : The Natural Development of the Child. p. 61.

মেজাজ মর্জির বেলায় শিশুদের সম্পর্কে পিতামাতা শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সে কথা এখানেও খাটবে। যখন শিশু অবাধ্যতা করছে, তখন বুঝতে হবে তার এই কুব্যবহারের মধ্য দিয়ে, মনের অশান্তি উপশমের উপায় সে খুঁজছে। কোথায় শিশুর অশান্তি তা বুঝে সে কারণটি যেমন দূর করতে হবে, তেমনি তার অহংবোধ যাতে সুস্থ ভাবে বিকশিত হতে পারে সে জন্যে তাকে এমন সব খেলাধূলা, গঠনাত্মক কাজের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে সে নিজের ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারে। এটা বুঝতে হবে, কিছুটা অবাধ্যতা প্রত্যেক বাড়ন্ত শিশুর পক্ষেই স্বাভাবিক। তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে, শাসন-তাড়নের চাপে স্তব্ধ করা অর্থ শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পথ কণ্টকিত করে তোলা। শিশুর অবাধ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে এবং তা অন্য ছেলেমেয়েদের উপর নিশ্চিত কুপ্রভাব বিস্তার করছে এটা বুঝলে, শাসন ও শাস্তি দিতেই হবে। কিন্তু সে শাস্তি পরিমিত ও অবস্থানুযায়ী হতে হবে এবং তার পেছনে কোন ক্রোধ বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যেন না থাকে। শিশু নিজেও যাতে বুঝতে পারে যে তার প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে।[১]

অতি বাহাদুরী করে যে-সব ছেলেমেয়ে (Over bold children) :

অন্যের কাছে প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। পাঁচ ছয় বছরের শিশুও চায়, নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে সমবয়স্কদের কাছে প্রশংসা পেতে। এটা বিকাশমান অহংবোধের স্বাভাবিক বিকাশ। বিশেষতঃ প্রিয়জনদের কাছে সমাদর হ'লে সব শিশুই নিজের সাধ্য বা শক্তির অতিরিক্ত প্রয়াস করেও নিজের গুণ দেখাতে চায়। প্রিয় নন্দু মাসিকে খুশী করবার জন্যে ছয় বছরের সুশান্ত পেয়ারা গাছের মগডাল থেকে পাকা পেয়ারা সংগ্রহ করে আনে, যদিও তাতে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙ্গার ভয় থাকে।

এ আকাঙ্ক্ষা মাত্রা ছাড়িয়ে না গেলে, অবশ্যই প্রশংসনীয়। এতে শিশুর পৌরুষের উদ্বোধন ঘটে—'বড় হওয়ার' আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্যমের দিকে এগিয়ে দেয়।

কিন্তু কখনো কখনো বাহাদুরী নিতে গিয়ে শিশুরা নিজের ক্ষমতা বা সাধ্যের অতিরিক্ত সাহস ক'রে নিজেরা বিপন্ন হতে পারে, অন্যকেও বিপন্ন করতে পারে। সেখানে অবশ্যই শিশুকে কিছুটা সাবধান বা সংযত করা প্রয়োজন। শিলাইদহে থাকাকালীন রথীন্দ্রনাথ অনেকদিন সাঁতরিয়ে মাঝ নদীতে চলন্ত ফেরীষ্টীমার থেকে পাঁউরুটি নিয়ে আসতেন। ষ্টীমার থামলে নৌকা করে গিয়ে রুটি আনবার তর সইত না। এ নিয়ে জাহাজের সারেং রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন রথীকে সাবধান করবার জন্যে। কিন্তু তিনি ছেলের দুঃসাহসিকতার উদ্যমকে বাধা দেন নি।

১। Read : 'The Nursery School'. p. 93.

কখনো কখনো ছেলেমেয়েরা বাহাদুরী নেবার জন্যে মিথ্যা বড়াই করে? "জানিস্ আমাদের বাড়ীর কুকুরটা হাজার টাকা দিয়ে বাবা কিনে এনেছেন। জানিস্ আমার দিদির পঞ্চাশখানা শাড়ী আছে? জানিস্ আমি একটা চলতি মোটর গাড়ী ধরে রাখতে পারি?"—এমন সব আজগুবী মিথ্যা বড়াই ছেলেমেয়েরা করে। তখন বন্ধুরাও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে অনুরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এ বয়সে সত্য ও কল্পনার ভেদ রেখাটা স্পষ্ট নয় কাজেই মিথ্যাটা পুরো মিথ্যে নয়। কিছুটা দূর পর্যন্ত এ প্রকার দিবা-স্বপ্ন নির্দোষ হলেও, গোড়া থেকেই শিশুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা এ বাস্তব কাজেই শিশুকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

যে সব ছেলেমেয়ে বেশী বাহাদুরী নিতে চায়, কখনো কখনো তার মনের পিছনে থাকে একটা নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং নিজ সম্বন্ধে হীনতাবোধ। সে তাই অতিরিক্ত প্রয়াস দ্বারা চায় নিজের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। নিজ অন্তরের উদ্বেগ (anxiety) ঢাকবার জন্যেই সে অন্যের প্রশংসার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র। এসব ছেলেকে লজ্জা দিয়ে তার মিথ্যা বড়াই ভেঙ্গে দিলে তার অহংবোধ আরো আহত হয় এবং তার স্বাভাবিক বিকাশ এতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ সব শিশুকে শিক্ষিকারা স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে সত্যের মুখোমুখি হতে এবং নিজের সত্যই যেখানে শক্তি বা নিপুণতা আছে এমন খেলা ও কাজে প্রবৃত্ত করিয়ে দেবেন। তার মিথ্যা বড়াইয়ের জন্য তাকে উপহাস করলে তাকে সংশোধন করা যাবে না। মুখে তাকে ফাঁকা প্রশংসা করলেও (Oh! that was real clever!) শিক্ষিকা ও পিতামাতা তাঁদের নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক ব্যবহার দিয়ে এ ছেলেকে বুঝিয়ে দেন যে তাঁদের সে ফাঁকি দিতে পারে নি।[১] এবং তাকে তার শক্তির উপযুক্ত সত্য কাজ দিয়েই তার প্রাপ্য প্রশংসা পেতে হবে।

মিথ্যা কথা বলা: যদিও সবাই আমরা বিস্তর মিথ্যা কথা বলি, তবুও আমাদের বাহ্য সামাজিক আচরণে 'মিথ্যা কথা বলা'টাকে আমরা বিষম নিন্দার্হ

১। But the real 'lime-light' child who must show off, in spite of all rebuffs, is very different from a child that suffer from a simple form of exaggerated self display; he is on the contrary, the one who feels left out and unwanted deprived of protective love and attention. He therefore must call attention to himself for his very security. It is anxiety and insecurity, and not praise which produce the 'lime-light' child. To snub such a child, which is what most people have the impulse to do is to do him a most grievous hurt, for this throws him still further into insecurity.

The mental hygiene of this phase is simple. As with all other natural tendencies, the child should be allowed the expression of self display and encouraged to direct this in desirable forms.

Hadfield: Childhood and Adolescence, pp, 90-91,

বলে মনে করি। বিশেষ করে, চার-পাঁচ-ছয় বছরের ছেলেমেয়েরা মিথ্যে কথা বললে, বাবা মা তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন হন। অবশ্যই মিথ্যা কথার অভ্যাস নিন্দনীয় এবং শিশুকাল থেকেই শিশুর মনকে মিথ্যা ভাষণের প্রতি বিমুখ করে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে, তবুও শিশুরা কেন মিছে কথা বলে সেটা বুঝলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে শিশুদের মিছে কথা বলা নিয়ে ততটা উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই।

এটা মনে রাখতে হবে যে শিশুর কল্পনাশক্তি প্রবল এবং সত্য ঘটনা ও কল্পনার প্রভেদটা তার কাছে মোটেই স্পষ্ট নয়। তাই 'বীরপুরুষ' শিশু সঙ্গত কারণেই দুঃখ করতে পারে :

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা !
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে।[১]

তা ছাড়া, এটা মনে রাখতে হবে যে, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে গেলে যে নীতিবোধের দ্বারা বয়স্ক মানুষ তা করে থাকে, সেই বোধ ৫।৬ বছরের শিশুর মনে স্পষ্ট বিকাশ লাভ করে না। তাই বড়দের বুদ্ধিতে নৈতিকমান দিয়ে শিশুদের বিচার করলে তা সুবিচার হয় না।

নানা কারণে শিশু মিথ্যা কথা বলতে পারে। সেই জন্যে মনোবিদেরা এই মিথ্যে কথা বলার নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন : সিরিল বার্ট শিশুদের মিথ্যা ভাষণকে সাতটি দলে ভাগ করেছেন :

(১) **খেলাচ্ছলে মিথ্যা কথা (playful lie) :** "শিশু কল্পনা করতে ভালবাসে, সে তাই 'যেন-যেন' খেলা করে। তখন বেতের লাঠি হয় ঘোড়া। সে নিজ হয় 'কানাই মাষ্টার' তার ছাত্র হয়, বেড়াল ছানার দল।

(২) **অস্পষ্ট ধারণা-জনিত মিথ্যাকথা (a lie of confusion) :** শিশুর বুদ্ধি অপরিণত, অভিজ্ঞতা সামান্য—তাই তারা স্পষ্ট করে বিভিন্ন জিনিসের পার্থক্য বুঝতে না পেরে, হয়তো বাঘকে বলে বেড়াল, পাথরের বাটিকে বলল কাঁচের বাটি।

(৩) **অহংকার বশতঃ বাহাদুরী নেবার জন্যে মিথ্যাকথা (a lie of vanity) :** শিশু বড় হতে ভালবাসে। খুব অসম্ভব সাহসী কাজ করেছে বলে বানিয়ে মিছে কথা বলে, বাহাদুরী নেবার জন্যে। এ মিথ্যাকথাও শিশুর সজীব কল্পনা-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত। এ সমস্ত মিথ্যা (অতিমাত্রায় না হলে) খুব দূষণীয় নয়। বরঞ্চ তাদের সুস্থ সবল ব্যক্তিত্ব বিকাশের কিছু সহায়ক।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বীরপুরুষ

(৪) **হিংসাত্মক মিথ্যাকথা** (**a lie of malevolence**) : যার উপর শিশুর রাগ তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে অথবা হেয় করবার জন্যে মিথ্যাকথা। এ জাতীয় মিথ্যাকথা নিশ্চয়ই দূষণীয় এবং শাস্তিযোগ্য।

(৫) **নিজের দোষক্ষালনের উদ্দেশ্যে মিথ্যাকথা** (**an exculpatory lie**) : শাস্তির ভয়ে এ জাতীয় মিথ্যা শিশুরা অনেক সময় বলে। এটা ভীরুতার পরিচায়ক এবং পিতামাতা শিক্ষকের সঙ্গে শিশুর একটা দূরত্ব ও ভয়ের সম্পর্ক আছে এবং বিশ্বাসের সম্বন্ধ নেই, এটা বোঝা যায়। এর প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

(৬) **স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যাকথা** (**the selfish lie**) : আশু কোন লাভের আশায় শিশু (এমন কি বড়রাও) এমন মিথ্যাকথা হামেশাই বলে। এতে করে বোঝা যায়, গৃহের নৈতিক আবহাওয়াটি পরিচ্ছন্ন নয় এবং শিশুকে পিতামাতা সুশিক্ষা দিচ্ছেন না। এ জাতীয় মিথ্যা ভাষণে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়।

(৭) **দলের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যাকথা** (**lies of loyalty & convention**) : সাত আট বছরের পর থেকে শিশুরা দল বাঁধতে ভালবাসে। দশ এগারো বছরে দলের প্রতি আনুগত্য বিশেষ প্রবল হয়, তাই দলের জন্য মিথ্যাকথা বলতে শিশুর বাধে না।[১] এ জাতীয় মিথ্যাকথার মধ্যে প্রশংসাযোগ্যও কিছু আছে।

সত্য মিথ্যা বোধ শিশুর মনে পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা ও শাসনের উপর নির্ভর করে। শিশুরা বড়দের অনুকরণ করেই কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় তা বোঝে। এখানে উপদেশের চেয়ে পিতামাতা, শিক্ষকের জীবনের দৃষ্টান্ত প্রভাব অনেক বেশী। খেলাচ্ছলে মিথ্যা, বা বাহাদুরী নেবার জন্যে মিথ্যা স্তর উপযুক্ত পরিচালনায়, একটু বয়স হ'লে, ছেলেমেয়েরা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে। অন্যকে জব্দ করার জন্যে মিথ্যা কথা বলা, অথবা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে মিথ্যা কথা তা সংশোধনের জন্য পিতামাতার সদৃষ্টান্ত যেমন সহায়ক তেমনি কিছু শাসন উপদেশও প্রয়োজন হয়। শিশুকে গোড়া থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে তার মিথ্যা কথা শুধু তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গেই যুক্ত নয় ; তার সামাজিক তাৎপর্য ও মূল্য আছে। টিউডর ও হার্ট এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই মিথ্যাকে স্বার্থকেন্দ্রিক (selfish), না-সামাজিক (a-social), সমাজ-বিরুদ্ধ (anti-social), সমাজের স্বার্থের অনুকূল (social), এবং বিদ্যালয় বা শাসন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত (school lies) এই পাঁচ দলে ভাগ করেছেন। এখানেও সহজেই বোঝা যায় সব মিথ্যা সমান দূষণীয় নয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে সমস্ত মিথ্যাই শিশুর মানসিক অব্যবস্থিততা সূচনা করে না।

১। Cyril Burt : The young Delinquent. pp. 361-65.

অনেক সময় শিশু ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসাবে মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় নেয়। শারম্যান, ফ্রএডীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ না করেও, এ কথা মনে করেন যে চুরি করা ও মিথ্যা কথা বলা এই দুইএর মধ্য দিয়েই বাধাপ্রাপ্ত ও অবদমিত প্রক্ষোভ মুক্তিলাভ করে ও দুই-এর মধ্য দিয়েই শিশু নির্জ্ঞানে অমীমাংসিত প্রবল অনুভূতির দ্বন্দ্ব মীমাংসার একটা পথ খোঁজে। দুই-ই মনোযোগ আকর্ষণের নাটকীয় শিশু সুলভ কৌশল মাত্র। দুই-এর মধ্য দিয়েই শিশু তার সহপাঠীদের যে সম্পদ বা গুণ আছে, সে বিষয়ে তাদের সমান হতে চায়। সে সহপাঠীর জিনিস চুরি করে, অথবা তার নিজের এর চেয়ে অনেক ভাল জিনিস আছে এমন বড়াই করে, তাদের কাছে নিজ আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। এ দুইই হচ্ছে অহং-এর পরাজয় এড়াবার কৌশল (ego-defense) ; দুইই প্রতিকূল অবস্থায় শিশু বিকৃত উপায়ে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা (adjustment to difficulties) করে।[১] অবশ্য শারম্যান, ফ্রএডের সঙ্গে একমত নন যে সর্বত্রই ইচ্ছাপূরণের মূলে আছে কোন যোনি-কেন্দ্রিক কামাকাঙ্ক্ষা।

অনেক ছেলেমেয়ে বিনা কারণে অনবরত মিথ্যা কথা বলে। এটা শিশুকালে গৃহের শিথিল শাসন ও কুদৃষ্টান্তের জন্য হতে পারে ; আবার এসব শিশুর নির্জ্ঞান মনে অমীমাংসিত বিরোধ রয়েছে এও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞরা খেলা-ধূলা, আনন্দময় ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরের অশান্তি দূর করতে চেষ্টা করেন। কেউ কেউ মনে করেন জন্মগত কারণেই কিছু শিশু স্নায়বিক অস্থিরতা (nervous instability) এবং শিথিল নীতিবোধ (defective moral sense) নিয়ে জন্মায়। এ জাতীয় মানসিকতা সম্পন্ন শিশুরা মিছে কথা না বলে পারেনা, বিনা কারণে চুরি না করেও পারে না (obsessive acts)।

হ্যাড্‌ফিল্ড্, আর এক জাতীয় বিকৃত মিথ্যা ভাষণের প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। একে তিনি বলেছেন **pathological lies.** এমন ছেলেমেয়ে আছে যারা অনবরত মিছে কথা বলে—কারণে অকারণে। এরা মিছে কথা যে ভেবে চিন্তে বলে তা নয়, এরা মিছে কথা না বলেই পারে না। কোন কোন শিশু যে অন্যায় করেনি, তা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি গ্রহণ করে। এটা খুব অদ্ভুত মনে হলেও সত্য। এসব ক্ষেত্রে শিশু ভেবে চিন্তে মিথ্যে বলছে না। আর নির্জ্ঞান মনে কোন কারণে পিতামাতার প্রতি সে অন্যায় ধারণা পোষণ করেছে বা অন্যায় কাজ করেছে এমন বিশ্বাস জন্মে। তার থেকে তার কল্পনায় সে নিজেকে অত্যন্ত পাপী এমন বিশ্বাস করতে থাকে। তখন সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বা ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবে (a compulsive act) এমন সব অপরাধের কথা স্বীকার করে, যা বাস্তবিক পক্ষে সে করেনি এবং নিজ অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণে সে উৎসুক হয়। এ শাস্তিকে

১। Sherman : Psychology of Adjustment p. 325.

সে নিজ অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত রূপে গ্রহণ করে, কিছুটা অন্তরের অশান্তি দূর করে। অবশ্য কখনো কখনো শাস্তির ভয়েও সে এমন মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে। বার্টন হল এর মতে এ জাতীয় মিথ্যা ব্যক্তির মানস-জীবনে বিকৃতি ও বিশৃংখলার পরিচায়ক—it is symptomatic of a group of disorders known as psychopathic states; এ সমস্ত ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও মনস্তত্ত্বে বিশারদ মনোবিকারের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তা ছাড়া খেলাধূলা এবং আনন্দময় কাজের মধ্য দিয়েই অবরুদ্ধ মানসিক দ্বন্দ্বের অবসানের সর্বাধিক সম্ভাবনা থাকে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদ্বারা বাস্তবের সঙ্গে শিশুর সত্য পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া দরকার এবং তার সাধ্য অনুযায়ী সত্য কুশলতা লাভ করলে শিশু মিথ্যা কল্পনার মধ্যে অস্বাভাবিক তৃপ্তি খুঁজবে না।[১]

চুরি করা—চুরি করে শিশু লোভে। অন্য শিশুর লাল বল আছে—তার নেই। তাই, সে না বলেই অন্য শিশুর বলটা আত্মসাৎ করে। তিন বছরের শিশুর মনে নীতিবোধ খুব পরিপুষ্ট নয়। এ পর্যন্ত সে বোঝে যে কিছু কাজ করলে বাবা-মা বিরক্ত হ'ন—শাস্তি দেন; কাজেই সে কাজ অন্যায়। অধিকার ভেদের বোধ পারিবারিক এবং সামাজিক শিক্ষা-সাপেক্ষ। সব সময়েই এই শিক্ষা যে যুক্তিসঙ্গত ও পরস্পর বিরোধমুক্ত তা নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অপুর দিদি দুর্গা আতা চুরি করেছে বলেই যে মা সর্বজয়া বিরক্ত হয়েছেন, তা ততটা নয়। দুর্গা চুরি-করা আতা এনে পিসি ইন্দির ঠাকরুণকে দিয়েছে বলেই সর্বজয়ার নীতিবোধ প্রখর হয়ে উঠেছে! আমাদের মত দরিদ্র দেশে অভাবই স্বভাব নষ্ট করে, তাই অনেক পিতামাতার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ অনেক সময় শিথিল এবং তাঁরা নিজেরাই প্রতিবেশীর ছোটখাটো জিনিস চুরি করেন, যদিও এ বিষয়ে কেউ ইঙ্গিত করলেও, তাঁরা অতিমাত্রায় উত্তেজিত হন (চোরের মার বড় গলা)! তাদের অহংকার আহত হয়। কখনো কখনো এমনও হয় যে, তাঁরা নিজেদের চুরি নিয়ে যথেষ্ট বড়াই করে থাকেন। এসব পরিবারে শিশুরা কখনোই সুশিক্ষা পায় না। অবশ্য মর্যাদাবোধ বিত্তবানদের একচেটিয়া এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই দরিদ্রকে শোষণ ও বঞ্চনার উপর স্থাপিত এবং অর্থই যেখানে সম্মান ও যোগ্যতার

১। Pathological lying usually comes from fear of punishment. But there is a normal lying which derives from imagination. So completely does the child live in an imaginary world of his own achievements that we will often relate these as facts. These stories are often treated by the mother as lies and the child is scolded. It would be better to treat them with mild humour. Any way it is boys and girls who are not given normal outlets for their achievements who are more likely to indulge in these imaginary ones, so the acuse is obvious, namely to encourage them towards real achievements.

—Hadfield : Childhood & Adolesence. pp. 156-57

মাপকাঠি সেখানে সুস্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে না এবং এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী শিশুদের প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেই।

যে ছেলেমেয়েরা চুরি করে তাদের অপরাধ কতটা স্বেচ্ছাকৃত সে অনুযায়ী তাদের চার দলে ভাগ করা যেতে পারে।

১। যাদের চুরি কর্মের জন্য তাদের দায়ী করা যায় না। এদের মধ্যে আছে (ক) যারা বয়সে নিতান্ত ছোট এবং যাদের বুদ্ধি একেবারেই অপরিণত।

(খ) যারা নিতান্ত ক্ষীণ-বুদ্ধি, এবং যাদের নিজ ও পরের অধিকার সম্বন্ধে পার্থক্য করবার ক্ষমতা জন্মে না।

(গ) যারা জন্মাবধি নীতিবোধ-বর্জিত এবং পাপাচরণের অদম্য প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে (morally defective persons)। অনেক আধুনিক মনোবিদ্ এ প্রকার জন্মগত পাপাত্মা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

(ঘ) মৃগী, জন্মগত সিফিলিস্, মস্তিষ্ক প্রদাহ বা মস্তিষ্কের আঘাতের ফলে যারা স্থায়ী ও দুরারোগ্য মানসিক বিকৃতিতে আক্রান্ত।

২। যাদের চুরি করতে বাধ্য করা হয়। কখনো কখনো পিতামাতা, পালক-পিতা বা বদমাইসের দল শিশুদের চুরির কাজে এগিয়ে দেয় এবং পেছন থেকে চুরির মালে ভাগ বসায়।

৩। যাদের চুরির জন্যে নিজেদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। এদের লোভ চুরির পথে আকর্ষণ করে। কিন্তু সঙ্গে থাকে দলের প্ররোচনা ও অভিভাবন (suggestion)। এদের বুদ্ধি কম বলে এরা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৪। যারা লোভের বশে, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায়, অথবা হিংসাবশতঃ চুরি করে। এ চুরি স্বেচ্ছাকৃত এবং এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি অবশ্যই এই অপরাধের জন্য দায়ী।

ওপরের এই চার দল ছাড়াও, আরো দুটি দলের কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের ক্রিয়া মনোবিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ।

৫। যারা বাহাদুরী নেবার জন্য, নাটকীয় ভাবে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চুরি করে। এ জাতীয় চুরি খুব বেশী দোষাবহ নয়, কারণ এর মধ্য দিয়ে শিশুর পৌরুষ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে,—যদিও চুরি কাজটি সর্বথা প্রশংসনীয় নয়। মিথ্যা বড়াই করা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্যই বাহাদুরী করে চুরি—শিশুকাল উত্তীর্ণ হলে এবং মাত্রা ছাড়ালে ঘৃণ্য চুরির অভ্যাসে পরিণত হবে এমন ভয় থাকে।

৬। যারা নির্জ্ঞান মনের অমীমাংসিত সংঘাত থেকে মুক্তির পথ হিসাবে অনেক সময় নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে, এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চুরি করে (kleptomania)। এরা এমন জিনিস চুরি করে যা তাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন—নিতান্ত তুচ্ছ এমন জিনিস, যার জন্যে তাদের কোন অভাববোধ থাকতে পারে। এরা ধরা পড়লে মিথ্যা কথা বলে দোষ স্খালনের চেষ্টা করে না ; অপরাধ স্বীকার করে এবং বাস্তবিক অনুতপ্ত হয়, কিন্তু তারা জানে না কেন তারা চুরি করেছে। মনোবিদের কাছে এই ব্যবহার

অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এসব ক্ষেত্রে, মনোরোগের চিকিৎসক, শিশুর নির্জ্ঞান মনে কি অমীমাংসিত বিরোধ রয়েছে মনোবিকলন এবং অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা তা নির্ণয় করে, খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে রোগীর অশান্তি দূর করে থাকেন।[১]

মিথ্যাকথা বা চুরি এ সব অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রতিষেধক হচ্ছে পিতামাতা-শিক্ষকের সদ্‌দৃষ্টান্ত, নির্মল গৃহপরিবেশ, শিশুর উপযোগী প্রচুর আনন্দময় গঠনাত্মক কাজ, যার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে স্বচ্ছন্দে আত্মবিকশিত করতে পারে।

যখনই এ জাতীয় অবাঞ্ছনীয় ব্যবহার কোন শিশুতে দেখা যায়, তখনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানী এ প্রশ্ন করেন: এ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিশু তার অন্তরের কোন অশান্তির উপশম খুঁজছে? এই ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক তাৎপর্য কি? আমাদের দেশের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ছোটখাটো জিনিস চুরি করে। উপরতলার মানুষেরা নাক কুঁচকিয়ে বলেন, "ছোটলোকের ছোট মন!" এটা গাল হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এটা নয়। একটি আধুনিক ব্যাখ্যা দেখা যাক্। গরীব ছেলে মেয়েদের তরুণ ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত সজাগ। ভাল-মন্দ জিনিস উপভোগের স্বাভাবিক আকাজ্ক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল। কিন্তু তারা জানে, তাদের অধিকারের সীমা সংকীর্ণ। তাই তারা ভয়ে ভয়ে অতি ছোট ছোট জিনিস কামনা করে—আতাটা, আমটা, ভাঙ্গা পুতুলটা! কিন্তু ঐ সামান্য জিনিসও তো তাদের সহজে পাবার উপায় নাই। তাই তারা চুরি করে, ধরা পড়লে মার খায়। এতে তাদের সহজ অহংবোধ আহত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে জাগে অবিচারের বিরুদ্ধে, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ! তাই তারা বড় হয়ে সচেতনভাবে চুরি করে। তাতে তাদের মনে অনুশোচনা জাগে না, বরঞ্চ প্রতিহিংসার আনন্দ জাগে। আমাদের অসাম্য-ভিত্তিক ও বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থায় ছোটদের চুরিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে এর প্রতিষেধক। সেখানে গরীব, বড়লোকের ছেলের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সব ছেলেমেয়ের সেখানে সমান অধিকার। বিদ্যালয়ের শিশুদের যত খেলার জিনিস, ছবি-ছড়ার বই, রং পেন্সিল সবই ছেলেমেয়েদের সকলের যৌথ সম্পত্তি। প্রচুর খেলনা, আনন্দের নানা উপকরণ। শিশুরা স্বাধীনভাবে যার যেটা খুসী নিয়ে খেলা করে, ছবি আঁকে ঘর-দোর বানায়। শিক্ষিকারা শিশুদের সঙ্গে সঙ্গেই খেলছেন, দুর্বল ও পেছিয়ে-পড়াদের দিকে একটু বেশী দৃষ্টি দিচ্ছেন, সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন। এই 'সব-পেয়েছির দেশে' লোভ, কাড়াকাড়ি, চুরির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। কেউ যাতে কাড়াকাড়ি না করে, কোন খেলনা যাতে আত্মসাৎ না করে সে দিকেও শিক্ষিকাদের দৃষ্টি আছে। তবে ছোটখাটো চুরি করলেও শিশুদের লজ্জা দেওয়া হয় না। শুধু

১। গুহ: মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার। পৃ. ১৩৩

শিক্ষিকারা বুঝিয়ে দেন যে স্কুলে সব জিনিসই সকলের ; এখানে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই ভাবটিই শিক্ষিকারা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাছাড়া, খেলাধুলা কাজের মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ অশান্তি স্বাভাবিক মুক্তির পথ খুঁজে পায়। সুজান্ আইজ্যাক্‌স্ কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে শিশুর নিতান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হ'লে, চুরির দিকে তার ঝোঁক যায়। তা ছাড়া, বাল্যে পিতামাতার স্নেহের অভাবজনিত নির্জ্ঞান মনে অবদমিত ক্ষোভও অনেক সময় চৌর্যাপরাধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ উপায়েই সে পিতামাতা (এবং পিতামাতারই প্রতীক সমাজকে) আঘাত করে প্রতিশোধ তুলতে চায়।[১]

দুরন্ত ছেলে (the aggressive child)—ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছু সব সময়ই থাকে, যারা দুরন্ত, মারামারি ঝগড়ায় পটু, ছোটদের উপর উৎপীড়ন করে, বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে। এদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্বভাবতঃই বিব্রত। সাড়ে ছয়-সাত বছরের কাছাকাছি অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে দুরন্তপানা বাড়ে। যে সব ছেলেমেয়ে বেশ বড়সড়ো তারা অনেক সময় ছোটদের উপর মাতব্বরি করতে চায়, জিনিসপত্র ভাঙচুরা করে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করতে চায়। যদি দুর্বলের উপর উৎপীড়নের দিকে এ শক্তি চালিত না হয়—কিছু ঝগড়াঝাটি, মারামারিতেই ব্যাপারটা শেষ হয়, তা হ'লে এ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কারণ এর মধ্য দিয়ে শিশু নিজের শক্তির যাচাই করছে—সে জানাতে চাচ্ছে যে সে বড় হচ্ছে। সুস্থ ব্যক্তিত্বের দুরন্তপনা কিছুটা অধৈর্য কিছুটা আক্রমণাত্মক মনোভাব, সবলে নিজ ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা মধ্যেই কিছুটা করা ও বাধা দূর করার প্রবণতা থাকে। সুশিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সমস্ত পৌরুষ ঘুচিয়ে, 'শান্ত শিষ্ট' নিতান্ত বাধ্য বিনীত ছেলে তৈরী করা নয়। দুষ্ট বজ্জাত গুণ্ডা ছেলেরা পিতামাতা শিক্ষকের কাছে নিশ্চিতই সমস্যা, কিন্তু এদের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই এদের সংশোধন তত কঠিন নয়। কিন্তু মনোবিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক বেশী মানসিক বিকারগ্রস্ত হচ্ছে, সে সব ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য-বিহীন, নিতান্ত শান্ত, অ-মিশুক, সন্দিগ্ধ পরায়ণ ছেলেমেয়ে,—যারা নড়ে চড়ে না, গোলমাল করে না, যারা জীবনের সমস্ত উত্তেজনা থেকে পালিয়ে বেড়ায় (escapists) দিবা-স্বপ্নের রাজ্যে। এদের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

শরীরের হঠাৎ বেড়ে ওঠার চাড়ের (spurt) সময় এজাতীয় চঞ্চলতা স্বাভাবিক। দুবছরের শিশু বিষম চঞ্চল ; তার কৌতূহল, অঙ্গসঞ্চালন, তার হাঁটি হাঁটি চলার মধ্য দিয়ে সে তার চারপাশের জগৎটাকে বুঝতে চাচ্ছে। চার পাঁচ বৎসরে তার চঞ্চলতা ও অশান্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে জগৎটাকে যেন নিজ ইচ্ছা মত করে গড়তে চায়। ছোট শিশুর জেদটা হচ্ছে একটা জৈবিক ইচ্ছার ধাক্কা ; কিন্তু

১। Susan Isaacs : The Children We Teach. p. 92.

এই জেদই হচ্ছে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান। চরিত্র গঠিত হয়, যখন ব্যক্তি নির্দিষ্ট আদর্শ বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার বহু স্থায়ী ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যমকে সমগ্র ব্যক্তিত্বের শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। সেটা অবশ্যই শিশুকালে ঘটে না। কিন্তু শিশুকাল থেকেই তার জেদ (self-will) যদি একেবারে দমিয়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে সবল ব্যক্তিত্ব গড়েই উঠতে পারে না। দুরন্তপনা, ক্রমে আত্মবিশ্বাসে পরিণত হয়, ক্ষণিক জেদ চরিত্রশক্তিতে বিকশিত হয়। কিন্তু তা বাল্যেই অবদমিত হ'লে, শিশু উদ্যমহীন ও মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে এমন আশঙ্কা থাকে।[১]

যে সব শিশু কুৎসিত গালাগালি করে: এ সমস্ত শিশু পিতামাতা শিক্ষিকার পক্ষে বাস্তবিক দুশ্চিন্তার কারণ। আমরা সমাজে ভদ্রতার একটা মান রক্ষা করে চলি। মধ্যবিত্ত রুচিবান্ পরিবারে ইতর গালাগালি দেওয়া নিম্ন নিন্দনীয় রুচির পরিচায়ক। তাই কোন ছোট ছেলেমেয়ে গালাগালি দিলে তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন প্রয়োজন। কিন্তু কেন ছোট ছেলেমেয়েরা গালাগালি করে? অনেক সময় খুব ছোট কালে শিশুরা এমন গালাগালি দেয়, যেটার মানে তারা জানে না, কিন্তু পাড়ার ইতর লোকের মুখে তারা সে গাল শুনেছে। তাদের পরিবারে বা সমাজে এমন গালাগাল অত্যন্ত নিন্দার্হ ও নিষিদ্ধ এবং সেই কারণেই এর প্রতি শিশুর একটা বিকৃত কৌতূহল থাকে। শাসনের ভয়ে এ কৌতূহল তারা সংযত করে। কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় তারা সে সংযম হারাতে পারে। কখনো কখনো শিশুর অন্তরে থাকে অবরুদ্ধ অভিমান। এই গালাগালি দিয়ে সে পিতামাতা শিক্ষিকার, মনযোগ আকর্ষণ করতে চায়। কখনো বা নির্দোষ কৌতূহল বশতঃই সে কুৎসিৎ কথাগুলি উচ্চারণ করে। এসব ক্ষেত্রে শিশুর সংশোধন করতে হ'লে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। অপরাধী শিশুর অপরাধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে তাকে দৃঢ়ভাবেই বুঝতে দিতে হবে যে এমন কুৎসিৎ গালাগালি করলে অন্য ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে কেউ খেলবে না। তাছাড়া তার মনের ক্ষোভ দূর করবার অন্য প্রকার নির্দোষ বা কৌতুককর

১। Aggressiveness normally develops into self confidence ; self-will in transformed into the will. Indeed self-will is the raw material of the will ; it is the source of determination, confidence, resolution, perseverance and all the qualities which make for a strong character.

The difference between self-will, and will is that in self-will the child is completely dominated by his impulses. The will on the other hand, is the function and activity of the personality as a whole, in the pursuit of its ends.

By crushing his assertiveness parents rob the child strength of character. After all, this assertiveness was provided by nature for the child to use in this adaptation to life and to enable him to overcome obstacles. Denied it, he is unable to offending for himself and take refuge in indolence or neurosis.—Hadfield : Childhood & Adolescence. p. 10.

উপায় নির্দেশ করতে হবে। যেমন তাকে বলা যেতে পারে, যার উপর সে রাগ করেছে, বালি দিয়ে তার মূর্তি গড়ে তীর ধনুক দিয়ে সে মূর্তিকে বিদ্ধ করুক। পিতামাতাকেও সাবধান করা দরকার, যাতে সন্তান ইতর মানুষদের কাছ থেকে কুৎসিত কথা না শেখে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে।

শিশুর দুরন্তপনার প্রতিকার: শাস্তির স্থান কি?: শিশুদের সমস্ত দুরন্তপনাই যে সুস্থ প্রাণচঞ্চলতার পরিচায়ক তা নয়। এবং সমস্ত দুরন্তপনাই ক্ষমার্হ নয়। যে সব ছেলেমেয়েরা তাদের চেয়ে ছোট ও দুর্বলদের উপর মারধোর করে, স্কুলের জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে নষ্ট করে এবং সাধারণতঃ একটা অবাধ্যতা ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব দেখায়, প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য এবং দুরন্ত শিশুটির নিজের কল্যাণের জন্যও তার ব্যবহার সংশোধন দৃঢ়ভাবেই করতে হবে। তাকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে তার যেমন স্বাধীনতা আছে, তার সহপাঠীদেরও অনুরূপ স্বাধীনতা এবং জীবন উপভোগের অধিকার আছে। তার স্বাধীনতা ততক্ষণ পর্যন্তই গ্রাহ্য, যতক্ষণ তা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতার অধিকার খর্ব না করে। তা ছাড়া, বিদ্যালয় একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান; সেখানে কাজ চলতে গেলে, কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা, বাধ্যতা ও পরস্পরের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি ও বিবেচনা থাকতেই হবে। স্বাধীনতা এবং নিয়মানুবর্তিতা পরস্পর নির্ভর। শিশুকে বিদ্যালয়ের সমস্ত খেলাধুলা কাজের মধ্য দিয়েই একথা শিখতে হয় যে অবাধ স্বাধীনতা বলে কোন পদার্থ নেই। খেলার স্বাধীন আনন্দের পিছনেও থাকবে কিছু নিয়ম কানুন, যা সবাইকে মানতে হবে; যা না মানলে খেলাই বল, আর কাজই বল, কোন কিছুই চলতে পারে না। সাইকেল-চড়ার স্বাধীনতা ও আনন্দ তুমি তখনই ভোগ করতে পাচ্ছো, যখন তুমি নিজের হাত পা, দেহ কতগুলি বিধি নিয়ম শৃঙ্খলা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছো। ডিসিপ্লিনের সংযম না থাকলে, স্বাধীনতা ভোগ করাও যায় না—রক্ষা করাও যায় না। আবার শিক্ষার্থীর যেখানে স্বাধীনতা নাই সেখানে ডিসিপ্লিন নিতান্তই পীড়ন। এটা খুব ভুল ধারণা যে শিশুরা সব রকম নিয়ম শৃঙ্খলা বাধা নিষেধ অপছন্দ করে। বাস্তবিক পক্ষে শিশুরা বিশৃঙ্খল স্বাধীনতার মধ্যে নিজেদের বিব্রত বোধ করে। যেখানে পিতামাতা শিক্ষকেরা মমতাময় পরিচালনায় তাদের পথ দেখিয়ে দেন সেখানেই তারা নিজেদের নিরাপদ বোধ করে। শিশু বিদ্যালয়ে কঠিন শাসনপীড়নের স্থান নেই। কিন্তু সহানুভূতি, সুপরামর্শ, সুপরিচালনা দিয়ে অবাধ্য ও দুরন্তদের সমাজজীবনের উপযোগী নিয়মানুগ করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকার নিশ্চিতই থাকে। কিছু কিছু বাইরের শাসন, এমন কি লঘু শাস্তিও অবাধ্য দুর্বিনীত, স্বার্থপর ও উৎপীড়কদের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দৃঢ় হতেই হবে। কিন্তু সমস্ত শাসনের উদ্দেশ্য হবে শিশুকে আত্মশাসনে অভ্যস্ত করা। বাইরের শাসন নয়—শিশু বিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় বিদ্যালয়ের সুস্থ সমাজ-জীবনের প্রভাবে নিজেকে সংযমের বাঁধনে বাঁধতে এবং অন্যের প্রতি শোভন

আচরণে নিজের থেকেই অভ্যস্ত হবে, এটাই হোল সমস্ত 'ডিসিপ্লিন্'-এর শেষ উদ্দেশ্য। শিশু জানতে শিখবে, বুঝতে শিখবে যে অন্যের প্রতি বিবেচনা যার নাই, সে আনন্দময় সমাজ জীবনের উপযোগী নয়।

দুরন্ত ছেলেদের শাসন : রুশো বলেন যে, শাস্তি দিয়ে নয়, শিশুকে সংশোধনের পথ হচ্ছে, শিশুর কৃতকর্মের ফল ভোগ করে, আত্মসংশোধনের সুযোগ দেওয়া। যে শিশু মার নিষেধ অমান্য করে ধারালো ছুরি দিয়ে খেলা করে, হাত কেটে রক্তপাত হ'লে সে নিজেই শিখবে ছোট শিশুদের ধারালো ছুরি দিয়ে খেলা করতে নেই। যে দুরন্ত শিশু অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করে, খেলা নষ্ট করে, তাকে অন্য শিশুরা সবাই মিলে শাস্তি দেবে বা তার সঙ্গে 'আড়ি' করে খেলা বন্ধ করে দেবে। তাতেই তার উপযুক্ত শিক্ষা হবে। নীতি হিসাবে রুশোর উপদেশ প্রশংসনীয় হলেও, এটা সর্বত্র কার্যকরী নয়। শিশুর কাজের ফলে সে বিপন্ন হতে পারে, এবং তার অপরিণত বুদ্ধি দিয়ে তার কার্য এবং তার ফলাফলের মধ্যে কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সে অনেক সময় বুঝতে পারে না; কাজেই উপযুক্ত সংশোধন তার হয় না। কেউ কেউ তাই বলেন কোন দুরন্ত শিশু অন্য কোন শিশুর আঙ্গুল কামড়ে দিলে—তারও আঙ্গুল কামড়ে শিক্ষিকাকে বুঝিয়ে দিতে হ'বে, আঙ্গুল কামড়ালে অন্যের কেমন ব্যথা লাগে। যে ছেলে অন্য ছেলের রঙীন্ পেন্সিল্ কেড়ে নিয়েছে, তার কাছ থেকেও তার সখের কোন জিনিস কেড়ে নিয়ে সমপরিমাণ দুঃখ দিতে হবে। অর্থাৎ তাহলে শিশু শিখবে যে, 'ঢিলটি মারলে, পাটকেলটি খেতে হয়।' এই স্থূল রকমের বিচার কখনো কখনো সফল হয় সত্য কিন্তু এর ত্রুটি হচ্ছে, এতে শিশুর মনে এ ধারণা হ'তে পারে যে শাস্তি মানেই প্রতিহিংসামূলক প্রতিক্রিয়া। বাস্তবিক সুশাসনে শিশু নিজেই বুঝতে পারবে এবং স্বীকার করবে যে তার অন্যায় কাজের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। সে বোধ করবে এটা সুবিচার এবং তার অন্যায় কাজের জন্যে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা তার প্রাপ্য। শাস্তি তখনই সফল হবে, যখন যে শাস্তি পেল সে সত্যই নিজ অন্যায় বুঝতে পেরে, নিজেই তার সংশোধনে প্রবৃত্ত হয় এবং তার মনের মধ্যে অবিচার বোধের গ্লানি থাকে না। যিনি বাস্তবিক সুশিক্ষক, তিনি কখনো অন্যায়কারীকে এমন শাস্তি দেন না, যাতে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, অথবা মনের মধ্যে পাপবোধ সঞ্চিত হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এমন সুশিক্ষক দুর্লভ।

যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকা উপযুক্ত বিবেচনার পর স্থির করবেন যে শাস্তি বা শাসন প্রয়োজন তখন তাঁর মনে যেন কোন দ্বিধা না থাকে। তাঁকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে তাঁর ব্যক্তিগত অহংকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে নয়, প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ্য শিশুর কল্যাণেই তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। সে শাস্তির পিছনে তাঁর মমতা ও অশ্রুজল থাকবে। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন। অবাধ্য শিশুকে তিনি জানাবেন কেন তার ব্যবহার অবাঞ্ছনীয় এবং কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। যখন আদেশ দেওয়া হয় তা সদর্থক হলেই ভাল—'এটা কোর না'-র থেকে 'এটা করো'

শিশুর সহযোগিতা পাবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন শাস্তির ভয় দেখানো অনুচিত যা সত্যই কার্যকরী করতে পারবেন না। শাস্তির দৃঢ়তার পরই আবার ক্ষতি-পূরণ হিসাবে অতিরিক্ত আদর দিলে শাস্তি বা শাসনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। শিশুকে শাস্তি দেওয়ার আগে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়; তাকে সরল ও দৃঢ়ভাবে বলতে হবে কেন সে শাস্তি পাবে। শিশুর মনে যেন এমন ধারণা না হয় যে তাকে শাস্তি দিয়ে পিতামাতা লজ্জিত—তাই তাঁরা অত শত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বাস্তবিক পক্ষে নিজেদের অন্যায় কর্মের জন্যে শিশুদের শাস্তি দিলে তাদের মনে কোন ক্ষোভ থাকে না। তার আত্মসম্মান যেমন ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়, তেমনি তার পিতামাতা শিক্ষকের তাকে পরিচালনার, তাকে শাস্তি দিবার ন্যায্য অধিকার আছে, এ কথাও তার মনের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। সুস্থ স্বাভাবিক শিশু পিতামাতা শিক্ষককে বিশ্বাস করতে ও শ্রদ্ধা করতেই ভালবাসে। পিতামাতা শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তারা শিশুদের আন্তরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধা না হারান। সব শিশুর বেলায়, সব অবস্থায়ই খাটবে এমন ধরা বাঁধা শাসনের নিয়ম নির্দেশ করা যায় না। তবে এটা সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, যে শাসন শিশুর মধ্যে অবিচার বোধ (sense of injustice) জাগিয়ে তোলে, অথবা তাকে পাপবোধ পীড়িত করে, বা তার আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ করে সে শাসন বা শাস্তি অন্যায়। যে পরিবারে পিতামাতাকে অথবা যে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাকে বারে বারেই শাসন ও শাস্তির আশ্রয় নিতে হয় সেখানে পারস্পরিক সম্বন্ধটি সুস্থ ও স্বাভাবিক নয় এটা সহজেই অনুমান করা যায়।[১] শাস্তির ভয়ে নয়, সহজ প্রীতির আকর্ষণে শিশু বিদ্যালয়ে অন্য সহপাঠীদের সাথে আনন্দের সঙ্গে যৌথ জীবনে অংশ নেবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই বাঞ্ছনীয়।

যে সব দুরন্তপনার পিছনে আছে মানসিক বিকার : মনোবিদরা বলেন যে অতিরিক্ত প্রাণচঞ্চল বা দুঃসাহসী বলেই যে সব ছেলেরা দুরন্তপনা করে, তা সব সময় ঠিক নয়। বরঞ্চ কখনো কখনো বিপরীতটাই সত্য। অর্থাৎ কোন কোন ছেলের মধ্যে থাকে গভীর হীনতাবোধ। হয়তো পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে। তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব। তাই সে অন্যের সংস্পর্শে স্বস্তিবোধ করে না। তার অন্তরের নিরাপত্তাবোধ ঢাকবার জন্যেই সে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে। সে জানে প্রথম আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়—offensive is the best defen e.

অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে যে নূতন একটি ভাই বা বোন এলে, কোন কোন শিশু অতিরিক্ত দুরন্তপনা করে। এ নতুন আগন্তুক যে তার প্রাপ্য ভালবাসা কেড়ে নিচ্ছে তার প্রতি এবং পিতামাতার প্রতি তার বিষম আক্রোশ বা ঈর্ষা নিজ্ঞান মনে জমা হয়। কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রকাশের উপায় নেই। তাই স্কুলের দুর্বল ছোট

১। B. Spock : Baby & Child Care. pp. 253-256.

ছেলেমেয়েদের ওপর সে মাতব্বরী করে বা মারধোর করে। সেই দুর্বল বা ছোটরা হচ্ছে তার নতুন ভাই বোনের প্রতীক। যেখানে মানুষের উপর মনের ঝালটা মেটাবার উপায় নেই, সেখানে শিশু জিনিসপত্র ভাঙে। তার ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের পিছনে আছে পিতামাতাকে আঘাত করার ইচ্ছা তাদের মধ্যে তীব্র অবিচারবোধের অশান্তি। তার বাইরের প্রকাশ এ প্রকার ধ্বংসাত্মক ব্যবহার।[১] এসব ছেলে মায়ের শাড়ী ছিঁড়বে, বাবার চটি জুতো রাস্তায় ফেলে দেবে, চীৎকার করবে, মানুষের সঙ্গে অযথা ঝগড়া করবে। যে সব ছেলেমেয়ে পরিচয়হীন, পরিত্যক্ত, যারা অনাথাশ্রমে মানুষ হয়েছে তাদের মধ্যে নিষ্ঠুর আচরণ ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহার সাধারণ সুস্থ ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী। যেসব ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলি পূরণ হয় না, যেখানে পিতামাতার শাসন অতিরিক্ত, সেখানেও তারা পিতামাতা ও সমাজব্যবস্থার প্রতি বিদ্বিষ্ট মন নিয়ে গড়ে ওঠে এবং সহজেই কুসঙ্গে পড়ে ধ্বংসাত্মক ও অপরাধমূলক কাজে আকৃষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রেই সুশিক্ষিকা শিশুর পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান করে শিশুর অন্তরের অশান্তির মূল কি, তা নির্ধারণ করে। মমতা দিয়ে, সহযোগিতা মূলক কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির স্বাভাবিক মুক্তির পথ করে দেন—The simple answer is not to repress but to find the right outlet for the aggressiveness. তাকে বড় একটা ন্যাকড়ার পুতুল করে দেওয়া যেতে পারে। যাকে সে ইচ্ছেমত ছুঁড়ে ফেলতে, চড়, চাপড়, ঘুষি মারতে পারে—তাকে মস্ত এক আঁটি পাটশালা দেওয়া যেতে পারে যা সে ভেঙ্গে কুটি কুটি করতে পারে; মস্ত বালির পাহাড় গড়ে তা লাথি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারে; ভোঁতা ছুরি ও কাঁচি দিয়ে সে শক্ত কাগজ কেটে নানা পুতুল, জীবজন্তু তৈরী করুক এবং সেগুলিকে ইচ্ছামত দুমড়ে ফেলুক; অথবা তাকে একটা উঁচু তার-ঘেরা মাঠে একটা ফুটবল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাক্, সে যতক্ষণ খুশী বলটাকে পা দিয়ে লাথি মেরে তার মনের ঝাল মেটাক। তার চেয়েও ভাল হয় তাকে আগাছা উপড়ে ফেলে, মাটি কুপিয়ে, বাগান তৈরী করতে দেওয়া—যাদের উপর সে উৎপাত করে না এবং যারা তার নেতৃত্ব মানতে রাজী এমন দুটি সাগরেৎ তাকে দেওয়া যেতে পারে এবং বজ্জাত ছেলের উপর দায়িত্ব দেওয়া যাতে সে অন্য দলের চেয়ে ভাল সজী ফলাতে পারে। যে দিকে

১। If your child is unusually destructive, the best discipline may involve finding why there nearly always is a reason for destructive behaviour. It may for instance, be caused by jealousy of a sibling. If so, be sure that the child realises fully that he is loved, wanted, important. It may be caused by the fact that he is frustrated, either by your restrictions or by his own failings or inabilities. Then try if you can be less restrictive and to help him work or play more successfully.

—Dr F. Ilg and Dr. Ames : Child Behaviour. p. 361.

তার উৎসাহ আছে, এমন সব জিনিস সংগ্রহ করতে দিলে ভাল হয়। তাকে একটা ড্রয়ার বা বাক্স বা ঝুড়ি দিতে হবে, যেখানে তার গোপন সঞ্চয় সে সংগ্রহ করবে। এটা হবে তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি এগুলি গুছিয়ে ছোট প্রদর্শনী (Private exhibition) করে সে যাতে অন্যকে দেখাতে পারে, অন্যের কাছে প্রশংসা পেতে পারে এমন ব্যবস্থা করা উচিত। তাকে নানা জিনিস গড়বার, রং করবার, আবৃত্তি, অভিনয় করে আনন্দ পাবার ও আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করলে ক্রমশঃ সে বুঝতে পারবে যে অন্যের কাছে তাঁর দাম আছে, অন্যেও তাকে ভালবাসে। এতে করেই সে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। বাস্তবিক পক্ষে রাশিয়ায় ম্যাকারেংকো এই উপায়েই বহু দুরন্ত ও অপরাধ-পরায়ন শিশুকে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। তারা পরে যশস্বী হয়েছে দেশের গৌরব হয়েছে। বজ্জাত ছেলেদের সংশোধনে ম্যাকারেংকোর ঝার্‌ঝিন্‌স্কি বিদ্যালয় অসামান্য সাফল্য অর্জন করে।

যে সব ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে অতিপ্রশ্রয় পাওয়ার ফলে অতিরিক্ত আবদেরে, জেদী, অন্য ছেলেমেয়ের উপর উৎপাতপ্রবণ, কলহ-পরায়ণ এবং অহংকারী তাদের বেলায় গোড়া থেকেই দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে বিদ্যালয়ে সমস্ত ছাত্রেরই সমান অধিকার। সকলেই এখানে বিদ্যালয়ের আইন, শৃঙ্খলার বিধিনিষেধ মেনে চলতে বাধ্য। এখানে সকলেরই আনন্দ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ জীবনে অংশ গ্রহণ করবার আহ্বান আছে। এ বিদ্যালয় বাস্তবিক পক্ষে সকলেরই যৌথ সম্পত্তি।

তবে শিশুর দুরন্তপনা যেখানে জন্মগত ও পরিবেশগত গতির কারণ থেকে উদ্ভূত নয়, যেখানে এ দুরন্তপনা আকস্মিক ও অস্থায়ী, সে সব অবস্থার জন্য নীনা রাইডেন্যুরের নিম্নলিখিত 'বাস্তব' উপদেশগুলি কাজে লাগতে পারে। এগুলি অধিকাংশই হচ্ছে নিষেধাত্মক এবং দুরন্ত শিশুর উৎপাত যাতে অতিরিক্ত না হয়, এবং তার নিজের এবং অন্যেরও ক্ষতির কারণ না হয় সে জন্যই এগুলি রচিত। অবশ্য শেষের দুটি উপদেশ ম্যাকারেংকোর সফল পরীক্ষার নীতিকেই অনুসরণ করে।

১। বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে যে সব জিনিস সহজে তুলে নিয়ে অন্যকে আঘাত করবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা যা ভেঙ্গে চুরমার করা যেতে পারে (যেমন, লাঠি, দোয়াত ইত্যাদি) সেগুলি এসব শিশুর নাগালের বাইরে আটকে রাখতে হবে।

২। যে সব ঘর ব্যবহার হচ্ছে না, সেগুলি ভাল করে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে।

৩। এই ছেলেকে বাড়ীর পেছনে বড় উঁচু তার-দিয়ে ঘেরা খোঁয়াড়ে আটকে রাখুন। সেখানে, কাদা, জল, বালি ইত্যাদি দিয়ে সে যথেচ্ছ খেলতে পারবে। সেখানে বেয়ে উঠতে পারে, এমন নীচু কাঠের মই দেওয়া যেতে পারে। কাঠ কাটবার জন্য জিনিস গড়বার জন্যে, তাকে করাত, হাতুড়, পেরেক দেওয়া যেতে

পারে। তাকে তত্ত্বাবধানে করবার জন্যে, তার কাজে সাহায্য করবার জন্যে অভিজ্ঞ একজন কেউ থাকতে হবে।

৪। যে সব ছেলেমেয়েদের উপর সে উৎপাত করে তাদের কাছ থেকে তাকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে রাখতে হবে। তাকে নিয়ে পার্কে বা দোকানে গেলে যদি দুরন্তপনা দেখা যায়, তা হ'লে শাস্তি হিসাবে তাকে এসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া বারণ করতে হবে।

৫। তাকে বিভিন্ন বয়স্ক তত্ত্বাবধায়ক চোখে চোখে রাখবেন। দুরন্তপনা করে ক্ষতি করবার আগেই তাকে নিবারণ করতে হবে।

৬। তার দুরন্তপনা যাতে গঠনাত্মক দিকে মোড় নেয়, যে জন্যে তাকে গড়বার যথেষ্ট উপাদান ও সুযোগ দিতে হবে এবং তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে তার আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

৭। তার নিজস্ব সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ দিতে হবে—তাকে এমন একটি 'স্থান' দিতে হবে যেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে, নিজের গুণ বা শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে।[১]

আঙ্গুল চোষা ঃ দু বছর থেকে ছ বছর অবধি বহু ছেলেমেয়েই আঙ্গুল চোষে। এর মধ্য দিয়ে তারা মাতৃস্তন্যের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে। যখন মনে কোন অশান্তি আসে যা স্বাভাবিকভাবে তারা মেটাতে পারে না, তখন যেন তারা মায়ের নিরাপদ কোলে ফিরে যেতে চায়। যারা বাল্যকালে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত অথবা যে সব শিশুদের এক বছরের আগেই বুকের দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারাই বেশী আঙ্গুল চোষে। আঙ্গুল চোষা শিশুর স্বাভাবিক অতৃপ্তি মেটাবার এক পরিবর্ত ব্যবস্থা। কোন কোন ডাক্তারের মতে আজকাল অধিকাংশ মাতাই শিশুকে নিজ স্তন্যদান দিয়ে পালন করতে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম এবং তাই আঙ্গুল চোষার অভ্যাস আজকাল ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। বোতলে খেতে যে সব শিশু গোড়া থেকেই অভ্যস্ত হয়, তাদের অতৃপ্তি থেকে যায়, তার কারণ বোতলের দুধ শীগ্‌গীরই শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া শিশু মাতৃস্তনের কবোষ্ণ প্রীতিকর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। ডঃ স্পক মনে করেন, মা-ও যদি শিশুকে স্তন্য পানের সময় যথেষ্ট সময় না দেন, তাহলে মাতৃস্তন্য লালিত শিশুর মধ্যেও আঙ্গুল চোষার অভ্যাস দেখা দেবে।[২] যে সব শিশু বোতলে

১। Nina Ridenour: When your child is destructive.
N. Y: State Society of Mental Health.

২। I have the impression that a breast-fed baby is less apt to be a thumb sucker. This is probably because the mother is inclined to let him go on nursing as he wants to. She does not know whether her breast is empty. So she leaves it to the baby. When a baby finished a bottle, its done. He'll stop himself because he doesn't like to suck air, or his mother takes away the bottle. Spock: Baby & child Care: p. 33

খেতে অভ্যস্ত তাদেরও অন্ততঃ কুড়ি মিনিট বোতল চুষতে দেওয়া উচিত। কিন্তু খালি বোতল চুষতে দেওয়া উচিত নয়। প্রথম তিন মাস শিশুর মাতৃস্তন চুষবার স্বাভাবিক ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অধিকাংশ শিশু চিকিৎসকেরই এই মত।[১] যদিও ভ্যালেন্টাইন স্বীকার করেন না যে, শিশুকে গোড়া থেকেই বোতলে খেতে অভ্যাস করালে কোন ক্ষতি হয়।[২]

বাস্তবিক পক্ষে এ অভ্যাসের মূল গৃহে শিশুর সঙ্গে মাতার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের অভাবের মধ্যে। এ বিষয়ে দায়িত্ব বিশেষ ভাবে মার।

নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা যদি ৪।৫ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অভ্যাসটি বেশী দেখতে পান, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন এ ছেলে বা মেয়ে এই আঙ্গুল চোষার মধ্য দিয়ে কোন অশান্তির উপশম খুঁজছে। বড় হলে স্বভাবতঃই এ অভ্যাস সেরে যায়, তার কারণ শিশুর জীবনে অন্যান্য সব আকর্ষণ আসে। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মনের গোপন অতৃপ্তি সহজেই কেটে যায়। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা এদের অশান্তির উৎস কোথায় অনুসন্ধান করেন। এ সব শিশুর জীবন নানা আনন্দময় খেলাধুলায় ভরিয়ে রাখেন। তাকে এমন সব কাজ দেন যাতে যে নিপুণতা দেখাতে পারেন। শিক্ষিকাদের মমতা ও উৎসাহ এবং সঙ্গী সাথীদের আনন্দময় সঙ্গ অল্প দিনের মধ্যেই এই অভ্যাস দূরীকরণে সাহায্য করে। কিন্তু তাদের এ নিয়ে তিরস্কার করলে, বা ঠাট্টা করলে বা জোর করে মুখ থেকে আঙ্গুল বের করে আনলে বা বুড়ো আঙ্গুলে টুপি পরিয়ে দিলে বা তেতো জিনিষ ঘসে দিলে বা বিশ্রী রঙ মাখিয়ে তার এ অভ্যাস ছাড়াতে গেলে, ফল অনেক সময়ই খারাপ হয়। শিশুকে নিজেই এ অভ্যাস অতিক্রম করে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে সাহায্য করাটাই বিশেষ দরকার। কারণ বাস্তবিক তার প্রয়োজন প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতার।[৩]

১। As a rule, the baby takes about twenty minutes at the breast to satisfy his hunger. A bottle-fed baby should stand the same length of time over his bottle, so that he may have the opportunity of doing a normal amount of sucking and thus satisfy one of his most fundamental instincts.

Powdermaker & Grimes : The Intelligent Parents' Manual. p. 33

২। Valentine : The Normal Child and Some of his Abnormalities p. 42

৩। If a child from two to three years old feels insecure or uncertain about his place in the home or in your affections, he may turn to thumb sucking for solace. The point, then, is not that a child sucks his thumb but why he should feel the need for such infantile form of pleasure. How do you treat thumb sucking? By paying attention to the child and his needs and not worrying about the habit as such. Mechanical restraints, scolding and punishment are worse than useless; as are painting the thumb with bad tasting solutions, taking it out of the child's mouth forcibly or making him wear mitts all the time. J. Kenyon and R. Russel : Healthy babies are happy babies : Child Care. p. 178

বাক্যের জড়তা, তোৎলামী (Stuttering, Stammering) : বাক্যের জড়তা বা তোৎলামী ৭ বৎসরের নীচে অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা যায়। এটা তাদের পক্ষে বিষম অস্বস্তির কারণ। কারণ এতে সে তার সহপাঠী বা বাড়ীতে অন্য ছেলেমেয়ের কাছে উপহাসাস্পদ হয়। তাদের নিজেদের সম্বন্ধেও একটা হীনতা বোধ জন্মে যায়। তা ছাড়া উত্তেজনার কারণ ঘটলে, রেগে গেলে তাদের কথা আরো বেশী আটকে যায় এবং তারা আরো বেশী বিব্রত বোধ করে। সৌভাগ্যক্রমে আট বছরের পূর্বেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ের এ দোষ কেটে যায়।

জিহ্বা এবং বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন ত্রুটির জন্যে এটা ঘটে থাকলে উপযুক্ত চিকিৎসা যথাসময়ে করলে এটা সেরে যেতে পারে। মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ, যা দেহের সমস্ত ডান দিকের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাঙ্গি চালনা করে,—দক্ষিণ গোলার্ধের উপর তার আধিপত্য স্থাপনে সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও এটা নাকি হতে পারে।"[১]

কিন্তু অধিকাংশ মনোবিদের মতে শিশুর অনুভূতি জীবনে কোন অস্বস্তি বা অশান্তি বহু ক্ষেত্রেই তোৎলামীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। যে সব ছেলে ভীরু ও আত্মসচেতন, তাদের মধ্যেই তোতলার সংখ্যা বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে, ঘাবড়ে গেলে এসব শিশুর কথার অস্পষ্টতা (stuttering) বা তোৎলামী বেড়ে যায়। ডঃ স্পকের মতে দু'তিন বছর বয়সের সময় যখন শিশু কিছু কিছু কথা শিখছে, অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয়, তখন যে আকুলি বিকুলি তা অনেক সময় তোৎলামীর কারণ।[২] "তার পাওনা আদরে কম পড়েছে এমন মানসিক অশান্তি শিশুর তোৎলামী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। একটি ছোট শিশুর তোৎলামী শুরু হ'ল, যেদিন তার ছোট্ট নতুন আর একটি বোনকে নিয়ে মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। বাবা বাড়ীতে খুব ধমক-ধামক করেছেন, শিশু ভীষণ ভয় পেয়েছে—তার পরেই সেই শিশুটির বাক্যের জড়তা দেখা গেল ; মা হয়তো খুকুর বাহাদুরী দেখবার জন্যে খুকুকে নূতন একদল অতিথির সামনে সদ্য-শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন, ঘাবড়ে গিয়ে, তার পরেই শুরু হ'ল খুকুর তোতলামী"।[৩] কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেদের জোর করে অভ্যাস পরিবর্তন করিয়ে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করালে তোৎলামী দেখা যায়।[৪] অনেকে মনে করেন বেঁয়ে হওয়ারই একটা প্রধান কারণ শিশুর মানসিক জীবনে স্নেহের অভাবে অশান্তি।

এটা মারাত্মক দোষ না হলেও, এ সমস্ত ছেলেমেয়েরা উপহাসের ভয়ে সমবয়সীদের সঙ্গ এড়ায়, বিমর্ষ হয়ে পড়ে, বুদ্ধির বিকাশের দিক থেকেও কখনো কখনো পেছিয়ে পড়ে।

১। A. Bowley : The Natural Development of the Child. p. 136.
২। B. Spock : Baby & Child Care. p. 139.
৩। Skinner & Harriman : Child Psychology. p. 853
৪। A. W. Oates : Left-handedness in relation to Speech defects.

হঠাৎ কোন শিশুর মধ্যে তোৎলামী দেখা দিলে পিতামাতা শিক্ষিকার সতর্ক হওয়া উচিত। বুঝতে হবে এর মনের মধ্যে অশান্তির কোন মেঘ জমছে, যা সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সহানুভূতি ও সুপরামর্শের তার প্রয়োজন আছে। বিশেষজ্ঞের সাহায্যও প্রয়োজন হ'লে নিতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই শিশুর জীবনে 'অশান্তি' কোথায়, তা অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজন। উপহাস ও শাসনে এ ত্রুটি বেড়েই যাবে। পিতামাতা, শিক্ষিকা এবং সহপাঠীরা সহানুভূতিশীল হ'লে সহজেই এটা শিশু কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মা-বাবা অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করলে, উদ্বেগ প্রকাশ করলে তা শিশুর উপরও প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করবে। এসব শিশুর সঙ্গে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ব্যবহারই করা দরকার। অতিরিক্ত দয়া দেখালেও শিশু বিরক্তই হয়। শিশুর দেহমনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার বেলাতেই পিতামাতা শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভাল যে, স্বচ্ছ বুদ্ধি-মার্জিত সহানুভূতি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান।[১]

লিঙ্গ স্পর্শন, লিঙ্গ ঘর্ষণ (Masturbation) : পূর্বে ভদ্র ঘরের শিশু সন্তানেরা লিঙ্গস্পর্শ বা লিঙ্গঘর্ষণ করছে, এটা দেখলে বা শুনলে অতিমাত্রায় ভীত, আতঙ্কিত ও বিরক্ত হয়ে, কঠিন শাস্তিদ্বারা এ অভ্যাস সংশোধন করতে চেষ্টা করা হ'ত এবং তাদে'র বিষম ভয় দেখিয়ে বলা হত, তা হলে লিঙ্গ খসে পড়ে যাবে, বা ভীষণ পাপ হবে ইত্যাদি। যে কোন বয়সেই হোক্, অভ্যাসে পরিণত হ'লে এ ব্যবহার অবশ্যই নিন্দার্হ। কিন্তু আধুনিক শিশু চিকিৎসক ও মনোবিদ্‌রা বর্তমানে এই ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটা যুক্তিনিষ্ঠ এবং অ-কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন সমস্ত ছেলেমেয়ের পক্ষেই, কোন-না-কোন বয়সে, কিছুদিনের জন্য এ ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই।

তিন বছরের নীচে ছেলেমেয়েরা যখন লিঙ্গস্পর্শ করে, বা লিঙ্গ আকর্ষণ করে তখন তা নির্দোষ কৌতূহল-বশাৎ করে। দেহের অন্যান্য অঙ্গের থেকে এ অঙ্গ পৃথক ও ঘৃণ্য এমন চিন্তা তাদের মনে আসে না। সুতরাং শিশু বয়সে এ নিয়ে কঠিন তিরস্কার বা এ ব্যবহার সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখালে শিশুর মনের মধ্যে অসুস্থ বিকৃত ধারণা জন্মে দেওয়া হয়। ৪।৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা অন্য বড় ছেলেমেয়েদের দেখাদেখি যখন এটা করে, তখন তা সম্পূর্ণ নির্দোষ কৌতূহল থাকে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিশু এ বয়সে বুঝতে শেখে এ অঙ্গ গোপনীয়, নিষিদ্ধ। এ বয়সে শিশুর পরিণততর বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই তাকে সংযত ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে।

যদি দেখা যায় ৪-৬ বৎসরের সুস্থ আনন্দময় বুদ্ধিমান্ ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে লিঙ্গস্পর্শ করে, বা লিঙ্গ বিষয়ে কৌতূহল দেখায়, তা হ'লে অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মৃদু শাসন দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সংশোধন হয়।

১। গুহ : মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার। পৃঃ ১৩৯-৪০

তাদের মন অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এটা শিশুর অভ্যাসে পরিণত হলে এবং গোপনে বা ঘুমের মধ্যে এ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হ'লে বুঝতে হবে, এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আঙুল চোষার মত সে কোন মানসিক অশান্তির উপশম খুঁজছে। সাধারণতঃ যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা স্নেহবঞ্চিত, সঙ্গহীন, অন্তর্মুখী, বিষণ্ণ তাদের মধ্যেই এ অভ্যাস বেশী দেখা যায়। স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্বাভাবিক খেলাধুলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের এ কদভ্যাস সহজেই দূর হয়। স্নেহ মমতা সহানুভূতি এবং বিশ্বাস দ্বারা শিশুদের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করলে তারা সহজেই এ অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারে। যদি এ অভ্যাস দীর্ঘদিন চলতে থাকে তবে শিশু-মনোবিদ্ ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় কুসঙ্গীর প্রভাবেই শিশুরা এ কদভ্যাস আয়ত্ত করে। কাজেই পিতামাতার এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।[১]

ক্ষীণবুদ্ধি শিশু ঃ বুদ্ধিকে আমরা দাম দেই এবং বুদ্ধিমান্ ছেলেমেয়ে পিতামাতা শিক্ষক সকলেরই কাম্য। কিন্তু সব ছেলেমেয়েই তীক্ষ্ণধী হতে পারে না। দৈহিক মানসিক আরো অনেক গুণ, দোষের মত, বুদ্ধিও প্রধানতঃ জন্মগত ও বংশগত। সমস্ত শিশুদের শতকরা পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি হবে সাধারণ-বুদ্ধি। সাধারণ বা Average কথার মানেই তাই। বুদ্ধির নানা অভীক্ষায় এটা ধরা হয় যে, বয়সের তুলনায় যে ছেলেমেয়ে অধিকাংশের সমকক্ষ তার বুদ্ধির মাপ (বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q) হচ্ছে ১০০। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র উপরে, তারা সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি কি এবং কত রকমের, কিভাবে তাদের প্রয়োগ করা হয়, এ সব কথা পরে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু এটুকু বলি যে যে সব ছেলেমেয়ে সাধারণ থেকে বুদ্ধিতে অনেকটাই খাটো বা অনেকটাই উঁচুতে, তাদের নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তারই কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করব। উড্ওয়ার্থের মতে, বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটি স্তরে সাজানো যায়।

বুদ্ধ্যঙ্ক I. Q.	
১৪০ অথবা আরও উপরে	প্রতিভাবান্ (Genius)
১২৫-এর উপরে কিন্তু ১৪০ এর নীচে	উজ্জ্বল বুদ্ধিমান্ (Superior)
যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ১২০র মধ্যে	সাধারণ (Normal Average)
যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০র নীচে ৭০-এর মধ্যে	ক্ষীণবুদ্ধি (Feeble-minded morons)
যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ এর নীচে ৫০ এর মধ্যে	জড় বুদ্ধি (Imbecile)
যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ এর নীচে	নির্বোধ (Idiots)

১। B. Spock : Baby & Child Care. pp 286-290.

যারা ক্ষীণবুদ্ধি, তারা স্বভাবতঃই সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় লেখাপড়ায় পেছিয়ে থাকে। শুধু লেখাপড়া কেন, খেলাধুলা, হাতের কাজ ইত্যাদিতেও তাদের নিকৃষ্টতার পরিচয় মেলে। তাদের বুঝতে সময় বেশী লাগে, তারা সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি ধরতে পারে না। তারা মনেও রাখতে পারে কম সময়। মনোযোগের নিবিড়তা এদের কম। আত্মবিশ্বাসও এদের কম। বর্তমান জগতে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল এবং যারা বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী তারাই সাধারণতঃ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই সাধারণ এবং যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৭০ এর মধ্যে, সুপরিচালনা এবং উৎসাহ পেলে তারা মোটামুটি ভাবে পড়াশুনা কাজে সফল হয় এবং দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে পারে। এরা খুব উঁচু দরের সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও, সম্পূর্ণ পর-নির্ভর হয় না। যে সব লেখাপড়ার কাজে অধিক নির্বস্তুক চিন্তার প্রয়োজন অথবা যে সব যন্ত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল, তাদের চালনার ভার এদের উপর দিলে এরা বিভ্রান্ত হয়। স্বাধীন দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে এরা ভয় পায়, কিন্তু সহৃদয় ও অভিজ্ঞ পরিচালকের অধীনে অনেক কাজই সুন্দর ভাবে করতে পারে।

আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ে গোড়াতেই বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার সাহায্যে প্রত্যেক শিশুর বুদ্ধির মাপটা নির্ভুল ভাবে জেনে নেওয়া হয়। যারা বুদ্ধিতে খাটো, তাদের ত্রুটি সবাইর এক রকমের নয়। কোন ছেলের অঙ্কটা মাথায় ঢোকে না, কেউ আবার হয়তো সংস্কৃতকে বিষম ভয় পায়; আবার কেউ হয়তো ভূগোলে বেজায় কাঁচা। কোন্ ছেলে বুদ্ধির কোন্ দিকে খাটো, সেটাও অভীক্ষা দ্বারা জেনে নেওয়া দরকার। স্পীয়ারম্যান্ প্রমাণ করেছেন যে সমস্ত বুদ্ধির একটা সাধারণ উপাদান (g factor) থাকলেও, প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবার বিশেষ বিশেষ দিকে বুদ্ধি খেলে (s factors)। বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক অভীক্ষায় কোন্ কোন্ দিকে কোন্ শিশুর ঝোঁক, কোন্ দিকে তার রুচি ও সামর্থ্য ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা (Prognostic tests) এ সব জানা যায় এবং শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পক্ষে এ জ্ঞান অপরিহার্য। যদিও নার্সারী স্তরে লেখাপড়া শেখানো বিধিবদ্ধ ভাবে শুরু হয় না, তথাপি শৈশব থেকেই শিশুদের বুদ্ধির মাপটা জানলে এবং কার কোন্ দিকে ঝোঁক তা জানলে, পরিচালনা অনেকটা সহজ হয়। ভাল শিশু-বিদ্যালয়ে যারা বুদ্ধির দিক দিয়ে অনেকটা নীচু বা অনেকটা উঁচু, তাদের কিছুটা পৃথক করেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এদের পৃথক বিদ্যালয়ে দিলেই সকলের পক্ষে ভাল হয়। বাস্তবিক পক্ষে অনেক শিশু-বিদ্যালয়েই পরীক্ষা করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় এবং নিতান্ত ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের নেওয়াই হয় না। কিন্তু মন্তেসরী পদ্ধতি যেখানে সাবধানে অনুসরণ করা হয়, সেখানে দেখা যায় যে অল্প-বুদ্ধি ছেলেমেয়েরাও সহানুভূতি ও সুশিক্ষার গুণে বুদ্ধির দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। মিস্ ম্যাক্‌মিলান্ ডেপ্‌ট্‌ফোর্ডে তাঁর নার্সারী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা কত শীগগীর বুদ্ধি রুচি ও কুশলতার উচ্চতর স্তরে পৌঁছে, পাদটীকায় তাঁর বই এর

সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা তা জানতে পারব।[১] বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এই নার্সারী ও মন্তেসরী বিদ্যালয়ে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা কেমন উপকৃত হয়েছে তার উল্লেখ করে এ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রভূত প্রশংসা করে বলেছেন যে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সুফল লাভ করতে গেলে দু'টি জিনিস প্রয়োজন—এক অকৃত্রিম দরদ ও শিশুর প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রণালীর সুষ্ঠু প্রয়োগ। এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটেছে বলেই ম্যাক্‌মিলানের নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা এত সফল হয়েছে।[২] অনেক সময় দেখা যায় উপযুক্ত খেলা, কাজ ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে শিশুর উদ্যম, সামর্থ্য ও রুচিকে সুসংগঠিত করতে পারলে, বুদ্ধিহীন ছেলেদেরও হঠাৎ যেন 'বুদ্ধি খুলে যায়'। শিশু বিদ্যালয়ের কাজই হোল প্রত্যেক শিশুকে তার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নানা খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া—তার মনের মধ্যে এই বিশ্বাসটি জন্মিয়ে দেওয়া যে 'আমি পারি'। এদের শিক্ষার বেলায় বিশেষ (particular) ও মূর্ত (concrete)-কেই সামনে ধরা হয়। ক্রমে এদের বিমূর্ত (abstract) ও সার্বিক চিন্তার দিকে অগ্রসর করা হয়। হাতের কাজ ও সহজ যান্ত্রিক কাজে এদের অধিকাংশেরই সহজ আগ্রহ দেখা যায়। এসব কাজকে অবলম্বন করেই এদের আত্মবিশ্বাস বলবান্ করা প্রয়োজন। উৎসাহ, প্রশংসা, অন্য দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে কোন কাজে সফলতা এ সবই হচ্ছে নার্সারী বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার চাবিকাঠি। যারা বুদ্ধিতে অনেকটাই পেছনে, তাদের বাঁশ বা বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, কাদা দিয়ে পুতুল বানানো, কাগজের কাজ শিখিয়ে মোটামুটি উপার্জনক্ষম করে তোলা যায়।

আর একটা দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বুদ্ধির ন্যূনতা কখনো কখনো থাইরয়েড্ এবং পিটুইট্যারী এই দুই গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ ক্ষরণ জন্য হতে পারে। তা হ'লে চিকিৎসা দ্বারা এর সংশোধন সম্ভব।

ভাল শিশু বিদ্যালয়ে বুদ্ধির তারতম্যের খুব প্রভেদ না করে সকলকেই একত্র খেলাধুলা কাজের মধ্যে মিলিয়ে মনের ভয় ও হীনতাবোধ কাটিয়ে দেওয়া হয়।

১। One great result of the Nursery School will be that the children will get faster through the curriculum of today......In short, the nursery school, if it is a real place of nurture, and not merely a place where babies are "minded", till they are five, will affect our whole educational system very powerfully and very rapidly. It will quickly raise the possible level of culture and attainment in all schools, beginning with the junior schools.

২। There is only one road to progress, in education as in other human affairs, and that is : Science wielded by love. Without science, love is powerless ; without love, science is destructive. All that has been done to improve the education of little children has been done by those who loved them ; all has been done by those who knew all that science could teach on the subject.

—Russell : On Education. pp. 184-85.

এতে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার বাঞ্ছনীয় মনোভাবটিও গড়ে ওঠে, যার সামাজিক মূল্য সামান্য নয়।

প্রতিভাবান ছাত্র : যারা বুদ্ধিতে হীন সমস্যা শুধু তাদের নিয়েই নয়, যারা অতিশয় বুদ্ধিমান এবং প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তাদের নিয়েও সমস্যার উদ্ভব হয়। এ পৃথিবী সাধারণদের। কাজেই যারা সাধারণের চেয়ে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ব্যক্তিত্বে অনেকটা উঁচুতে, তাদের সাধারণ মানুষ কতকটা অবিশ্বাস ও ঈর্ষার চোখে দেখে থাকে। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে পারেন না বলেই, এঁরা অনেক সময়ই খুব জনপ্রিয় হন না এবং জনতার মধ্যে নিজেদের স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। অথচ মেধা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব শ্রেষ্ঠ মানবিক সম্পদ। এ সম্পদের উপযুক্ত বিকাশ লাভ হলে সমাজই সর্বাপেক্ষা উপকৃত হয় এবং এঁদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবল নেতার আবির্ভাব সম্ভব। তাই এঁদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে।

এখানেও শৈশবেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপক একাধিক অভীক্ষা দ্বারা কোন্ পথে এদের মেধা ও শক্তি সর্বাধিক বিকাশের সম্ভাবনা, তা নির্ণয় করা দরকার। এদের সম্পর্কে দুইদিকে সতর্ক হওয়া দরকার : প্রথমত এদের শক্তির সম্যক্ বিকাশের সমস্ত সুযোগ যেন থাকে। দ্বিতীয়ত এরা অতিমাত্রায় অহংকারী হয়ে যেন নিজেদের পতন না ঘটায়। প্রতিভা বহুলাংশে জন্মগত হলেও তার সুষ্ঠু বিকাশ অনলস পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং অনুকূল পরিবেশ নির্ভর। এঁদের আগ্রহ তীব্রতর এবং মনোযোগ গভীরতর বলে, তাঁরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল। মনীষী জনসনের সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিভা হচ্ছে পরিশ্রম করবার অসীম ক্ষমতা—**Genius is the capacity for taking infinite pains.** শৈশবেই যাদের কোন-না-কোন বিষয়ে প্রতিভার স্ফূরণ দেখা যায়, অনেক সময় সে সব ছেলের বাবা-মা সকলের সামনে তাদের বাহাদুরী দেখাবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যগ্র হন। অতি-প্রশংসাও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা। সে ভাবতে শেখে যে সে অসাধারণ বুদ্ধিমান, তাই কোন বিষয় পরিশ্রম করে আয়ত্ত করার তার প্রয়োজন নেই। এর ফলে চর্চার অভাবে তার শক্তির উপযুক্ত পরিপুষ্টি হতে পারে না। এজন্যে অনেক সময়ই অত্যুজ্জ্বল শিশু প্রতিভা (Precocious children) ভবিষ্যতে সাফল্যের কোন নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতি দেয় না।

শিক্ষকেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ছেলেদের পছন্দ করেন। তারা আলোচনার বিষয়বস্তু সহজে বোঝে, তাতে রস পায়। উৎসুক ও গ্রহণেচ্ছুক ছাত্র পেলে শিক্ষকেরও নিজ কাছে আনন্দ ও উৎসাহ হয়। কিন্তু অনেক সময় এসব ছাত্রদের সম্পর্কে শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব থাকে, যার ফলে অন্যান্য ছাত্রেরা বিরক্ত হয়, ঈর্ষান্বিত হয়। এর ফল ভাল হয় না। এসব অতি-ভালো এবং মাষ্টার মহাশয়দের আদুরে ছেলেদের অন্য ছেলেরা এড়িয়ে চলে। তারা কোন দলের দ্বারা সহজে গৃহীত হয় না (not easily accepted by a group)।

আবার অতিরিক্ত ভালছেলেরা নানা কঠিন প্রশ্ন করে, নানা বিষয়ে তর্ক করে, তাই শিক্ষকেরা সব সময় এ রকম ছেলেদের পছন্দ করেন না। একে তো তাঁদের পরীক্ষার পড়া শেষ করাবার তাড়া থাকে, তাছাড়া ভাল ছেলেদের এ সব প্রশ্ন ও আলোচনাকে শিক্ষকেরা অনেক সময় তাঁদের বিদ্যাবত্তার প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাত মনে করে বিরক্ত হন। এতে ছেলের জিজ্ঞাসার ঔৎসুক্য থাকে না। বাড়িতে হয়তো ভাই বোনেরা ওকে 'পাকা-ছেলে' 'সবজান্তা' ইত্যাদি আখ্যা দেয়। তাতে তার উৎসাহ উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। এমন ছেলে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে এবং মানসিক দিক থেকে সে সুস্থ থাকতে পারে না।[১]

এ সমস্ত ছেলেদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা সহজ নয়। কোন কোন দেশে (এবং সম্প্রতি আমাদের দেশেও) বিশেষ ধীসম্পন্ন ছেলেদের অনুসন্ধান (**talent search**) করে বিশেষ বৃত্তি দিয়ে উচ্চতর বিশেষ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। কখনো কখনো এদের জন্য আলাদে স্কুলের ব্যবস্থা থাকে। এ ব্যবস্থা এক হিসাবে ভালো, কারণ এখানে সুস্থ প্রতিযোগিতা দ্বারা ভালোছেলেরা নিজেদের উন্নতি করবার সুযোগ পায়। সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে এসব ছেলেদের নিজেদের যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সে বিষয়ে অগ্রসর হবার অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। এ রকম ভালো ছেলেদের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনুযায়ী উচ্চতর মানের লেখাপড়া ও কাজের ব্যবস্থা করা সহজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সমস্ত ভালো ছেলের বুদ্ধির উৎকর্ষ একই নয়। প্রতিভার মধ্যে একাকীত্ব আছে।—দল বেঁধে প্রতিভার চর্চা হয় না। তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যাতে এসব ছেলেরা নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা পায়। তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের বুদ্ধিই শুধু বেশী এমন নয়, এদের প্রাণশক্তিও সাধারণের তুলনায় প্রচুরতর। সুতরাং এঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রস পায় এবং বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা, কর্ম, খেলাধুলা এবং অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধতর জীবনের স্বাদ পায়। তাদের সুষম আত্মবিকাশের পথ যাতে সুগম হয় এবং এই প্রচুর ও সমৃদ্ধ প্রাণ-শক্তির যাতে অপচয় না ঘটে, সে জন্য শিক্ষক, পিতামাতা, সমাজকল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু এটাও দেখতে হবে যেন তারা সমাজ জীবনের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে এক উন্নাসিক গোষ্ঠী সৃষ্টি না করে।

প্রতিভা একাকী, নিঃসঙ্গ। অনেক সময়েই এরা নিজেদের সৃষ্ট জগতের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকেন এবং অন্যের সম্বন্ধে নিরাসক্ত বা 'নির্মম' হন। এঁদের মানুষ তাই সহজেই ভুল বুঝে এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু এঁরা কমই লাভ করে।[২]

১। Crow & Crow বলেছেন "If the family or the class resents his superiority he will try not to show it, to withdraw within himself and stifle his self expression and natural development. He may compensate for the feeling of insecurity and frustration by directing his energies in merely intellectual channels. If again, he is over-indulgent, he may become self-opinionated aggressive and emotionally uncontrolled. —Crow & Crow : Mental Hygiene.

২। গুহ ও দত্ত : শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা।

Questions

1. Indicate some of the most important forms of abnormality in children. 'There is no a bsolutely normal child'. Discuss,

2. Discuss the importance of healthy home conditions in the development of normal children. How can a good Nursery school help in correcting adnormalities in children ?

3. Discuss the fears of children with illustrative concrete examples. How should you deal with a child who is afraid of furry animals or with a child who is afraid of the dark ?

4. What is a problem-child ? "There are no 'problem children', but only 'problem parents'," critically discuss the statement.

5. What are temper tantrums ? What are their causes ? How should you deal with them ?

6. Why do children tell lies ? Are there different forms of lies ? If so, how do you deal with 'boastful lies' ?

7. What is 'kleptomania' ? Discuss its possible psychological causes and indicate the steps necessary to deal with it.

8. Write short notes on : The destructive child, the over-shy child, the disobedient child, stammering, sucking the thumb, the backward child, the talented child and the over-dependent child.

9. "The most important single cause of the problem of children is the absence of the sense of security." Discuss in some detail citing some concrete examples.

অষ্টাদশ অধ্যায়

ফ্রোএবেলের শিক্ষা-পদ্ধতি

কিণ্ডারগার্টেন

দুজন শিশুদরদী শিক্ষাব্রতীর নাম আধুনিক শিশুশিক্ষা জগতে অক্ষয় হ'য়ে আছে—ফ্রেড্‌রিক ফ্রোএবেল্ (১৭৮২-১৮৫২) ও মারিয়া মন্তেসরী (১৮৭০-১৯৫২)। বাস্তবিক পক্ষে এখনও সমস্ত শিশুবিদ্যালয়ে এঁদের দুজনের শিক্ষা প্রণালীই মূলতঃ অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু পুষ্প-উদ্যান ঃ ফ্রোএবেল্ জার্মানীর অন্তর্গত ব্ল্যান্‌কেন্‌বুর্গে যে আদর্শ শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন (১৮৩৭) তার নামকরণ করেছিলেন কিণ্ডারগার্টেন (১৮৩৯) অর্থাৎ শিশু পুষ্প-উদ্যান। এ নাম থেকেই তাঁর শিক্ষানীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুরা হচ্ছে ছোট ছোট ফুলের চারাগাছ। এরা বেড়ে উঠবে সুন্দর পুষ্পের মত—গঠনে, বর্ণে, গন্ধে বিচিত্র হয়ে। এরা নিজের আনন্দে নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তিতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে—দরদী ও কুশলী মালির স্নেহে, যত্নে, তত্ত্বাবধানে। তিনি চারাগাছগুলিকে লক্ষ্য করবেন, জল দেবেন, আগাছা উপরে ফেলবেন, সার দেবেন, তাদের সূর্যের আলোর দিকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করবেন, বেশী ঝাঁকড়া হলে কিছুটা-বা ছেঁটে দেবেন। ফ্রোএবেল্ তিন থেকে সাত বছরের ছোট শিশুদের জন্যে এমন বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, যেখানে গৃহের মত স্নেহময় নিবিড় প্রীতি ও স্বাধীনতার আবহাওয়ায়, খেলার মধ্য দিয়েই শিশুরা শিক্ষালাভ করবে। শিশুশিক্ষার জন্য মাতৃহৃদয় শিক্ষিকারাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী এই কথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথেই ইংল্যাণ্ডে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অতঃপর ব্যাপকভাবে শিক্ষিকাদের নিয়োগ হতে থাকে এবং শিশুবিদ্যালয়ের আবহাওয়াই বদলে যায়।[১] তিনিই প্রথম খেলাকে শিক্ষার প্রধান উপায় ব'লে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন।

স্বতোৎসারিত আনন্দই শিক্ষার ভিত্তি ঃ রুশো বলেছিলেন শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহই হবে শিক্ষার ভিত্তি। ফ্রোএবেল্‌ও বিশ্বাস করেছিলেন যে শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে ফুলের মতই পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠতে চায় এবং সুশিক্ষার কাজ হবে শিশুর এই স্বতোৎসারিত আনন্দকে সুপরিচালনা দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হতে সাহায্য করা।

খেলার মধ্য দিয়েই শিক্ষা ঃ খেলা শিশুর সবচেয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়া। শিশু নাচ গান ভালবাসে ; রং দিয়ে ছবি আঁকতে ভালবাসে ; বালি, কাদা, কাঠের টুকরো

১। Hume : Learning & Teaching in the Infants' School. p. 4.

দিয়ে বাড়ীঘর গড়তে ভালবাসে, কাগজ কেটে ফুলপাতা তৈরী করতে ভালবাসে ; আবৃত্তি, অভিনয় করতে ভালবাসে। ফ্রোএবেল্ বিশ্বাস করেছিলেন যে শিশুর এই সমস্ত আনন্দ চঞ্চলতাকেই শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শিক্ষার ভিত্তি করতে হবে। শিশু শিক্ষার সঙ্গে শিশুর জীবনের আশু প্রয়োজনের যোগ থাকতে হবে। সুপরিচালিত ও সুপরিকল্পিত খেলাকে শ্রেষ্ঠ সমাজ-প্রয়োজন সাধক এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যাভিমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় কি ভাবে পরিণত করা যায়, সে পথই তিনি দেখিয়েছেন তাঁর শিক্ষা প্রণালীতে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনা : শিশু জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। শিক্ষার গোড়াপত্তন হবে তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনায় (sense-training)। খেলার মধ্যদিয়েই যাতে এই পরিমার্জনা ঘটতে পারে সে জন্যে ফ্রোএবেল্ বিচিত্র রঙের নানা রকম খেলনা আবিষ্কার করেছেন। এগুলির নাম দিয়েছেন তিনি উপহার (gifts)। একটা বাক্সের মধ্যে নানা রংয়ের ছোট বড় ছ'টি পশমের বল আছে ; শিশুরা এগুলি নাড়াচাড়া করে গোলকের (sphere) ধারণা ও রংয়ের ধারণা করতে পারে। আবার আর এক বাক্সে আছে ছোট ছোট কাঠের গোলক, ঘনক (cube) এবং গোল লম্বা কাঠি (cylinder)। এগুলি নিয়ে শিশু খেলার মধ্যদিয়েই বিভিন্ন আকারের প্রভেদ, তাদের স্পর্শানুভূতির প্রভেদ বুঝতে পারে। আর এক বাক্সে আছে একটি বড় ঘনক। তা আবার আটটি সমান আয়তনের ঘনকে বিভক্ত। এ সব কাঠের টুকরো দিয়ে শিশু বেঞ্চি, সিঁড়ি, পুল, বাড়ী ঘর তৈরী করতে পারে। এর সাহায্যে খেলার মধ্য দিয়েই শিশুকে যোগ বিয়োগের মূল কথা শেখানো যায়। আর কয়টি বাক্সেও বড় ঘনককে নানা আকারের, বিভিন্ন অংশে ভাগ করা আছে। সাত নম্বর বাক্সে কতগুলি সমচতুষ্কোণী ও ত্রিভুজাকার কাঠের টুকরো আছে। তা দিয়ে শিশু বিভিন্ন আকার, তাদের পার্থক্য ও সম্বন্ধ বুঝতে পারে। নানা সুন্দর প্যাটার্নও শিশু এ রঙীন খেলনাগুলি নাড়াচাড়া করে, শিক্ষকের পরিচালনায় আনন্দের মধ্যদিয়েই তৈরী করতে পারে। ছোট, বড়, ভারী, হালকা, মসৃণ, অমসৃণ, সংখ্যা, আকার সবই এ ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

ফ্রোএবেলের Gifts

হাতের কাজ (Occupations) : এর সঙ্গেই আছে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা। ফ্রোএবেল এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে কতগুলি চমৎকার খেলার উপাদান তৈরী করেছেন—এগুলিকে তিনি বলেছেন Occupations. এগুলির মধ্যে আছে—কাঠি সাজানো, রঙীন বড় বড় পুঁতিতে সুতো গাঁথা, মাদুর তৈরী, কাগজ কেটে নানা প্যাটার্ন তৈরী, ঝুড়ি তৈরী, তার দিয়ে খেলনা তৈরী, সেলাই ও সূচী শিল্প (embroidery), কাদা বা রঙীন প্ল্যাষ্টিসিন্ দিয়ে পশু পাখী গড়া ইত্যাদি। তিনি বাগানের কাজ ও কাঠের কাজকে যথেষ্ট উচ্চ মূল্য দিয়েছেন।

ফ্রোএবেল্ এ কথা জানেন যে শিশুরা হাতের কাজে আনন্দ পায়; তারা চুপ করে বই থেকে পড়া নিতে ভালবাসে না। উপহারগুলি নিয়ে যখন তারা নাড়াচাড়া করবে, অথবা এ সব কাজ যখন তারা করবে, সঙ্গে সঙ্গে চলবে গান (Action songs)।[১]

Action songs, Mother play, Nursery Rhymes

এ ছাড়াও আছে শিশুর সঙ্গে মায়েদের খেলা (Mother play) এবং ছেলে ভুলানো ছড়া ও গান (Nursery Rhymes and Songs), লুকোচুরি খেলা, ব্যবসার কেনা-বেচার খেলা, এ রকম পঞ্চাশটি গান। এর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, নীতি কথা শেখানো সহজ। প্রত্যেক গানের আছে তিনটি অংশ : (ক) মা বা শিক্ষিকার পরিচালনার সহায়ক সংক্ষেপ উপদেশ বাক্য (motto)

(খ) গানের স্বর সহযোগে একটা ছড়া

(গ) গানের বিষয়বস্তু প্রকাশক এক একটি ছবি। এ সব হাতের কাজ, গান, ছন্দিত অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা শিশু আনন্দের মধ্য দিয়ে অনায়াসে যে শিক্ষালাভ করে, তা ক্লাশে বসিয়ে বইপত্রের মধ্য দিয়ে তাদের কিছুতেই এত সহজে দেওয়া যেত না। ফ্রোএবেল্ শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি, পেশী সঞ্চালন এবং অবাধ কল্পনা শক্তি শিশুর সমস্ত সুপ্ত সামর্থ্য ও প্রবণতা উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজে লাগান—এ প্রকার নানা খেলা কাজ, গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে।

প্রকৃতি পাঠ (Nature study) : কিন্তু শুধু রঙীন কল্পনা নয়, ফ্রোএবেল্ শিশুকে তার চার পাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষালাভের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শৈশব থেকে শিশু প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় (Nature study) লাভ করতে যাতে উদ্বুদ্ধ হয়, শিক্ষিকা সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

ফ্রোএবল্-এর শিক্ষাদর্শনের চারটি মূলসূত্র : (১) বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও ঘটনা পরস্পর নির্ভর—পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। সমগ্র বিশ্বের পশ্চাতে রয়েছে এক ঐশী শক্তি যা সতত সক্রিয়, সৃষ্টিধর্মী আত্মসচেতন ও কল্যাণময়।

১। এক নম্বর উপহার পশমের তৈরী রঙীন গোলকগুলি নাড়াচাড়ার সঙ্গে শিশু গান করবে :

The ball is such a pretty thing,
About it I do love to sing,
So round it is, and light and soft,
I hold it in my hands full oft.
'Tis made of wool, and you do know
That on a sheep, the wool did grow ?
Until some men the fleece did take
Warm clothes and prettty balls to make.

প্রত্যেক দ্রব্যের সত্তা, বা প্রকৃতির মূলে আছেন সেই ঈশ্বর। প্রাণ ও জড় প্রকৃতি দুই-ই সেই ঈশ্বরেরই প্রকাশ। বহুর মধ্যে একত্ব এবং একের মধ্যে বহুত্বই সমগ্র বিশ্বজগতের বৈশিষ্ট্য। তাই সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই জড় প্রকৃতি ও জৈব প্রকৃতির বাস্তব জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে সেই মূল ঐক্যকেই আবিষ্কার করা। যে প্রকৃতিকে সত্য করে জানে সে ঈশ্বরকেই জানে, এবং শিশুর মনে এই বিস্ময় ও ঈশ্বরানুরাগ সৃষ্টি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে মূল ঐক্যকে আমরা তিন দিক থেকে বুঝতে পারি—

(ক) সমগ্র বিশ্বের উপাদান হচ্ছে এক প্রাণময়, চৈতন্যময় সত্তা (Spiritual substance)।

(খ) সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি ও সূচনা একই সচেতন ও ক্রিয়াশীল মূল থেকে।

(গ) সমগ্র বস্তু ও ঘটনা একই চরম উদ্দেশ্যের প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

(২) **সমগ্র বিশ্বজগৎ তার প্রত্যেকটি অংশ ও উপাদান চির বিকাশমান।** কিছুই স্থির হয়ে বসে নেই, কিছুই অপরিবর্তিত থাকছে না। সর্বত্রই রয়েছে গতিশীলতা ও প্রাণময়তা। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য আপাত দৃষ্টে যা জড় তারও পশ্চাতে সেই এক প্রাণস্পন্দনকে লক্ষ্য করা। এই গতি ও বিকাশ বাইরের কোন শক্তির প্রভাবে ঘটে না। এ হচ্ছে আত্ম উন্মোচন। শিক্ষা বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রিক বিকাশেরই অঙ্গ। **ফ্রোএবেলের শিক্ষানীতি বিকাশ-ধর্মী।**

(৩) **স্বাভাবিক আত্মউন্মোচনই শিক্ষা।** এই আত্মউন্মোচন ঘটবে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারী ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। শিশু কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক অনুসরণ ও বুদ্ধিদীপ্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই শিক্ষা সার্থক হয়। শিশু নিজ নিজ স্বাভাবিক বৃত্তির অনুসরণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই নিজস্ব ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে এবং আত্মসচেতনতা লাভ করে। **খেলাকে তাই শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রোএবেল একটি প্রধান স্থান দিয়েছেন।**

(৪) **সমাজের জীবন্ত আধারেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব।** গৃহে পিতামাতা, আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশী, বিদ্যালয়ে অন্য ছেলেমেয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংস্পর্শ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক। ফ্রোএবেল্ তাই রুশোর মত শিশুকে গৃহ এবং সমাজ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী নন। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন যে শিক্ষা তা জীবন-ধর্ম বিচ্যুত, তা সার্থক হতে পারে না। ফ্রোএবেল্ বিদ্যালয়কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জীবন্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই দেখেছেন। পরবর্তীকালে ডিউই এই মত আরো জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন।

ফ্রোএবেলের অতীন্দ্রিয়বাদ, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা অনেকে গ্রহণ করেন নি। অনেকে মনে করেন যে ফ্রোএবেল তাঁর উপহার ও কাজগুলি ঐশী শক্তির প্রতীক বলে যে বিশ্বাস করেছেন তা ধর্মান্ধতা প্রসূত।

কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত যে এগুলি শিক্ষার উপাদান হি
এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলি অভিনব ও উল্লেখযোগ্য অবদান।[১]

তথাপি ফ্রোএবেল ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতাকেও অস্বীকা...

ফ্রোএবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিকার স্থান

তিনি প্রত্যেক শিশুর স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি ও আগ্রহকে শিক্ষার ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত খেলা, কাজ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশু নিজ স্বভাবকেই বিকশিত করে তুলবে, একথা বারে বারে বলেছেন। তিনি এ বিষয়ে শিক্ষিকার তিনটি কর্তব্য সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

(১) শিশু নিজ আগ্রহ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পূর্ণপরিতৃপ্তি যাতে খেলার মধ্য দিয়ে ও স্বতঃ উৎসারিত ক্রিয়ার মাধ্যমে পেতে পারে এবং নিজ স্বভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, শিক্ষিকাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(২) শিশুর খেলা ও স্বতঃ উৎসারিত কাজের মধ্যে যা সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষিকা সেগুলিকেই কেবল উৎসাহিত করবেন।

(৩) যে সব প্রবৃত্তি সুসঙ্গত সমাজ জীবনের পক্ষে হানিকর, শিক্ষিকা শিশুর মধ্যে সে সব প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহ করবেন। সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হবে সুবিচার, আত্মসংযম, সত্যপরায়ণতা, অন্যের সম্বন্ধে সুবিবেচনা, ধৈর্য ও সহযোগিতা ইত্যাদি গুণের উৎসাহ দান।

যদিও ফ্রোএবেল শিশুর স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং শিক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষিকা-পরিচালিত হবে, এমত গ্রহণ করেননি, তথাপি তাঁর **শিক্ষানীতিতে শিক্ষিকা নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন**। শিশুদের সঙ্গে থেকে, তাদের নেতা হয়ে, তিনি শিশুদের সমস্ত খেলা কাজ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন। উপহারগুলি শিশুরা যথেচ্ছ ভাবে নিতান্তই খেলনা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। শিক্ষিকার পরিচালনায়ই উপহারগুলি শিশু ব্যবহার করবে। শিক্ষিকাদের নির্দিষ্ট সময়েই তারা এগুলি ব্যবহার করবে।

ফ্রোএবেলের ছবির সাহায্যে বর্ণপরিচয় শিক্ষাদান, লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান, এবং সংখ্যাগণনা সম্পর্কে শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

১। Beyond everything else, Froebel emphasized play as the most valuable form of self-expression. He was interested in the social and intellectual implications, rather than its health values. Even if we disregard Froebel's symbolism, the idea that a spiritual meaning is intuitively grasped by the child from every 'gift' and 'occupation', we must admit the fact that Froebel enriched our curriculum especially at the early elementary level with a vast amount of most valuable educational materials. Wilds : Foundations of Modern Education. pp. 408-9.

প্রত্যেক দ্রব্যের সত্তা, বা ও ফ্রোএবেলের শিক্ষানীতির মূল কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম না করে হুই-ই সেই ঈশ্বরেরই রগার্টেন পদ্ধতি নিতান্ত যান্ত্রিক ভাবে ব্যবহার করাতে অনেক বিশ্বজগতের বৈশিখ্য দিয়েছে, এবং ইংল্যাণ্ডে ১৮৭০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রকৃতির এডুকেশনের পরিদর্শকেরা (Inspectors) অনেকবার এসব বিদ্যালয়ের কাজের নিন্দা করেছেন।[১] কিন্তু ফ্রোএবেলের শিক্ষার প্রাণের কথাটি যে শিক্ষিকারা গ্রহণ করেছেন, যাঁরা আন্তরিক ভাবে বিদ্যালয়কে আনন্দময় শিশু উদ্যানে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন।[২]

ফ্রোএবেলের মূল শিক্ষানীত ও পদ্ধতি মূল্যবান্ হলেও, তাদের যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। শিশু মনস্তত্ত্বের অগ্রগমনের ফলে ফ্রোএবেলের উপহার ও হাতের কাজ রূপ শিক্ষা উপাদানগুলির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে, এ পথেই মন্তেসরী অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। আধুনিক কালে আরো বহু শিশুর চিত্তাকর্ষক শিক্ষা উপাদান সৃষ্টি হয়েছে। সেই পুরোনো গান ও ছড়াগুলিও নূতন যুগের ছেলেমেয়েদের মন আকর্ষণ করবে না। ফ্রোএবেলের প্রকৃতি-পাঠের (Nature study) ধারণাটি মূল্যবান্, কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্ন 'বিষয়'গুলি, গঠনাত্মক প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে অনুবন্ধের সূত্রে গ্রথিত করেন নি। ফ্রোএবেল ছোট ছোট দল করে শিশুদের খেলা ও কাজের কথা বললেও, শ্রেণীকক্ষ পাঠনার ধারণাটি এবং ঘণ্টার দ্বারা নির্ধারিত বিদ্যালয়ের কাজের পুরাতন রীতিটি পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর অধ্যাত্মবাদ ও সামাজিক ঐক্যের ধারণার জন্যেই তিনি প্রত্যেক শিশুর বৈশিষ্ট্য বিকাশের দিকে যতটা গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন, তা করেননি, এই অভিযোগ তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে করা হয়। যা হোক, তিনি বাস্তব পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে শিশু বিদ্যালয়কে শিশুর আনন্দময় আত্ম-উন্মোচনের উদ্যানে পরিণত করা সম্ভব। আজ সমস্ত দেশেই ফ্রোএবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অবস্থানুযায়ী সংস্কার করে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে গৃহীত হয়েছে।

১। I and XI Report. pp. 19-30

২। Hume : Learning & Teaching in the Infants' School. pp. 5-6

———

উনবিংশ অধ্যায়

মাদাম মারিয়া মন্তেসরী

শিশু নিকেতন

মাদাম মারিয়া মন্তেসরীর (১৮৭০-১৯৫২) শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি ইয়োরোপের বিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে এবং তা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিকপক্ষে মন্তেসরী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই শিশুশিক্ষার কাজে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর শিক্ষার মূলসূত্রগুলি তিনি জড়বুদ্ধি, বধির, ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শিশুর চিকিৎসায় সাফল্যের দ্বারাই আবিষ্কার করেন। তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৪ সালে চিকিৎসা বিদ্যায় এম-এড্ ডিগ্রী সসম্মানে লাভ করেন। তিনিই ইটালীতে প্রথম মহিলা যিনি চিকিৎসা বিদ্যায় এই উচ্চতম পারদর্শিতার সম্মান অর্জন করেন। ইচ্ছা করলেই তিনি চিকিৎসক হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাঁর প্রকৃত স্থান, অন্তরের মধ্যে তিনি এ প্রত্যয় বোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ করেছিলেন যে সুশিক্ষিকা হওয়ার পক্ষে তাঁর প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়। তাই ১৯০০ থেকে দীর্ঘকাল তিনি পরীক্ষা-ভিত্তিক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology) ও নৃতত্ত্ব-মূলক শিক্ষা তত্ত্বের (anthropological pedagogy) পাঠ গ্রহণ করলেন। তিনি বহু বাধাগ্রস্ত শিশুদের (handicapped children) সংস্পর্শে আসেন। কিছুদিন বাদে তিনি এই হতভাগ্য শিশুদের জন্য বিশেষভাবে স্থাপিত একটি শিশু বিদ্যালয়ের (State orthophermic school) ভারপ্রাপ্ত পরিচালিকা নিযুক্ত হন। এ সময় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে এই শিশুদের সুস্থ করবার জন্যে যতটা প্রয়োজন সুচিকিৎসার, তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন সুশিক্ষার। এর আগেই তিনি ফরাসী চিকিৎসক Itard-এর The Care and Education of the wild boy of Aveyron এবং Itard-এর শিষ্য Seguin-এর The Hygiene and The Treatment of Idiot Children বই দু'খানা পড়ে কতগুলি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে তিন থেকে ছয় বৎসর হচ্ছে শিশুর জীবনের সর্বাপেক্ষা

মন্তেসরী চিকিৎসা-বিদ্যার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন

সুশিক্ষিকা হওয়ার জন্য তাঁর প্রস্তুতি

Itard ও Seguin-এর প্রভাব

গুরুত্বপূর্ণ সময়। তিনি আরও বুঝেছিলেন যেসব শিশুরা পেছিয়ে পড়েছে (retarded children) বা জড়বুদ্ধি, তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপযুক্ত শিক্ষা (sense-training) হয়নি বলেই তারা অস্বাভাবিক এবং পশ্চাৎপদ। তিন থেকে ছয় বৎসরের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির শক্তিকে পরিমার্জনার সর্বোৎকৃষ্ট সময়। তিনি জড়বুদ্ধি বহু ছেলেমেয়েকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি অপরিণত এবং তাদের পেশী ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য নেই। তাই তাদের চলাফেরা, ওঠা বসা, এমন কি কথা বলাও ত্রুটিপূর্ণ, অসংলগ্ন। কোন কিছুর উপর অনেকক্ষণ মনঃসংযোগ করতেও তারা অক্ষম।[১] মন্তেসরী দেখলেন এসব ছেলেমেয়েদের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনার মধ্য দিয়ে সহজ সহজ কাজ শেখানো যায় এবং এতে তারা যথেষ্ট আনন্দ পায়। এমন কি তিনি কয়েকটি শিশুকে তাঁর নূতন শিক্ষা পদ্ধতি দিয়ে শিখিয়ে দেখলেন যে, তারা সাধারণ সুস্থ ছেলেদের চেয়ে বরং ভালই করলো। মন্তেসরী তাই নিশ্চিত বিশ্বাস করলেন যে সুস্থ ছেলেদের বেলায়ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনার (sense-training) মাধ্যমে শিক্ষা সমান উপযোগী। আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ শিক্ষাই হচ্ছে সমস্ত শিশু শিক্ষার ভিত্তি। এ কথাটি মন্তেসরীর শিক্ষার একটি মূল সূত্র এবং যেহেতু স্পর্শানুভূতিকে তিনি এত প্রাধান্য দিয়েছেন সেজন্যে তাঁর শিক্ষাকে কেউ কেউ Education through touch-ও বলেছেন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনাই শিশু শিক্ষার প্রথম ধাপ

মন্তেসরীর আর একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে প্রত্যেক শিশুই এক একটি বিশিষ্ট সত্তা। প্রত্যেক শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ কতকগুলি স্বাভাবিক স্তরে বিভক্ত। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। শিশুর বিকাশের এক এক স্তরে তার কতগুলি আগ্রহ ও প্রবণতা আপনিই স্ফুরিত হয়। শিশুর এই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ও আগ্রহ অনুযায়ীই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যক্তির বিকাশের নিয়মগুলি সাধারণ হলেও, প্রত্যেক শিশুর বিকাশের ধারা ও ছন্দ পৃথক। তাই প্রত্যেক শিশুর শিক্ষাই হবে পৃথক। দল বেঁধে, ঘণ্টা মেপে শিশুর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখব মন্তেসরী বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক ক্লাস বা ঘণ্টা-বাজা পিরিয়ড নেই। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের উপর অবিচল শ্রদ্ধা মন্তেসরী শিক্ষা পদ্ধতির আর একটি লক্ষণীয় চিহ্ন। এ বিষয়ে তিনি ফ্রোএবেল্, হার্বার্ট বা অন্যান্য পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্‌দের চেয়ে অগ্রসর। মন্তেসরীর মতে শিশুর মন গড়ে উঠবার এই

প্রত্যেক শিশু এক একটি বিশিষ্ট সত্তা

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা

১। Seguin-কে অনুসরণ করে মন্তেসরী বলেছিলেন "Deficiency in any type of sensory experience is bound to result in corresponding incompleteness of the inner mental life."

বয়সে ব্যক্তিগত যত্নের বিশেষ প্রয়োজন। এসময়টিতে শিক্ষককে অতিমাত্রায় সজাগ থাকতে হবে।

এবার আবার আমরা মন্তেসরীর শিক্ষাবিদ্ হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালটিতে ফিরে যাই। ১৯০৬ সালে রোমান্ এ্যাসোসিয়েশন্ ফর গুড্ বিল্ডিংস্ দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য বস্তী অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাস্থ্যপূর্ণ বাসস্থান এক জায়গায় নির্মাণ করেছিলেন। এতে খুব কম ভাড়ায় শ্রমিকরা থাকতে পেত—এই সর্তে যে ঘর বাড়ী তারা নোংরা করবে না, পরিবেশ তারা পরিচ্ছন্ন রাখবে। কিন্তু মস্ত সমস্যা হল শ্রমিকদের ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে। এদের কে দেখে ? কে এদের শিক্ষার ভার নেয় ? এ্যাসোসিয়েস্যান্ ফর গুড্ বিলডিংসের পরিচালক ১৯০৭ সালে মাদাম মন্তেসরীকে এ ভার নেবার জন্য আহ্বান করলেন। ডঃ মন্তেসরী এই সুযোগই যেন খুঁজছিলেন। তাঁর এতদিনের প্রস্তুতি ও সাধনাকে এবার সার্থক রূপ দেবার সুযোগ তিনি পেলেন। তিনি এই দুঃস্থপল্লীতে' **শিশু নিকেতন'** (Casa de Bambini) নাম দিয়ে তাঁর আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তিনি হলেন এই শিশুনিকেতনের প্রথম ও প্রধান সঞ্চালিকা। এখানে স্থান পেলো নিতান্তই শিশুরা, যাদের বয়স ৩ থেকে ৬ বৎসর। তাদের সমস্ত ভার,—লালন পালন, স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষার-ব্যবস্থা সব দায়িত্ব তিনি নিলেন। গোড়া থেকেই তিনি স্থির করলেন এ নিকেতন শিশুদের আটকে রাখবার কারাগার হবেনা—এ হবে শিশুদের আনন্দ নিকেতন। সুন্দর বাগান, ঘরে ঘরে সুন্দর ছবি, ছোটদের মাপে হালকা রঙীন চেয়ার ডেস্ক, বড় বড় এবং নীচুতে টাঙানো ব্ল্যাকবোর্ড, যেখানে শিশুরা নিজের খুশী মত ছবি আঁকতে বা লিখতে পারবে, প্রচুর খেলনা যাতে শিশুদের মন খুশীতে ভরে ওঠে। শুধু তাই নয়, শিশুদের মনে এ বিশ্বাস তিনি জন্মালেন যে এ নিকেতন তাদেরই ; এখানে তাদের স্বাধীন ভাবে, সব রকম স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় ক্রিয়ায় রত হওয়ার অধিকার। এই নিকেতনে তিনি গৃহের সস্নেহ, বিধিনিষেধের কড়াকড়ি বন্ধন (formal discipline) হীন আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন। বাস্তবিক পক্ষে, এই নিকেতন শিশুদের নিজ পল্লীরই অন্তর্গত। শিশুর পিতামাতাদের তিনি এই নিকেতনের কাজে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ডেকে আনলেন, তাঁরাও বুঝলেন, এ বিদ্যালয় তাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি। জননীরা যখন ইচ্ছা সেখানে গিয়ে শিশুদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে, সঞ্চালিকাদের সঙ্গে নিজ নিজ শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করতে, সেখানে গিয়ে আনন্দলাভ করতে পারতেন। শুধু এ সর্ত তাঁদের পালন করতে হত যে, সঞ্চালিকাকে তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান দেখাবেন, নিকেতনের নিয়মকানুন তাঁরা নিজেরা মানবেন এবং শিশুরা যাতে মানে তা দেখবেন। আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্ন পোষাকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন।

মন্তেসরীর নূতন শিশু নিকেতনের বৈশিষ্ট্য

শিশুদের আনন্দ নিকেতন

গৃহের সস্নেহ পরিবেশ

শিশু ভোলানাথের রাজত্বে

শিশুনিকেতনে সমস্ত শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রোগ হ'লে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক শিশুর দৈহিক মানসিক বৈশিষ্ট্য, বিকাশের গতি, উন্নতি অবনতির লিখিত বিবরণ (written record) রাখবার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে শিশুদের যথাসময়ে স্নান, আহার, বিশ্রাম ও শৌচাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের উপযোগী মাপে তৈরী চেয়ার, ছোট্ট খাট্ কাবার্ড, প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের নিজস্ব জিনিস রাখবার জন্যে ড্রয়ার, বসে কাজ করবার জন্যে মাদুর বা [illegible] পুতুল, কাঠের কাজ ও অন্যান্য কাজ করবার জন্যে ঘর, বারান্দায় মিলে মিশে আনন্দ বা গল্পগুজব করবার জন্যে 'ক্লাবঘর', শিশুদের হাত মুখ ধোয়া, স্নান করার জন্যে নিচু জলের কল ও সাওয়ার্ বাথ আর খোলামেলা খেলার জায়গা ও বাগান। সর্বত্র শিশুদের অবাধ অধিকার। এ সমস্ত সুবিধা সেই পল্লীর শ্রমিকেরা বিনা ব্যয়েই পেতো। এই শিশুনিকেতনেই মন্তেসরী নিজ শিক্ষানীতির অবাধ প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর শিক্ষার সাফল্যের বিবরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯১২ সালে তাঁর শিক্ষানীতি এবং তাঁর পরীক্ষার ফলাফল তিনি লিপিবদ্ধ করলেন 'The Montessori Method' পুস্তকে।

প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থ্য ও শারীরিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি

প্রথমেই মন্তেসরী মনোযোগ দিলেন যাতে ছেলেমেয়েরা তাদের প্রাত্যহিক নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করতে শেখে। তারা নিজেরা হাত মুখ ধোবে, চুল আঁচড়াবে, নিজেরা জামা কাপড় পরবে. নিজেদের খাবার নিজেরাই পরিবেশন করবে। খাওয়ার পর নিজেরাই প্লেট, কাপ, গ্লাস ইত্যাদি ধুয়ে জায়গা মত রাখবে। নিজেরাই নিকেতনের ঘর দোর ঝাঁট দেবে, ঘরগুলি সাজাবে। সঙ্গে সর্বদাই সঞ্চালিকা থাকবেন। তিনি প্রয়োজন হলে উপদেশ দেবেন। কিন্তু শিশুদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবেন না। এ ভাবেই শিশুরা গোড়ার থেকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠবে। এবং এ সব কাজের মধ্য দিয়েই পেশী ও অঙ্গ সঞ্চালনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমন্বয় আসবে। এর উপর মন্তেসরী খুব জোর দিয়েছেন, শিশুরা সমস্ত কাজ সুশৃংখল ভাবে, নিঃশব্দে এবং আনন্দের সঙ্গে করতে শিখবে। বাস্তবিক পক্ষে যে-কোন ভাল মন্তেসরী বিদ্যালয়ে এটি লক্ষ্য করা যায় যে শিশুরা কেমন আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এবং সাবলীল নিপুণতার সঙ্গে এসব কাজ করে। কখনো 'দায়-সারা গোছের কাজ' (sloppiness) দেখা যায় না। এ একটা মস্ত শিক্ষা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব বিস্তারিত হয়।

শিশুদের স্বাবলম্বনের শিক্ষা

শিশুর স্বাধীনতা

এর সঙ্গে সঙ্গেই চলবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জন। এ বিষয়ে মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি

সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর স্থাপিত। আগেই বলেছি এটি তার শিক্ষার একটি মূল সূত্র। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষত্ব হচ্ছে তা শিশুর শক্তি সামর্থ্যের বিকাশের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে। তিনি শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনের (Sense training) জন্য বহু উপকরণ (didactic apparatus) সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ানুভূতির পৃথক পৃথক পরিমার্জনার পক্ষপাতী। তাঁর মতে এটাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধির ব্যতিক্রমহীন নিয়ম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর উপকরণগুলি বিকাশের সূক্ষ্ম স্তরানুযায়ী ক্রমব্যবহার্য। এই উপকরণগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করলে তার মধ্য দিয়েই, শিশু বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার দ্বারা দ্রব্যের স্পর্শ, বর্ণ, আকার, শব্দের পার্থক্য নির্ভুলভাবে শিখতে পারবে। এ শেখা হবে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের তাগিদেই সত্য করে শেখা। এটা শিশুকে বাইরের থেকে শেখানো নয় এটা বাস্তবিক পক্ষে স্বয়ংশিক্ষা (auto-education)। এ শিক্ষা নিজের বেগেই এগিয়ে চলে কারণ শিশুর মনোযোগ এখানে স্বাভাবিকভাবে এসেছে। এ শিক্ষা উপকরণগুলি শিশুরা যতক্ষণ খুসী ব্যবহার করতে পারে। যখন তার মনের বিকাশের ধারায় একটি বিশেষ স্তর উপস্থিত হবে, তখন শিশু আপন আগ্রহেই একটি বিশেষ উপকরণ লক্ষ্য করবে, হাত দিয়ে নাড়া চাড়া করবে। সঞ্চালিকা শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন্ শিশু বিকাশের কোন্ স্তরে উপনীত হয়েছে। সে অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণটির নির্ভুল ব্যবহার দেখিয়ে দিয়ে তাকে সেই উপকরণটি এগিয়ে দিবেন। দেখা যাবে শিশুর বিকাশের 'মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তটি' উপনীত হলে, শিশু আনন্দের সঙ্গে সেই উপকরণটি বারে বারে ব্যবহার করে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। সেটাই তার শিক্ষার প্রকৃত লক্ষণ। এই শিক্ষা উপকরণটি এমন ভাবেই তৈরী যে শিশু ভুল করলে নিজেই বুঝতে পারবে এবং নিজেই সেই ভ্রম সংশোধন করতে পারবে (self-correction)। এখানে শিক্ষিকারা কোন তাড়না তো দেবেনই না, ভুল সংশোধনও করে দেবেন না। শিশু যদি বারে বারেই ভুল করে, সঞ্চালিকা একবার কাজটির নির্ভুল পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে, আর তাড়া দেবেন না। তাঁকে বুঝতে হবে যে শিশুর দেহ মন স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত স্তরে এসে পৌঁছোয়নি। তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর মত রুশো এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের মত থেকে অভিন্ন। একটা উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য দৈনন্দিন জীবনের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে। "দুই বছরের

শিক্ষা উপকরণ-এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনা (sense training)

শিশুর বিকাশের সূক্ষ্ম স্তর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার

শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে স্বয়ংশিক্ষার ব্যবস্থা

শিক্ষা উপকরণে নিজেই ভুল সংশোধনের উপায়

একটি ছেলে মায়ের কাছে বসে তেল মাখছে। রোজই মাখে, কিছুটা নিজে মাখে, কিছুটা মা মাখিয়ে দেন। দুটো শিশি। একটা বড়, একটা ছোট। বড়টাতে সরষের তেল, ছোটটাতে নারকেল তেল। তেল মাখানোর পর মা শিশির ঢাকনা বন্ধ করে দেন। সেদিন ছেলের ইচ্ছে হ'ল সে নিজেই বন্ধ করবে। বন্ধ করতে গিয়ে বড় শিশির ঢাকনাটা ছোট শিশিতে দিল। তারপর ছোটটা বড় শিশিতে দিতে গেল। কিন্তু দেখল, সেটা লাগছে না। তখন সে দুটো ঢাকনাই খুলে ফেলল। এই বার সে বড় ঢাকনা বড় শিশিতে, ছোট ঢাকনা ছোট শিশিতে লাগাল। এই ভাবে যখন ঢাকনা লাগান হয়ে গেল, তখন সে নিজের মনে বারবার ঢাকনা দুটি খুলতে ও লাগাতে লাগলো। মা তার একাজে বাধাও দিলেন না বা তাকে সাহায্যও করলেন না। যতক্ষণ তার এই খেলা শেষ না হল, তাকে নিজের মনে খেলতে দিলেন, এবং যখন তার আর খেলার আগ্রহ রইল না, তাকে স্নান করাতে নিয়ে গেলেন।"[১]

একটি উদাহরণ

মন্তেসরীর শিক্ষা-উপাদানগুলির পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। আস্বাদন ও ঘ্রাণ ব্যতীত প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৬টি শিক্ষাপ্রদ খেলনার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের চারটি বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে এগুলির সঙ্গে পরিচিত করান হয়। প্রথম ধাপে এক বিশেষ ধরনের খেলনা বা উপকরণের সাহায্যে একটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন আকৃতি ও উত্তাপের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে। তৃতীয় ধাপে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে শিশু যে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লাভ করেছে তার বিভিন্ন সূক্ষ্মতর স্তরের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। চতুর্থ ধাপে পূর্বে আহৃত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির পুনরনুশীলন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণানুভূতিরও পরিমার্জনা (training) করা হয়। এ রকম নানা খেলনার মাধ্যমেই শিশুরা জামায় বোতাম লাগানো, জুতোর ফিতে বাঁধা ইত্যাদি জীবনের প্রয়োজনীয় কাজও শেখে। লেখন শিক্ষা, অঙ্কন, পড়া শেখা (মন্তেসরীর মতে আগে শিশুরা লেখা শিখবে, তারপর পড়া অঙ্ক শেখা) এগুলির জন্যেও আছে শিক্ষাপ্রদ 'সহজ' খেলনা বা শিক্ষা উপকরণ।

শিক্ষা উপাদানগুলি ও তাদের ব্যবহার

মন্তেসরী শিক্ষানীতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শিশুর স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। শিশু নিকেতনে তার অবাধ বিচরণের অধিকার—সে ইচ্ছা হলে বাগানে বেড়াবে, ইচ্ছা হলে মাঠে ছুটবে, ইচ্ছা হলে কজনে মিলে বাড়ী বানাবে, ইচ্ছা হলে গান করবে, ক্লান্ত বোধ করলে বিশ্রাম করবে। সেখানে ধরা বাঁধা ক্লাশ নেই—ঘণ্টা বাঁধা পিরিয়ড নেই। তাদের প্রত্যেকের ফুলের টব আছে। প্রত্যেকের উপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে। তাও তাদেরি ইচ্ছাক্রমে।

মন্তেসরী শিক্ষা পদ্ধতির মূল নীতি শিশুর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধের প্রতি শ্রদ্ধা

১। শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য : মন্তেসরি শিক্ষা, শিক্ষাব্রতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ পৃ ৯১।

তারা যদি পিক্‌নিক্‌ করতে চায়, খাবার 'মেনু' তারাই ঠিক করবে, সঞ্চালিকা তাদের সাথী হিসাবে থাকবেন। প্রশ্ন করলে সদুত্তর দিবেন—যেখানে তারা দিশাহারা সেখানে পথ দেখাবেন। কিন্তু শিশু নিকেতন পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব তাদের। শিশুর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর মন্তেসরী এত তীক্ষ্ণভাবে সচেতন যে তিনি বিশেষ-ভাবে নিষেধ করেছেন যাতে সঞ্চালিকা কোন মতবাদ দ্বারা, কোন অভিভাবন দ্বারা শিশুদের কোন প্রকারে প্রভাবিত না করেন। এমন কি, কোন শিশুকে গায়ে হাত দিয়ে আদর করাও মন্তেসরীর 'শিশু নিকেতনে' একেবারে নিষিদ্ধ।[১]

শিক্ষক শিশুকে কোন মতবাদ বা ইঙ্গিত দিয়ে প্রভাবিত করবেন না

বাস্তবিক পক্ষে শিশু নিকেতনে সঞ্চালিকার ভূমিকা অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক। যেখানে তিনি যা কিছু শিক্ষা বা উপদেশ দেবেন—তা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত (precise), সহজ (simple) এবং বস্তুনিষ্ঠ (objective) হতে হবে। মন্তেসরীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক—তিনি শিশুদের বা সঞ্চালিকার কোন শক্তির অপচয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাজেই তাঁর শিক্ষানীতিতে ভাবাবেগ ও কল্পনার স্থান নেই। শিশু নিকেতনে রূপ কথার গল্প বলে শিশুর মন ভোলাবার উপায় নেই। শিশুকে গোড়া থেকেই অভ্যস্ত করতে হবে সত্যকে সাদা চোখে দেখতে। ঠিক একই কারণে মন্তেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে নিতান্তই খেলার আনন্দেই খেলার কোন স্থান নেই। মন্তেসরী বিদ্যালয়ে শিশুরা কেবলই 'কাজ' করে। আর কিণ্ডারগার্টেনে তারা কেবলই 'খেলা' করে। অবশ্য মন্তেসরীর সমর্থকেরা বলেন—যেখানে শিশুর সমস্ত কাজই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থেকে উদ্ভূত—তা স্বতঃই আনন্দময় এবং তার সঙ্গে খেলার কোন প্রভেদ নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, মন্তেসরীর শিক্ষায় শিশুদের কোন কাজই 'শুধু অকারণপুলকে' নয়—তা সর্বদাই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাভিমুখী।

শিশু শিক্ষায় শিক্ষিকার ভূমিকা নেপথ্যে

রুশোর মত মন্তেসরীও দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করেন যে শিশু যেখানে স্বাধীন, সেখানে সে স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে,—সেখানেই সে সত্যিকার চরিত্র অর্জন করে। শৃঙ্খলা বোধ (discipline) বাইরের থেকে চাপানো নয়—তা প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তিত্বেরই ফলশ্রুতি—**True discipline is self-discipline.** আর এই প্রকৃত স্বাধীনতার ফলেই আসে জীবন্ত সমাজচেতনা।

স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই শৃঙ্খলা বোধ শিক্ষা

১। এ কথাটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের মন্তেসরী বিভাগের প্রধানা শ্রীমতী অনুভা দাসগুপ্ত এম,এ-র নিকট হতে জানতে পেরেছি।

মৌনাবলম্বন মৌনাবলম্বন শিক্ষাদানও মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এ মৌনাবলম্বন অর্থ শুধু বাক্যের বিরতিই নয়—এর অর্থ সমগ্র ইন্দ্রিয় ও পেশীর শিথিলভাবে ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম (a complete relaxation of the senses and the muscles) মন্তেসরীর মতে প্রত্যহ এ বিরতি ও বিশ্রামে অভ্যস্ত হলে মানুষ বহু রোগ ও অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। তা ছাড়া, তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে এর ব্যাপকতর তাৎপর্য আছে। এ অভ্যাস হলে শিশুরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে শেখে। তারা যে সমস্ত জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে, খেলা করে, কাজ করে তাদের প্রতি তারা সশ্রদ্ধ হয় এবং সমস্ত ভদ্র আচরণ ও আত্মসংযমের এই হচ্ছে ভিত্তি। মন্তেসরী বিশ্বাস করেন না যে শিশুরা সর্বদাই হৈ চৈ পছন্দ করে, নিয়ম শৃংখলা না মেনে চলাই তাদের স্বভাব, বিশৃংখলাই তারা পছন্দ করে। একথা একেবারেই সত্য নয়। শিশুর মধ্যেই আছে শান্তির উৎস এবং নিয়মশৃংখলা, নীরবতা, ও সুন্দর সুশৃংখল পরিবেশেই সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে।

মৌনাবম্বলন মন্তেসরী শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ

ফ্রোএবেল ও মন্তেসরীর মধ্যে অনেক বিষয়েই মিল রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে অমিলও উপেক্ষনীয় নয়। অতি সংক্ষেপে দুই শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা করা যায়:

ফ্রোএবেল্ ও মন্তেসরী শিক্ষার তুলনা

ফ্রোএবেল্ ও মন্তেসরী দুজনেই শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ। দুজনেই একথা বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীনতাই শিশুর সুস্থ বিকাশ ও সুশিক্ষার ভিত্তি। দুজনেই বলেন যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক আগ্রহ ও আনন্দই হবে শিশুশিক্ষার প্রথম সোপান। দুজনেই এ কথার উপর জোর দিয়েছেন যে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে। দুজনেই এ কথা জানেন যে সুন্দর সুস্থ পরিবেশেই সুশিক্ষা সম্ভব। দুজনেই শিশুর বুদ্ধি ও নীতির বিকাশের জন্য প্রকৃতি পরিচয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেন।[১]

প্রভেদের মধ্যে বলা যায়: (১) ফ্রোএবেল উনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত—মন্তেসরীর দৃষ্টিভঙ্গী বিংশ শতাব্দীর অগ্রসর বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত।

প্রভেদ

(২) মন্তেসরী শিশুর স্বাধীনতা ও ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে ফ্রোএবেলের চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছেন।

(৩) কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষিকা কিছুটা দলবদ্ধ ভাবে শিক্ষা দেন এবং শ্রেণী পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষিকার উপর ন্যস্ত। মন্তেসরী বিদ্যালয়ে সঞ্চালিকা নেপথ্যে থেকে শিশুদের কাজ এবং তার বিকাশের গতি লক্ষ্য করেন। নিতান্ত প্রয়োজন হলেই তিনি শিশুকে সাহায্য করেন।

১। Hume: Teaching & Learning in the Infant's School, p. 8.

(৪) শিশুদের দল বেঁধে, সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা কিণ্ডারগার্টেনে। কিন্তু মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিশু বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশে প্রবৃত্ত হয়।

(৫) ফ্রোএবেলেও উপহার ও হাতের কাজ আছে। কিন্তু মন্তেসরী শিক্ষা-উপাদানগুলি সূক্ষ্মতর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই উপকরণগুলি শিশুর বিকাশের স্তরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও বেশী।

(৬) নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেলেরা কিণ্ডারগার্টেনে খেলা বা কাজ করে। কিন্তু মন্তেসরী পদ্ধতিতে কোন 'শ্রেণী বিভাগ' নেই, ঘণ্টার বাঁধনও নেই। শিশু নিজ আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী যতক্ষণ খুশী কোন এক কাজ নিয়ে থাকতে পারে।

(৭) কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর কল্পনা বিস্তারের অবাধ স্বাধীনতা আছে। তাই রূপকথা, ছবি, গল্প গানের বহুল ব্যবহার। মন্তেসরী পদ্ধতিতে অলীক কল্পনার কোন স্থান নেই। এ শিক্ষা বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ।

(৮) খেলা হিসাবেই খেলার দাম কিণ্ডারগার্টেনে। কিন্তু মন্তেসরী নীতিতে খেলার উদ্দেশ্য ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা অথবা সমাজ চেতনার বিকাশ।

(৯) ফ্রোএবেলের প্রবর্তিত খেলনাগুলির পশ্চাতে রয়েছে কিছু রূপক ও ইঙ্গিত—বিশেষ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। মন্তেসরীর উপকরণগুলির উদ্দেশ্য বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষাদান ; সেগুলি অপেক্ষাকৃত সরল এবং স্বয়ং-শিক্ষার উপযোগী। তাতে স্বয়ং-সংশোধনের ব্যবস্থা আছে।

মন্তেসরী প্রণালীর বিস্তার

মন্তেসরী প্রণালী আজ মহাসমাদৃত শিশু শিক্ষাপদ্ধতি। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, হলাণ্ড এবং আরো বহু দেশেই মন্তেসরী শিশু শিক্ষা প্রণালীর বহুল ব্যবহার। তাঁর শিক্ষানীতি প্রসিদ্ধি অর্জন করলে বহু দেশ থেকে শিক্ষাব্রতীরা তাঁর রোমের শিশু নিকেতন পরিদর্শন করে' তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আসতেন। মন্তেসরী দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবিতকালে তার শিক্ষানীতি প্রচারের জন্যে তিনি বহু দেশে ঘুরেছেন। ১৯১৩ সালে তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণে যান এবং ডঃ গ্রাহাম্ বেলের সভাপতিত্বে তিনি মন্তেসরী পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সমিতি (Society) গঠন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি প্রথমবার ইংল্যাণ্ড পরিদর্শন করতে আসেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তখন ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী, **Dr. H. L. Fisher** তাঁকে সরকারী ভাবে সম্বর্ধনা জানান। এর পর, প্রতি দু বৎসর অন্তর, মন্তেসরী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শিক্ষকদের স্বীয় পদ্ধতি শেখবার জন্যে একটি বক্তৃতা দিতেন। অষ্ট্রেলিয়া ও স্পেনের সরকার মন্তেসরী পদ্ধতি শিশু বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তন করেন। ১৯২৩ সালে তিনি হল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি সেখানে খুব জনপ্রিয় হয় এবং হল্যাণ্ড সরকার আইন

মন্তেসরী শিক্ষানীতি প্রচারে মন্তেসরীর উদ্যম

করে মন্তেসরী পদ্ধতিকে বাধ্যতামূলক করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মন্তেসরী কোপেন হাগেনে আন্তর্জাতিক মন্তেসরী সংঘের একটি স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। নব জাগ্রত ইতালীর প্রতিষ্ঠায় মুসোলিনীর দান যেমন অপরিসীম, মন্তেসরীর অবদানও সামান্য ছিল না। মুসোলিনী প্রথমতঃ মন্তেসরী পদ্ধতির একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মন্তেসরীর শিক্ষার উদার অসাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্পৃহা, গণতান্ত্রিক নীতি, জার্মানীতে হিটলার মোটেই সুনজরে দেখেন নি এবং জার্মানীতে মন্তেসরী শিক্ষা সরকারী ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুসোলিনীও মন্তেসরী শিক্ষাকে বিকৃত করে নিজ চিন্তাধারার সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। মন্তেসরী মর্মাহত হয়ে ইতালী পরিত্যাগ করে যান এবং

মন্তেসরীর ইটালী পরিত্যাগ

হল্যাণ্ডেই প্রায় বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে থিওজফিক্যাল্ সোসাইটির আহ্বানে ভারতবর্ষে আসেন এবং মাদ্রাজে মন্তেসরীর শিক্ষার একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে মন্তেসরী পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য শাখা স্থাপিত

ভারতবর্ষে মন্তেসরী শিক্ষা

হয়েছে। এবং ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন শাখায়, আন্তর্জাতিক মন্তেসরী সমিতির তত্ত্বাবধানে, মন্তেসরী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সরকারী ভাবে শিক্ষা ও ডিপ্লোমাদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশুদ্ধ মন্তেসরী প্রণালী একমাত্র সুরেন ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জে অনুসৃত হয়। লেডী অবলা বসু উদ্যোক্তা হয়ে শ্রীযুক্তা নলিনী রাহাকে মন্তেসরী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিদেশে পাঠান। তিনি এ শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরে এসে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় সংলগ্ন মন্তেসরী বিভাগটি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন।

মূল্যায়ণঃ মন্তেসরী পদ্ধতি নিজ সাফল্য দিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মন্তেসরী তাঁর পদ্ধতির যাতে কোন বিকৃতি না ঘটে, সে জন্য এত বেশী সতর্ক ছিলেন যে, তার খুঁটিনাটিতে এতটুকু পরিবর্তনও তিনি অনুমোদন করতেন না। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি তা সে যত সবলই হোক্‌না কেন, শেষ কথা হতে পারে না। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য রুচি ও প্রয়োজন আছে। তা দিয়ে তার শিক্ষারীতি প্রভাবিত হবেই। তাই ইংলণ্ডেও একেবারে 'খাঁটি মন্তেসরী' বিদ্যালয় কম। আমাদের দেশের পক্ষেও এ কথা সত্য। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের মন্তেসরী বিভাগে মন্তেসরী পদ্ধতি দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা সংশোধিত করেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা নলিনী রাহার মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করি। তিনি বলেছেন "অবশ্য অনেকবার তাঁকে (মন্তেসরীকে) বলতে শুনেছি, বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনভেদে তাঁর পদ্ধতি ও উপকরণ অদল বদল করে প্রয়োগ করা হতে পারে। পাছে ভিন্ন ভিন্ন হাতে পড়ে' তার পদ্ধতি বিকৃত হ'য়ে যায়, এজন্যে হয়তো বা ও খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁর এত সতর্কতা ছিল। হয়তো প্রয়োগ বিধির এত বিধিনিষেধের জন্যেই তাঁর প্রণালী

ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করতে পারেনি, একথা যাঁরা হাতে কলমে মন্তেসরী শিক্ষাপ্রণালীর পাঠ পেয়েছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে, মন্তেসরী উপকরণগুলির সবগুলি গ্রহণ না করে, সম্ভবমত কিছুটা ছেড়ে দিয়ে এবং কিছুটা গ্রহণ করলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে কাজ করা সোজা ও সহজ হয়।...মন্তেসরী উপকরণ সম্বন্ধে যেমন এই আংশিক বর্জন-নীতি ফলপ্রসূ হয়, মন্তেসরীর মূলসূত্র ও নীতিসম্বন্ধেও আমার মনে হয় ঐ কথা খাটে।"[১]

মন্তেসরী তাঁর শিশু শিক্ষার মূলনীতি ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্মার্জনা, জড়বুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধিদের পর্যবেক্ষণ করে পেয়েছেন এবং তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি ব্যবহার করে আশ্চর্য সুফল পেয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তার থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের বেলায়ও এ নীতি সম্পূর্ণ সত্য এবং এ পদ্ধতি সমান সফল হবে। এটা খুব ঠিক না হতে পারে। সুস্থ শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ানুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সুস্থ শিশু তার কল্পনা, অনুভূতি ইত্যাদির সাহায্যে জীবনের নানা সম্পর্ক থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে বড় হয়। মন্তেসরী পদ্ধতিতে তাঁর উপকরণগুলিই ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুশীলনের পথ। তাঁর শিক্ষা তাই বড় বেশী কৃত্রিম-উপকরণ নির্ভর, জীবন নির্ভর নয়। ফ্রোএবেল মন্তেসরীর তুলনায় অনেক বেশী সমাজ-সচেতন এবং তাঁর পদ্ধতিতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র বিস্তৃততর। ডিইয়ি ও কিল্‌প্যাট্রিক বিভিন্ন প্রকল্পের (projects) মধ্য দিয়ে যে জীবন্ত প্রত্যক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তা সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর মনের বিকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তা ছাড়া, আধুনিক জটিল সমাজজীবনে বেড়ে উঠছে যে শিশুরা, তাদের সমস্ত স্বাভাবিক কৌতূহল মন্তেসরীর শিক্ষা উপকরণগুলি মেটাতে সক্ষম নয়। এর ফলে দেখা যায় শিশুরা উপাদানগুলি নাড়াচাড়া করে' যখন তাদের কৌতূহল নিঃশেষিত হয়, তখন এই উপাদানগুলিকে আশ্রয় করে' কল্পনার খেলা খেলতে থাকে। অথচ এটা মন্তেসরী নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।[২]

১। শ্রীনলিনী রাহা : মন্তেসরি শিক্ষার ছায়ায়—সেদেশে ও এদেশে।

২। Experiments with the Montessori apparatus soon led most teachers to the conclusion that the "didactic material" alone was not sufficient to satisfy the needs of young active-minded children. Most children seemed to pass very rapidly through the particular exercises for which a certain piece of apparatus was designed and then tended to resort to imaginative play with the material. This was strictly against Montessori's principles. Except for a few isolated pieces of material, the didactic apparatus has lately fallen into disuse in the Infants' School, and, at the present time, there appears to be hardly a single elementary school class, which might be called in all respects a "Montessori" class.

Hume ; Teaching in the Infants' School pp. 11-12.

মন্তেসরী শিক্ষানীতিতে কল্পনা এবং শুধুমাত্র খেলার জন্য খেলার কোন স্থান নেই। এটার বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেক শিক্ষাবিদই করেন। তাঁরা মনে করেন, রূপকথাকে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দিলে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দের অনেকখানি থেকেই তাকে বঞ্চিত করা হয় এবং রূপকথা, লোকসাহিত্য, আজগুবী ছড়া, তার জীবনের একটা মস্ত প্রয়োজন মেটায় এবং এগুলির মধ্য দিয়ে শিশু তার জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। আর খেলার জন্যে খেলাতেই তো শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ। কিন্তু মন্তেসরী নীতিতে সব কাজই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক তথ্যগ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

পৃথক পৃথক করে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন মন্তেসরী শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্ বলেন যে মন একটি অখণ্ড জীবন্ত ক্রিয়া, তাকে এমন খণ্ড খণ্ড করে, পৃথক করে শিক্ষা দেওয়া বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব নয়। মন্তেসরীর শিক্ষা-নীতিতে যেন প্রাচীন 'ফ্যাকাল্টি সাইকোলজীর' প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং কোন একটি ইন্দ্রিয় বা বৃত্তিকে পরিশীলন করলে তার সুফল অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে যাবে, এই প্রাচীন মতবাদের (**Transfer of Training**) প্রভাব থেকে মন্তেসরী মুক্ত নন, এমন অভিযোগ শোনা যায়। শিক্ষা উপকরণের প্রভুত্ব মন্তেসরী শিক্ষায় এত বেশী যে, শিশুর প্রকৃত আত্ম-উন্মোচনের সুযোগ বড় কম। আর মন্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধের দৃঢ় সূত্র নেই। সমস্ত শিক্ষার পিছে ঐক্যের একমাত্র বন্ধন হচ্ছে শিক্ষার কৃত্রিম উপকরণগুলি। বাস্তবিক পক্ষে শিশুর প্রকৃত স্বাধীনতা এখানে নেই। আবার কারো কারো মতে, মন্তেসরী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিকারও কোন স্বাধীনতা নেই। তিনি শুধুই লক্ষ্য করবেন শিশুরা শিক্ষা উপকরণগুলি ঠিক ঠিক ব্যবহার করে বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী গড়ে উঠছে কিনা। তাঁর ভূমিকা প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের।[১] সর্বশেষ কথা মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়

১। Auto-education becomes a sort of mechanical manipulation of formal apparatus. There are many situations in life itself from which the child can get self-education; the didactic apparatus does not provide the child with practical life situations. Montessori's ideas of sense training, it appears to a great extent, is based on the old theory of "formal training of the senses". She advocates the training of the sensory powers for their own sake. This is a survival of the faculty psychology. A child of three or four is mentally very active. His imagination and curiosity compel him to ask strange questions, he wants to hear stories and to do many things. He is not merely absorbed in sense-stimuli. Hence mere sense-training is not at all sufficient for the child. The didactive apparatus offers very little scope for the child to express himself. There is very little correlation of different subjects in her method of teaching. The teacher has no freedom. She must work strictly according to Montessori's apparatus.

সাধ্য। মন্তেসরীর শিক্ষা-উপাদানগুলি ক্রয় করা ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের বহু বিদ্যালয়ের পক্ষেই অসম্ভব।

এ সমস্ত সমালোচনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু যে কোন পরিদর্শক মন্তেসরী বিদ্যালয়ে গিয়ে সব চেয়ে চমৎকৃত হন, সেখানের আনন্দময় আবহাওয়া লক্ষ্য করে। শিশুরা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই দলে দলে বা একা একা নিবিড় মনোনিবেশের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সেখানে বাইরের কোন তাড়না নেই, শাসন নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথায়ও বিশৃংখলা নেই। শিশুদের মুখে হাসি লেগে আছে, কিন্তু হৈ-হুল্লোড় নেই, সেখানে সব শিশুর চলাফেরা ছন্দায়িত, নিঃশব্দ, নিঃসঙ্কোচ। সব মুখে কৌতুহল ও বুদ্ধির দীপ্তি; কোথায়ও আলস্য নেই এবং অন্যের কাজ নষ্ট করা বা তাতে বাধা দেবার কোন দুর্বুদ্ধি নেই। তারা যে কাজ করে, নিপুণ ভাবে করে; বড়রা ছোটদের সাহায্য করতে স্বেচ্ছায়ই এগিয়ে আসে; সর্বত্রই একটি শোভন রুচিকর সামাজিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ সুফল যে শিক্ষাপদ্ধতিতে পাওয়া যায়, তাকে অপ্রশংসা করা কিছুতেই চলে না।

Questions

1. What are the fundamental principles of Forebel's Kindergarten ? Which of these principles is the most important, In your opinion ? Give reasons for your answer.

2. Give a description of Froebel's 'gifts' and 'occupations'. What is their importance ?

3. Give the fundamental ideas behind Montessori's educational system. Give a critical estimate.

4. Attempt a critical comparative estimate of Froebel's and Montessari's ideas and practices.

5. What in your opinion, are the most important ideas in Montessori's system of education ? Is Montessori's method entirely suitable to the needs of our infants' schools ? Discuss.

———

বিংশ অধ্যায়

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষা আদর্শ।

ভারতের শিশুশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা অপরিহার্য।

প্রখ্যাত বিদেশী শিক্ষাবিদ্ ফিগুলের মতে আধুনিক জগতে দুজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ—একজন আমেরিকার জন ডিউই, আর একজন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, আমাদের বর্তমান যুগে দুইজন বিখ্যাত মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে জন ডিউই এবং প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা দুজনেই তাঁদের প্রজ্ঞার দ্বারা কেবলমাত্র সর্বসাধারণের চিত্তভূমিকেই উদ্ভাসিত করেননি। তাঁরা দুজনেই তাঁদের মনীষা শিশুকল্যাণের ক্ষেত্রেও নিয়োগ করেছেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট, আবার কতগুলি বিষয়ে তাঁদের মৌলিক মিলও রয়েছে। শিশুর সম্বন্ধে দুইয়েরই রয়েছে অসীম ভালবাসা, আর শিশুর জীবন ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা। ডিউই এ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে, আর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তাঁর স্বজ্ঞা (iutuition) থেকে। দুজনেই জেনেছেন যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং সমাজ জীবনের উন্নতি সাধনই সমস্ত শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য। উভয়ের কাছেই জীবনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।? তাঁরা দুজনেই মনে করেন সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে মানুষের আচরণের সংস্কার সাধনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়।"[১] উভয়েই বর্তমান সভ্যতার বিলাস ও চাকচিক্যের বিরোধী এবং উভয়েই কঠোর ভাবে সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নক্ষত্র, আকাশ, সবুজমাঠ, উন্মুক্ত প্রান্তর, প্রার্থনা, সঙ্গীত. উপনিষদের পবিত্র 'আদর্শবাদ'—এক কথায়, তপোবনের পরিবেশকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন যার মূল আদর্শ হ'ল শান্তি। আর ডিউই চেয়েছেন শিশুর শিক্ষাকে আমেরিকার কর্মচঞ্চল, পার্থিব উন্নতির পোষক হিসাবে, উদ্দেশ্যমূলক পরিবেশের মধ্যে,—যার মূলমন্ত্র হ ল প্রগতি ও উন্নতি। বিদেশী পণ্ডিতের ব্যাখ্যা ছেড়ে এবার রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখেই তার প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের ইতিহাস এবং কেন তিনি শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অভিনবপরীক্ষায় রত হলেন, কি ছিল তাঁর শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা, তা শোনা যাক। অবশ্যই মানতে হবে যে কতগুলি বাঁধাধরা ধারণা নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেননি এবং তাঁর ধারণাগুলি ধীরে ধীরেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি কিন্তু

১। ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন।

নার্সারীস্কুল খুলবার চিন্তা নিয়ে তাঁর শিলাইদহে পরীক্ষা শুরু করেননি। তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে কি করে প্রচলিত শিক্ষার নাগপাশে না বেঁধে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই চিন্তাই ছিল তাঁর শিক্ষা পরীক্ষার গোড়াতে, যদিও তার বহু পূর্বেই দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিস্তর চিন্তা করেছেন। তিনি আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধে লিখেছেন, "রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয় বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে অসম্ভব।" আর এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, আমি বাল্যকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করতো যে, বড়ো হয়েও সে অন্যায় আমি ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশু-চিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে।...আমরা যাদের শিশু প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে, আর মাষ্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টারেরা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।"

অন্য আর এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: বাঁধাধরা কর্মসূচীর সেই আবহমণ্ডলে শিশু মনের পক্ষে কোন কিছু গ্রহণ করা কষ্টকর। শিক্ষকেরাও ছিলেন দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো। একঘেয়ে পন্থায় রোজ রোজ একই জিনিস আউড়ে যেতেন। এমন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শিখতে আমার বিদ্রোহী মন রাজী হত না। এমন কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন যাদের মনে সহানুভূতির লেশ মাত্রও ছিল না। কিশোর বালকের স্পর্শকাতর মনকে তাঁরা বুঝতে চাইতেন না। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে তাঁরা শাস্তি দিতেন শিক্ষার্থীদের। অপরের অক্ষমতার জন্য এই ভাবে সাজা পাওয়ার দুর্ভোগ আমায় ভুগতে হয়েছিল।

আমার সাহিত্যিক জীবনের নিরালা কোণ থেকে বাইরে বার হয়ে আসার আহ্বান কেমন করে এল; কী করে আমি দেশের দশ জনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম, তাদের জীবনের অংশভাগী হলাম কিসের টানে—সে সব কথা আমার পক্ষে বলা আদৌ সহজ নয়।

আমাদের শিশু ও কিশোরদের জন্য একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার দায় গ্রহণ করবার মতো সাহস যে আমি কোথায় পেলাম, সে কথাও আমার নিজের কাছে একটা বিস্ময়ের মতো। এই ক্ষেত্রে আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস ছিল। আমি এই কথা জানতাম শিশু ও কিশোরদের প্রতি আমার একটা প্রগাঢ় মমতা ও সহানুভূতি আছে। তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমার যথেষ্ট

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। আমার মনে বিশ্বাস ছিল সাধারণ শিক্ষকদের চেয়ে ঢের ভালোভাবে শিশু ও কিশোরদের আমি শিক্ষা দিতে পারব।"

কেন তিনি সহর জীবনের কোলাহল থেকে বহু দূরে অবস্থিত এই শান্তি নিকেতনকে তাঁর শিক্ষা পর কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিলেন? "আমার নিজের শৈশব ও কৈশোর কাল কেটেছে ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতায়। তা সত্ত্বেও ঐ ইট-পাথরের কারাগার থেকে, বিমাতা কলিকাতার নাগালের মধ্য থেকে বার হয়ে পড়ার জন্যে আমার মন সব সময় ছটফট করত। আমি জানি প্রকৃতির আশীর্বাদ পাবার জন্যে, প্রকৃতি মাতার স্পর্শ লাভ করার জন্যে, মন লালায়িত হয়। তাই আমি বেছে নিলাম এসব একটি জায়গা, যেখানে যতদূর দৃষ্টি যায় দিগন্ত পর্যন্ত আকাশখানা অবাধ অবারিত। এই মুক্ত পরিবেশে মন স্বাধীন ও নির্ভীক হতে পারে, নিজস্ব স্বপ্ন দেখতে পারে। সেখানে সকল ঋতুতে প্রকৃতির সকল রঙ, সকল শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ, সকল রূপ ও রস মানুষের মনের আবাসে এসে স্থান করে নেবার পথে কোনো বাধা, কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতের তপোবনের আদর্শে গভীর ভাবে বিশ্বাসী। তাই তিনি মনে করেছেন যে ভারতীয় শিশুদের আদর্শ শিক্ষা অবশ্যই নগরের কোলাহল এবং পরিবারের নানা প্রকার রোষ-দ্বেষ, অন্যায় পক্ষপাত, বিরোধ-নিন্দা, গ্লানি, কু-অভ্যাস ও কুসংস্কারের মালিন্য মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি চেয়েছেন শিশুদের শান্তি নিকেতনের নির্মল ও উদার পরিবেশে মুক্তি দিতে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শিশুর মনের এই স্বাভাবিক সানন্দ ও গভীর যোগ সাধনকে তিনি 'ভূমার আলিঙ্গন' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন শহর ভারতের সভ্যতার মূল উৎস নয়—তার মূল কেন্দ্র আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথ "অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগর বাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়", এ মতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, "শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরী হইয়াছে, তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়।" তিনি অবশ্য একথা মানেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে সত্য যে "এটা শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যাপ্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে—নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি সম্পদে পূর্ণ করে তুলেছে।"

কিন্তু ভারতবর্ষের সভ্যতা তো ভিন্ন প্রকৃতির। চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ ও চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে।[১]

তাই শান্তি নিকেতন বিদ্যালয় প্রাকৃতিক সুন্দর উদার পরিবেশে তিনি স্থাপন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামলপ্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের স্পর্শ করতে পারে।

১। রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষা পৃঃ ৫৪

কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে। বিশ্বের চারদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো ও সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করবার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হয়ে থাকে···এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তি নিকেতনের গাছপালা-পাখীই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে।" 'তপোবন' প্রবন্ধে, তাঁর শিশু বিদ্যালয় 'তপোবনে'র আদর্শে-ই কেন তিনি গঠন করতে চান, তা তিনি খুব স্পষ্ট করেই লিখেছেন। "তপোবনে গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে, ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে, আবার মানুষের সঙ্গে মানুষকেও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়, প্রয়োজনের সংযোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ।" "এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে, সকলের মধ্যে বোধের দ্বারা অনুভব করাই ভারতবর্ষের সাধনা।" পরবর্তীকালে তিনি আর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তপোবনে শিক্ষার আদর্শের মধ্যে "যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে, তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের আদর্শ আমাদের অগম্য হওয়া উচিত নয়।"

তিনি স্নেহ, আনন্দ, ও স্বাধীনতাকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন। তাঁর প্রথম যুগের শিক্ষা-উদ্যমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায় ইত্যাদি পূতচরিত্র, বিলাস-বিমুখ, প্রকৃত জ্ঞানী ও দরদী কয়েকজন শিক্ষককে তিনি তাঁর কাজের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে তিনি পাননি। এই শিক্ষকদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, যে "তাঁরা কেউ অর্থের লালসায় আসেন নি,—এসেছিলেন আদর্শের আকর্ষণে। ঐশ্বর্য তাঁদের ছিল না বেশে বাসে,—ঐশ্বর্য ছিল ছাত্রদের প্রতি স্নেহের প্রাচুর্যে আর জ্ঞানের সঞ্চয়ে।" থাকতেন তাঁরা কুটিরে। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ছিলেন এই আশ্রমের কেন্দ্র—শিক্ষকদের মধ্যে একজন। পাঁচ ছয়টি ছেলে জুটেছিল—তারা সবাই মিলে ছিলেন এক ঘনিষ্ঠ পরিবার। তিনি লিখেছেন "আমি পাঁচ ছয়টি ছেলে নিয়ে জামতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তাই করেছি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে, ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি, হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করেছি।" তিনি ছাত্রদের পুঁথিপত্রের মধ্যে দিয়ে, শাসনের ভীতি দিয়ে আবদ্ধ করে রাখেন নি। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়েছেন। বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের জন্য তাড়া দেন নি। তাদের চারপাশের প্রকৃতির প্রতি তাদের কৌতুহলী করে তুলেছেন, তাদের প্রশ্ন করতে সাহস দিয়েছেন; নানা পরীক্ষা ও কর্ম উদ্যমে উৎসাহ দিয়েছেন। আশ্রমের প্রার্থনান্তিক এক উপদেশে বলেছেন "ছেলেদের জন্যে নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি। একত্র হয়ে,

তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্যে নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায়, এ জন্যে তাদের চিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি, তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি।...তাদের আপন অন্তরের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। কোন নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয় এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। "কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, বুদ্ধির চর্চা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান নানা বিষয়ে পঠন পাঠন এবং তাকে অবলম্বন করে আলোচনা। এখানেও উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, তাদের জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে উদ্দেশ্যমুখী করা। স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ছাত্রদের শুধু প্রশ্ন করার নয়—গঠন করবার দায়িত্ব নেবার। বাগান করা, নিজেদের বাসস্থান আর আহার প্রস্তুত ও পরিবেশন করা, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা, প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করবার দায়ও ছেলেদের উপর তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু স্নেহ, শুধু স্বাধীনতাই নয়, ছিল কৃচ্ছ্রসাধনের শিক্ষা, সরল ও শুচি জীবনের তপশ্চর্যার শিক্ষা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার শিক্ষা, সামাজিক ও ভদ্র আচরণের শিক্ষা।

শুধু তাই নয়। তাঁর এই শিক্ষায় জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে তিনি অবহেলা তো করেনই নি—বরঞ্চ সেই শিক্ষাকে আশ্রমের শিক্ষার ভিত্তি বলে তিনি ছাত্রদের মনে মুদ্রিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের 'নরম' করে গড়ে তুলতে চাননি। ১৩২৯ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং, তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে। আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে। প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম, জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পরেই মানুষের সুখ।...শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময় প্রথমেই আমার এ কথা মনে হ'ল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে রক্ষা করতে হবে।"

তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি ব্রহ্মচর্য এবং শুচিতার উপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি তিনি জোর দিয়েছেন ছাত্র-শিক্ষকের পরস্পর সশ্রদ্ধ ও সস্নেহ সম্বন্ধের উপরে। আশ্রমের শিক্ষা প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে, কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান্ ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তার আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান্ উপাদান। কিন্তু ছাত্রেরা বিনা প্রশ্নে গুরুকে শ্রদ্ধা করবে, মান্য করবে, ভয় করে দূরে থাকবে, তিনি এমনটি

চাননি। গুরু শিক্ষকের সম্বন্ধ পবিত্রতম, মানবিক সম্বন্ধ। গুরুকে সময় বিশেষে কঠোরও হতে হবে কিন্তু সে কঠোরতার মধ্যেও থাকবে ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম দরদ। এটা সম্ভব হবে তখনই, যখন গুরু ছাত্রদের ব্যক্তিত্বকেও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন। তাই শান্তিনিকেতন আশ্রমে গুরুর দায়িত্বও সমধিক। তিনি একটি চিঠিতে একজন সহকর্মীকে আশ্রমের আদর্শ ও পরিচালনা সম্পর্কে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে এ কথাগুলিও ছিল, "আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণ বীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন, তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকট আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অপ্রসন্নতা, ছাত্র ও ভৃত্যের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোট-খাটো অভ্যাস দোষ, এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে, ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি বিদ্যার দান ও গ্রহণকে একটি স্বার্থের সম্পর্ক হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন পারমার্থিক সম্পর্ক হিসাবে। তাই তাঁর শিক্ষায় সচেতনভাবে ধর্মবোধ জাগ্রত করবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের তাই তিনি আহ্বান করেছেন শিক্ষারূপ ব্রত গ্রহণ ও পালনের জন্য, একনিষ্ঠ ভাবে উদ্যোগী হ'তে। "আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়-মনোবাক্যে দূরে রাখবে......আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার কিছু নেই।...আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা কিছু অপবিত্র, কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ কর, তা সর্বপ্রথমে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে, শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হতে থাকবে।...আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত...তিনি তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।"

যদিও রবীন্দ্রনাথের ধর্মের আদর্শ স্পষ্টতই হিন্দু উপনিষদের আদর্শ, তথাপি তিনি অবশ্যই এই ধর্ম বিশ্বাসগুলিকে উদার, অসাম্প্রদায়িক, শ্রেষ্ঠ মানব ধর্মের আদর্শ বলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালে এ আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে পরিবর্তিত হয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমেই পরিবর্তিত হয় এবং এই আশ্রমের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্রতানুষ্ঠানগুলিও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়। এতে করে রবীন্দ্রনাথের মূল আদর্শ নিঃসন্দেহেই পরিবর্তিত হয়েছে এবং এ বিদ্যালয় তার পূর্ব বৈশিষ্ট্য আধুনিক

তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্যে নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায়, এ জন্যে তাদের চিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি, তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি।...তাদের আপন অন্তরের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। কোন নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয় এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। "কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, বুদ্ধির চর্চা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান নানা বিষয়ে পঠন পাঠন এবং তাকে অবলম্বন করে আলোচনা। এখানেও উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, তাদের জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে উদ্দেশ্যমুখী করা। স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ছাত্রদের শুধু প্রশ্ন করার নয়—গঠন করবার দায়িত্ব নেবার। বাগান করা, নিজেদের বাসস্থান আর আহার প্রস্তুত ও পরিবেশন করা, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা, প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করবার দায়ও ছেলেদের উপর তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু স্নেহ, শুধু স্বাধীনতাই নয়, ছিল কৃচ্ছ্রসাধনের শিক্ষা, সরল ও শুচি জীবনের তপশ্চর্যার শিক্ষা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার শিক্ষা, সামাজিক ও ভদ্র আচরণের শিক্ষা।

শুধু তাই নয়। তাঁর এই শিক্ষায় জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে তিনি অবহেলা তো করেনই নি—বরঞ্চ সেই শিক্ষাকে আশ্রমের শিক্ষার ভিত্তি বলে তিনি ছাত্রদের মনে মুদ্রিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের 'নরম' করে গড়ে তুলতে চাননি। ১৩২৯ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং, তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে। আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে। প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম, জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পরেই মানুষের সুখ।...শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময় প্রথমেই আমার এ কথা মনে হ'ল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে রক্ষা করতে হবে।"

তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি ব্রহ্মচর্য এবং শুচিতার উপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি তিনি জোর দিয়েছেন ছাত্র-শিক্ষকের পরস্পর সশ্রদ্ধ ও সস্নেহ সম্বন্ধের উপরে। আশ্রমের শিক্ষা প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ! নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে, কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান্ ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তার আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান্ উপাদান। কিন্তু ছাত্রেরা বিনা প্রশ্নে গুরুকে শ্রদ্ধা করবে, মান্য করবে, ভয় করে দূরে থাকবে, তিনি এমনটি

চাননি। গুরু শিক্ষকের সম্বন্ধ পবিত্রতম, মানবিক সম্বন্ধ। গুরুকে সময় বিশেষে কঠোরও হতে হবে কিন্তু সে কঠোরতার মধ্যেও থাকবে ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম দরদ। এটা সম্ভব হবে তখনই, যখন গুরু ছাত্রদের ব্যক্তিত্বকেও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন। তাই শান্তিনিকেতন আশ্রমে গুরুর দায়িত্বও সমধিক। তিনি একটি চিঠিতে একজন সহকর্মীকে আশ্রমের আদর্শ ও পরিচালনা সম্পর্কে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে এ কথাগুলিও ছিল, "আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণ বীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন, তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকট আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অপ্রসন্নতা, ছাত্র ও ভৃত্যের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোট-খাটো অভ্যাস দোষ, এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে, ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিস্ফল হইবে এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি বিদ্যার দান ও গ্রহণকে একটি স্বার্থের সম্পর্ক হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন পারমার্থিক সম্পর্ক হিসাবে। তাই তাঁর শিক্ষায় সচেতনভাবে ধর্মবোধ জাগ্রত করবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের তাই তিনি আহ্বান করেছেন শিক্ষারূপ ব্রত গ্রহণ ও পালনের জন্য, একনিষ্ঠ ভাবে উদ্যোগী হতে। "আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়-মনোবাক্যে দূরে রাখবে……আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার কিছু নেই।…আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা কিছু অপবিত্র, কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ কর, তা সর্বপ্রথমে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে, শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হতে থাকবে।…আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য।…এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত…তিনি তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।"

যদিও রবীন্দ্রনাথের ধর্মের আদর্শ স্পষ্টতই হিন্দু উপনিষদের আদর্শ, তথাপি তিনি অবশ্যই এই ধর্ম বিশ্বাসগুলিকে উদার, অসাম্প্রদায়িক, শ্রেষ্ঠ মানব ধর্মের আদর্শ বলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালে এ আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে পরিবর্তিত হয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমেই পরিবর্তিত হয় এবং এই আশ্রমের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্রতানুষ্ঠানগুলিও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়। এতে করে রবীন্দ্রনাথের মূল আদর্শ নিঃসন্দেহেই পরিবর্তিত হয়েছে এবং এ বিদ্যালয় তার পূর্ব বৈশিষ্ট্য আধুনিক

প্রয়োজনের চাপে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এতে করে বর্তমান কর্তৃপক্ষ সমাজের বর্তমান বাস্তব অবস্থাকেই মেনে নিয়েছেন এবং এ কথাটিও মেনে নিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় আদর্শবাদী দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ এ যুগে অচল। ফ্রোএবেলের বেলায়ও এটা ঘটেছে। আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলি ফ্রোএবেলের নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাতত্ত্ব হিসাবেই নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু-শিক্ষাতত্ত্বকেও ঠিক সেই আধুনিক সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী মিটাতে হবে। তা হ'লেই তার মধ্যে যা সত্য তা টি'কে থাকবে।

বর্তমানে শান্তিনিকেতনের শিশুবিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালী" এখনও মোটামুটিভাবে অনুসৃত হয়। তার থেকেই কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণপ্রকৃতির ও মনঃপ্রকৃতির বিচিত্র লীলার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিতে পারে।

২। প্রথম দরকার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানকার শিশুদের আন্তরিক যোগসাধন। লোকালয়ের কৃত্রিম জীবন যাত্রায় এই যোগ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়।

৩। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা। কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে, কানের কাছে, হাতের কাছে, আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাতে করে শুধু একটা দেশ জোড়া চিত্তদৈন্য ঘটছে তা নয়, দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে···নিজের পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে, তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন, এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ-কান-খোলা মানুষ পাওয়া।

৪। শিক্ষার যেমন জানার দিক আছে তেমনি আবার কাজের দিকও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপক্ষীকে সেবা করাও একটা বড়ো সাধনা।

৫। প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হ'ল। তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙ্গার ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক্ পরিচয় যাতে ছেলেরা পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক।

আশ্রমে ব্রতীবালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্তী পাড়ায় ব্রতীসম্প্রদায় স্থাপন করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারদিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো করে চালাতে হবে। ···আশ্রমের মধ্যে যেখানে কোন জঙ্গল বা গর্ত ডোবা আছে, যেখানেই চলাচলের রাস্তা ভেঙ্গেচুরে গেছে, যেখানেই কোথাও জল জমে মশার ও ময়লা জমে মাছির উৎপত্তির কারণ হয়েছে সেখানেই সংস্কার কার্যে ব্রতীরা যেন

মনোযোগ করে। ছেলেদের শোবার ঘরের মেঝে ও তাদের বিছানাপত্র মাঝে মাঝে কার্বলিক প্রভৃতি নৈরাময়িক পদার্থ দ্বারা বিশেষ বিশেষ দিনে ধুইয়ে দেওয়াও তাদের কাজ।

৬। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই। গুরুপল্লীর সঙ্গে ছাত্রনিবাসের স্নেহ সেবার সম্বন্ধ নানা উপায়ে নানা উপলক্ষ্যে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

৭। আর একটি গুরুতর শিক্ষার বিষয় আছে, সেটি হচ্ছে লোকব্যবহার। মানুষ সামাজিক জীব। এই জন্যে যেমন তার সামাজিক নীতি আছে, তেমনি সামাজিক রীতিও আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর ও সুসহ হয়।

...আজকাল শিক্ষাঘটিত ও অর্থঘটিত পরিবর্তনে গ্রাম্য জীবনের সংস্থাগুলি অনেক নষ্ট এবং অনেক শিথিল হয়ে গেছে। সুতরাং সে সমাজের রীতিও নেই। আর সাধারণ ভাবে পৃথিবীর দূর নিকট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের কী রকম ব্যবহার করা শোভন, তার কোন রীতি আমাদের অভ্যস্ত হয়নি। এমনিতরো রীতিরিক্ততার মতো কুশ্রী আর কিছুতেই হতে পারে না। নিজের ব্যবহারের এই রকম রূঢ়তা যে আমাদের নিজের পক্ষেই অপমানজনক তাও আমরা বুঝতে পারি না। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

যদিও শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়, একেবারে ছোট শিশুদের জন্য কল্পিত নয়, এবং প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের শিক্ষাই আমাদের বিবেচ্য, তথাপি গান্ধীজীর নঈ তালিমের মত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাও খাঁটি স্বদেশী শিক্ষা এবং দুই মনীষীর পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ নীতি গ্রহণে এবং পদ্ধতি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

সম্প্রতি (প্রায় দশ বৎসর পূর্বে) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে আনন্দ পাঠশালা নামে একটি সুপরিচালিত প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে।

———

Quest ons

1. Indicate Rabindranath's fundamental ideas on child education. Is the ideal of the 'tapovan' feasible in the present circumstances ? Discuss.

2. Trace the development of the Santiniketan Bralmacharyyasram. What seems to you, the most important aspect in Rabindranath's educational experiment ?

3. Give a comparative estimate of Rousseau's and Rabindranath's educational ideas.

একবিংশ অধ্যায়

গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ বা নঈতালিম

গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শ ঃ গান্ধীজী আমাদের দরিদ্র ও গ্রাম-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষের সমগ্র শিশুদের উপযোগী সুলভ এবং সত্যিকারের মানুষ তৈরী করতে পারে এমন শিক্ষার কথা বহু বৎসর যাবৎ চিন্তা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষা সবদিক দিয়েই ব্যর্থ হয়েছে। তা যে আমাদের ইংরেজের গোলামীর জন্যেই তৈরী করে', আমাদের জাতীয় মর্যাদা-বোধই ধ্বংস করছে তা নয়, তা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও, এ শিক্ষা যারা গ্রহণ করছে, তাদের সাহায্য করছে না এবং তা ভারতীয় সমাজ জীবনের মূল প্রয়োজনগুলি মেটাতেও সক্ষম হচ্ছে না। এ শিক্ষা দ্বারা একটা কৃত্রিম জাতিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং শোষণ ও অবিচার-ভিত্তিক ধনিকতন্ত্রেরই পোষকতা করা হচ্ছে।

১৯৩৬ সালে নির্বাচনের পর কংগ্রেস যখন কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং শিক্ষার দায়িত্ব হাতে নিলেন, তখনই একটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ১৯৩৭ সালে হরিপুরা কংগ্রেস গান্ধীজীর উপদেশ অনুযায়ী ডঃ জাকির হুসেন ও শ্রীআর্যনায়কম্‌কে একটি বোর্ড গঠন ক'রে এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত শিক্ষাবিধি প্রণয়ন করবার ভার দেন। এই বোর্ড দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করে। গান্ধীজীর শিক্ষা চিন্তাকে ভিত্তি করে এই জাকির হুসেন কমিটি যে মূল্যবান শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া গান্ধীজীর কাছে দাখিল করেন এবং যা গান্ধীজী সমর্থন করেন, তাই বুনিয়াদী শিক্ষার মূল দলিল। গান্ধীজী এই রিপোর্টের মুখ-বন্ধে লেখেন যে "এ পরিকল্পনার সঠিক নামকরণ হওয়া উচিত, 'গ্রাম্য হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রাম্য জাতীয় শিক্ষা'—যদিও এ নামকরণ তাদৃশ আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে না।" এই পরিকল্পনার প্রথমেই বর্তমান ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি এবং এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির মূলনীতি আলোচিত হয়েছে। তার্তে বলা হয়েছে "অতীতে এই (ইংরাজী) শিক্ষা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন ও আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং তার শক্তি ও গতি কল্যাণাভিমুখী করতেও চেষ্টা করেনি। (ভারতীয় জীবনের) বাস্তব প্রয়োজন ও আগ্রহ মেটাতে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং এর পশ্চাতে কোন প্রাণপ্রদ ও গঠনাত্মক আদর্শও বর্তমান নেই। এ শিক্ষায় ব্যক্তি, সমাজের সজীব সহযোগী ও উৎপাদনক্ষম অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠে না। এ শিক্ষার ফলে ব্যক্তি, আত্মনির্ভর, নিপুণ ও সমাজ জীবনে অভ্যস্ত কর্মী হিসাবে গঠিত হয় না। কিন্তু এই নয়া শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানের প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক শোষণ ও হিংসাত্মক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সাগ্রহ সহযোগিতা-ভিত্তিক

সুষ্ঠ সুখী সমাজজীবনের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ। আমাদের নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা শিখবে হিংসার উপর অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব।"

"গান্ধীজী ভারতীয় প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ এমন শিক্ষা ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন, যা স্বল্পকালের মধ্যে দেশের আপামর সাধারণের প্রাথমিক সমস্যার সমস্যা কার্যকর ভাবে সমাধান করতে সক্ষম।"

এ শিক্ষার তিনটি স্তর— নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা—সাত থেকে এগারো অর্থাৎ চার বৎসর এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা এগারো (১১+) থেকে চৌদ্দ বৎসর অর্থাৎ তিন বৎসর—অর্থাৎ সর্বমোট আট বৎসর। এ স্তরগুলি আমাদের আলোচনার বাস্তবিক অন্তর্ভুক্ত নয়। পরে সাত বৎসরের নীচে শিশুদের জন্যও পৃথক এক স্তরের শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়।

সম্প্রতি প্রাক্-বুনিয়াদী অর্থাৎ চার বৎসরের পূর্বের শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে একটা অখণ্ড ও গান্ধী আদর্শের বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত শিক্ষা-প্রচেষ্টা বলেই গ্রহণ করতে হবে, তাই বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে এ আলোচনা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

৭ থেকে ১৪ এই আট বছরের, বিনামূল্যে ও আবশ্যিক শিক্ষার দ্বারা দেশের সমস্ত শিশুকে কুশলী, বুদ্ধিমান, সমাজের উৎপাদনের অংশীদার, প্রকৃত 'মানুষ' তৈরী করাই এই সামগ্রিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বুদ্ধি ও বিদ্যা-শিক্ষার দিক দিয়ে এ ব্যবস্থার দ্বারা বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যালের সমান স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, এটা দাবী করা হচ্ছে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "গান্ধীজী কর্তৃক পরিকল্পিত ও ব্যাখ্যাত এই শিক্ষা হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী, এবং তার চেয়েও বেশী—জীবনের মধ্য দিয়েই শিক্ষা। এই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হবে, শোষণ ও হিংসাভিত্তিক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে অহিংসা, ও সহযোগিতা-ভিত্তিক এক নূতন সুখী সমাজ গঠন। এই জন্যই এই বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে আছে এমন সব উৎপাদনাত্মক এবং সমাজের উপযোগী ক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত ছেলেমেয়ে শিক্ষাগ্রহণ করবে এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের।

কাজেই একটি কেন্দ্রীয় মৌল কর্মই হবে (basic craft) এ শিক্ষার ভিত্তি। এ শিল্প কর্মের সামাজিক উপযোগ (so cial utility) থাকতে হবে। তা জীবনের মৌল প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে (যেমন কৃষি, চরখা ইত্যাদি)। এ কেন্দ্রীয় শিল্প-কর্মটি এমন হতে হবে, যাতে এর উপর ভিত্তি করে বা এর সঙ্গে যুক্ত করে, নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বুঝবে যে তাদের শিক্ষা একটা বিলাস মাত্র নয়, তা সমাজের উৎপাদনাত্মক ক্রিয়ার অঙ্গ এবং তারা সেই উৎপাদন ক্রিয়ার অংশীদার। এতে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা জন্মাবে। শিক্ষার্থীরা যা উৎপাদন করবে, তা বিক্রী করে, যে আয় হবে, তা দিয়ে শিক্ষার ব্যয় আংশিকভাবে পূরণ হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, কুশলী কারিগর সৃষ্টিই নয়। যদিও এটা এ শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য বটে। সম্পূর্ণ এবং সুসঙ্গস ব্যক্তিত্ব গঠনই সমস্ত শিক্ষার মত বুনিয়াদী শিক্ষারও শেষ উদ্দেশ্যে। তবে তার কাজের কুশলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর গর্ব নিশ্চয়ই থাকতে হবে এবং এ বোধও থাকতে হবে, তার শিল্পকর্ম সমাজের উৎপাদনাত্মক ক্রিয়ার অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এ বিষয়ে তার দায়িত্ব আছে।[১]

গান্ধাজী বলেছেন, "পরিপূর্ণ মানুষ হইতে হইলে, দেহ, বুদ্ধি ও হৃদয় এই তিনের যথার্থ সমন্বয় হইতে হইবে। এই তিনের সমন্বয়েই যথার্থ শিক্ষা"। শিল্প-কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধাজী বলেছেন, "আমি মনে করি, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত ব্যবহার ও শিক্ষাদ্বারাই মনের প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে। অন্য ভাবে বলা যায় এভাবেই বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তিগুলির সুষ্ঠু উন্নতি অনেক দ্রুত হয়। যদি মানসিক ও দৈহিক বিকাশ এবং অন্তর্নিহিত আত্মার উদ্বোধন একসঙ্গে সম্পন্ন না হয়, তবে সে শিক্ষা অঙ্গহীন হইবে।·· দেহের শিক্ষা ও মনের শিক্ষা পৃথকভাবে এবং এককভাবে চলিতে পারে, এই ধারণা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।"…"আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে শিল্প শিক্ষার সহিত আক্ষরিক শিক্ষা নয়, শিল্পের মাধ্যমে আক্ষরিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই রূপ শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্প শিক্ষার বিরক্তি নষ্ট হইবে এবং আক্ষরিক শিক্ষার আনন্দ বৃদ্ধি পাইবে।"[২]

সমস্ত আধুনিক শিক্ষাবিধিই একথা স্বীকার করে নিচ্ছে জ্ঞানকে হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ছাত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তার ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ। শিশুর শিক্ষায় তার চারপাশের বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে পরিচিতিই হবে প্রথম পদক্ষেপ। বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয় নির্বাচন সেই জন্যে তিনটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুবদ্ধ (intelligently related to tbree main centres of correlation)—(ক) যৌল শিল্পকর্ম (basic craft) যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষা দিতে হবে (খ) শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং (গ) শিশুর সামাজিক পরিবেশ। এই পদ্ধতি দ্বারাই কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ জীবনের

১। ডঃ জাকির হুসেন তাঁর 'যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন' প্রবন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব সম্পর্কে লিখেছিলেন : "স্বদেশী কাপড় তৈরীর উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব করা হয়নি ; স্কুলসমূহকে শিশু শ্রমিকের কারখানায় রূপান্তরিত করাও তার উদ্দেশ্য নয় ; কিম্বা ভবিষ্যৎ সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়ভার থেকে সমাজকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যেও এই পরিকল্পনা রচিত হয়নি। লাভজনক হাতের কাজকে বুনিয়াদী স্কুলগুলোর শিক্ষাপ্রচেষ্টার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এই জন্য যে, আমরা স্বীকার করি শিক্ষাবিধির আসল ধর্মই হ'ল তাই। ওই বয়সে হাতের কাজই হচ্ছে শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম।"

২। হরিজন পত্রিকা, ১৯৩৯

সঙ্গে সজীব ভাবে যুক্ত হতে পারে। যিনি সুশিক্ষক, তাঁর এই কুশলতা থাকতে হবে যে, তিনি প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়কে এই তিনের কোন-না-কোন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে শিশুর আগ্রহ ও উদ্যমকে আকর্ষণ করতে পারবেন। এ যেখানে হোল না, সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ফ্রোএবেল্, মন্তেসরী, ডিউই সবাই কর্ম-কেন্দ্রিক (activity-centred) শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, এ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গান্ধীজী কেবলমাত্র হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার কথা বলেন নি। তিনি গভীরতর দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখেছেন। তাঁর মতে বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে নূতন শোষণ-হীন, অহিংস, সহযোগিতা-মূলক, বিকেন্দ্রিত সমাজ গঠনের শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। তাই দামী ও কৃত্রিম খেলাধূলা, শিল্পকৃতি বা শিক্ষা উপাদান (gifts, occupations or didactic materials) ব্যবহারের বেশী কোন মূল্য তিনি দেন নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষজ্ঞ শিশু-মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নয়,—তার দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ কল্যাণকামী, তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন 'কেজো' মানুষের। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষায় এমন সব শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করেছেন, যাদের বাস্তব এবং মৌলিক সামাজিক উপযোগিতা আছে—যেমন, চরকা, ক্ষেতের কাজ, বেতের কাজ ইত্যাদি। তাছাড়া, শিক্ষা হচ্ছে সমাজ সেবারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই তিনি স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছেন—'সাফাই' এর মধ্য দিয়ে। নিজ হাতে শিক্ষক ও শিশুরা বিদ্যালয়ের সমস্ত মলমূত্র আবর্জনা নিত্য পরিষ্কার করবে। ভাঙ্গর, মেথরের কাজও শিক্ষার অঙ্গ। শিশুকে সাফাইর কাজের মধ্য দিয়েই বাস্তব অভিজ্ঞতায় বুঝতে হবে এসব 'হরিজনরা'ও তার আপনজন। এত বড় দুঃসাহস ইতিপূর্বে আর কোন শিক্ষাব্রতী দেখান নি। পাশ্চাত্ত্য দেশে পেস্তালৎসীও অবশ্য বুঝেছিলেন যে, কাজের মধ্য দিয়ে শেখা অর্থ, সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে পারে সে সব শিল্পকর্ম, তার মধ্য দিয়েই দরিদ্র দেশের শিশুকে শেখাতে হবে। কিন্তু তিনিও 'সাফাই'র কাজ পর্যন্ত নীচে নামেন নি।

বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে 'গণাভিমুখী শিক্ষা'। গান্ধীজী বলেছেন "এই শিক্ষা গ্রাম্য শিশুদের আদর্শ গ্রামবাসী করার জন্য পরিকল্পিত—ইহা তাহাদের উপযোগী করিয়াই গঠিত।" গ্রামের প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখা যাউক, আর শহরের প্রয়োজনীতার দিক হইতেই দেখা যাউক, গ্রামের ছেলেই হোক, আর শহরের ছেলেই হোক, বুনিয়াদী শিক্ষা ছাত্রদের ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী তাহার সহিত যোগযুক্ত করে।"

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ 'স্বদেশী শিক্ষা', তাই এই শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, ইংরাজী ভাষা নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই সমগ্র দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে দেশের শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের কল্যাণকর বিজ্ঞানের শিক্ষা সর্বাপেক্ষা সহজে এবং সর্বাপেক্ষা অল্পসময়ে পৌছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বাস্তবিক ছোট শিশুর বেলায় মাতৃভাষার মাধ্যমে ভিন্ন 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (assimilation)

কখনো হতেই পারে না। শিশুর কৌতূহল ও বুদ্ধি বারে বারেই বিদেশী ভাষার পাথরের দেয়ালে মাথা কুটে মরে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, "শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্য-দ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবা মাত্রই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়। পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুই পাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখ বিবরের মধ্যে ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপর সেটা যে লোষ্ট্র জাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদক বস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারে উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহু কষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে, তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে, মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়।[১] আর এক জায়গায় লিখেছেন: "অতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের ছেলেদের পড়াশুনা [ইংরাজী ভাষায় লিখিত] কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।[২]

অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার সর্বস্তরেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উচ্চবুনিয়াদীতে ইংরাজীকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে শিক্ষণের উপদেশ আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সব তত্ত্ব ও প্রণালী তর্কাতীত নয়। তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতের জাতীয় শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনায় গান্ধীজীর কল্যাণ-কর ও বৈপ্লবিক চিন্তার স্থান থাকতেই হবে। তার কারণ,

১। আধুনিক প্রাগ্রসর শিক্ষাবিদেরা এ বিষয়ে একমত যে শিশুদের পক্ষে গঠন-কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ।* এ শিক্ষার মধ্য দিয়েই সব চেয়ে সফলভাবে শিশুর সর্বাঙ্গীন ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব।

২। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা বলা চলে যে শিশুর স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তার হাত দুটি সর্বদাই কাজ করবার জন্যে অস্থির। বুনিয়াদী শিক্ষায় বুদ্ধি ও ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ও সজীব সমন্বয়

১। রবীন্দ্র রচনাবলী (১২শ খণ্ড) পৃ: ৫০২

২। গুহ: শিক্ষায় পথিকৃৎ পৃ: ৩২১-২২।

*কর্মকেন্দ্রিক (activity-centred) ও শিল্প-কেন্দ্রিক (craft-centred) শিক্ষার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে আলোচনা আমরা করবো না।

ঘটে। কাজের মধ্য দিয়ে যে জীবন্ত শিক্ষা লাভ হবে, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের শিক্ষা (the literacy of the whole personality)।

৩। সমাজ কল্যাণের দিক থেকে এ শিক্ষায় শিশু অন্য সমস্ত শিশুর সহযোগিতায় এমন উৎপাদন কর্মে রত হবে, যা সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। এতে সুস্থ সামাজিক সহযোগিতা ও প্রকৃত দেশপ্রেমের মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে এবং জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের কুফল দূর হবে। এতে বর্তমানে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতের' মধ্যে যে কৃত্রিম বিভেদ গড়ে উঠেছে, তা দূর হবে। আর হাতের কাজের মধ্য দিয়েই সব শিক্ষা শিশু যখন লাভ করবে তখন সে শ্রমের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা শৈশবেই বুঝতে শিখবে।

অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে, এ শিক্ষা উপযুক্ত ভাবে দিতে পারলে দেশের কর্মীদের নিপুণতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেশকে সমৃদ্ধতর করবে এবং এ শিক্ষায় দক্ষ ছাত্রেরা কাজে স্বভাবতই আনন্দ পাবে এবং তাদের অবসর সময়কে নিজেদের পছন্দমত কাজে ব্যয় করে লাভবান হতে পারবে।

Questions

1. What were Gandhiji's objections against the prevalent English education? How did he seek to remedy the defects?

2. What are the most useful ideas behind the 'Nai Talim' as suggested by Gandhiji and formulated in the Zakir Haussain Report? what in your opinion, are the shortcomings of Basic education?'

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নার্সারী বিদ্যালয়ের পশ্চাৎপট ও ক্রমবিকাশ

ইংলাণ্ড: জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ অত্যন্ত নিবিড়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন অকস্মাৎ আসে না, নিতান্ত অকারণেও আসে না। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

আজ সমস্ত পৃথিবীতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা বা নার্সারী স্তরে শিশুদের শিক্ষা (২।৩ থেকে ৫।৬ বছরের শিশুদের) জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই নার্সারী বিদ্যালয়ের ধারণা এবং তার বর্তমান সংগঠন ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকেই আমরা গ্রহণ করেছি। তাই ইংল্যাণ্ডে কেন এই নার্সারী স্তরের শিশুশিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, কি করে এর ক্রমবিকাশ হয়েছে, এই পশ্চাৎপট সংক্ষেপে বুঝতে চেষ্টা করলে আমরা লাভবান হবো।

সমস্ত শিশুরই, এমন কি দরিদ্র সন্তানদেরও শিক্ষার অধিকার আছে, একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত হলেও, ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্তও সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বিধির বিধানেই দরিদ্রেরা দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাঁরই অমোঘ বিধানে তারা অজ্ঞানতা পঙ্কে চিরকালই নিমজ্জিত থাকবে। সুতরাং দরিদ্রের সন্তানদের জন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন রাষ্ট্র বা সমাজ কর্ণধারেরা স্বীকার করেননি। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে যে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাতে ইংল্যাণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক উৎকট শ্রেণী-বৈষম্যই প্রতিফলিত হ'ত। কেবল মাত্র ধনীর সন্তানদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিছু কিছু ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা উদার-হৃদয় ব্যক্তি, দরিদ্রের অশিক্ষিত সন্তানেরা যাতে পথে পথে ঘুরে নষ্ট না হয় এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কাজে লিপ্ত না হয়, সে জন্যে তাদের কিছু কিছু ধর্মশিক্ষা, কিছুটা বৃত্তি শিক্ষা, অক্ষর পরিচয় ও অংকশিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা নিতান্তই দয়াপরবশ হয়ে কোথাও কোথাও করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইংল্যাণ্ডে কিছুটা সুসম্বদ্ধভাবে শিশুশিক্ষার সামান্য আয়োজন হয়েছিল। সে সম্পর্কেই সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক।

খ্রীষ্টীয় জ্ঞান প্রসার সমিতি (Society for promoting Christian Knowledge): এঁদের কাজ প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা প্রথম শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের চেষ্টায় দেশে দরিদ্রের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হয় এবং শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ধর্মযাজকদের তত্ত্বাবধানে এ স্কুলগুলি পরিচালিত হোত। ছোট ছেলেমেয়েদের বাইবেলের গল্প বলে, কিছুটা ধর্মশিক্ষা দেওয়া হ'ত। সামান্য অক্ষর পরিচয় ও সহজ অঙ্কও শেখানো

হ'ত। এ সমিতিগুলি সরকারের কোন সাহায্য পেত না, সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণও ছিল না।

ডেম্ স্কুল (Dame school) : বৃদ্ধা, অনেক ক্ষেত্রেই অশিক্ষিতা, একজন করে মহিলা এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করতেন। সামান্য কিছু বেতন সেখানে দিতে হোত। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থাই ছিল জীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি কোন দৃষ্টিই দেওয়া হত না। তাদের প্রতি স্নেহমমতাও সামান্যই ছিল। সামান্য কিছু লেখাপড়া সেখানে শেখানো হ'ত, কিন্তু শিক্ষার মান খুবই নীচু ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক (১৮৭০) পর্যন্তও ডেম্ স্কুলগুলির ইংল্যাণ্ডের শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা উপযোগিতা ছিল এবং তাদের দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এই স্কুলগুলিকে ইংল্যাণ্ডের নার্সারী স্কুলের অগ্রদূত বললে অন্যায় হয় না।

কমন্ ডে স্কুল (Common day-School) : এ স্কুলে সাধারণতঃ একটু বড়ো ছেলেরা পড়তো—কতকটা জুনিয়র স্কুলের (Junior School) মত। এখানেও ছাত্রদের কিছুটা বেতন দিতে হ'ত। সাধারণতঃ একজন করে পুরুষ শিক্ষক এ বিদ্যালয় চালাতেন। শিশু শিক্ষার উপযোগী প্রীতি ও আনন্দময় পরিবেশ সেখানে ছিলো না। কোন কোন প্রাইভেট্ ডে-স্কুলের শিক্ষার মান অবশ্য বেশ উঁচু ছিল, এবং শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষ জনক ছিল।

চ্যারিটি স্কুল (Charity School) : অধিকাংশ দরিদ্র পিতামাতারই বেতন দিয়ে ছেলে মেয়ে পড়ানো সাধ্য ছিলো না। এ সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যেই ছিল অবৈতনিক চ্যারিটি স্কুল। এ সব বিদ্যালয় প্রায় সবই বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত ছিল। হৃদয়বান্ মানুষেরাও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। কোন কোন গীর্জার কর্তৃপক্ষ গীর্জাঘরেই শিক্ষাদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই চ্যারিটি স্কুলগুলি শিশু শিক্ষা প্রচার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই চ্যারিটি স্কুলগুলিকে অবলম্বন করেই বেল্ (Bell) ও ল্যাংকাষ্টার (Lancaster) তাঁদের সর্দার-পোড়ো প্রণালী শিশু-শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন। এ স্কুলগুলিতে ধর্ম-শিক্ষা ছাড়াও কিছু লেখাপড়া ও কাপড় বোনা, বাগান করা, কৃষি ইত্যাদি হাতের কাজ বা বৃত্তিও কখনো কখনো শেখানো হয়।

সর্দার-পোড়ো প্রণালী (Monitorial system) : এ পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে গুরুমশাই উপরের ক্লাশের ছেলেদের পড়াতেন। এই সর্দার পোড়োদের (Monitor) মধ্যে বেছে বেছে গুরুমশাই নীচের ক্লাশে ছাত্রদের কিছু সময়ের জন্যে পড়াতে পাঠাতেন। এই প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বেল্ মাদ্রাজ থেকে এই পদ্ধতির উন্নতি করেন এবং বিলেতে ফিরে গিয়ে এ পদ্ধতি ব্যবহার স্থরু করেন। এই মনিটোরিয়াল বিদ্যালয়গুলির পদ্ধতি নিতান্ত মুখস্থ-নির্ভর ও যান্ত্রিক ছিল। ক্রমে এঁদের প্রভাব কমে যায়। এক হিসাবে দেখা যায় এতে স্বল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে বহু ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান সম্ভব হয়। কিন্তু দেশে শিক্ষাবিস্তারে এদের দান সামান্য নয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়তো। অধিকাংশ চ্যারিটি স্কুলের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল।

বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা ছিল এবং এঁদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-বিষয়ক কোন সংযোগ বা সমন্বয় ছিল না। বেল্ ছিলেন Roman Catholic. তাঁর পদ্ধতি প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল National Association for the Spreading of Education for the poor. আর Lancaster ছিলেন Protestant. তাঁর পদ্ধতি প্রচারের জন্যে গঠিত হয়েছিল Royal Lancastrian Society যা পরে পরিবর্তিত হয় British and foreign School Association-এ। এক হিসাবে দেখা যায় ১৭২৪ সালে এই দুই সমিতি দু'টির পরিচালনাধীনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষের উপর। ল্যাংকেষ্ট্রীয়ান সোসাইটি একটা মস্ত উপকার সাধন করেছিলেন—তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় এ কথা প্রচার করেছিলেন যে শিক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

স্কুল অব্ ইণ্ডাষ্ট্রি (School of Industry): দরিদ্র শ্রমিক সন্তানদের বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন অনেকদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) পরে এ জাতীয় বিদ্যালয়ের চাহিদা যথেষ্ট ছিল। তারই ফলে অবৈতনিক শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় কিছু কিছু স্থাপিত হোল। এসব স্কুলে স্থতোকাটা, তাঁত বোনা, স্থচীকর্ম, জুতো সেলাই ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রছাত্রীদের তৈরী জিনিষ বিক্রী করে তা দিয়ে তাদের শিক্ষা ও খাওয়া-পড়ার ব্যয় সংস্থান হোত। স্কুলেই ছাত্রেরা বিনামূল্যে খাদ্য পেত। ধর্মশিক্ষা এসব বিদ্যালয়ে আবশ্যিক হলেও, লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা সামান্যই ছিল।

কিছুটা কাজ-জানা শিশুশ্রমিকের যথেষ্ট চাহিদা ছিল, তাই স্কুল অব্ ইণ্ডাষ্ট্রি মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল। সরকারের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়। এমন কি, পিট্ (Pitt) সরকার শ্রমিকের সন্তানদের এ জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিক পিতামাতারা এ চেষ্টাকে তাঁদের স্বাধীনতার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন এবং সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তা ছাড়া, আর এক কারণও ছিল। ইংল্যাণ্ডে শিল্প সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতিরা স্বল্পমজুরীতে শিশুশ্রমিক ক্রমেই বেশী সংখ্যায় নিয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। সেখানে শিশুশ্রমিকেরা যা আয় করতো, দরিদ্রের সংসারে তার মূল্য সামান্য ছিল না। অর্থাৎ শ্রমিক পিতামাতা দেখলেন যে, শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে ফ্যাক্টরীতে চাকুরী নেওয়া আশু লাভজনক। ১৭৮৬ সালে The Society for bettering the condition and Increasing the comfort of the poor নামে এক সমিতি এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-সাধনে চেষ্টিত হন। কিন্তু উন্নতির চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যায় ১৮০৪ সালে এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা মোটে ২০, ৩৩৬।

সারকুলেটিং স্কুল (Circulating School) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রধানতঃ ওয়েল্‌সে এ প্রথা প্রচলিত হয়। ওয়েলস্ শিক্ষার দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনগ্রসর। অনেক সহরেও শিশুদের শিক্ষার জন্যে কোন বিদ্যালয় ছিল না। দেশের শিশুদের শিক্ষার জন্যে ১৭৩৭ সালে গ্রিফিথ্ জোনস্ একটি ভ্রাম্যমান্ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষকের অভাব ছিল যথেষ্ট। তাই কয়েকজন শিক্ষক মিলে এক এক অঞ্চলে সাময়িক শিক্ষাসত্র স্থাপন করতেন। স্থানীয় মানুষেরাই শিশুদের শিক্ষার জন্য খালি বাড়ী বা খামার কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দিতেন। সকালে ও বিকালে দু'বেলাই স্কুল বসতো। দুমাস বা তিনমাস সে অঞ্চলে বাস করে, সেখানের শিশুদের কিছু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে, শিক্ষকেরা আবার অন্য অঞ্চলে চলে যেতেন। স্থানীয় লোকেরাই তাঁদের ভরণ-পোষণের ভার নিতেন। এসব বিদ্যালয়ে ওয়েল্‌স্ ভাষাতে বাইবেলের পাঠ দেওয়া হ'ত। কিছু লেখাপড়াও শেখানো হ'ত। ১৭৭৭ সালের এক হিসাবে দেখা যায় এই ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬, ৪৬৫-তে। জোন্‌সের মৃত্যুর পর এ বিদ্যালয়গুলি আর বেশী দিন চলেনি।

সান্‌ডে স্কুল (Sunday School) শিল্প বিপ্লবের পর ছোট ছেলেমেয়েরাও কলকারখানায় কাজ করতো। দরিদ্র শ্রমিকদের সংসারে তাতে দুটো পয়সা আসতো। কিন্তু শ্রমিকেরাও দেখলো শিক্ষিত শ্রমিকের চাহিদা বেশী এবং তাদের কাজে উন্নতির সম্ভাবনাও বেশী। তাই তাদের মধ্যেও লেখাপড়া শিখবার একটা আগ্রহ জন্মেছিল। কিন্তু সপ্তাহে ৬ দিন তো কলকারখানা খোলা থাকে। এক রবিবার ছুটি। কাজেই রবিবারে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার শিক্ষাদানের জন্য একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৮৭০ সালে রবার্ট রেইকস্ (Raikes) নামে ধার্মিক ও সদাশয় এক ব্যক্তি গ্লষ্টারে রবিবার দিন ছোটদের শিক্ষাদানের জন্যে একটি স্কুল খুললেন। এই স্কুলগুলিতে বিনামূল্যে শিশুদের কিছু ধর্মশিক্ষা, কিছু ভদ্র আচরণ শিক্ষা এবং কিছুটা লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা হোল। এ বিদ্যালয় বেশ জনপ্রিয় হোল, এবং এ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে বেশ চাহিদা দেখা দিল। ১৭৮৫ সালে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কাউন্টিতে সান্‌ডে স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য এক সমিতি (Soci ty for Establishmant and support of Sunday School) স্থাপিত হল। উচ্চবিত্ত ও হৃদয়বান্ কোন কোন ব্যক্তি সান্‌ডে স্কুল স্থাপনে ও পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন। অনেকে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদানের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানেরও এতে সক্রিয় সমর্থন ছিল। সান্‌ডে স্কুলগুলির সংখ্যা এবং তাদের ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৮৭ সালে ইংল্যাণ্ডে সান্‌ডে স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ, কিন্তু ১৮০১ সালে লণ্ডনেই সান্‌ডে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৫৬,৪৯০-তে।

কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় যে এ পর্যন্ত যত শিশুশিক্ষা বিষয়ে প্রচেষ্টা তার সবগুলির পিছনেই ছিল দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা। দরিদ্রের সন্তানদেরও উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের সন্তানের মত শিক্ষালাভ করবার অধিকার আছে, এ কথা তখনও স্বীকৃত হয়নি। এটাও মনে রাখতে হবে, একবারে ছোটদের অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষার কথা তখন পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেননি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমশঃ পুষ্ট হতে থাকে এবং এ পর্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষা উদ্যমের উল্লেখ করা হোল, তারই শেষও আধুনিক পরিণতি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি পৃথক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসাবে স্বীকৃতি এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নার্সারী শিক্ষাকে মূল্যদান।

ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত সংরক্ষণপন্থী (conservative) দেশ এবং কায়েমী স্বার্থও এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই সমাজের উচ্চতর মহলে দরিদ্রের সন্তানদের শিক্ষা সম্বন্ধে ছিল নিদারুণ ঔদাসীন্য। তাঁরা ভাবতেন এই শোষণ-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাই চিরকাল ধরে চলবে। কিন্তু কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই অসাম্য ও অবিচার-ভিত্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারের জন্য ধীরে ধীরে আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। তাঁরা দাবী জানিয়েছিলেন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে সকলের জন্য যেন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়—তা যেন বাধ্যতামূলক হয়, তা যেন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কবল-মুক্ত হয়। যেসব মনীষী এসব নূতন চিন্তা প্রচার কচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, এ্যাডাম্ স্মিথ, ম্যাল্থাস্, ও পেইন্।

ফরাসী বিপ্লব (The French Revolution) : কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ইংল্যাণ্ডের শিশুশিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছিল। সমুদ্রবেষ্টিত নিরাপদ সামন্ততান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডেও ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৫) বিধ্বংসী ঢেউ এসে পৌছল। ইংল্যাণ্ডের শাসকেরা এই কথা বুঝতে পারলেন যে বৈপ্লবিক চিন্তা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে গেলে ব্যাপকভাবে শিশুদের কিছুটা শিক্ষা—অন্ততঃ ধর্ম-শিক্ষা দেওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজন। কাজেই রাজনৈতিক প্রয়োজনেই সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান্ নলেজ যেমন অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেই ধাঁচের বিদ্যালয় (Charity school) গীর্জার সঙ্গে যুক্ত করে প্রতি পল্লীতে (parish) স্থাপনের চেষ্টা হোল।

শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) : দ্বিতীয় যে প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ডে শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারসাধন ও প্রসারণ ঘটেছিল, তা আরো বেশী গুরুতর। তা হোল ইংল্যাণ্ডে বাষ্প শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিল্প বিপ্লব-এ (Industrial Rev lution 1750-1800) ইংল্যাণ্ডের ঘন বসতিপূর্ণ নগরগুলিতে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হোল। অপেক্ষাকৃত উঁচু হারে নগদ মজুরীর লোভে বহু চাষী মজুর গ্রাম ছেড়ে শিল্প-কেন্দ্রগুলির চারদিকের যে সব নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর বস্তী গড়ে উঠছিল, তাতে এসে ভিড় করছিল। এখানের আবহাওয়া ছিল সবদিক

থেকেই দুষ্ট। মুনাফা-লোভী শিল্পপতিরা অল্প মজুরীতে নারী ও শিশুদেরও শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করতেন। নতুন এই অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের ফলে, শিল্প ও বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল এবং সর্বাপেক্ষা ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হোল। কিন্তু বঞ্চনা ও শোষণ-ভিত্তিক এই ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডে কতগুলি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব সংরক্ষণশীল ইংল্যাণ্ডেও এমন কতগুলি সামাজিক চাপ সৃষ্টি করলো যে রক্ষণশীল যে ইংল্যাণ্ড শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছে, সেখানেও শিশু-শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো।

ইংল্যাণ্ডের বড় সহরগুলিতে কলকারখানা স্থাপন এবং কারখানাগুলির চারপাশের কদর্য বস্তীতে বহু শ্রমিকের মনুষ্যেতর অধম জীবন যাপন শুধু একটি বিরাট নৈতিক সমস্যা হিসাবেই ইংল্যাণ্ডের স্বচ্ছ চিন্তাশীল মানুষদের ভাবিত করে তোলে নি। আর একটি আশুসমস্যা দেখা দিল শিল্পপতিদের সামনে, এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদেই তারা এমন কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হলেন, যার ফলে নার্সারী স্কুলের গোড়াপত্তন হোল। এই সব কল কারখানায় বহু স্বামী-স্ত্রীই এক সঙ্গে কাজ করতে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে যেতো। কিছু বড় ছেলেমেয়েরাও হয়তো জীবিকা সংগ্রহের জন্য সকাল থেকেই ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু এসব বাপ-মায়ের শিশু-সন্তানদের সারাদিন রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা না করলে, কল কারখানায় উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই শিল্পপতিরা বাপ মায়েরা কাজে বেরিয়ে গেলে, তাদের ছোট শিশুদের দেখা শোনা করবার জন্যে ক্রেশ (Creche) বা ডে-নার্সারী প্রথার প্রবর্তন করলেন। এখানে শ্রমিক পিতামাতারা তাঁদের শিশু-সন্তানদের রেখে কাজে বেরিয়ে যেতেন। কাজের শেষে তাদের সঙ্গে শিশুদের ক্রেশ, বা নার্সারী থেকে নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সস্তায় শ্রমিক পেতে গেলে, এ ব্যবস্থা ছাড়া শিল্পপতিদের কোন উপায় ছিল না। তাঁরাই তাঁদের কারখানার কাছাকাছি এমন ক্রেশে, বা নার্সারী স্থাপন করলেন। অধিকাংশ নার্সারীই ছিল ছোট ছেলেমেয়েদের আটকে রাখার জেলখানা মাত্র। সেখানে শিশুদের প্রাণধারণোপযোগী স্বল্পতম খাদ্যের ব্যবস্থা ভিন্ন, শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু বুদ্ধিমান্ (এবং কেউ কেউ সদাশয়) শিল্পপতিরা এ প্রথা যে অমানুষিক ও অন্যায়, তা বুঝতে সুরু করেছিলেন। দেশের জনমতও জাগ্রত হয়ে উঠছিল। শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে, তাদের মধ্যে সচেতনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবং তার ফলে নার্সারী ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষাদানেরও কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। তা ছাড়া, বুদ্ধিমান্ শিল্পপতিরা বুঝেছিলেন, যে দ্রুত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কল কারখানা যন্ত্রপাতি ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠছে এবং শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে, ভবিষ্যতে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে পৃথিবীর বাজারে ইংল্যাণ্ডের ক্রম-বর্ধমান আধিপত্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাই স্বার্থের খাতিরেই তাঁরা

নার্সারীগুলিতে কিছুটা শিক্ষার কথাও চিন্তা করছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ নার্সারীতে চতুর শিল্পপতিরা বৃত্তি শিক্ষার নাম করে, শিশুদের নামমাত্র মজুরী দিয়ে খাটিয়ে, নানা ছোটখাট জিনিস তৈরি করিয়ে নিজেদের লাভের অঙ্কটা বাড়াতে চেষ্টা করতেন। বাস্তবিক পক্ষে, অনেক নার্সারীই ছিল Children's Workhouse মাত্র। সেখানে না ছিল দয়া-মমতা, না ছিল শিশুদের মানুষ করে গড়বার চিন্তা। কিন্তু এরই মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম রবার্ট ওয়েন্ (Robert Owen)। এ মহৎপ্রাণ মানুষটিই আধুনিক নার্সারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি দেড়শো বছরেরও আগে স্থাপন করে গেছেন।

রবার্ট ওয়েনের প্রথম নার্সারী বিদ্যালয়: এই একজন শিল্পপতি অন্ততঃ নিজের স্বার্থের কথা না চিন্তা করে, নিতান্তই শিশুদের প্রতি দরদের দৃষ্টি দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আনন্দ নিকেতন। ওয়েন্ খোলা বাতাস, সুন্দর বাগান, প্রশস্ত খেলার মাঠ ও আলো বাতাসযুক্ত সুস্থ জীবনের স্বাদবাহী প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপন করেছিলেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকটবর্তী নিউল্যানার্ক কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্যে—১৮১৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি সামান্য শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি ১৯ বছর বয়সে সেই কাপড়ের কলের ম্যানেজার হন, আর ২৮ বছর বয়সে তিনি হন কাপড়ের কলের আংশিক মালিক (part-owner)। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে নিজ চেষ্টায় বড় হয়েছেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, দরিদ্র্যের দুঃখ ভাল করেই জেনেছেন। তাই সুখের দিনে, ঐশ্বর্যের দিনে, শ্রমিকদের দুঃখ ভোলেন নি তিনি। তিনি তাঁদের কল্যাণ কামনায় নানা চেষ্টা করে গেছেন। যাঁরা ইংল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনবার জন্যে প্রথমদিকে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন—শ্রমিক আন্দোলনের ও ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপনের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, এই সম্পূর্ণ অভিনব নার্সারী স্কুল স্থাপন। তিনি পেস্তালৎসীর শিক্ষা চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'ন এবং বিশ্বাস করেন যে সেই শিক্ষা-নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে সুন্দর পরিবেশেই সত্যিকার মানুষ গড়ে তোলা যায়। আর মানুষ তৈরী না হ'লে, সুন্দর সমাজও গঠন করা যায় না। তাঁর বিশ্বাস তাঁর, A New view of Society গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই তিনি প্রকাশ করেছেন।[১] তাই তিনি

১। তাঁর A New view of Society, Or Essays on the formation of the Human Character (1813-1816) তিনি লিখেছেন যে, Social misery is traceable to the absence of right character in man, the result of upbringing and environment. All the agencies in society, all its punitive measures, are based on a false assumption viz. that man is responsible for his own character, whereas in fact, this is the one thing over which the individual has absolutely no control. "The character of a man is, without a single exception, always formed for him...it may be and is chiefly created by his predecessors ...they give him, or may give him, his ideas

বিশ্বাস করেছিলেন শিশু হাঁটতে শিখলেই তাকে সুন্দর পরিবেশে, স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী, সুঅভ্যাস গঠন ও সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ হবার গোড়াপত্তন করতে হবে; নরম চারাকে যে দিকে বাঁকানো যাবে, গাছও সে দিকেই হেল্‌বে—as the twig is bent, the tree is inclined. তিনি আমেরিকার নিউ হার্মণীতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে যৌথ জীবন যাপনের এক উপনিবেশ স্থাপনের জন্যেও চেষ্টিত হয়েছিলেন। কিন্তু বারে বারে তাঁকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। তবুও এ বিশ্বাস তিনি হারান নি যে, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই মানুষের স্বয়ং-সৃষ্ট বহু দুঃখ দুর্দশা, অবিচার ও লাঞ্ছনা দূরীকরণের উপায়। আর এই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা শিশুদের সুশিক্ষা দ্বারাই কেবল মাত্র সম্ভব। তিনি নিঃশেষিত-বিত্ত হয়ে, ১৮২৮ সালে নিউল্যানার্ক পরিত্যাগ করেন এবং শেষ জীবন তাঁর আমেরিকাতে কাটে। সেখানে ১০৫৮ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক সমাজ তাঁর কথা কোন দিন ভুলবে না, চিরদিন তাঁকে ভক্তি অর্ঘ্যদানে পূজা করবে।

লেজ্‌লী স্টিফেন্ ওয়েন্ সম্পর্কে লিখেছেন—One of the bores who are the salt of the earth. বাস্তবিক এমন মানুষই পৃথিবীকে নূতন প্রেরণা দিয়ে, নূতন জীবনের পথে অগ্রসর হবার সাহস দেন। তাঁর স্থাপিত নার্সারী বিদ্যালয় ছিল এমনি একটি দুঃসাহসী আদর্শ। সেই বিদ্যালয়ের কথায়ই ফিরে যাই।

"সে কালে শিশু বিদ্যালয় নামে যে মাষ্টারণীদের স্কুল (dame school) বা মনিটোরিয়াল্ স্কুল ছিল, তা ছিল নিরানন্দ শিশুপাল বধের বিভীষিকপূর্ণ বদ্ধ কারাগার। সে সব বিদ্যালয়ে না ছিল আলো-হাওয়া, না ছিলো স্নেহভালোবাসার স্নিগ্ধতা। সেখানে ছিল মুখস্তের চাপ, শিক্ষক শিক্ষিকার শাসন তাড়না আর নির্মম শাস্তি। শেখানো হতো কিছু পড়া লেখা অঙ্ক, কিছু বাইবেলের ধর্মকথা কিছু নরকের-ভয়-দেখানো নীতিকথা। এমন যুগে ওয়েন্ স্থাপন করলেন শিশুদের শিক্ষার জন্ত এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নপুরী! পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, প্রচুর আলো-হাওয়া খেলে এমন বিদ্যালয় গৃহ, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, সুন্দর রঙীন ফুলে শোভিত বাগান, আর খেলাধূলা, নাচ, গান আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।"

'মায়েরা যখন কলে কারখানায় কাজ করতে বেরিয়ে যায়, ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে যায় এই নার্সারী স্কুলে অভিজ্ঞ ধাত্রী আর শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে। নামেই শুধু

---

and habits, which are the powers that govern his conduct. The criminal is the criminal and the judge the judge, entirely as a result of their early environment and upbringing.....If the environment can be controlled and right habits and opinions implanted, the milleninium will be in sight. This plasticity of human nature and of child nature in particular, makes the office of teacher of first rate importances...By adopting the proper means men may by degreees be trained to live in any part of the world without poverty, without crime and without punishment.

স্কুল! এখানে রোজ তিন বছর থেকে ছ'বছর শিশুদের আনন্দমেলা বসে। আলো বাতাস, ধুলোমাটি আর সবুজ ঘাসের মধ্যে অবাধে বড় হয়ে ওঠা,—এই এখানে একমাত্র কাজ। স্বাস্থ্যের সহজ নিয়মগুলো পালন করা হয়। ছোট ছোট চারা গাছ যেমন অভিজ্ঞ মালীর হাতে স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠে, ওরাও তেমনি বেড়ে ওঠে। ওরই মধ্যে খেলাচ্ছলে সামান্য পড়াশুনা করানো হয়—আর তা হয় নাচ, গান, ছবি আঁকা, হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে"।[১] নিউল্যানার্ক নার্সারী বিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল :

Delight and liberty, the simple creed
Of childhood, whether busy or at rest.

"লোকে সেদিন বলিয়াছিল মানুষটার মাথা খারাপ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মাথা নাড়িয়া বলিল ছেলেগুলির মাথা খাওয়া হইতেছে, লেখাপড়া খেলা-খেলা জিনিস নয়। তাহা কঠিন, নীরস ও নিরানন্দ তো হইবেই! লেখাপড়া যে কঠিন সাধনা।" কিন্তু এই পাগলা মানুষটির পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন শিশুদের শুধু দৈহিক স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হয় নাই তাহারা লেখাপড়ায়ও আশ্চর্য ভাল ফল করিয়াছে। তাহারা উৎসুক, সজীব, বুদ্ধিমান্ ও স্বাস্থ্যবান্ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে।[২]

তাঁর স্কুল কিন্তু চললনা। কারণ ওয়েন্ জন্মেছিলেন, তাঁর যুগের পূর্বে। কিন্তু তিনি নির্ভুলভাবে ভবিষ্যতের পদধ্বনি শুনেছিলেন এবং পথিকৃৎ হিসাবে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন।

রবার্ট ওয়েনের আদর্শ সমগ্র দেশে গৃহীত না হলেও, তাঁর দ্বারা আরো কিছু কিছু শিক্ষাব্রতী অনুপ্রাণিত হয়ে শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে নূতন মানবিক পরীক্ষায় রত হ'য়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যামুয়েল্ উইল্ডারস্পিন্ (Samuel Wilderspin-1792-18..6) এবং ডেভিড্ ষ্টো (David Stow)-র চেষ্টার কথা কিছু বলতে হয়। তিনি পেস্তালৎসী ও ওয়েনের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ করে, দরিদ্রের সন্তানদের শিক্ষার জন্যে স্পিটল্‌ফিল্ডে যে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। স্বল্প ব্যয়ে বহুসংখ্যক শিশুকে এক সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্যে ল্যাঙ্কাষ্টার সর্দার-পোড়ে পদ্ধতি (Monitorial system) আবিষ্কার করেছিলেন। এ পদ্ধতির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এপদ্ধতি সুলভ হলেও, তা নিতান্তই যান্ত্রিক ও প্রাণহীন ছিল। তবে তাঁরা একটি অত্যন্ত মূল্যবান সত্যকে মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা হোল যে শিক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে। এই ধারণাটি অবশ্য পেসতালৎসীই (১৭৫৬ ১৮২৭) প্রথম প্রচার করেছিলেন এবং হাতের কাজের মধ্য দিয়েই শিশুদের শিক্ষা সার্থক হয়, এটা তিনি সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষামূলক

১। শ্রীমতী অণিমা মুখার্জির অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে।
২। গুহ : অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়ে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে শিশু-দরদী রুশোও দরিদ্রের সন্তানদের জন্যে শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিলেন। উইল্ডারস্পিন্ ল্যাঙ্কাষ্টারের সর্দার পোড়ো পদ্ধতির যান্ত্রিকতার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের শিশুর মত সরল সরস মন চাই। আর চাই অসীম ধৈর্য, ও অকৃত্রিম দরদ। রবার্ট ওয়েনের মত তিনিও আনন্দ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং কার্যতঃ তা প্রয়োগ করেছিলেন। পেস্তালৎসীর মত তিনিও বুঝেছিলেন যে জীবনের মৌল প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন কাজই দরিদ্রের ঘরের শিশুদের শিক্ষার ভিত্তি হতে হবে। ডেভিড ষ্টো ছিলেন গ্ল্যাস্‌গো সহরের একজন মানব-প্রেমিক ব্যবসায়ী। তিনি বুঝেছিলেন যে সহরের দরিদ্রের সন্তানদের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই কাজে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য ১৮১৬ সালে তিনি একটি সান্‌ডে স্কুল খোলেন, কিন্তু তাতে তিনি খুব সফল হন নি। তবে ভগ্নোদ্যম না হয়ে তিনি শিশু শিক্ষা সংস্কারের কাজকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে তিনি গ্ল্যাস্‌গো সোসাইটি গঠন করলেন এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তাঁর শিক্ষার মূলকথা হ'ল, শিশু নিজের আগ্রহ নিজের উদ্যম, নিজের গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়েই শিখবে। জীবনই বাস্তবিক আমাদের শিক্ষা দেয়; নীতি উপদেশ দিয়ে শিশুকে শিক্ষাদান করা যায় না। শিক্ষকের কাজ হবে শিশুর আগ্রহ উদ্যম ও নীতি-বোধক উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষক নরম কাদার তালের মত শিশুর মনকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারেন, একথা সত্য নয়। শিক্ষকের কাজ হবে শিশুর বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনার উদ্বোধন। বিদ্যালয়ে সুগৃহের শুচিও স্নেহময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং অপরের জন্য স্বার্থ ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে সুঅভ্যাস গঠন করে দিতে হবে।[১] তাঁর বিদ্যাকেন্দ্রে দুইটি বিভাগ ছিল এবং রবার্ট ওয়েনের বিদ্যালয়ের মত নিম্নতর শ্রেণীতে দুই থেকে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হত। এখানে পরবর্তী কালের নার্সারী বিদ্যালয়ের বীজ আমরা লক্ষ্য করতে পারি, যদিও নার্সারী শিক্ষা ও

উইল্ডারস্পিন্ (১৭৯২-১৮৬৬)

ষ্টোর প্রথম সান্‌ডে স্কুল স্থাপন ১৮১৬

১। It was absurd to compare the mind to wet clay, ready to be fashioned. All education was essentially self-education, the end of which was morality and the key to morality was doing. The business of the teacher was to foster self-activity and to direct it, to arouse worthy motives and to implant ideals. This would be secured by making the education of the school approximate to that of the good home, and by training children in the true principles of giving, for "knowing is not equivalent to doing".

Birchenough: History of Elementary Education. p. 367

প্রাথমিক শিক্ষাকে তখনও কেউ পৃথক করে দেখেননি। পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসাবে নার্সারী বিদ্যালয়ের যে বর্তমান রূপ, তা এসেছে অনেক পরে, ম্যাক্‌মিলান ভগ্নীদের নার্সারী স্কুল স্থাপনের পর থেকে।

যাই হোক্, রবার্ট. ওয়েনের পর থেকে ইংল্যাণ্ডে শিশু-শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন এলোপাথারী ভাবে হলেও, ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে

ইন্‌ফ্যাণ্ট্ স্কুল সোসাইটি

ইন্‌ফ্যাণ্ট্ স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দুই থেকে ছয় বৎসরের দরিদ্র শ্রমিক সন্তান-দের পিতামাতার সাময়িক অবর্তমানে স্বাস্থ্যপূর্ণ গৃহে আশ্রয় দেওয়া এবং ডেম্ স্কুলের নিতান্ত নীচুমানের শিক্ষার পরিবর্তে সুশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা উৎকৃষ্টতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ২০০ থেকে ৩০০ ছেলেমেয়ের আশ্রয় ও শিক্ষা মিলতো। খেলাধূলা আনন্দময় কাজের মধ্য দিয়ে এবং সুঅভ্যাস গঠন দ্বারা শিশুরা ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করবে, এই ছিল এই বিদ্যালয়গুলির শুভ উদ্দেশ্য।

এ সময় থেকে বেনথাম্, লভেট্, কার্লাইল, ডিকেন্স, মিল্ ইত্যাদি মনীষীরা শিশু-শিক্ষা সর্বজনীন করবার জন্যে প্রবল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছিল এবং মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের সন্তানদের সুশিক্ষার জন্যে চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

১৮৩৩ সালে পার্লামেণ্ট প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থমঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় বিরোধ প্রবল থাকায় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের চেষ্টা বারে বারেই ব্যহত হচ্ছিল।

কমিটি অব কাউন্সিল্ অব এডুকেশন্

১৮৩৬ সালে ইংলাণ্ডে নিজ দেশ ও উপনিবেশগুলিতে শিশু শিক্ষা দ্রুত প্রসার উদ্দেশ্যে এক সমিতি গঠিত হয়। এঁদের চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে শিশু শিক্ষা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছিল। এই সমিতি এটা চাইছিলেন যাতে সমস্ত ইংল্যাণ্ডের সমস্ত ছেলেমেয়েই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষিত হতে পারে। এবং এঁরা এটা বুঝতে পারলেন যে,

প্রাথমিক শিক্ষা ও নার্সারী স্তরের শিক্ষার সীমারেখা স্বীকৃতি

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নার্সারী বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা সীমারেখা স্থির করা প্রয়োজন; ২ থেকে ৬ বৎসর হবে নার্সারী শিক্ষার স্তর এবং তদূর্ধ্বে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর।

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। শ্রমিক পিতামাদের শিশুদের আশ্রয় ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব শিল্পপতিদের, এই দাবী ক্রমশঃ প্রবল হতে লাগলো এবং অনেক নার্সারী স্কুল বা ক্রেশ স্থাপিত হোল। তাছাড়া শিল্পপতিরা দেখলেন নূতন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষিত শ্রমিকদেরই প্রয়োজন বেশী এবং শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমে ক্রমে নার্সারীগুলিতে হতে লাগলো।

এই সময় থেকে ইংল্যাণ্ডের কমিটি অব কাউন্সিল অব এডুকেশন্ এই মত প্রকাশ করতে লাগলেন যে কলকারখানা ও খনিতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ অবাঞ্ছনীয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা ফ্যাক্টরী আইন ও খনি আইন দিয়ে শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হ'তে লাগল এবং ১৯০২ সালে বারো বৎসরের নীচে শিশুদের কলে কারখানায়, খনিতে শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হোল। ক্রমশঃই আইন দ্বারা শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে শিল্পপতিদের বাধ্য করার চেষ্টা হোল।

কমিটি অব কাউন্সিল অব এডুকেশান

১৮৫৮ সালে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং কিভাবে শিশু শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বল্প ব্যয়ে প্রসার ঘটতে পারে সে বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে এক শক্তিশালী কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডিউক্ অব নিউক্যাসল্।[১] অবশ্য শিশুশিক্ষা বলতে মুখ্যত প্রাথমিক শিক্ষাই বোঝাত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে শিশু শিক্ষা বিস্তারে ধর্মীয় সংস্থাগুলির চেষ্টার প্রশংসা করা হয়েছিল এবং ক্রমশঃ দেশে শিশু শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল এটা স্বীকার করেও, এটা লক্ষ্য করা হয়েছিল যে দেশে শিশু শিক্ষার মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নীচু, পাঠক্রম অসম্পূর্ণ এবং বহু শিশুর শিক্ষাই নিতান্ত প্রারম্ভিক স্তরের বেশী অগ্রসর হচ্ছে না। শিশুশিক্ষার মানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং বর্তমান ব্যবস্থার নানা ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে, অধিকতর সরকারী সাহায্য তাঁরা সুপারিশ করেছিলেন যদিও কয়েকজন, সভ্য শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিলেন।

নিউক্যাস্‌ল কমিশন (১৮৫৮-১৮৬১)

১৮৬২ সালে শিক্ষার বিধি নিয়মগুলির সংস্কার সাধন করা হয় এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির কাল ও নিয়মিততা এবং তাদের পরীক্ষার ফলের উপর সরকারী সাহায্য নির্ভর করবে (rayment by result) এই নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হোল।

শিক্ষাবিধি সংস্কার ১৮৬২

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের উদ্যোগে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আইন প্রবর্তিত হয়। এইটিই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিষয়ক প্রথম আইন। এই আইনে পুরাতন ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার উপর কোন হস্তক্ষেপ করা

১। A Royal commission was appointed in 1858, under the Duke of Newcastle "to enquire into the present state of popular education in England, and to consider and report what measures, if any, are required for the extension of sound and cheap elementary instruction to all classes of the people."

হল না। কিন্তু যেখানে যেখানে দেখা যেতো যে এই স্বাধীন ও বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পাচ্ছে না, সেখানে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বোর্ড গঠন করার ব্যবস্থা হোল। এঁরা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিশু বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকারী হলেন। এঁরা সরকারী সাহায্য তো পাবেনই, উপরন্তু শিশু বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য শিক্ষা-কর আদায়ের অধিকারী হলেন। বে-সরকারী স্বেচ্ছা-প্রসূত বিদ্যালয়গুলি কিছুটা সরকারী সাহায্য পেতেন, কিন্তু শিক্ষা-বোর্ড যে শিক্ষা-কর আদায় করতেন, তার কোন অংশ তাঁরা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না। স্কুল বোর্ড ৫ থেকে ১২ বৎসর বয়সের সমস্ত ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যেতে বাধ্য করতে পারতেন, যদিও শিক্ষাকে তখনও অবৈতনিক করা হয় নি। ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের বলে স্কুলবোর্ডগুলি বড় বড় বোর্ডস্কুলের সঙ্গে শিশু বিভাগও খুলতে লাগলেন। এই শিশু বিদ্যালয়গুলিতে ৩ থেকে ৫ বৎসর বয়সে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং এই বিভাগগুলি প্রাথমিক শিক্ষার এক বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গে পরিণত হতে লাগল এবং ক্রমশঃ তারা নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর বে-সরকারী ডেম্-স্কুলের স্থান অধিকার করতে লাগলো এবং ক্রমশঃ এ স্কুলগুলির স্বাভাবিক অপমৃত্যু ঘটলো।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম শিক্ষা আইন ১৮৭০

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংল্যাণ্ডে কিণ্ডারগার্টেন্ আন্দোলন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফ্রোএবেল্ সমিতি গঠিত হয়। এই বৎসরই বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন্ এডুকেশান্ সোসাইটি একটি আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন্ বিদ্যালয় এবং এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ও ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষণের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হ'ল।

ইংল্যাণ্ডের কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলন

অনেক স্কুল বোর্ড তাঁদের এলাকায় যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয় ছিল, তাতে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। শিশু বিদ্যালয়গুলির পরিবেশ যাতে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং শিশু-শিক্ষার ব্যাপারে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষকেরা গ্রহণ করেন সরকারী তরফ থেকে এমন নির্দেশ দেওয়া হতে লাগল।

১৯০২ সালের শিক্ষা আইন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই আইনের দ্বারা ইতঃস্তত স্থাপিত এবং পরিকল্পনা ও সামঞ্জস্যবিহীন স্কুল বোর্ডগুলি তুলে দেওয়া হল এবং মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল অনুযায়ী স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ (Local Education Authorities—L. E. A.) গঠিত হল। এই আইনের দ্বারা সমস্ত বে-সরকারী শিশু বিদ্যালয়ই এল, ই, এ'র কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটা সমতা আনা হোল এবং শিক্ষার

শিক্ষা আইন ১৯০২

বিভিন্ন স্তরও পূর্বাপেক্ষা সুসম্বদ্ধ হোল। শিশুদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ নিষিদ্ধ হোল।

দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। মেয়েরা অনেক বেশী সংখ্যায় শিক্ষালাভ করতে লাগলেন এবং নানাবিধ বাধা সত্ত্বেও ঘরের বাইরে এসে চাকুরীতে ঢুকতে লাগলেন। তাঁরা ভোটের অধিকারের জন্য প্রবল আন্দোলন সুরু করলেন (suffragist movement) শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই অগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন দেখা যেতে লাগলো। শিশু শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্যে দাবী তীব্রতর হতে লাগল। শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। আনন্দের মধ্য দিয়ে এবং শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে ভিত্তি করেই শিশুশিক্ষা দিতে হবে শিক্ষাবিদরা এই মতকে দৃঢ়তর ভাবে গ্রহণ করতে লাগলেন। নার্সারীস্তরে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষিত জনমত অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো। মন্তেসরী ১৯০৭ সালে রোমে প্রথম বালমন্দির (House of children) স্থাপন করলেন এবং প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তার প্রভাব সমস্ত ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইংল্যাণ্ডেও আন্তর্জাতিক মন্তেসরী সমিতি গঠিত হয় এবং মন্তেসরী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে ইংল্যাণ্ডে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্র শুভপ্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো এবং প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষ পূর্বের চেয়ে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সামাজিক, ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই সেখানে ব্যাপকভাবে নার্সারী স্কুল স্থাপনের আন্দোলন (Nursery school movement) অনিবার্য করে তুললো।

ম্যাক্‌মিল্যান, ভগ্নীদ্বয়ের নার্সারী বিদ্যালয়—১৯১১

১৯১১ সালে সুশিক্ষিতা, অক্লান্ত কর্মী শিশু ও মায়েদের প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্না দুটি ভগ্নী, র‍্যাসেল ও মার্গারেট ম্যাক্‌মিলান লণ্ডনের বস্তি অঞ্চল ডেপটফোর্ডে প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত নার্সারী স্থাপন করেন।

ওয়েন্-এর প্রায় একশো বছর পরে, মার্গারেট ম্যাক্‌মিলান্ ১৯১১ সালে তাঁর বোন র‍্যাশেলের সহায়তায় লণ্ডনের সন্নিকটবর্তী ডেপ্টফোর্ড-এর শ্রমিক প্রধান অঞ্চলে ইংলাণ্ড একেবারে আধুনিক যুগের প্রথম বৈজ্ঞানিক নার্সারী স্কুল খোলেন এবং তাতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। এর কারণ ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। মেয়েরা ক্রমশঃই বেশী সংখ্যায় নানা কাজে ঘরের বাইরে পা বাড়াচ্ছিলেন। মায়ের অবর্তমানে ঘরে ছোট শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষার সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠতে লাগল। এ সমস্যা বিশেষ ভাবে দেখা দিল শ্রমিক-প্রধান

ম্যাক্‌মিলানের নার্সারী বিদ্যালয়

অঞ্চলে। মা যতক্ষণ বাইরে কাজে থাকেন ততক্ষণ এই শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রেশ্ (Creche) এবং তাদের শিক্ষার জন্যে কিছু কিছু নার্সারী স্কুলও খোলা হতে লাগল। দরিদ্রদের অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে শিশুদের ভীষণ অবস্থা মার্গারেট ম্যাক্‌মিলানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি ছিলেন দরদী সমাজ কর্মী। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন বস্তির এই সব শিশুরা, অনাহারে, অযত্নে, রোগে, স্নেহের অভাবে প্রাণশক্তি নিঃশেষিত-প্রায় রুগ্ন পশুতে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষা ও শাসনের অভাবে এরা মানুষের উপযুক্ত কোন সদ্‌গুণেরই অধিকারী হতে পারছে না। এই যে বিরাট মানব-শক্তির অপচয়, বিকার ও ধ্বংস এতে জাতির মেরুদণ্ডই ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে। এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

ইষ্ট এণ্ড-এর বস্তি অঞ্চলেই তাই তাঁরা তাঁদের নার্সারী স্কুল স্থাপন করলেন। এই সময় তাঁরা সরকারের কাছে একটি বিবৃতি (memorandum) পাঠিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং এই সমস্যা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। সংক্ষেপে সেই বিবৃতি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

১। আমাদের এই শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানে যে সব ছেলেমেয়ে আসে, তারা অধিকাংশই নির্জীব, পুষ্টিহীন, দুর্বল ও ক্ষীণকায়।

২। উপযুক্ত খাদ্য ও যত্নের অভাবে এ সমস্ত ছেলে মেয়েরা দেহে মনে মৃতপ্রায় হয়ে আসে। এর জন্য দায়ী পিতামাতার দারিদ্র্য-অনটন, অনেক ক্ষেত্রে মায়েদের অজ্ঞতা ও অমার্জনীয় আলস্য। এর ফলে অধিকাংই শিশুই ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগক্লিষ্ট, উৎসাহহীন। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসার ফলে এবং প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ায় এরা অনেকেই হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

৩। এ শিশুরা যে বাসস্থানে থাকে তা সাধারণতঃ নোংরা ঘনবসতিপূর্ণ গলিতে। এ বস্তির ছেলেমেয়েরা খেলা করে এসে যানবাহন বহুল রাস্তায়। ফলে অনেক সময় তারা দুর্ঘটনায় পতিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব আঘাত প্রাণ হানিকরও হয়ে থাকে। তাছাড়া রাস্তায় ধূলা আবর্জনা থেকে নানা সংক্রামক ব্যাধিতে এরা সহজেই আক্রান্ত হয়ে থাকে।

৪। তাদের সংকীর্ণ বাসস্থানে শিশুরা ইচ্ছামত ছুটাছুটি, খেলাধুলা, দৌড় ঝাঁপ, করবার সুযোগ পায় না। উপযুক্ত সুসঙ্গীরও অভাব। এর ফলে দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশও এদের হতে পারে না। এরা দেহের দিক দিয়ে যেমন পঙ্গু, এদের মানস ও অনুভূতি জীবনও তেমনি অপরিপুষ্ট ও অসুস্থ থেকে যায়।

৫। অনেক সময় পিতামাতা ও বয়স্ক ব্যক্তিরা এদের সাক্ষাতেই নানা অবাঞ্ছিত ও অনৈতিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এর ফল অপরিণত-বুদ্ধি শিশুদের উপর অশুভ হয়। এরা অনুকরণ দ্বারা অভদ্র তর্ক বা আলোচনায় রত হয় এবং এদের মধ্যে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ ও মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

তাঁদের বিবৃতির অন্তে তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলেন যে এই অশুভ পরিণতি থেকে শিশুদের রক্ষা করতে হলে এসব শিশুদের সরিয়ে এনে যত্ন ও সুশিক্ষার জন্যে সুন্দর পরিবেশে স্থাপিত নার্সারী বিদ্যালয়ে প্রেরণ কর্তব্য। এদের সুস্থ করে তুলবার এই-ই একমাত্র উপায়।[1]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে নার্সারী শিক্ষার বিস্তার

ম্যাকৃমিলান্ ভগ্নীদের বিদ্যালয় ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং শ্রমিক মায়েদের শিশুদের শিক্ষার জন্যে নার্সারী বিদ্যালয়ের চাহিদাও বেড়ে যায়। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনে আর এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিপূর্বে পুরুষেরাই মাত্র যে সব কাজ করেছেন এমন বহু কাজেও সহস্র সহস্র মেয়ে যোগ দিতে লাগলেন। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তা ছাড়া যুদ্ধের শেষের দিকে বড় বড় সহরে জার্মানেরা বোমা ফেলা শুরু করায় ব্যাপকভাবে শিশুদের সহর থেকে দূরে দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে সরিয়ে দেওয়ার আয়োজন হল এবং এই লক্ষ লক্ষ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্য বহু বোর্ডিং নার্সারী স্কুল তৈরী করতে হোল। এবং নার্সারী বিদ্যালয় ইংরেজের সামাজিক জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

ডে-নার্সারী ও বোর্ডিং নার্সারী

দেশের অভ্যন্তরে বাপ মার কাছ থেকে শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে যে বোর্ডিং স্কুলগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে বার্লিংহাম্ ও এ্যানাফ্রয়েড অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে (১) এতে মায়েদের উপর চাপ অনেকটা কমেছিল (২) শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল (৩) শিশুদের শিক্ষা বিষয়েও উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু (৪) শিশুদের অনুভূতি-জীবন বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত হওয়াতে স্নেহ বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে নানা মানসিক অশান্তি ও বিকারও সৃষ্টি হয়েছিল।[2]

এর থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হোল যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের শৈশবে নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিশেষ উপযোগী, কিন্তু পিতামাতার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সুতরাং ডে-নার্সারী প্রথাই ভাল। এ ব্যবস্থায় শিশুরা বিদ্যালয়ের কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া বাপ মার সঙ্গেই থাকে। কাজেই পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসার প্রাণপ্রদ উৎস থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। বোর্ডিং নার্সারীতে শিশু ছুটির দিনে বাপ মায়ের কাছে যায় কিন্তু অন্য সবদিন অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও মমতাময়ী তত্ত্বাবধায়িকা ও শিক্ষার যত্নে বোর্ডিংয়েই বড় হয়ে উঠে। এর কুফলের দিকটা বলা হয়েছে। কিন্তু যেখানে শিশু পিতৃমাতৃহীন বা পরিত্যক্ত এবং আত্মীয়স্বজন-হীন সেখানে বোর্ডিং নার্সারী বিদ্যালয় ভিন্ন উপায় কি ?

১। Report on Infants' Nursery School. H.M.S.O. 1933 pp. 101-104.

২। Burlingham and Anna Freud : Children without Families. p 92.

অবশ্য বোর্ডিং নার্সারীগুলির সঙ্গে কিছু মায়েদের (foster mothers) যুক্ত রাখতে পারলে ভাল হয়। বার্লিংহাম এবং এ্যানা ফ্রয়েড্ পালক পিতার (fosterfathers) প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

যা হোক প্রথম যুদ্ধের পর থেকে নার্সারী স্কুল আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। ম্যাকমিলান ভগ্নীদের নার্সারী স্কুলের সাফল্য এবং প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ কালে নার্সারী স্কুলগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষ অনেক বেশী সচেতন হতে পারে। কিন্তু তখন পর্যন্তও সরকারী দিক থেকে নার্সারী শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করা হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা আইনের আর একবার গুরুতর সংস্কার সাধন করা হোল ১৯১৮ সালে। তৎকালীন শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ফিসারের নাম অনুযায়ী এই শিক্ষা আইনকে 'ফিসার অ্যাক্টও' বলা হয়। এমন ব্যাপকভাবে শিক্ষার সর্বস্তরের প্রতি মনোযোগ ইতিপূর্বে আর কোন বিধিতেই দেওয়া হয় নাই। এই আইনে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য দানের অনেক বেশী ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়।

শিক্ষা আইন ১৯১৮

ইংল্যাণ্ডে নার্সারী শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব ১৯১৮ সালের ফিসার এ্যাক্টে স্বীকৃত হলেও, বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রচালিত নার্সারী বিদ্যালয় ছিলই না। তবে বে-সরকারী নার্সারী স্কুলকে সাহায্য দিতে পারতেন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন এ বিষয়ে একটি নূতন পদক্ষেপ।

এ আইন অনুযায়ী পাঁচ বয়সের বৎসরে নীচের শিশুদের শিক্ষাদান আবশ্যিক করা হয়েছে এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন এলাকার সাধ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী নার্সারী শিক্ষা ব্যবস্থার তারতম্য হবে। পাঁচ ধরনের নার্সারী বিদ্যালয় বা নার্সারী শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে ছোট স্বয়ম্ভর বিদ্যালয়কেই সর্বোচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ে ৪০-এর অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে না এবং তাদের বয়স দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। তিন বছরের নীচে যারা, তাদের সংখ্যা দশের বেশী হবে না এবং তাদের জন্যে পৃথক খেলার মাঠের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক নার্সারী বিদ্যালয়ে, প্রতি শিশুর জন্য মাথা পিছু ৳ একর হিসাবে জমিতে বাগান থাকতেই হবে।

১৯৪৪-এর শিক্ষা আইন

পাঁচ বৎসর বয়সে নার্সারী বিদ্যালয়ের আনন্দময় পরিবেশ থেকে ইন্ফ্যাণ্ট স্কুলগুলির সংকীর্ণ ও formal পরিবেশ শিশুদের পক্ষে ক্লেশকর। তাই কোন কোন নার্সারী স্কুলে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের নার্সারী স্কুল এসোসিয়েসনেরও এই মত যে নার্সারী স্কুলে ছেলেমেয়েদের ৭ বৎসর পর্যন্ত একই স্কুলে থাকতে দেওয়া উচিত। এটা অবশ্য পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা।

স্বতন্ত্র নার্সারী বিদ্যালয়

ইন্‌ফাণ্ট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত নার্সারী ক্লাস

যেখানে স্বতন্ত্র নার্সারী স্কুল করা সম্ভব নয় সেখানে ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত নার্সারী ক্লাশ খুলবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য নূতন আইন অনুযায়ী নার্সারী শিক্ষা বিষয়ক নিয়মগুলি খুব কড়াকড়ি ভাবে গঠিত হয় নি, যাতে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা চলে। কিন্তু কতগুলি সাধারণ নীতি সব বিত্থালয়কেই মেনে চলতে হবে। এই নিয়মগুলি হচ্ছে :

নার্সারী বিত্থালয় সম্পর্কে কতগুলি অবশ্য পালিতব্য নির্দেশ

শিশুদের নিয়মিত ভাবে এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে।

যাতে শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে এবং সামাজিক প্রীতি ও সহযোগিতা বিষয়ে সুঅভ্যাস গঠিত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘরের বাইরে এবং ঘরের ভিতরে নানারকম খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিশুদের স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য এবং যথোচিত বিশ্রামের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

ইন্দ্রিয়, পেশী পরিচালনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুদের শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে।[১]

উপযুক্ত খাদ্য, পরিচ্ছদ, যত্ন ও সুস্থসামাজিক পরিবেশের অভাবে দরিদ্রের সন্তানরা মানুষ হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ পায় না। এই দিকটা ম্যাক্‌মিলার ভগ্নীদ্বয়কে বিশেষ ভাবে পীড়া দিয়েছিল। এবং নার্সারী স্কুল গঠন সম্পর্কে এই ছিল তাঁদের সর্বাপেক্ষা জোরালো যুক্তি যে কেবলমাত্র সহৃদয়া শিক্ষিকাদ্বারা সুপরিচালিত, বিজ্ঞান সম্মত, সুন্দর পরিবেশ-সমন্বিত, নার্সারী স্কুলের দ্বারাই এই হতভাগ্য শিশুদের মানুষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। ১৯৪৪ সালের আইনে শিশুদের শিক্ষার সুফল যাতে পুষ্টিকর খাদ্যের (বিশেষ করে দুধ) অভাবে ব্যর্থ না হতে পারে, সে দিকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও অনুরূপ নির্দেশ আছে।[২]

ম্যাক্‌মিল্যান্ ভগ্নীদ্বয়ের নার্সারী বিদ্যালয়ের বিপুল সাফল্য এবং নার্সারী বিত্থালয় আন্দোলনের পশ্চাতে ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনের থাকাতে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশের সামাজিক অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তের ফলে লক্ষ লক্ষ মেয়েরা আজ সর্বক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে দলে দলে ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত। আজ শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার অনেক ব্যাপক ভাবেই রাষ্ট্র ও সমাজকে নিতে হয়েছে। আজ নার্সারী বিত্থালয় ইংল্যাণ্ডের সমাজ জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নার্সারী বিত্থালয়ের প্রসার

১। The Nation's School p.p. 5-9 H. M. Stationery Office.

২। The Ministy of Education England, Pamphtet no 2

কিন্তু ১৯২৯ সালে প্রথম সরকারী উদ্যোগে প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর থেকে নার্সারী শিক্ষাবিস্তারে সরকারী চেষ্টা এখনও যথেষ্ট নয়। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে প্রয়োজন-বোধে তাঁরা নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন এবং পরিচালনার দায়িত্বও নিতে পারেন।

ইংল্যাণ্ডে বর্তমানে শিশু শিক্ষার তিনটি স্তর—১৯৪৮ সালে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা আইনের শেষ পরিবর্তন সাধিত হয় তাতে অবশ্য ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে শিশু শিক্ষার তিনটি স্তর আইনতঃ স্বীকৃত।

(ক) **নার্সারি বা প্রাক্ বা প্রাথমিক বিদ্যালয়**—২ থেকে ৪ বৎসরের শিশুরা এ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপনে ও পরিচালনায় উদার সরকারী সাহায্য সত্বেও,এখনও অধিকাংশ নার্সারী বিদ্যালয়ই বে-সরকারী উদ্যমে স্থাপিত ও পরিচালিত। নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা অবৈতনিক নয় এবং এই বিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তিও বাধ্যতামূলক নয়। অধিকাংশ নার্সারী স্কুলই শিল্প-প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত, যাতে শ্রমিক মায়েরা নিশ্চিন্ত হয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে রেখে কাজে যেতে পারেন। স্কুলের সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা। বিদ্যালয়ে শিশুদের দ্বিপ্রাহরিক আহার ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা আছে। সমস্ত শিক্ষাই খেলাধূলা ও আনন্দময় হাতের কাজের মধ্য দিয়ে। স্বাস্থ্যবিধি পালন, সুঅভ্যাস গঠন এবং আনন্দময় সুস্থ সমাজ জীবন যাপনের প্রথম শিক্ষাদানই প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) **ইনফাণ্ট স্কুল**—ভর্তির বয়স ৫ থেকে ৭ বৎসর। সাধারণতঃ মন্তেসরী বা কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত। এটা প্রথম বিধিবদ্ধ লেখাপড়া শেখার স্তর। পিতামাতার পক্ষে ৫ বৎসর বয়সে শিশুদের ইনফ্যাণ্ট স্কুলে পাঠানো বাধ্যতামূলক। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে।

(গ) **জুনিয়ার স্কুল**—প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম শুরু। ছাত্রদের বয়স ৭ থেকে ১১। এ শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন বিষয়ও কাজ শিক্ষা করতে হয়। শিক্ষা বই ও হাতের কাজ দুইয়ের মাধ্যমে। কোন কোন জুনিয়ার স্কুলের সঙ্গে ইন্ফাণ্ট ও নার্সারী বিভাগ যুক্ত থাকে।

কিন্তু এ ক্ষমতা দেওয়া সত্বেও বাস্তবিক পক্ষে সরকার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয়নি। ১৯২৯ সালে প্রথম সরকার পরিচালিত নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (L. E. A—Local Educational Authority) কর্তৃক পরিচালিত নার্সারী স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৭টি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে জনমতের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৪৭ সালে এল. ই. এ. পরিচালিত নার্সারী স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয় ৩৫৩ এবং স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৭টি। কিন্তু ১৯৪৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাও ইংল্যাণ্ডে আবশ্যিক করাতে এত বেশী বাড়ী

এর জন্য প্রয়োজন হ'ল যে সরকার নার্সারী স্কুল স্থাপনের দিকে আর তেমন মন দিতে পারলেন না। তা হলেও ১৯৪৪-এর শিক্ষাআইনে একথা স্বীকৃত হল যে বেশী সংখ্যক শিশুর জন্য নার্সারী শিক্ষা মঙ্গলজনক। যা হোক্, ১৯৪৮ সালে নার্সারী স্কুলের সংখ্যা ৩৯৮ তে উঠেছিল এবং তার পর থেকে সংখ্যা বেড়েই চলেছে। স্বাধীন নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, কারণ সরকার এই বিদ্যালয়গুলিকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। বিদ্যালয়গৃহগুলি সরকারী অনুমোদিত প্ল্যান্ অনুযায়ী তৈরী হয়। প্রচুর আলোহাওয়া খেলে বিদ্যালয় কক্ষে—খোলা মাঠ ও বাগানও অবশ্যই থাকে। আসবাব পত্র শিশুদের উপযোগী ছোট ও হাল্কা। প্রত্যেক ঘরেই শিশুদের মনোহারী ফুল, পাতা, ও জীবজন্তু, ট্রেন, এরোপ্লেনের ছবি দিয়ে সাজানো থাকে। আর থাকে শিশুদের খেলার ও গঠন কর্মের উপযোগী বহু খেলনা ও উপাদান। নিয়মিত শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা নিয়মিত ভাবে করা হয় এবং তাদের বিবরণী রাখা হয়। তাদের বুদ্ধি, প্রবণতা, রুচি, সামর্থ্য, অভ্যাস সামাজিক গুণ, সুব্যবস্থিতা এবং নৈতিক বিকাশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। অর্থাৎ গোড়ার থেকেই শিশুদের দৈহিক ও সামাজিক সদভ্যাস গঠনের দিকে জোর দেওয়া হয়। সুস্থ দেহ, ও সুস্থ অনুভূতির বিকাশের উদ্দেশ্যে খেলাধুলা এবং সহযোগিতা মূলক গঠন ক্রিয়ায় প্রত্যেক শিশুকে উৎসাহিত করা হয়। ইন্দ্রিয়ের সম্যক চর্চা, সুসমন্বিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালন, স্পষ্ট বাচন এবং স্বচ্ছন্দ চলনভঙ্গী, আত্মনির্ভরতা এবং প্রীতিপূর্ণ ও আনন্দময় দৃষ্টি ভঙ্গী গঠন নার্সারী শিক্ষার অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

Questions

1. Trace the development of pre-primary education in England, since the 19th century.

2. Estimate the contribution of Dame Schools and Sunday schools in developing the education of children in England.

3. Give an account of Robert owen's experiment for the education of poor children in England.

4. Give an account of the contribution of Macmillan sisters in the development of Nursery Education in Engladd.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ভারতবর্ষে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ ও প্রসার

গান্ধীজি যখন কারাগারে (১৯৪২) বসে দেশের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তখন তিনি পৃথক করে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার কথা কিছু উল্লেখ করেন নি। প্রথম ওয়ার্দ্ধা এডুকেশন কমিটিতেও (জাকীর হুসেন্ কমিটি) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪৫ সালে জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে তালিমী সংঘের উদ্যোগে আবার যে শিক্ষা সম্মেলন হয়, তাতে 'নঈ তালিম শিক্ষা' ৭ থেকে ১৪ বৎসরের শিশুদের শিক্ষায়ই সীমাবদ্ধ রইলো না। তাতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ে ভারতের সমগ্র জনসাধারণের শিক্ষার কাজে লাগানো যায়, এমন পরিকল্পনা রচনার ভার বিভিন্ন উপসমিতির হাতে দেওয়া হয়। এই উপসমিতিগুলি প্রাক্-বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও প্রৌঢ় শিক্ষা বিষয়ে পাঠক্রম রচনা করেন। এই সমস্ত পরিকল্পনাতেই, শিক্ষার দায় দেশের জনসাধারণই বহন করবে এবং তা সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে না, এই সংকল্প পুনরায় প্রকাশ করা হয়। এর কারণ, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা মিঃ সার্জেণ্ট সমগ্র স্তরের মানুষের শিক্ষার যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তাতে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকতর বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে এ শিক্ষা কখনও স্বয়ম্ভর এবং সম্পূর্ণভাবে সরকারী সাহায্য নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং তিনি হিসাব করেছিলেন যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করতে গেলে, ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং এই স্তরে উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করতে অন্ততঃ ৪০ বৎসর সময় প্রয়োজন হবে। সেবাগ্রামের তালিম সংঘ বিশ্বাস করেছিলেন যে সার্জেণ্টের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার সাধ্য দেশের নাই এবং বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে, বুনিয়াদী শিক্ষকেরা দারিদ্র্য স্বেচ্ছায় বরণ করে দেশের সেবা হিসাবে শিক্ষকতা বৃত্তিগ্রহণ করবেন এবং এই সব বিদ্যালয়ের জন্য জমি ও ঘরবাড়ি জনসাধারণের বদান্যতা থেকেই পাওয়া যায়।

সেবাগ্রাম তালিমী সংঘের উদ্যোগে শিক্ষা সম্মেলন ১৯৪৫ প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম রচনা।

সার্জেণ্ট কমিটির রিপোর্ট

সে যাই হোক, সার্জেণ্ট পরিকল্পনাতেই আমরা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এক পৃথক শিক্ষাস্তর হিসাবে স্বীকৃত হতে দেখি। সার্জেণ্ট কমিটি ৩ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষকে একটি অতি প্রয়োজনীয় স্তর বলে স্বীকার করেছেন। এ

সম্বন্ধে এই যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটির পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবগুলি হচ্ছে : ভারতবর্ষের যে কোন জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিশু-শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে। বর্তমানে এ শিক্ষা অবহেলিত, কিন্তু জাতির কল্যাণের জন্য এ শিক্ষা বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তার সুব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবর্ষের ৩-৫ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে অবৈতনিকভাবে এ শিক্ষা দিতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ

যে সব পিতা-মাতা জীবিকা উপার্জনের জন্য দু'জনেই কাজে বের হয়ে যেতে বাধ্য হন, এবং যাঁরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা ও লালন-পালনের ভার নিতে পারেন না, তাঁদের ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। সহর ও শিল্প প্রধান অঞ্চলেই এ প্রয়োজন বেশী। এ সব শিশুদের জন্য নার্সারী জাতীয় এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে তাদের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ হতে পারে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দের মধ্য দিয়ে এবং শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে অবলম্বন করে শিক্ষা দিতে হবে। শিশু নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের সুযোগ পাবে।

এ সব বিদ্যালয় মমতাময়ী ধৈর্যশীলা শিশুমনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত হবে, কারণ মায়েরাই এই কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

এ সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসক যুক্ত থাকবেন। তাঁরা শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করবেন এবং শিশুদের রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

এই কমিটি এই সিদ্ধান্ত করেন যে এক কোটি শিশু শিক্ষার জন্য ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে।[১]

প্রাক্-বুনিয়াদী স্তরে কি শিক্ষা দেওয়া হয় ? গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার মূল মন্ত্র হচ্ছে 'সমগ্র গ্রাম সেবা'। কাজেই শিক্ষার্থী এমন বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে, যার দ্বারা গ্রাম জীবনের কল্যাণ সাধিত হতে পারে। জাকীর হুসেন কমিটি যে কয়েকটি বৃত্তি বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্র শিল্প হিসাবে অনুমোদন করেছেন, তা হচ্ছে—(১) সুতো কাটা ও তাঁতের কাজ (২) কৃষি (৩) কাঠের কাজ, কার্ড বোর্ডের কাজ ও ধাতুর কাজ।

এই প্রস্তাবে কোন-না-কোন বৃত্তিকে কেন্দ্র করে, অনুবন্ধ প্রণালীতে, যতটা সম্ভব মৌখিকভাবেই হাতের কাজের সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হবে। বই পুস্তকের ব্যবহার কমই থাকবে। বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি মূল সূত্র হল, এ বিদ্যালয়গুলি অন্ততঃ কিছু পরিমাণ স্ব-নির্ভর হবে। শিক্ষার্থীরা শ্রমের দ্বারা যা উৎপাদন করবে তাতে বিদ্যালয়ের ব্যয় কিছুটা নির্বাহ হওয়া চাই। সাফাই প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আবশ্যিক কর্ম।

১। Sargent Commission Report Ch II, p.p. 12-15.

স্বাধীন প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় বাংলা দেশে খুব বেশী স্থাপিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবেই এ বিদ্যালয়গুলি কাজ করে। এদের কর্মসূচী এখনও অনেকটা অনির্দিষ্ট। এ বিষয়ে শ্রীমতী কণা সেন (সুরুল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বুনিয়াদী শিক্ষায় ট্রেনিংপ্রাপ্তা, উৎসাহী এবং আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষিকা) আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাকে যে দীর্ঘপত্র দেন, তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত কচ্ছি। শ্রীমতী কণা ইতিপূর্বে তিনটি প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা হিসাবে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। এ বিদ্যালয়গুলির সংগঠন ও কর্মসূচী নির্ধারণ তাঁর চেষ্টায়ই ঘটেছে। তিনি এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেছেন, এবং তাঁর প্রবর্তিত কর্মসূচী বাস্তব রূপায়ণ করে কিছু সুফলও পেয়েছেন। তাঁর পত্র এবং তাঁরই প্রেরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত (সরকার অনুমোদিত প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়) "সিলেবাস ও সাধারণ নিয়মাবলী" থেকে কিছু তথ্য দিচ্ছি :

কয়েকটি প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিচয়

"বর্ধমান জেলার জামতাড়া গ্রামের সুয়াড়া ফার্মের দ্বারা পরিচালিত প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত আছে। ১৯৬২ সালে এঁরা সুয়াড়া ফার্মে প্রি-বেসিক্ স্কুল খোলেন এবং সে স্কুলের প্রথম হেড্ মিস্ট্রেস হয়ে আমি সেখানে যাই। এ সময় প্রথম আমি খোঁজ করেছিলাম, প্রি-বেসিক্ স্কুলের গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কোন লিখিত নিয়ম বা পরিকল্পনা আছে কিনা ; কিন্তু জেনেছিলাম কিছু নেই। ট্রেণ্ড শিক্ষায়িত্রীরা যে পরিকল্পনা চালু করবেন সেইটেই কালক্রমে বিধিবদ্ধ হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় কতগুলো নিয়ম তৈরী করে নিয়ে আমি স্কুলটি চালু করি।"

এরপর তিনি সিউড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কাশীশ্বরী শিশু নিকেতনে (প্রাক্ বুনিয়াদী) যোগ দেন। এটিরও তিনি প্রথম হেড্ মিস্ট্রেস ছিলেন। তিনি সেখানেও বিদ্যালয়টি সংগঠন করেন এবং বিশেষভাবে অভিভাবকদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে একটি কর্মসূচী ও নিয়মাবলী ছাপান। তার থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"খাঁটি নার্সারী স্কুল বলতে যা বোঝায়, প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় আবাসিক বিদ্যালয় নয়। এর শিক্ষা পরিকল্পনা মাত্র দু'বছরের এবং বিদ্যালয় বসা ও শেষ হওয়ার সময় সাধারণ বিদ্যালয়ের মত।" প্রাক্-বুনিয়াদির প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রদের বয়স ৩ বৎসর। এক বৎসর পর, প্রাক্-বুনিয়াদী প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাত্রেরা উন্নীত হয়। সেখানেও শিক্ষা-কাল ১ বৎসর।

এটা সহজেই অনুমেয় যে কৃষি বা তাঁত বোনা ইত্যাদি কোন পরিশ্রম-সাধ্য শিল্পকাজ ৩।৪ বৎসরের শিশুদের জন্য নয়। তকলীতে সুতো কাটা, হালকা বাগানের কাজ (ক্ষেতী) এবং সাফাইর কাজে কিছু সাহায্য তারা করতে পারে। বর্তমান

সংশোধিত পাঠ্যতালিকায় বাগানের কাজ আবশ্যিক ভাবে প্রতি শ্রেণীতে নির্দিষ্ট হয়েছে।

বিলাতে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাই। এখানে বিদ্যালয়গুলিতে কাজের সময় সকালে ৭-১০ মিনিট থেকে দুপুর ১১-১০ মিনিট। শ্রমিক মায়েদের সন্তানদের সাময়িক রক্ষণা বেক্ষণের জন্যে এ বিদ্যালয়গুলি পরিকল্পিত হলেও, এই বিদ্যালয়গুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ৩।৪ বৎসরের গ্রামের শিশুদের "খেলা-ধূলা ছড়া-আবৃত্তি, অভিনয়, নাচ, গান প্রভৃতির **সংগে প্রাথমিকভাবে লেখাপড়া ও অংকের সংগে** আনুষঙ্গিক পরিচিতি। অর্থাৎ নিম্ন-বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির জন্যে ছাত্রদের প্রস্তুত করে দেওয়াই এই শিক্ষা স্তরের বিশেষ উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষে সন্তানদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের দাবী ও প্রত্যাশাও তাই যে, তাঁদের সন্তানেরা "লেখা পড়া" শিখুক। কাজেই বিলাতে নার্সারী স্কুলে 'খেলা' ও স্বতঃ উৎসারিত আনন্দময় ক্রিয়ার উপর যে জোর, এখানে প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তা নেই। খেলা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। গান্ধীজিও শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বিহীন খেলাকে মূল্য দেন নি। আর আমাদের খেলার সব দামী উপকরণ কেনবার সামর্থ্যই বা কোথায়?

এই স্তরে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য: "সদভ্যাস, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার অভ্যাস গঠন, ব্যবহারে শিষ্টাচার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস প্রভৃতি।

কাশীশ্বরী শিশু নিকেতনের 'সিলেবাসে' উল্লেখ আছে,

(১) "বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে গিয়ে শিশুরা যাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সাধারণ শিক্ষা পরিচালনা করা হয়।

(২) বছরে অন্ততঃ ২ বার শিশুদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া হয়।

(৩) বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মাধ্যমিক জলযোগের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের বাড়ী থেকে টিফিন্ দেওয়ার ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয় না, বা বাইরের কিছু খেতে দেওয়া হয় না।

(৪) বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে-আসা ও বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

নিঃসন্দেহেই এসব ব্যবস্থা প্রশংসা যোগ্য, কিন্তু আশঙ্কা করি, এই সুব্যবস্থা অধিকাংশ প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়েই নেই।

এড়োয়ালী প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

"প্রাক্ প্রথম শ্রেণীতে—অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয়, ব্রতচারী, ব্যায়াম, খেলা, ছড়া, গান প্রভৃতি।

"প্রাক্ দ্বিতীয় শ্রেণীতে—সাধারণভাবে লিখতে ও পড়তে শেখা এবং সহজ যোগ অংক শেখা। সংগে সংগে প্রাক্ প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ শিক্ষাও দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিশুদের সদভ্যাস গঠন (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) সামাজিক ভাবে মেলা মেশা, বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া প্রভৃতি অভ্যাস গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।"

বর্তমানে সরকারের নীতি হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি চলছে এবং দুই জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ইত্যাদি বিষয়ে কোন সংযোগ ও সমতা থাকছে না। যদিও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট অর্থব্যয় করছেন, বাস্তবিক পক্ষে দেশের মানুষ বুনিয়াদী শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছেন না এবং প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার অন্ততঃ বাংলাদেশে অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

দেশের নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ঃ

নার্সারী বিদ্যালয় কিন্তু যথেষ্ট প্রিয়তা অর্জন করেছে। এদের অধিকাংশই অননুমোদিত এবং অনেক বিদ্যালয়েই নার্সারী শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা নেই। তথাপি আমাদের আধুনিক বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, কিছু চতুর লোকের উদ্যমে কলিকাতায় অন্ততঃ প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় তো বটেই, এমন কি অলিতে গলিতেও তথাকথিত নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেন বা মন্তেসরী বিদ্যালয় দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। মফঃস্বল মহকুমা সহরগুলিতেও এ ঢেউ পৌছেচে। এ দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে এ জাতীয় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। খ্রীষ্টান্ মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এবং সরকার পরিচালিত বা সরকার পরিপোষিত নার্সারী বিদ্যালয়গুলির মান সাধারণতঃ সন্তোষজনক। কিছু বেসরকারী নার্সারী, কিণ্ডার গার্টেন বা মন্তেসরী শিশুবিদ্যালয় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ কচ্ছেন। কিন্তু এ শ্রেণীর অধিকাংশ শিশু বিদ্যালয়ই নিছক ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত এবং আমাদের আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষেরা এ-জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করে মিথ্যা 'সামাজিক মর্যাদা' লাভের তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এ নার্সারী শিক্ষা দ্বারা তাদের ছেলে-মেয়েরা যে ভাবে উপকৃত হওয়া উচিত, তা অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। এই অনিয়ন্ত্রিত বিপুল সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত পরিদর্শন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকার কর্তৃক উদার সাহায্য দ্বারা দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। ইংল্যাণ্ডে নার্সারী বিদ্যালয়গুলি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা মেটাচ্ছে। আমাদের দেশে, দুঃখের বিষয়, এখনও তা হচ্ছে না।

১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৯০ এবং ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬০০০। প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় কয়টি এবং ছাত্রসংখ্যাই বা কত তার কোন উল্লেখ নেই। গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সাধারণতঃ ৬ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। খরচ প্রতি বিদ্যালয়ে গড়ে ৯০০০ টাকা থেকে ১২০০০ টাকা। এর মধ্যে ১২½% অংশ স্থানীয় ব্যক্তিদের দেয়।[১]

১। Review of Education in India, 196a 61. p. 660

Questions

1. Trace the development of pre-primary education before and sirce independence.

2. What were the recommendations of the Sargent Commission, regarding pre-primary education ? How did the recommendations of the Educatien Conference under the auspices of the Sevagram Talimi Sangha in 1945 differ from those of the Sargent Commission ?

3. Has the experiment of Basic education been a success ? If not, what are the causes of its failure: Discuss.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিদেশের প্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ফ্রান্স ঃ

ফ্রান্সেই সম্ভবতঃ প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপিত হয়। জঁ ওবেরলিন (Jean Oberlin) ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুল স্থাপন করেন। তারপর রুশোর শিক্ষানীতিকে রূপদানের আগ্রহেআরও কিছু অনুরূপ শিশুশিক্ষা বিদ্যালয় খোলা হয়। এগুলিকে বলা হত ইকোল্ ম্যাটার্নেলস্ (Ecole Maternelles)।

ফরাসী বিপ্লবের ধাত্রী এই দেশ—স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্ব—Liberty, Equality & Fraternity-র বাণী প্রচার করে পৃথিবীকে এক নূতন আশার বাণী শুনিয়েছিল। রুশোর শিক্ষারও মূল সূত্র হল শিশুর স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ।

ফ্রান্স নার্সারী বিদ্যালয়ের জননী হলেও, দীর্ঘকাল ব্যাপী বৈদেশিক যুদ্ধ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (Roman Catholic এবং Protestant) রক্তক্ষয়ী আত্মকলহের ফলে ফ্রান্সে নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রসার আশানুরূপ হয়নি। তাছাড়া, ফ্রান্স তখনও প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের চাপে শ্রমিক মায়েদের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের যে প্রয়োজনে নার্সারী বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়েছিল, ফ্রান্সে সেই প্রয়োজন তেমন জরুরী হয়ে দেখা যায়নি।

ইকোল্ ম্যাটারনেল্স্-গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের, সুঅভ্যাস গঠন, ভদ্রআচরণ ও কিছুটা লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ছিল। ২ থেকে ৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের স্নেহ মমতা এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে এমন শিক্ষাদান করা হোত, যাতে এর পর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে তারা প্রস্তুত হতে পারে। এ ছাড়া ৩-৬ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে ক্লাস্ এন্ফ্যান্টাইন্ এবং কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ও ছিল। সেখানে ৩-৬ বৎসরের ছেলে-মেয়েরা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো। কিণ্ডারগার্টেন নিম্নতর স্তরে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ এবং ভাষাশিক্ষাও দেওয়া হত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ফ্রান্সেও যুদ্ধের সমরোপকরণ নির্মাণে এবং আরো অনেক কাজে সহস্র সহস্র মায়েদের ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে হল এবং শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেডক্রশ সোসাইটির দ্বারা পরিচালিত বহু ক্রেশ্ (Creches) এবং মেসনস্ ড্য এন্ফ্যানী স্থাপিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায় ফ্রান্সের ৫২% ছেলেমেয়ে এসব বিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতো।

ফ্রান্সে এখন ৩ থেকে ৬ বৎসরের শিশুদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ শিক্ষাদানের জন্য বহু কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় আছে। যদিও এখনও কিছু বেসরকারী

ও ধর্মীয় সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়ও আছে। ফ্রান্সে শিক্ষা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমেরিকা : আমেরিকা নূতন মহাদেশ, সুতরাং সেখানের শিক্ষার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। মার্টিন লুথার প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় স্থাপনের (১৫১৭) পর থেকে,ইয়োরোপে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তাক্ত সংগ্রাম বহুদিন ধরে চলেছিল। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বহু দেশেই উৎপীড়িত হোত। তাঁদের মধ্যে অনেকে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নূতন সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের সন্ধানে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নেয়। গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিকেরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। জাতির সকল মানুষকেই শিক্ষা দিতে হবে, এই সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ আমেরিকাই প্রথম গ্রহণ করে। আমেরিকায় শিশুদের প্রথম বারো বৎসরের শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক। প্রথম থেকেই আমেরিকান্ শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বাধীনতা। শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির (States), তাঁরাও এ দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়েদিয়েছেন।

আমেরিকায় শিক্ষা কেন্দ্রের শাসন-মুক্ত (decentralized) ও স্থানীয় স্বাধীনতাভিত্তিক (self-governing)। আমেরিকার সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সুনাগরিক গড়ে তোলা। আমেরিকায় শিশুশিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে শিশুর স্বাভাবিক উৎসাহ, আগ্রহ ও কর্মোদ্যম। শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশ, শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করা—to train the "whole child"। এ জন্যে সেখানে শিশু শিক্ষায় টেলিভিশন, রেডিও, ছায়াচিত্র এবং সর্বাধুনিক শ্রবণ-দর্শন-সহায়ক শিক্ষা-উপকরণ (audio-visual aids) ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়। রাশিয়া ভিন্ন আর কোন দেশ শিক্ষার জন্য এমন অকৃপণভাবে ব্যয় করে না।

কিণ্ডারগার্টেন, জার্মানীতে নিষিদ্ধ হলে, আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিনে, ফ্রোএবেল্ তাঁর স্কুল তুলে নিয়ে যান। তবে প্রথম নার্সারী স্কুল আমেরিকায় স্থাপিত হয় ন্যুইয়র্কে ১৯১৯ সালে। স্বভাবতঃই ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আমেরিকায় শিল্প সমৃদ্ধি শুরু হয় বহু দেরীতে এবং শিল্পাঞ্চলে নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপনের সেই জরুরী তাগিদও ছিল না। ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আমেরিকায় মেয়েরা অনেক বেশী স্বাধীন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) শেষ দিকে আমেরিকা যখন যুদ্ধে যোগ দিল, তখন যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করবার জন্যে দলে দলে মেয়েরা নানা কাজে ভর্তি হতে লাগলো এবং তাঁদের সন্তানদের, তাঁদের অনুপস্থিতে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মত আমেরিকায়ও বহু নার্সারী স্কুল স্থাপিত হোল। শিল্পে, ব্যবসায় বাণিজ্যে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত খুব মন্দার ফলে এ সময়টায় নার্সারী স্কুলের প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। কিন্তু নিউডীল্ এ্যাক্ট্ অনুযায়ী ফেডারেল সরকার উদারভাবে কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেন। তার ফলে ১৯৪০ সালে দেখা যায় সরকারী এবং বেসরকারী

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬,৭৫,০০০, আর নার্সারী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকার অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং শিল্প ও সমৃদ্ধিতে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজ আমেরিকার নার্সারী শিক্ষার মান ইংল্যাণ্ডের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাকেও অতিক্রম করে গেছে। আমেরিকায় নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুদের বয়স ২ থেকে ৪ বৎসর। কোন কোন বেসরকারী নার্সারী কেন্দ্রে ১৮ মাস, এমন কি ১ বৎসরের শিশুদেরও ভর্তি করা হয়। সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাদের শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় বা ক্রেশ, স্থাপন ও পরিচালনা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তি করা পিতা-মাতার পক্ষে আবশ্যিক নয় (compulsory), নার্সারী শিক্ষা অবৈতনিকও নয়। আমেরিকায় তিন ধরনের নার্সারী বিদ্যালয় আছে। প্রথম ধরনের বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার অথবা (অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে) ফেডারেল সরকার দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয় ধরনের নার্সারী স্কুলগুলি (এদের সংখ্যাই সর্বাধিক) বেসরকারী সংস্থা এবং তৃতীয় ধরনের নার্সারী স্কুলগুলি ধর্মীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। ১৯৬২ সালে বিভিন্ন ধরণের ২০০০ নার্সারী স্কুল ছিল। কিন্তু এ সংখ্যা যথেষ্ট নয় এবং নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে জনসাধারণের দাবী ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ফলে আর এক ধরণের নার্সারী স্কুল মায়েদের সমবেত চেষ্টায় স্থাপিত হচ্ছে। এগুলির নাম কো-অপারেটিভ্ নার্সারী স্কুল। মায়েরা নিজেদের সহযোগিতায় নিজ সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য এ বিদ্যালয়গুলি স্থাপন ও পরিচালনা করেন। তাঁরা নিজেদের অবসর সময়ে বিদ্যালয়ে পড়ান বা অন্যভাবে বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এ বিদ্যালয়-গুলিতে তাঁরা যথাসম্ভব গৃহের স্নেহপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন এবং শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে, খেলাধুলা এবং নিজেদের স্বাভাবিক আগ্রহভিত্তিক কাজের মাধ্যমে যাতে সজীব শিক্ষালাভ করে এবং সুঅভ্যাস গঠন করে সে দিকে দৃষ্টি রাখেন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে কখনো কখনো কিণ্ডারগার্টেন এবং নিম্নতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ও যুক্ত থাকে।

আমেরিকায় সমাজের যাঁরা নেতা, যাঁরা চিন্তাশীল ও শিশুমনস্তত্ত্বে আগ্রহী, তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছেন যে শিশুশিক্ষা সুফলপ্রদ হতে হ'লে পিতামাতাদেরও শিশু লালন পালন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হ'তে হ'বে। তাই অনেক সময় এসব শিশু বিদ্যালয়ে পিতামাতাকে শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিশুপালন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান এবং মায়েদের সঙ্গে শিশুর শিক্ষিকাদের নিয়মিত ও ঘনিষ্ট মেলামেশা ও আলোচনার আয়োজন করা হয়। অল্পবয়স্ক ভবিষ্যৎ মায়েরা গর্ভাবস্থায় কি ভাবে চললে নিজেরা সুস্থ থাকবেন এবং শিশুও সুস্থ দেহ মন নিয়ে গড়ে উঠবে, সে উপদেশ দানেরও ব্যবস্থা থাকে। দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর।

রাশিয়া : অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া যে অসম্ভব সম্ভব করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মিলবে না। জারের আমলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ছিল সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। বাস্তবিক পক্ষে শাসনকর্তারা চাননি, যে দেশের লোক শিক্ষা লাভ করুক। শিক্ষা পেলেই মানুষের চোখ ফোটে, প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি জাগে। নিজেদের অপরিসীম দুঃখ দারিদ্র্য অদৃষ্ট বলে মেনে নিতে মানুষ আর তখন চায় না।

স্তালিন একথা স্পষ্ট করেই বুঝেছিলেন যে গণজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। তিনি বলেছিলেন যে শিক্ষার ফল কি হবে তা নির্ভর করে,এই অস্ত্র কার হাতে থাকে তার উপর—"Education is a weapon whose effect depends on who wields it."

জারের আমলে শিক্ষাকে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর শাসন শোষণের উপায় হিসাবেই ব্যবহার করা হত। পুঁজিপতিদের বাধ্য গোলাম সৃষ্টি করাই ছিল সে শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শিক্ষার উদ্দেশ্য অকটোবর বিপ্লবের পশ্চাতে যে মহৎ আদর্শ শক্তি দান করেছিল সেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অকুণ্ঠ বিশ্বাসী সংগ্রামী সৈনিক সৃষ্টি করবার জন্যে দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য সত্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা—যে শিক্ষা সমস্ত শ্রেণী বৈষম্য দূর করে নূতন গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করবে—The aim of the Soviet State s to transform the school from an instrument of the class domination of the bourgeoisie into a instrument that entirely does away with the division of society into classes, into an instrument for the communist regeneration of society. সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দেশের সমস্ত মানুষের নূতন আশা, আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করা, বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা নতুন স্বচ্ছ দৃষ্টি-সম্পন্ন এক নূতন জাতি গঠনই সোভিয়েট শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভগবান, ধর্ম, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি মনগড়া বিভীষিকা দিয়ে মানুষকে ভীরু করা এবং এই অলীক ভয়কে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর স্বার্থসাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করাই, সোভিয়েট রাশিয়ার মতে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ।

অক্‌টোবর বিপ্লবের পরে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার খেটে-খাওয়া জনসাধারণ ক্ষমতা অধিকার করে। ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত কাল পরেই সোভিয়েট সরকার এই দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন যে, যে কোন মূল্যেই দেশের লজ্জাকর নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। ১৯১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সোভিয়েটের সর্বোচ্চ বিধান সভা (Council of People's Commissors) লেনিনের উদ্যোগে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ ভাবে দূরীকরণের জন্যে এক আইন পাশ করলেন, যে আট বৎসরের সমস্ত মানুষকে তাদের স্থানীয় ভাষায় বা রাশিয়ান্ ভাষায় পড়তে শিখতে হবে।

লেনিন লিখেছেন, ১৯১৩ সালে প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় দেশের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ ছেলেমেয়ে এবং যুবক যুবতী কোন প্রকার লেখা পড়া শিখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

ছিল। ১৯১৪ সালে সমগ্র রাশিয়াতে আশী লক্ষ ছেলেমেয়ে মাত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতো আর ৩০ কোটি ছেলেমেয়ে সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকতো। সে তুলনায় নূতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ১৯২৮-২৯ সালে ১ কোটি ২০ লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো। ১৯৩৮-৩৯ সালে সে সংখ্যা বেড়ে হয় ৩ কোটি ১০ লক্ষ এবং ১৯৪৯-৫০ সালে সে সংখ্যা বেড়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে। যুদ্ধোত্তর কালে রাশিয়াতে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চতম বিশেষজ্ঞ ও প্রায়োগিক শিক্ষায় সোভিয়েট রাশিয়া ইয়োরোপের সমস্ত দেশকে অতিক্রম করে গেছে। আমরা অবশ্য সে নিয়ে আলোচনা করব না। রাশিয়ার প্রি-প্রাথমিক শিক্ষাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়াতে ২৮৫টি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ছিল। অল্প কয়েকটি বাদে সবই ছিল বেসরকারী পরিচালনাধীনে। ধনীদের সন্তানেরাই কেবল সেখানে পড়াশুনার সুযোগ পেত। এবং মধ্যে ১২ থেকে ১৫ টি মাত্র ছিল অবৈতনিক। এ কিণ্ডারগাটেন বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল অনধিক ৭,৪০০।

১৯৫৩ সালের হিসাবে দেখা যায়, সোভিয়েট রাশিয়ায় ২৫,০০০-এর অধিক কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ছিল। তা ছাড়া, গ্রীষ্মকালীন অস্থায়ী খেলার মাঠ-কেন্দ্রিক সহস্র সহস্র শিশু-বিদ্যালয়ও (Seasonal kindergarten) ছিল।[১] ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষের বেশী। এগুলি সরকারী শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও সমবেত খামার (Collective farm) দ্বারা পরিচালিত।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিশুদের বয়স ৩ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত। সোভিয়েট রাশিয়া পারিবারিক জীবনের কল্যাণকর প্রভাব স্বীকার করে এবং শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষার কাজে মায়ের দায়িত্ব সর্বাধিক, এ কথাও অসংশয়ে স্বীকার করে। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় পারিবারিক জীবনের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। কিন্তু সে দেশে বিশ্বাস করে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠনের কাজে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে, ক্ষেতে খামারে কলকারখানার সর্বপ্রকার কাজে মেয়েদের শ্রম আজও অপরিহার্য। সুতরাং তাঁদের সংসারের দায়িত্ব থেকে কিছুটা মুক্তি দিতেই হবে। তাই ৩ বছর থেকে ৭ বছরের সমস্ত শিশুর শিক্ষার ভার কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলি নেয়। এটা আবশ্যিক, এবং এর সম্পূর্ণ দায় রাষ্ট্রের।

রাশিয়ার প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। তাঁরা ফ্রোএবেল্ বা মন্তেসরী প্রণালীতে বিশ্বাসী নন। এগুলি তাঁদের মতে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থারই অঙ্গ। এই পদ্ধতিতে শিশুরা বাস্তবিক

১। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট দেশে নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৪৩,৬০০ ; ১৯৬৫ সালে ৬৭,৫০০ আর ১৯৬৭তে সে সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫,১০০তে। Soviet Union. Nov. 1969

পক্ষে স্বাধীনভাবে কিছু শেখে না, নিতান্তই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা তাদের কতগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। কাগজ ভাঁজ করা, কাগজে বিভিন্ন নক্সা কাটা, ঝুড়ি বোনার কাজ, কাঠি, আংটি, এবং নানা উপাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা এবং নানাপ্রকার খেলাধুলা, সবই বাস্তবিক পক্ষে যান্ত্রিক এবং শিশুর আগ্রহকে স্বাভাবিক ভাবে আকর্ষণ করবার উপায় এগুলি নয়।

সোভিয়েট কিণ্ডারগার্টেনে এই কৃত্রিম পদ্ধতির পরিবর্তে শিশুর বয়স, তার বিশিষ্ট প্রকৃতি, তার মনের গঠন, তার বয়সের বিশেষ স্বাভাবিক আগ্রহ ও তার মানসিক প্রস্তুতি অনুযায়ী তার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য, গঠনেচ্ছা, নূতন কিছু আবিষ্কারের আগ্রহকে ভিত্তি করেই শিক্ষা দান করা হয়। প্রত্যেক শিশুকে পৃথক বাস্তব সত্তা হিসাবে গ্রহণ করেই তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

শিশুদের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিণ্ডারগার্টেন বা নার্সারীতে প্রত্যহ শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কোন রোগ বা বিকৃতি থাকলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একেবারে শৈশবকাল থেকে স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত সুঅভ্যাস শিশুরা বিদ্যালয়ে আয়ত্ত করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় শিশু ও মাতার স্বাস্থ্যের উপর একটা জোর দেওয়া হয় যে জন্মের পর শিশুকে নিয়ে মা বাড়ি ফিরবার তিন দিনের মধ্যেই স্থানীয় সরকারী ডাক্তার শিশুকে এবং মাকে পরীক্ষা করে যান এবং শিশুর ১৫ বৎসর পর্যন্ত, তারপর থেকে নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা চলতে থাকে। শিশুর জীবনে সব চেয়ে সংকট-জনক প্রথম বৎসরে শিশুর ও মায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে মা ও শিশুকে পরামর্শ দেওয়া ও চিকিৎসার জন্য রাশিয়াতে ২০,২০০-র উপর Consultation centre এবং Polyclinic ছিল।

কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়েই শিশুদের প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যহ পরিচয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নানা প্রকার ছবি, শিক্ষা উপকরণও তাদের মনকে উৎসুক করে তোলে। তাদের কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলা হয়, বই থেকে সহজ করে তাদের পড়ে শোনানো হয়, তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

শিশুর ভাবাজ্ঞান বিকাশের জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। পাঁচ থেকে সাত বছরের উপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বই থেকে পড়তে পারে, শুনতে পারে, সহজ অঙ্ক কষতে পারে, সহজ পদ-সমন্বিত বাক্য লিখতে পারে. যন্ত্র সঙ্গীত, গান, সঙ্গীতের তালে তালে ছন্দোময় নাচ, ছবি আঁকা, হাতে গড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিপুণতাই শুধু বৃদ্ধি পায় না তাদের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানও বিকশিত হয়। শৈশব থেকেই তারা তাদের দেশ ও দেশের প্রকৃতি ও দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখে।

নানা প্রকারের খেলাই হচ্ছে শিশুশিক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু এই খেলাগুলি এমনি সুপরিকল্পিত এবং বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে এর

মধ্য দিয়ে শিশুর সুস্থ শারীরিক বিকাশই কেবল নয়, বুদ্ধি, অনুভূতি, সংযম, শোভন রুচি ও নীতিবোধও স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। এর মধ্য দিয়েই শিশুদের প্রত্যক্ষণ দ্বারা দ্রব্যের গুণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মনোযোগ, এবং নিজ সামর্থ্য সম্বন্ধে আস্থাও বৃদ্ধি পায়।

সেখানে বিদ্যালয়গুলি মায়েদের কাজের সময় অনুযায়ী সাতটা থেকে দশটায় খোলে এবং সন্ধ্যা ৬টা-৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিদ্যালয়েই আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকে। শিশুদের উপর নিজেদের সব ব্যাপারেই অনেকখানি দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে তারা স্বাবলম্বী এবং সমাজ জীবনের উপযুক্ত গুণ সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব, মানবতাবোধ এবং পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করবার নিপুণতা লাভ করে।

সোভিয়েট শিক্ষায় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার চেয়ে সামাজিক গুণ বিকাশের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। সব খেলা ও কাজই এমন, যাতে কয়েক জনে মিলে উদ্যোগী হতে পারে। অবশ্য প্রত্যেক শিশু যাতে নিজস্ব শক্তি, সামর্থ্য, আগ্রহ ও রুচি সম্যকভাবে বিকাশ করতে পারে সে দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। কারণ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণেই এটা দেখা প্রয়োজন যে, কোন প্রতিভার বা সম্ভাবনার যাতে অপমৃত্যু বা অপচয় না ঘটে। রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে :

আপনারে লয়ে বিব্রত থাকিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সোভিয়েটের এই জীবনমন্ত্র অনুযায়ীই কিণ্ডারগার্টেন স্তরের শিশুদেরও দেশের সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। গ্রীষ্মকালে কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলি গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত খামারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানের পরিশ্রমের কাজের অংশগ্রহণ করে', শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করে, এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে। নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্ত কলকার খানা, খনি, ইত্যাদির সঙ্গেও শিশুদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো হয়। তার ফলে প্রত্যেক শিশুর মনে দেশ সম্বন্ধে যেমন অনুরাগ ও গর্ববোধ বাড়ে, তেমনি তারা বুঝতে পারে সমস্ত দেশে কোথায়ও কোন শ্রেণী-বিভাগ নেই এবং প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে যথাসাধ্য দেশের সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধির কাজে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন সার্থক হয়েছে, তার কারণ সমগ্র দেশের ঐকান্তিক সমর্থন রয়েছে এর পিছনে, আর শৈশব থেকেই দেশের ছেলেমেয়েরা দেশের বাস্তব সমস্যাগুলি নিজেদের সমস্যা বলে চিন্তা করতে শিখছে।

Questions

1. Describe the system of pre-primary education in America and estimate its excellence.

2. Describe the system of pre-primary education in Soviet Russia and indicate why it has been so successful. Whart lessons may we learn from the experiment in Russia ?

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন অভীক্ষা

বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের এটি একটি মূল কথা যে প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন, আগ্রহ, শক্তি, সামর্থ্য, রুচি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। পিতামাতাকে যেমন শিশুর শরীরের গঠন, তার বিকাশের স্তর, তার স্বাস্থ্য, রুচি ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে তার খাদ্য-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি শিশুর মনের গড়ন, তার বুদ্ধি, তার প্রবণতা, তার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ ইত্যাদি জেনে বিদ্যালয়ে সেই অনুযায়ীই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দেহের গঠন, শক্তি, সামর্থ্য, স্বাস্থ্য যেমন মূলতঃ জন্মগত, তেমনি বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বও মূলতঃ জন্মগত। এই জন্মগত মূলধনের জন্যেই প্রত্যেক শিশুর থেকে প্রত্যেক শিশু পৃথক। ব্যায়াম দ্বারা, যত্নদ্বারা যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায় তেমনি উপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষা দ্বারাও প্রত্যেক শিশুর বুদ্ধির উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু জন্মগত যে মূলধন নিয়ে শিশু জন্মেছে, তা তার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সীমাটা নির্দিষ্ট করে দেয়। যে মেয়ে ১৬ বছর বয়সে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, তাকে শত চেষ্টা করেও ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা করা যাবেনা। তেমনি যে ছেলে বুদ্ধিতে সাধারণের অনেকটাই নীচে, তাকে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিতে শত শিক্ষা দিয়েও পরিবর্তিত করা যাবে না। অনেক পিতামাতাই নিজ সন্তান সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ করেন। কিন্তু শিশুর বুদ্ধির নির্ভরযোগ্য পরিমাপ না জানলে, তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কতটা, তা নির্ধারণ করা যায় না। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান আর আন্দাজী ব্যাপার নয়। তাই পিতামাতা শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষে এটা জানা অত্যাবশ্যক, কোন্ শিশু বুদ্ধির কতটা মূলধন নিয়ে এসেছে, তার উন্নতির সম্ভাবনাই বা কতটা এবং কোন দিকে উন্নতির সম্ভাবনা সর্বাধিক। এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার নানা নির্ভরযোগ্য উপায় আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং বর্তমানে বুদ্ধির নানা দিক পরিমাপের ব্যবস্থা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। এ সব অভীক্ষা (tests) গুলি একেবারেই নির্ভুল এমন দাবী করা যায় না, তবে তাদের ফল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, একথা বলা যায়। এই অভীক্ষাগুলি বিজ্ঞান সম্মত এ কথা যখন দাবী করা হয়, তখন এই অভীক্ষাগুলি শিক্ষক বা পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের প্রভাব মুক্ত (free from subjective bias), বস্তুগত (objective) ভাবে সত্য (valid), আদর্শীকৃত (standardised) এবং নির্ভরযোগ্য একথাই বলা হয়। এই অভীক্ষাগুলি ব্যবহারের

বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার লক্ষণ : objectivity validity standardised, reliable and useful

নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োগ করলে (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভীক্ষকের হাতে অভীক্ষা গৃহীত হলেও) একই ফল দেবে। এই অভীক্ষাগুলি তাই নির্ভরযোগ্য (reliable) মান নির্ধারণ (establishing norms or standards) করে দেয়। এ অভীক্ষাগুলি বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার যোগ্য। কাজেই এদের বাস্তবিক মূল্য আছে (useful)।

বৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলি কি কাজে লাগে ?

এগুলি দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ বোঝা যায়, ভাল মন্দ মাঝারী হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায় কারা পেছিয়ে আছে তা ধরা যায়, কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা আছে, কোন দিকে গেলে সব চেয়ে বেশী ভাল করার সম্ভাবনা আছে তা জানা যায় কোন বিশেষ বিষয়ে ত্রুটি থাকলে তা ধরা যায় এবং সংশোধন করা যায়। অপরাধ প্রবণতা নিবারিত হয়।

অধুনা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অভীক্ষাগুলি বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। কারণ, গোড়াতেই শিক্ষকের শিশুতে শিশুতে পার্থক্য (**Individual differences**) বুঝে তাদের ভাল, মন্দ, মাঝারীতে শ্রেণী বিভাগ (**classification**) করে নিলে, বহু পরিশ্রমের অপচয় এবং মনস্তাপের সম্ভাবনা দূর হতে পারে। যে শিশুর বুদ্ধি যে মাপের, তাকে সে অনুযায়ীই শিক্ষা দিতে হবে। এই অভীক্ষার মধ্য দিয়ে জানা যায় কারা পিছিয়ে আছে (**retarded**)। তখন আলাদা করে তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়। এ বুদ্ধির অভীক্ষার আর একটি কাজ হচ্ছে কোন শিশুর কোন্ দিকে বিশেষ ক্ষমতা (**special abilities**) আছে, তা নির্ধারণ করা। কোন শিশুর কোন দিকে রুচি (**interest**) বা স্বাভাবিক ঝোঁক (**aptitude**) আছে, তা জানা থাকলে ভবিষ্যতে কোন্ লাইনে গেলে সে ভাল করবে, তার অগ্রিম আভাস (**prognosis**) পাওয়া যায়। এসব অভীক্ষার মধ্য দিয়ে কোন্ শিশুর কোন্ বিষয়ে ত্রুটি, তা গোড়াতেই জানা যায় (**diagnosis**) এবং সংশোধনের (**correction**) ব্যবস্থা করা যায়। এটা দেখা গেছে যে যারা ক্ষীণ-বুদ্ধি, তারা অনেক সহজে অপরাধের দিকে পা বাড়ায়। গোড়াতে সাবধান হ'লে এবং উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে অপরাধ প্রবণতার আশঙ্কা নিবারিত হতে পারে (**prevention of delinquency**)।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার সূত্রপাত—বিনে' সাইমন্ স্কেল :

বিংশশতাব্দীর গোড়াতে তৎকালীন ফরাসী মনোবিজ্ঞানীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিনে'র উপর ভার পরে বিদ্যালয়ে শিশুদের বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রেণীকরণ (**gradation**) ও ক্ষীণ-বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মান বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে নির্ণয়ের। তিনি তাঁর সহকর্মী সাইমনের সহায়তায়, ১৯০৪ সালে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী কতগুলি প্রশ্ন ও কাজ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নির্বাচন করেন। যেমন, তিন বছরের উপযোগী প্রশ্ন ও কাজ হচ্ছে :—

১। নাক, চোখ, মুখ, ইত্যাদি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো।

২। দুটি সংখ্যা তাকে বল্লে তা পুনরুক্তি করতে পারা।
৩। একটি ছবিতে কি কি জিনিস আছে তা গোনা বা নাম বলা।
৪। নিজের পদবী বলা।
৫। ছয়টি কথা-যুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি।

বিনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী ক্রমশঃ সহজ থেকে কঠিন প্রশ্ন বা কাজ নির্বাচন করে তিন থেকে পনেরো বৎসরের মান (Standard) নির্ধারক স্কেল (Simon-Binet Scale) তৈরী করলেন। বিনে এই স্কেল দিয়ে মনের পরিণতি বা 'মানসিক বয়স' পরিমাপের (determination of Mental Age) ব্যবস্থা করলেন। বিনে বললেন, যে ছেলে বা মেয়ে ৪ বছরের উপযোগী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবে কিন্তু পাঁচ বছরের উপযোগী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবে না, বা কাজগুলি করতে পারবে না, তার মানসিক বয়স হোল ৪ বৎসর—আসল বয়স তার যাই হোক না কেন। তাঁর মতে নয় বছরের নীচে কোন ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতির বয়স (Mental Age, সংক্ষেপে M. A.) তার প্রকৃত বয়সের থেকে দুবৎসর কম হলে, আর নয় বছরের উপরে মানসিক বয়স তিন বৎসর কম হ'লে, ছেলেটি বুদ্ধির দিক থেকে নিশ্চিতই পিছিয়ে আছে বুঝতে হবে।

বিনে তাঁর স্কেল তৈরী করার সময় কয়েকটা বিষয় মেনে নিয়েছিলেন (assumptions): (ক) বুদ্ধি জন্মগত শক্তি (খ) বুদ্ধিই মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বুদ্ধি আছে বলেই আমরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি (গ) বুদ্ধি একটি অবিভাজ্য শক্তি নয়—এর মধ্যে একাগ্রতা ও ধৈর্য, সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোধ শক্তি, নূতন আবিষ্কারের শক্তি এবং বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি উপাদান আছে।[১] তাঁর স্কেলে প্রশ্নের উত্তর বা কাজগুলির মধ্য দিয়ে এসব উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। (ঘ) বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু ১৬ বৎসরের পরে স্বাভাবিক বুদ্ধির আর বৃদ্ধি হয় না। (ঙ) এই জন্মগত স্বাভাবিক বুদ্ধি, যা অন্য কোন শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তা পরিমাপের ব্যবস্থাই হয়েছে বিনে স্কেলে। বিনে ১৯০৫ সালে, ১৯০৮ সালে এবং ১৯১১ সালে (এ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়) শেষ বার তাঁর স্কেলের প্রশ্নগুলির অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন করেন—অভীক্ষার অন্তর্গত প্রশ্ন ও কাজের (items) সংখ্যাও অনেক বাড়ান। বিনে'র এই সংশোধিত স্কেল্ পৃথিবীর বহু দেশ আদর্শ অভীক্ষা (standard test) হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়।

টারম্যান্-মেরিল স্কেল : ১৯১৫ ষ্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই স্কেলকে আমেরিকার ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে সংস্কার সাধন করেন। ট্যারম্যান্ এ কাজের ভার নিয়ে, বিনে'র মানসিক বয়স (Mental Age)-এর ধারণার সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ধারণা যোগ করেন। মানসিক বয়স দিয়ে কোন শিশুর মানসিক পরিণতি

১। Intelligence is the completeness of understanding, inventiveness, persistence in a given task and critical judgment. Binet.

কতটা, তা পরিমাপ করা গেলেও, সে বাস্তবিক পক্ষে কতটা বুদ্ধিমান্ বা বোকা তা বোঝা যায় না। তাই টারম্যান্ বলেন মানসিক বয়সের সঙ্গে ব্যক্তির বয়স যুক্ত করে তবেই বুঝতে পারা যায়, সে সমবয়স্ক ছেলে বা মেয়েদের (অর্থাৎ নিজের দলের) তুলনায় বেশী বা কম বুদ্ধিমান। যে ছেলের মানসিক বয়স ৮ বৎসর এবং বাস্তবিক বয়সও আট বৎসর সে স্বাভাবিক (Normal or Average)। এটা মানসিক বয়সকে বাস্তবিক বয়স (Chrological Age or C. A.) দিয়ে ভাগ করে, যে ভাগফল হয় তা দিয়ে নির্দেশ করা যায়। একে বলা হয় বুদ্ধ্যঙ্ক Intelligence Quotient বা সংক্ষেপে I. Q.). দশমিক চিহ্ন বাদ দেওয়ার জন্য ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়—$I.Q.=\frac{M.A.}{C.A.}\times 100$. তা হ'লে এই আট বছরের ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে $\frac{৮\,(M.A)}{৮\,(C.A)}\times ১০০=১০০$। সমস্ত বয়সেরই স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে ১০০।

আবার বাস্তবিক বয়স যে ছেলের ৮ বৎসর কিন্তু মানসিক বয়স ১০ বৎসর তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $\frac{\overset{৫}{\cancel{১০}}}{\underset{৪}{\cancel{৮}}}\times ১০০ = ১২৫$ (I. Q). আবার বাস্তবিক যে শিশুর বয়স ১০, কিন্তু যার মানসিক পরিণতি ৮ বৎসরের, তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $\frac{৮}{\cancel{১০}}\times \overset{১০}{\cancel{১০০}}=৮০$ (I. Q.) এ উপায়ে সহজেই প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির একটা বৈজ্ঞানিক মাপ পাওয়া যায়। কোন শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র যত উপরে, সে তত বুদ্ধিমান, আর কোন শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র যত নীচে, সে তত বুদ্ধিতে হীন, একথা বোঝা যায়। বুদ্ধির অভীক্ষা যথোচিত ভাবে প্রযুক্ত হলে, কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক সহজাত বুদ্ধি (I Q) বরাবর মোটামুটি একই থাকবে।

ষ্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিনের স্কেলের সংশোধন করে আমেরিকায় প্রচলন করেন ১৯১৫ সালে। তারপর টারম্যান ও মেরিলের সহযোগিতায় এ স্কেলের একাধিক বার সংস্কার সাধন ঘটে। ১৯৩৭ সালে যে সংশোধন করা হয়, তা-ই এখন সমস্ত পৃথিবীতে আদর্শ অভীক্ষা রূপে গৃহীত হয়েছে। তার পরে সম্প্রতি আবার তার সংশোধন করা হয়েছে। এ অভীক্ষাও বিনেঁর অভীক্ষার মত ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা (Individual test)। প্রত্যেক শিশুকে পৃথক পৃথক করে কতগুলি প্রশ্ন ও কাজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। তবে টারম্যানের ও অভীক্ষা বিনেঁর অভীক্ষার তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও নির্ভরযোগ্য—বিশেষতঃ শিশুদের বুদ্ধি অভীক্ষার বিষয়ে। এই স্কেলে ৩ থেকে ১০ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে ৬ প্রকার, ১২ বছরের জন্যে ৮ প্রকার, আবার ১৪ বছরের জন্য ৬ প্রকার অভীক্ষার

ব্যবস্থা আছে। এই অভীক্ষায় প্রত্যেক বয়সের ছেলে মেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য L এবং M এই দু'টি রূপ (Form)। দুই রূপেই প্রত্যেক বয়সের উযুক্ত প্রশ্ন ও কাজের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দু'টি form এ কিছু কিছু প্রশ্ন বা কাজ এক থাকলেও দু'টি পৃথক পৃথক অভীক্ষা এবং প্রত্যেক শিশুর বুদ্ধি দু'টি form-এর প্রশ্ন ও কাজ দিয়েই পরিমাপ করতে হবে। যদি দুটি অভীক্ষার ফলই (Scores) এক হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে পরিমাপ নির্ভুল হয়েছে। এবার Terman-Merril স্কেলের একটু উদাহরণ দেওয়া যাক।

৩বৎসর বয়সের পরীক্ষা (L. Form) :

১। ছবি দেখে দ্রব্যের নাম করণ

উপকরণ : শিশুর পরিচিত বিভিন্ন দ্রব্যের ১৮ টি ছবির কার্ড। প্রত্যেকটি কার্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া।

ব্যবহার : পরীক্ষক প্রত্যেকটি ছবি আলাদা করে শিশুকে দেখাবেন এবং প্রশ্ন করবেন "এটা কি ?" "এটার নাম কি ?"

নম্বর দেওয়া : +১২ নম্বর

২। কাঠের টুকরো দিয়ে পুল তৈরী

উপকরণ : ১২টি ১ইঞ্চি চৌকা কাঠের টুকরো (wooden blocks)

ব্যবহার : পরীক্ষক শিশুর সামনে এলোমেলোভাবে টুকরোগুলি ছড়িয়ে দেবেন। তার পর শিশুর নাগালের বাইরে ; তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে পুল তৈরী করে দেখাবেন , আর বলবেন, 'এসো, এই খেলাটা খেলি। এই দেখ একটা পুল তৈরী করলাম। এবার তুমি কর।' একটা জায়গা দেখিয়ে বলবেন, 'ঠিক এইখানে তৈরী করো।' পরীক্ষকের তৈরী পুলটা শিশুর সামনে থাকবে। প্রয়োজন হলে পরীক্ষক একাধিক বার তৈরী করে দেখাবেন।

নম্বর দেওয়া : শিশুর তৈরী পুল নড়বড়ে হ'লেও নম্বর পাবে। না পড়ে গেলেই হ'ল। নীচের দু'টি কাঠের টুকরো লাগালাগি থাকলে চলবে না। দু'টি টুকরোর মাঝখানে ফাঁক থাকবে ; আর দুটি টুকরোর উপর ভর করে আর একটি থাকবে। যদি পুল তৈরী করার পর ; শিশু আরো উঁচু করে করে টুকরোগুলি সাজায় তা হ'লেও নম্বর পাবে। নম্বর + ১০

M. Form. থেকে একটা অভীক্ষা :

৩। ব্যবহারের দ্বারা দ্রব্যকে নির্দেশ করা

উপকরণ : একটা কার্ডে, সংসারের নিত্য-ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্য ; যার সঙ্গে শিশু পরিচিত ; তার ছবি আঁকা আছে ; যেমন—জনতা স্টোভ, বিছানা, গ্লাস, চেয়ার, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ফেলবার পাত্র, কাঁচি, ছুরি ইত্যাদি।

ব্যবহার : এবার পরীক্ষক শিশুর সামনে ছবি গুলি রেখে প্রশ্ন করবেন, আমাকে দেখাও তো—'কি দিয়ে আমরা কাটি ?'—'কি দিয়ে মা রান্না করেন ?'—আমরা কি থেকে জল খাই ?'—'কিসে 'ছেঁড়া কাগজ ফেলি ?' ইত্যাদি।

নম্বর দেওয়া : শিশুর ঠিক ঠিক জিনিসের ছবিটি আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে। নম্বর

দু' সেকেণ্ড করে। যদি ভুল জিনিষটি দেখায়, নাম ঠিক ঠিক বল্লেও নম্বর বিয়োগ (−) হ'বে। সময় বেশী নিলেও নম্বর পাবে না। নম্বর + ৫

এর চেয়ে সহজ অভীক্ষা হচ্ছে :

(৪) পরিচিত দ্রব্যের নাম বলা।

উপকরণ : জুতো, ঘুড়ি, নিশান, লাট্টু, লাঠি ইত্যাদির ছবি।

ব্যবহার : এক একটি ছবি তুলে পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন 'এটা কি ?' অথবা বলবেন 'আমাকে ঘড়ির ছবিটা দাও' 'আমাকে নিশানের ছবিটা দাও' ইত্যাদি।

নম্বর দেওয়া : +৫

L. orm. এর আর একটা অভীক্ষার নমুনা :

৫। একটি বৃত্ত দেখে আঁকা

উপকরণ : একটি ড্রয়িং খাতায় একপৃষ্ঠার পাশে ; স্পষ্ট করে একটি বৃত্ত আঁকা আছে

ব্যবহার : অভীক্ষক শিশুকে একটি পেন্সিল দেবেন। তারপর বৃত্তটি দেখিয়ে বলবেন, এই ছবিটার পাশে খালি জায়গায় (জায়গাটা দেখিয়ে, এ রকম একটি ছবি আঁক। কাটাকুটি কোর না, রবার দিয়ে মুছো না।' তিনবার স্পষ্ট করে আদেশ দেবেন। আর একটা সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে এঁকে অভীক্ষক দেখিয়ে দেবেন কি করে অাঁকতে হবে। সময় দু'মিনিট।

নম্বর দেওয়া : বৃত্ত কিছুটা বাঁকাচোরা হ'লেও শিশু নম্বর পাবে। অসম্পূর্ণ থাকলে বা কাটাকুটি থাকলে নম্বর পাবে না। নম্বর + ১

৬। তিনটি সংখ্যা গুণে পুনরুক্তি করা

ব্যবহার : অভীক্ষক বলবেন, 'শোন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে বল, ৪ − ২। এবার বল-(ক) "৬ − ৪ − ১ (খ) ৩ − ৫ − ২ (গ) ৮ − ৩ − ৭।" অভীক্ষক প্রত্যেকটি সংখ্যা সমান জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করবেন—সেকেণ্ডে একটি সংখ্যা করে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের উপযোগী অভীক্ষা :

বুদ্ধির নানা প্রকারের অভীক্ষা রচিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধির বিভিন্ন দিক পরিমাপ করা। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অভীক্ষা আছে প্রয়োগ রীতিও তাদের বিভিন্ন। এখানে প্রথমে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের উপযোগী কতগুলি অভীক্ষা ও তাদের ব্যবহার আলোচনা করব।

ছোটদের বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি এমন হওয়া চাই ; যাতে তারা আমোদ পায়। এগুলির মধ্যে একটা খেলা-খেলা ভাব থাকা চাই। একেবারে ছোট শিশুদের ভাষার উপর অধিকার অসম্পূর্ণ, তাই তাদের বেলায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Questionnairemethod) প্রশ্নো উত্তর পদ্ধতি খুব উপযোগী নয়। তাই অন্যভাবে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ করতে হয়। বর্তমানে মাতৃগর্ভে শিশু আসার পর থেকে ভ্রূণের পেশী বা অঙ্গসঞ্চালন এবং শিশু ভূমিষ্ট হ'লে বিভিন্ন উদ্দীপকের (stimuli) সাহায্যে তার দৈহিক ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে তাদের বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা হয়েছে, 'গেসেল্ সিডিউল অব্ চাইল্ড ডেভেলপ্‌মেণ্ট'-এ। একে বুদ্ধির অভীক্ষা না

বলে ; শিশুর ক্রমবিকাশের ছন্দের প্রতিকৃতি বলাই বোধ হয় ভালো। ২।৩ বৎসর বয়স হ'লে তখন ছবি ও হাতের কাজে নিপুণতার মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। এতে শিশুদের সানন্দ সহযোগিতা পাওয়া যায়।

ভ্যান্ এলস্টাইন্ পিক্চার ভোকাব্যুলারী টেষ্টে পঁয়তাল্লিশটি পরিচিত দ্রব্যের ছবি শিশু সামনে খুলে ধরা হয়। তারপর শিশুকে দ্রব্যের নাম করে সেই দ্রব্যটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বলা হয়। তাতে সাফল্য বা অসাফল্য অনুযায়ী তার বুদ্ধির মাপ পাওয়া যায়।

পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, রেখা ও রং প্রয়োগের নিপুণতা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের বুদ্ধি ও রুচির পরিমাপ করতে পারা যায়।

Porteus-এর **Maze Test** ও শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক অভীক্ষা। শিশুর সামনে একটি ধাঁধাঁ কাগজে আঁকা আছে। তার বাইরে আছে একটা বিড়ালের ছবি, আর একেবারে মধ্যস্থলে আছে ; ইঁদুরের ছবি। ধাঁধাঁর অনেকগুলি মুখ, কিন্তু একটি ছাড়া আর সব পথই কানাগলি। একটিই মাত্র পথ আছে যেটা একটা মুখ দিয়ে ঢুকে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ইঁদুর গিয়ে ঠিক ঠিক পৌছবে। কোনো পথে ঢুকে আবার ফিরে আসা চলবে না। দুবারের বেশী চেষ্টা করলে ফেল। শিশুকে একটি পেন্সিল দিয়ে ধাঁধাঁর মধ্যে সেই পথটি চিহ্নিত করতে বলা হোল। ৬।৭ বৎসরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ অভীক্ষা উপযোগী। কত অল্প সময়ে এবং নির্ভুলভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে, তা দিয়েই শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ হবে। তিন থেকে চৌদ্দ বৎসরপর্যন্ত শিশুদের বুদ্ধির পরিমাপের জন্যে এ অভীক্ষা ব্যবহার্য। বয়স অনুযায়ী অবশ্য ধাঁধাঁটিও জটিলতর হবে।

Porteus Maze-Test

১½ থেকে ৬ বৎসরের শিশুদের উপযোগী অনেকগুলি বুদ্ধির অভীক্ষা আছে যা নির্ভর করে পেশী বা অঙ্গসঞ্চালনে নিপুণতার উপর,—যেমন বল লোফালুফি, কাগজ ভাঁজ করে নৌকা তৈরী, এরোপ্লেন তৈরী, দেখে দেখে কাঁচি দিয়ে কাগজের ফুল পাতা বা জ্যামিতিক ছক্ তৈরী পুঁতি গেঁথে মালা তৈরী, জামার ঘরে বোতাম লাগানো, ইত্যাদি।

কতগুলি অভীক্ষা আছে যাতে সমগ্রের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ শিশু কতটা বুঝতে পারে ; তার পরীক্ষা হয়। একটা ছবি শিশুর সামনে দেওয়া আছে। আর ঠিক সেই রকমই আর একটা ছবি ; অসমান কতকগুলি টুকরো করে শিশুর সামনে দেওয় আছে। সে কত অল্প সময়ে সেই টুকরোগুলি ঠিক ঠিক জুড়ে আবার সেই ছবিটি সম্পূর্ণ করতে পারে তা দিয়ে তার বুদ্ধির পরীক্ষা হয়। এগুলিকে বলে, **Completion Test** প্লাই-উডের একটা বোর্ডের উপর একটা ছবি সেঁটে দেওয়া আছে। ঠিক আর একটি অনুরূপ ছবিসহ আর একটি বোর্ড ফ্রেট্-স্য (fert-saw) দিয়ে কেটে ; অনেকগুলি অসমান টুকরা ভাগ করে এলোমেলো ভাবে সে টুকরোগুলি মিশিয়ে দিয়ে, শিশুকে আবার ছবিটি সম্পূর্ণ করে তুলতে বলা হয়। ৫।৬ বছরের শিশুরা এরকম খেলার মধ্য দিয়ে নিজেদের বুদ্ধির পরিচয় দেয়। ১০।১২ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে কঠিনতর পরীক্ষা আছে। একটি কাগজে একটি

সাদা-কালোয় আঁকা একটি ডিজাইন ; ছেলে বা মেয়ের সামনে দেওয়া হ'ল। আর দেওয়া হ'ল সাদা কালো রং করা অনেকগুলি ছোট ছোট অসমান বিভিন্ন আকৃতির কাঠের টুকরো। এই টুকরোগুলিকে সাজিয়ে সামনের ডিজাইনটি গড়ে তুলতে হবে। এতে যথেষ্ট মনোযোগ, ধৈর্য এবং বিভিন্ন অংশের সুসমন্বয়ের জ্ঞান প্রয়োজন। অবশ্যই এটা বুদ্ধির পরিচায়ক। এটা Wechsler—Belleune Test এর অন্তর্গত Kohs Block Design Test থেকে নেওয়া হয়েছে।

কুহল্ম্যান্ ২ বছর থেকে ৫ বছরের শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের উপযোগী বিনেঁ স্কেলের অনুরূপ একটি স্কেল্, ১৯১২ সালে প্রকাশ করেন। ১৯২২ এবং ১৯৩৯ সালে এ স্কেলের সংশোধন হয়। মেরিল্-পামার স্কেল্ আঠারো মাস বয়স থেকে সাড়ে পাঁচ বৎসর বয়সের উপযোগী ৩৮টি অভীক্ষার বিষয় (items) সম্বলিত আর এক অভীক্ষা রচনা করেন।[১]

গুডেনাফের মানুষ আঁকা অভীক্ষা (Goodenough's Man-drawing Test) শিশুরা বেশ পছন্দ করে এবং এর ফলাফলও বেশ নির্ভরযোগ্য। দু'বছরের শিশুকে মানুষ আঁকতে বললে, সে কতগুলি হিজিবিজি কাটে। তিন বছরে সে একটি অসমান বড় বৃত্তের মাঝে দু'টি ছোট ছোট অসমান বৃত্ত আঁকে—তা দিয়ে চোখে বোঝায়। আর বৃত্তটির থেকেই দু'টি আঁকাবাঁকা সমান্তরাল রেখা এঁকে বোঝায় পা। ক্রমে বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তার ছবিতে অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাদি, এবং আট বৎসর বয়স হ'লে। মানুষের গায়ে পায়ে জামাজুতোও শিশু এঁকে দেখাতে পারে। এখানে ছবিগুলিতে শিশুর শিল্পনৈপুণ্যের বিচার হয় না। শুধু দেখা হয় তার পর্যবেক্ষণ ও সম্বন্ধ বোধের ক্ষমতার ক্রমবিকাশ। তা দিয়ে তার বুদ্ধির মাপ পাওয়া যায়।

ছবি আঁকতে ও রংকরতে শিশুরা ভাল বাসে। তাদের ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে তাদের রং-এর পার্থক্য বোধ, পরিমিতি বোধ, নিকট দূরের প্রভেদ বোধ ইত্যাদি সহজেই ধরা পড়ে এবং এর থেকে শিশুর বুদ্ধির পরিণতি কোন স্তরে পৌঁছেছে, তা অনুমান করা কঠিন হয় না। তিন বছরের ক'য়টি মেয়েকে এক একটি ড্রইং করার কাগজে, ছ'টি বেলুন পেন্সিল দিয়ে শিক্ষিকা এঁকে দিলেন। তাদের দশ মিনিট সময় দিয়ে বেলুন গুলিকে পর পর এই ছ'টি রং করতে বলা হোল : নীল, হলুদ, লাল, বেগুনী কমলা, সবুজ। কয়েকটি মেয়ের ছবিতে দেখা যায় রংগুলি পেন্সিল দিয়ে আঁকা লাইনের মধ্যেই আছে এবং রং-এর ক্রম বিন্যাসও ঠিক আছে। এরা বুদ্ধিমতী, কিন্তু কোন কোন মেয়ের কাজ অপরিচ্ছন্ন, রংগুলি অসমান ভাবে দেওয়া হয়েছে, আঁকা বেলুনের রেখা ছাড়িয়ে গেছে এবং রং-এর ক্রমও ওলট পালট করেছে। এতে রুচির অভাব, পেশী সঞ্চালনে সুসমন্বয়ের অভাব, এবং বুদ্ধির হীনতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ৫।৬ বৎসরের শিশুদের পার্কের বা নিজের ঘরের বা দোকানের ছবি আঁকতে দিয়ে আমরা ছবির মধ্য দিয়েই শিশুর বুদ্ধির পরিচয় পেতে পারি।

১। Murphy : A Briefer General Psychology. p 371.

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিশুদের উপযোগী আর এক ধরনের অভীক্ষা আছে তাদের বলা হয় *Matching tests*. এ অভীক্ষার নানা রূপ আছে। খুব সহজ হচ্ছে কতগুলি জিনিসের ছবি, বা রং বা জ্যামিতিক ছক্ দেয়ালে টানানো আছে ; আরো কতগুলি অনুরূপ ছবি বা রং বা জ্যামিতিক ছকের কার্ড টেবিলের উপর এলোমেলো ছড়ানো, কতগুলি ছবি বা রং, টানানো ছবির মত কতকটা হলেও, ঠিক একরকম নয়। আবার বিভিন্ন শেডের বিভিন্ন রং-এর কার্ড আছে। এবার অভীক্ষক একটি টানানো ফুলের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'ঠিক এই ফুলের ছবিটি খুঁজে বের করো।' অথবা একটা রং-করা আপেলের ছবি আছে তাতে লাল, হলুদ রং মেশানো এবং কমলা রংয়ের ছিট্ ছিট্ আছে। শিশুকে বলা হবে ঠিক এই লাল রং, বা হলুদ রং খুঁজে বের করো। আরও অন্য ধরনের জোড়-মেলানোর পরীক্ষা হতে পারে। বাঁ পাশে কতগুলি দ্রব্যের ছবি এঁকে দেওয়া আছে। ডান দিকে অনেকগুলি গুণ বা ক্রিয়ার নাম দেওয়া আছে। লাইন এঁকে শিশুকে দেখাতে হবে কোন্ দ্রব্যের কোন্ গুণ বা ক্রিয়া মানায়। যেমন ;

ক্রিয়া

এ অভীক্ষা ৩।৪ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী।

আবার কতগুলি অভীক্ষা আছে, যাতে শিশুর সম্বন্ধ-জ্ঞান, কোনটা কোনটা একরকম, কোনটা বিপরীত, এসব বোধের মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। স্পায়ারম্যানের মতে সম্বন্ধ বোধ (Relations) এবং এই বোধের ভিত্তিতে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন বা অনুমান (eduction of correlates) বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ[১]। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ সহজ। ৩ বছরের শিশুরাও তা বুঝতে পারে। কিন্তু কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ-বোধ আর একটু বুদ্ধির পরিপক্কতা নির্দেশ করে। সহজ সম্বন্ধ বোধ সম্পর্কে অভীক্ষার নমুনা : শিশুকে বলা হ'ল,

Understanding Relations & Eduction of correlate

১। Intelligence is marked by the ability to discover essential relations between items of knowledge, either perceived or thought of; and the ability to educe correlates.

চিনি মিষ্ট ; এবার বল, তেঁতুল— ? ; লঙ্কা মরিচ— ? ; লবণ— ? ; কুইনিন— ? ;

বিপরীত জ্ঞানের অভীক্ষাও হ'তে পারে :

শিশুকে বলা হ'ল, 'আগুন গরম', এবার তা হলে বল, "কোন্ জিনিস ঠাণ্ডা। তিন বছরের শিশু যদি উত্তর দেয় "বরফ ঠাণ্ডা" তা হ'লে বুঝতে হবে সে বুদ্ধিমান্। তেমনি আরো প্রশ্ন হতে পারে—

তুলো নরম, আর — শক্ত।
হাতী বড়, আর — ছোট ?
জল তরল; আর — কঠিন ?

Eduction of Correlates-এর সহজ অভীক্ষার নমুনা :

বাবা মার চেয়ে বয়সে বড়, তা' হলে মা বাবার চেয়ে বয়সে— ?
হিমালয় দার্জিলিং-এর উত্তরে, তা হলে দার্জিলিং হিমালয়ের— ?
এর চেয়ে কঠিন অভীক্ষা এরকম হ'তে পারে—

Dog is to puppy as cat is to—mouse, tail, kitten, milk.[১]

শিশুকে বলা হবে এর মধ্যে যে কথাটা সত্য তার নীচে দাগ দাও। ৭/৮ বৎসরের ছেলের পক্ষে এ অভীক্ষা উপযোগী।

অঙ্ক দিয়েও এমন অভীক্ষা হতে পারে। যেমন, শিশুকে বলা হ'ল নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য কর এবং ঠিক সেই সম্বন্ধ অনুযায়ীই আর দু'টি সংখ্যা বসাও ; যেমন,

5, 9, 13, 17,— ? — ?

এ জাতায় অভীক্ষার আর এক নাম হচ্ছে Progressive Matrices tests.

আর এক অভীক্ষা হচ্ছে *Cancellation Test*. যেমন, শিশুকে বলা হ'ল নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যেখানে যেখানে *e* অক্ষরটি দেখবে, তা কেটে দাও। যেমন :

There once lived in Ayodhya a great king named Dasaratha. At the instance of his wife Kaikeyee he banished his eldest son, Ramchandra to the forest.

বুদ্ধি একটি অবিভাজ্য শক্তি কিনা, তা নিয়ে বহু তর্ক আছে। Spearman-এর মতে বুদ্ধির দু'টি উপাদান আছে, একটি 'g' বা general intelligence, যা সমস্ত কাজের মধ্যেই থাকে, আর একটি উপাদান হচ্ছে 's' বা special intelligence. এই শক্তি বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন। কাঠ রঁাদা করার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন, সেতার বাজাবার জন্যে সে বুদ্ধির দরকার নেই। আবার

১। উদাহরণটি দিয়েছেন Burt.

বীজগণিতের প্রশ্নের সমাধানের জন্যেও অন্য ধরনের 's' প্রয়োজন ; কাজেই 's' বহু প্রকার। কোন ব্যক্তির বুদ্ধি, শুধু তার 'g' জানলেই চলে না। বিনে বা টারমান্ মেরিলের স্কেলে সাধারণ বুদ্ধির স্তর (general level of intelligence) পরিমাপেরই ব্যবস্থা। কিন্তু স্পায়ারম্যানের মতে, কোন ব্যক্তির 'g' ও বিশেষ 's' (s_1, s_2, s_3)র সমবায়েই তার বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিচয়। তা পরিমাপের তিনি জটিল আংকিক ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু Spearman-এর পর, Thurstone এবং আরো কিছু পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করছেন যে, 'g' বা general intelligence-ও বাস্তবিক অবিভাজ্য একক শক্তি নয়। তার মধ্যে রয়েছে একত্র জোট বাঁধা কয়েকটি উপাদান (*group factors*)। এই group factor-গুলি দিয়ে কার বুদ্ধি কোন্ প্রকৃতির তা পরিমাপ করা যায়। Thurstone-এর এই group factor-গুলি ৬০ প্রকারের অভীক্ষা-গুচ্ছের মধ্য দিয়ে পরিমাপের ব্যবস্থা করেছেন। এই অভীক্ষা-গুলির ভাষাজ্ঞান কোন কোনটি নির্ভর। অন্যগুলি ভাষাব্যবহার ব্যতিরেকে হাতের কাজের মধ্যদিয়ে করা যায়। তাঁর মতে বুদ্ধির অন্তর্গত এই ক্ষমতা (abilities)-গুলিকে সাতটি পৃথক জোটে ভাগ করা যায় (১) সংখ্যার বহারের নিপুণতা (Number Ability বা N), (২) শব্দ ব্যবহারে সহজ দক্ষতা (Word Fluency বা W), (৩) শব্দের অর্থবোধ (Verbal Meaning V), (৪) স্মৃতিশক্তি (Memory বা M), (৫) বিচার বুদ্ধি (Reasoning বা R) (৬) স্থানীয় সম্বন্ধ বোধ (Spatial Relations বা S) এবং (৭) প্রত্যক্ষণের দ্রুততা (Perceptual Speed বা P). এই group factor-গুলি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ (correlation) নানা পরীক্ষা ও আংকিক হিসাবের মধ্য দিয়ে জানা যায়। এর মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। যেমন, **স্মৃতিশক্তির অভীক্ষা** (*Memory Test*)। একটা ট্রে-তে করে শিশুর সামনে আটটি সব্জী আনাজ বা ফল ধরা হোল, যেমন পেঁয়াজ, আলু, পটল, ঢেঁড়শ, ফুলকপি, আম, বেগুন, কলা। দু'সেকেণ্ড শিশু দেখল। দু'মিনিট পরে তাকে মনে করে বলতে বলা হ'ল ট্রে-তে কি কি ছিল।

Perceptual Speed পরিমাপের অভীক্ষাঃ এখানে এক ধরনের কতগুলি ছবি আঁকা আছে। তাদের মধ্যে দুটিই কেবল ঠিক এক রকম, আর অন্যগুলি কিছু প্রভেদ আছে। চট্ করে দুই সেকেণ্ড দেখেই যে দুটি ছবি ঠিক একরকম, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। আবার বিপরীত পরীক্ষাও হতে পারে।

সেখানে কিছু **বিচার বুদ্ধির** (*Reasoning* বা *R*) প্রয়োজন, যেমন, নীচের চারটি জিনিসের ছবি আছে, তাদের মধ্যে কোন একটি বিষয়ে মিল আছে ; সেটি কি তা বলতে হবে এবং একটি ছবি আছে, তাতে সে বিষয়টি নেই, সেটিকেও চিহ্নিত করতে হবে। এটা একেবারে ছোটদের জন্য নয়।

Thurstone যে সাতটি factor-এর কথা বলেছেন, এরাই বুদ্ধির একমাত্র প্রাথমিক উপাদান এমন দাবী সঙ্গত নয়। তবে বুদ্ধি পরিমাপে এগুলির গুরুত্ব আছে তা স্বীকার করতে হবে।[১]

আরো অনেক রকম অভীক্ষা প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের জন্য রচিত হয়েছে। তার দু'টি মাত্রের উল্লেখ করছি :

অসঙ্গতি বা অদ্ভুতত্ব বোধ (*Detection of absurdities*) বুদ্ধির একটি লক্ষণ। শিশুদের উপযুক্ত এ জাতীয় সহজ পরীক্ষা গঠন সম্ভব। যেমন, শিশুর সামনে একটা ছবি দেওয়া আছে। তাতে চারজন লোক এক টেবিলে বসে খাচ্ছে। কিন্তু ছবিতে টেবিলের দুটি এবং একটি চেয়ারের পেছনের একটি পায়া নেই। চার-পাঁচ বছরের সাধারণ বুদ্ধিমান শিশু এ অসঙ্গতি চট্ করেই ধরতে পারে। নীচে একটি পরিচিত কবিতার কয়টি লাইন দেওয়া হোল :

সেই দেশেতে বেড়াল পালায় নেংটি ইঁদুর দেখে,
আর ছেলেরা খায় ক্যাস্টর অয়েল্ রসগোল্লা রেখে।

এর অসঙ্গতি চার বছরের শিশুর কৌতুক বোধকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়ে মারে।[২]

আগেই বলেছি শিশুদের বুদ্ধির মাপের বেলায় ভাষার ব্যবহার কম থাকলেই ভাল। হাতের কাজের মধ্য দিয়েই তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা সহজতর। এ জাতীয় অভীক্ষাগুলির সাধারণ নাম Performance tests। এই অভীক্ষার অন্তর্গত *Form board test* শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এরও নানা রূপ আছে। সাধারণ এ জাতীয় একটি অভীক্ষার উদাহরণ দিচ্ছি : একটা কাঠের বোর্ডে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের ছোট বড় অনেকগুলো ফুটো আছে। এবং সেই ফুটোগুলোতে ঠিক ঠিক চেপে বসে, এমন কাঠের টুকরোগুলি (যেগুলি বোর্ড থেকে কেটে বের করা হয়েছে) একটা ট্রে-তে এলোমেলো ভাবে সাজানো আছে। শিশু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি নির্ভুল ভাবে বসাতে পারলে, বোঝা

১। These seven primary abilities are not the only factors involved in Intelligence Test performance, but Thurstone concluded that they are the ones most clearly identifiable in the batteries of tests analyzed by him over a period of several years. Munn : Psychology, p. 79.

২। আর একটু বেশী বয়সের উপযুক্ত একটি অসঙ্গতিপূর্ণ বাক্যের উদাহরণ দিয়েছেন Anastasi : An 11-yr. old should be able to detect the absurdity in the following. When there is a collision the last car of the train is usually damaged most. So they have decided that it will be best if the last car is always taken off before the train starts.

Boring, Longfeld, Weld etc. Foundations of Psychology. Article by Anastasi—Individual Difference. p. 404.

যাবে সে বুদ্ধিমান। সব অভীক্ষায়ই কি করে নম্বর দিতে হবে তার নিয়মগুলি নির্দিষ্ট (standardized) করে দেওয়া আছে। কাজেই কোন্ ছেলের বুদ্ধি কতটা তার মাপ এসব অভীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রায় নির্ভুল ভাবে করা যায়। এজন্যই অভীক্ষাগুলি মূল্যবান।

অভীক্ষাগুলির শ্রেণী বিভাগ : বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা আছে ; সবগুলিই সব বয়সের পক্ষে উপযোগী বা সব অবস্থায় প্রয়োজন নয়। এদের কয়েকটি দলে ভাগ করা যায় : আগেই বলা গেছে কতকগুলি ব্যক্তিগত পরীক্ষা (*Individual tests*). সেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির বেলায় পৃথক ভাবে প্রয়োগ করতে হয়। আবার কতকগুলি আছে দলগত পরীক্ষা (*Group tests*)। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় (১৯১৭) লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্যবিভাগে নানা কাজে ভর্তি করা হয়। তখন দ্রুত বহু লোকের বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োজনে Army Alpha এবং Army Beta (যাদের ভাষা-জ্ঞান কম তাদের জন্য) Test-গুলি রচিত হয়। এগুলির সফল প্রয়োগ দ্বারা এদের উপযোগিতা পরীক্ষিত হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলির আরো সংশোধন ও উন্নতি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় Army General Classification Test (A. G. C. T.) ও Armed Force Qualification Test (A F Q T) রচিত হয়। এই অভীক্ষাগুলিতে ভাষাজ্ঞান নির্ভর প্রশ্নোত্তর, এবং হাতের কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় (Verbal and Performance Test) দুরকম items-ই আছে। অসামরিক ব্যক্তিদের দলগত অভীক্ষার মধ্যে Otis Self Administering Test of Mental Ability সুপরিচিত। এই অভীক্ষায় কিভাবে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে হবে, কিভাবে নম্বর দিতে হবে এ সবই প্রশ্নপত্রে মুদ্রিত থাকে। কাজেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারে। Army Alpha এবং আরো অনেক দলগত অভীক্ষায় বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তে *percentile score* ব্যবহৃত হয়। এতে ব্যক্তি দলের মধ্যে শতকরা কতজনের উপরে আছে বা সমান আছে, তা নির্দেশ করা হয়।

বর্তমানে *New type test* বা Objective test দ্বারা একসঙ্গে অনেক ব্যক্তির অভীক্ষা করা হয়ে থাকে। শিশুদের বেলায়ও এ অভীক্ষা ব্যবহার্য। প্রত্যেক শিশুকে একটি দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পত্র দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের সম্ভাবা খুব সহজ একাধিক উত্তর (যেমন yes বা no ; true বা false)-ও প্রত্যেক প্রশ্নের পাশেই ছাপা থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করতে হয় (paper and pencil test)। এতে একসঙ্গে অনেক শিশুর সাধারণ জ্ঞান এবং প্রতিক্রিয়ার দ্রুততা দিয়ে, তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পরিচয় পাওয়া যায়। বিনে এবং টারম্যান-মেরিল্ অভীক্ষায় ভাষাজ্ঞানের পরিচয় মাপ হয় (Verbal tests) কিন্তু আমরা দেখেছি, শিশুদের অধিকাংশ অভীক্ষাই হচ্ছে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে (Performance test)। এরকম একটি

পরিচিত অভীক্ষা হয়েছে Pintner-Paterson test। এতে ১৫টি অভীক্ষার বিষয় আছে এবং লিখিত বা কথিত ভাবে উত্তর না দিয়ে কাঠের ব্লক, ছবি, সুতো, পুঁতি, কাগজ ইত্যাদি উপাদানের ব্যবহার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়। এসব পরীক্ষায় শিশু কত দ্রুত ও কত নির্ভুলভাবে বা নিপুণভাবে কাজটা সম্পন্ন করতে পারে, তা দিয়ে তার বুদ্ধির পরিমাপ হয়।

বিদ্যালয়ে সাধারণ ভাবে সমস্ত বিষয়ে, অথবা বিভিন্ন বিষয়ে তার কৃতিত্ব কতটা তা নির্ধারণের জন্য যে অভীক্ষা সেগুলিকে বলা হয় *Achievement Test*। সাধারণতঃ এই অভীক্ষার ফল দিয়ে শিশুর **শিক্ষা বিষয়ক বয়স (Educational Age[১] বা E. A.)** এবং **শিক্ষা বিষয়ক বুদ্ধির (Educationl Quotient বা E. Q.)** নির্দিষ্ট করা হয়। যে সব অভীক্ষা দিয়ে শিশুর কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়া পরিমাপ করা যায় এবং তার হেতু অনুসন্ধান করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়, সেই অভীক্ষাগুলিকে *diagnostic tests* বলা হয়। পূর্বেই শিশু ভুল অভ্যাস গঠন করবার ফলে অথবা ভুল প্রণালী ব্যবহার করবার ফলে, হয়তো কোন একটা বিষয়ে পিছিয়ে পড়ছে। সে হেতুটা জানা গেলে, সেই অভ্যাসগুলি সুগঠিত হওয়ার পূর্বেই তাদের সংশোধন সম্ভব হয়।[২]

আরো কতগুলি অভীক্ষা আছে সেগুলির উদ্দেশ্য হোল ভবিষ্যতে শিশু কোন্ লাইনে গেলে ভাল করার সম্ভাবনা আছে তা নির্ধারণ করা। এগুলিকে *Prognostic test* বলা হয়। শিশুর কোন্ দিকে প্রবণতা আছে এবং কি কি বিষয়ে তার স্বাভাবিক সামর্থ্য বা অভিজ্ঞতা আছে, তা অগ্রিম জানতে পারলে অনেক শক্তির অপচয় এবং আশা ভঙ্গের দুঃখ নিবারিত হতে পারে। শিশুর কোনদিকে স্বাভাবিক আগ্রহ (interest) আছে এবং স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে তা নির্ণয়ের জন্যে নানা প্রকারের *Aptitude test* আছে। কোন বাপ মা তাদের ছেলেকে ভবিষ্যতে এরোপ্লেনের পাইলট করবেন, এই সংকল্প যদি করে থাকেন, তবে অগ্রিমই বিভিন্ন অভীক্ষার মধ্য দিয়ে তার ভারসাম্যবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্থৈর্য ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে তার স্বাভাবিক আগ্রহ বা কুশলতা জেনে নিলে ভাল করবেন।

১। The E. A. refers to the progress of the child in terms of the age of the average pupil who makes the same score that he does. The E. Q. gives an index of how well the pupil is doing in the subject or subjects as compared with what might be expected from one of his group.

Pintner; Ryan, West etc; Educational Psyclology. p. 122,

২। The importance of such tests cannot be over-emphasised, It is highly desirable to know what wrong habits are being built before they become fixed; So that proper steps may be taken to overcome them.

Pintner, Ryan, West etc : Educational Psychology: p. 113,

কোন একটি মাত্র অভীক্ষা দিয়ে, কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ বুদ্ধির মাপ পাওয়া যেতে পারে না, এবং কোন অভীক্ষাই সম্পূর্ণ নির্ভুল, এমন দাবী করা যেতে পারে না। তাই কোন ব্যক্তির বুদ্ধির সম্পূর্ণ মাপ পেতে গেলে, বিভিন্ন অভীক্ষা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অভীক্ষকদের দ্বারা প্রয়োগ করিয়ে তাদের ফলগুলির গড় নির্ণয় করে তার উৎকর্ষ, অপকর্ষ নির্ণয় করতে হয়। সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে ফলটা মোটামুটি সত্য।[১]

বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তিদের কয়েকটি স্তরে পণ্ডিতেরা ভাগ করেছেন। কোন্ স্তরে জনসংখ্যার কত শতাংশ, তাও তাঁরা মোটামুটি নির্ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ আছে। যাই হোক, Ross যে ভাবে এ স্তর-বিভাগ করেছেন তা নীচে দেওয়া হ'ল।

বুদ্ধ্যঙ্ক (I Q.)	তাৎপর্য (Significance)	লোকসংখ্যার শতকরা হার
১৪৩ এবং তার উপর	অতি তীক্ষ্ণ প্রতিভা	½
১৩১—১৪২	তীক্ষ্ণ বুদ্ধি	২½
১১৯—১৩০	উজ্জ্বল	১০
১০৭—১১৮	সাধারণের চেয়ে ঊর্ধ্বে	২১
৯৪—১০৬	সাধারণ	৩২
৮২—৯৩	সাধারণের চেয়ে সামান্য নীচে	২১
৭০—৮১	বুদ্ধির ন্যূনতা	১০
৫৮—৬৯	সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যূনতা	২½
৫৭ এবং তার নীচে	ক্ষীণ বুদ্ধি	½

"বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী শিশুদের বিভিন্ন দলে ভাগ করার রীতি যে অভ্রান্ত নয়, বর্তমানে নানা গবেষণার ফল এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। বুদ্ধ্যঙ্ক মানুষের মানসিক ক্ষমতা ও সম্ভাবনার একটা স্থূল মাপকাঠি মাত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। দুটি ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক সমান বলে, তাদের মানসিক সামর্থ্য সমান, অথবা মানসিক পরিপক্বতা (maturation) সমান মনে করে তাদের একই দলে ফেলা সব সময় উচিত নয়। উপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি (motivation) করতে পারলে, অনেক সময় বুদ্ধ্যঙ্কের আশ্চর্য উন্নতি ঘটে। শিক্ষার উন্নতি করতে হ'লে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং ছাত্রের আগ্রহের মূল উৎসের অনুসন্ধান ও তাকে কাজে লাগানো দরকার। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মূল্য ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য। এর মাপ শুধু বুদ্ধ্যঙ্কের দ্বারা পাওয়া যায় না।"[২]

১। Gates. Jersild & Others : Educational Psychology p. 217.

২। গুহ ও দত্ত : শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা পৃ. ৫৮৮

আর একটা কথা, বুদ্ধিই শিশুর সবটা পরিচয় নয়। তার সমগ্র ব্যক্তিত্বই শিক্ষার কাজের মধ্যে ক্রিয়া করে। ছাত্রেরা শিক্ষণীয় বিষয় অধিগত করবে শিক্ষকের এটাই লক্ষ্য হবে না। তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত, প্রত্যেক ছাত্র তার নিজ পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করবার যাতে আগ্রহ পায়, তার ব্যবস্থা করা। "প্রচলিত ইস্কুলের শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যতই কড়াকড়ি সেখানের ব্যবস্থা হোক না কেন, প্রত্যেক ছাত্রই স্থায়ীভাবে যা শেখে, তা, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী।"[১]

ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা:

শিক্ষক শিশুর বুদ্ধিরই পরিমাপ করতে আগ্রহী তা নয়। তিনি সমগ্রভাবে শিশুটিকেই জানতে চান। এই যে শিশুর সমগ্র প্রকৃতি, তাকেই বলা যাবে, তার ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটা দিক মাত্র। শিশুর দৈহিক গড়ন, তার শারীরিক শক্তি, তার বুদ্ধি ও নিপুণতা, তার আবেগ জীবনের সুস্থতা, তার মেজাজ (temperament), সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতি, তার সামাজিক-নৈতিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এই সমস্তের জটিল সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত। এর মূল উপাদান জন্মগত ও বংশ গতিনির্ভর হ'লেও, পরিবেশ, শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারাও ব্যক্তিত্বগঠন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। তবে মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে, কিভাবে তার বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে, তা দিয়েই 'ব্যক্তিত্ব' প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যেই মোটামুটি একই বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এবং ব্যক্তির সেই বিশেষ ধরনেই তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে।[২] অর্থাৎ, সমান বুদ্ধি বা জ্ঞানসম্পন্ন দু'জন ব্যক্তির, একই অবস্থায়ও বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যার, মূলে আছে তাদের ব্যক্তিত্বে প্রভেদ।[৩]

যদিও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ খুবই জটিল ও কঠিন ব্যাপার, তথাপি মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের পরিমাপের ব্যবস্থা করেছেন।

১। C. V. Millard : Child Gro wth & Development. p. 141-42.

২। Personality consists of observable behaviour and it is also individual and intrinsic. It is defined as an individual's typical or consistent adjustments to his environment:

Boring, Langfeld, Weld : Foundations of Psychology. p. 488.

৩। Indeed personality has been defined as "the characteristics that led people of similar intelligence and knowledge, when placed in similar circumstances to react in different ways."

Margaret and Rex Knight : A Modern Introduction to Psychology. p. 193:

এখানেও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এবং নানা কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা হয়। শিশুদের ব্যক্তিত্বের পরিমাপের বেলায় স্বভাবতঃই কাজ ও খেলার মধ্য দিয়েই তা আমরা বেশী ভাল বুঝতে পারি। খুবই সংক্ষেপে এ নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

সাধারণত: ব্যক্তিদের বিভিন্ন 'টাইপে' ভাগ করে বুঝতে চেষ্টা করা হয়। এটা সহজ, যদিও কোনও ব্যক্তিই বাস্তবিক ঠিক ঠিক 'টাইপ' নয়। তা ছাড়া, বিভিন্ন টাইপে যারা বিভক্ত, তারা সম্পূর্ণ বিপরীত গুণের অধিকারী, একথা মনে করা ঠিক নয়। তথাপি টাইপ ভাগ করে বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়। যেমন একদল মানুষকে আমরা বলি 'রাগী', আর একদলকে বলি শান্ত। এই 'টাইপ' ভাগের মধ্যে 'য়ুঙ্'-এর **Extravert** এবং **Introvert** এই দুই দলে ভাগ খুব সুপরিচিত। সংক্ষেপে বলা হয়, Extravert-দের দৃষ্টিভঙ্গী বহির্মুখী ; তারা তাদের চারপাশের ঘটনা ও বস্তুতে আগ্রহী ; তারা সাধারণত: খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে। আর যারা Introvert বা অন্তর্মুখী, তারা নিজেদের মনের সুখ দুঃখ নিয়েই ব্যস্ত, অভিমানী, গম্ভীর, অমিশুক প্রকৃতি। এই দুই দলকে অবশ্য চারটি করে উপদলে ভাগ করা হয়েছে। তবে সে সব খুঁটিনাটিতে যাব না।

Kretschmer দৈহিক গড়নের সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির যোগ লক্ষ্য করে, Jung-এর মত **Pyknic** এবং **Aesthenic** এই দুই দলে ব্যক্তিদের ভাগ করেছিলেন। Pyknic বা হচ্ছে মোটাসোটা, নাদুসনুদুস্, ফুর্তিবাজ, মিশুক, কিছু বা বোকা ও অলস ; আর Aesthenic-রা কৃশ-লম্বাটে গড়ন ; এরা বুদ্ধিজীবি, পরিশ্রমী আত্মকেন্দ্রিক। এই দুই দলের আবার তিনটি করে উপদল, Pyknic-দের তিন উপদল হচ্ছে : cyclothyme, এবং cycloid এবং cyclophrene। আর Aesthenic-দের তিন উপদল হচ্ছে : schizothyme, schizoid ও schizophrene। পরে তিনি Pyknic ও Aesthenic ছাড়া আরো একটি 'টাইপ' স্বীকার করেছিলেন—তা হচ্ছে Athletic.

অধুনা শারীরিক গঠন ও মানসিক প্রকৃতি মিলিয়ে Sheldonও তিনটি প্রধান type স্বীকার করেছেন—Endomorphs (গোলগাল, নরম, উদরসর্বস্ব), Mesomorph (বৃষস্কন্ধ দৃঢ় পেশীবহুল খেলোয়াড় সুলভ দেহ, এরা পেশী সর্বস্ব), আর Ectomorphs (কৃশ, লম্বাটে গড়ন, মস্তিষ্ক প্রধান)। এদের সঙ্গে যুক্ত আছে তিন জাতীয় মানসিক প্রবণতা বা ব্যক্তিত্বের টাইপ ; Viscerotonic, Somatotonic এবং Cerebrotonic। দেহগঠন ও মানসিক প্রবণতার বিভিন্ন উপাদান মিলিয়ে, তিনি সমস্ত প্রকার ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। পরে তিনি normal বলেও আলাদা এক type স্বীকার করেছেন। Eysenck ব্যক্তিদের এই টাইপে ভাগ অস্বীকার করেছেন কিন্তু তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা Spearman ও Thurstone-এর group factor মেনে নিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিত্বের তিনটি আয়তন (dimensions) আছে, তার বিভিন্নতা অনুযায়ী সর্বপ্রকার ব্যক্তিচরিত্র ব্যাখ্যা করা

যেতে পারে। তাঁর মতে এই তিনটি আয়তন হচ্ছে introversion, extroversion, neuroticism ও psychoticisms. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

এবার ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কয়টি প্রধান উপায়ের কথা অতি সংক্ষেপে কিছু বলছি।

প্রত্যেক ব্যক্তির বহু দোষ, গুণ, শক্তি, প্রবণতা ইত্যাদি থাকে। তার সবগুলি কিছু ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়। ব্যক্তিত্ব পরিচায়ক প্রধান গুণগুলি Cattell বারোটি দল এবং তাদের বিপরীত এভাবে সাজিয়ে দেখিয়েছেন।[১]

উড্‌ওয়ার্থ ও মারকিস্‌ও ১২টি ব্যক্তিত্ব প্রকাশক প্রধান গুণ এবং তাদের বিপরীত উল্লেখ করেছেন। তার কিছুটা নীচে দিচ্ছি :

মৌলিক গুণ	বিপরীত
১। আয়াসী, আমুদে, দরদী	অনমনীয়, হৃদয়হীন, ভীরু, বিদ্বিষ্ট, লাজুক
২। বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা, নির্ভরযোগ্য	বুদ্ধিহীন, অপরিণামদর্শী, চঞ্চলমতি
৩। ধীর-স্থির, বস্তুনিষ্ঠ, একাগ্র	স্নায়বিক রুগ্ন, এড়ানো স্বভাব, অস্থির চিত্ত
৪। দাবা-খাবা গোছের, নেতৃত্বাভিমানী ইত্যাদি ইত্যাদি।	বিনীত, বাধ্য, আত্মবিলুপ্তিতে অত্যন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ গুণগুলির বিশেষ কয়েকটি কোন ব্যক্তিত্বে বিশেষ প্রকট (individual traits) ; তার মধ্যে কোন গুণটিই হয়তো তার জীবনের মূলসূত্র যেটি সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব প্রকাশনী গুণ (cardinal trait)। যেমন, পুরুষ-সিংহ আশুতোষের নির্ভীকতা বা রামকৃষ্ণের প্রেমময়তা।

ব্যক্তিত্ব নিরূপণের উপায়

যে সব উপায় দিয়ে সাধারণতঃ ব্যক্তিত্বের বিচার হয় তার মধ্যে (১) জীবনেতিহাস অনুসরণ (*case-history* or longitudinal studies), (২) বিভিন্ন প্রাথমিক গুণের পরিমাণ অনুযায়ী ব্যক্তির স্থান নির্দেশ (*rating scale*), (৩) কাগজ-পেন্সিলের সাহায্যে প্রশ্নোত্তর (paper and pencil tests or *questionnaire method*)। (৪) সাক্ষাৎকার ও আলোচনা (*interview*), (৫) হাতের কাজ বা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে (*performance tests*) (৬) ছবি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে (*projective procedures*), (৭) মনঃসমীক্ষণ ও স্বপ্ন বিচার (*psycho-analysis*)।

এর মধ্যে rating scale-এর উদাহরণ একটা দিচ্ছি : একটা ব্যক্তিত্ব প্রকাশক

১। **Boring, Langfeld, Weld : Foundations of Psychology. p. 491.**

প্রধান গুণের কি পরিমাণ কোন ব্যক্তিত্ব আছে, তা দিয়ে তার স্থান নির্দেশ করা—যেমন,

৪	৩	২	১	০
ভীষণ মিশুক	ভাল মিশুক	মাঝামাঝি মিশুক	কম মিশুক	একেবারে অ-মিশুক

শিশুটি যদি বেশ মিশুক হয়, তা হলে একটা খাড়াখাড়ি রেখার উঁচু দিকে (৩নং) স্থানে তার অবস্থান বোঝান যায়। এরকম অনেকগুলি প্রধান গুণ পরপর সাজিয়ে, প্রত্যেক গুণের পরিমাণ অনুযায়ী পাঁচটি ভাগ করে. শিশুর স্থান কোন গুণে কোথায় অবস্থিত তা চিহ্নিত করে, সেই বিন্দুগুলি উঁচু নীচু সরল রেখা দিয়ে যোগ করলে, তার ব্যক্তিত্বের একটা মোটামুটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। একে *Psychograph* বা *Personality profile* বলে।

প্রশ্নোত্তরেব মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন, কারণ শিশুরা নিজেদের মনের বিশ্লেষণে খুব সমর্থ নয় এবং গুছিয়ে উত্তরও তারা দিতে পারে না। যেখানে কিছু গোপন না করে ব্যক্তি ঠিক ঠিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, সেখানে তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিটি অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী তার কিছুটা পরিচয় নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন : তোমার বাড়ীতে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসেছেন। বাবা বাড়ী নেই। তখন তুমি কি কর?

(ক) তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে যাও?

(খ) তাঁর সঙ্গে কোন আলাপ করতে অস্বস্তি বোধ কর?

(গ) তাঁকে বসতে বলে, তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে মাকে গিয়ে বল?

(ঘ) তাঁর সঙ্গে সহজে আলাপ কর?

Allport-এ ব্যক্তি নেতৃত্বাভিমানী অথবা বাধ্য-স্বভাব (Ascendence—Submission Reaction study) তা পরীক্ষার কতগুলি প্রশ্নোত্তরমালা আছে।[১] গত যুদ্ধের সময় কোন লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করার আগে তার প্রক্ষোভ-বিষয়ক স্থৈর্য পরীক্ষার জন্য কতগুলি প্রশ্নমালার একাংশ :—

Question	Answer	
Do you usually sleep well ?	yes	no
Do you ever walk in your sleep ?	yes	no
Do you fell tired most of the time ?	yes	no
Did you have a happy childhood ?	yes	no
Were you shy with other boys ?	yes	no
Do you make friends easily ?	yes	no
	yes	no

১। Allport: J. abn. Soc. Psychol. 1928, 23

Question	Answer
Are your ever bothered by a feeling that things are not real ?	yes no
Do you get rattled easily ?	yes no

শিশুর রুচি, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরের মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে :

(১) তোমার অবসর সময় কি ভাবে কাটাতে ভাল বাস ?

(ক) খেলা ধূলা করে ?	হাঁ না
(খ) বন্ধুদের সঙ্গে গল্প গুজব করে ?	হাঁ না
(গ) বেড়িয়ে ?	হাঁ না
(ঘ) গল্পের বই পড়ে ?	হাঁ না
(ঙ) বাগানের কাজ করে ?	হাঁ না
(চ) Hobby centre-এ গিয়ে ?	হাঁ না

(২) যদি স্কুলে পরীক্ষার সময় তোমার সহপাঠী তোমার খাতা দেখতে চায় তা হলে কি কর ?

(ক) তোমার খাতা তাকে দেখতে দাও ?	হাঁ না
(খ) তার কথায় কোন কান দাও না ?	হাঁ না
(গ) তাকে নিষেধ কর ?	হাঁ না
(ঘ) শিক্ষকের কাছে নালিশ কর ?	হাঁ না

যেটা শিশুর উত্তর, তার চারদিকে সে একটি বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত করবে।

শিশুদের কাজের ও খেলার মধ্য দিয়ে কে অলস, কে ঝগড়াটে, কে স্ব-নির্ভর কে পরিচ্ছন্ন, কে ফাঁকিবাজ, কে সত্যবাদী এসব পরিচয় শিক্ষকেরা তাদের লক্ষ্য করে জানতে পারেন। অধিকাংশ মনঃসমীক্ষক মনে করেন খেলার মধ্য দিয়েই কোন শিশুরা অব্যবস্থিত (mal-adjusted), কারা আক্রমণাত্মক আচরণ-প্রবণ (agressive), কারা অন্তর্মুখী (introverts) বা পরনির্ভর, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

Projective test বা **Thematic Apperception test :** এগুলি বেশ মজার অভীক্ষা। শিশুদের একটা বা কয়েকটা ছবি দেখিয়ে, তাদের বলতে বলা হয়, ছবিটা দেখে কি তাদের মনে হয়। এর মধ্য দিয়ে অনেক সময়ই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আবেগ জীবনের স্থৈর্য বা গোপন প্রক্ষোভ বা ইচ্ছা অভিজ্ঞ মনোবিদেরা আবিষ্কার করতে পারেন। এ অভীক্ষাগুলি শিশুদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ বা মনোবিকলন শিশুদের ব্যক্তিত্ব নিরূপণের পক্ষে খুব উপযোগী নয়।

ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জটিল ও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা। বৈজ্ঞানিক নানা অভীক্ষার দ্বারা সেই ব্যক্তিত্বের রহস্যকে সম্পূর্ণ ভেদ করা সম্ভব নয়। তথাপি এই অভীক্ষাগুলি মূল্যহীন নয়।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

প্রাক্-প্রাথমিক শিশু বিদ্যালয়ের সংগঠন, পরিচালনা, কর্মসূচী

আজ কলকাতায় প্রতিপাড়ায়, এমন কি, অলিতে-গলিতেও এত নার্সারীও কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক শিশুবিদ্যালয় সংগঠনের চেয়ে সোজা জিনিস বুঝি কিছু নেই। শুধু থাকা চাই খান দুই ঘর, কিছু ছবি আর খেলনা, সম্ভব হলে, একটু বাগান, শিশুদের দুলবার জন্যে দোলনা এবং ছোট স্লাইড্; কিন্তু সবচেয়ে বেশী দরকার স্কুলের একটি বিদেশী গালভরা নাম, শিশুদের ইউনিফর্ম, লম্বা মাইনে এবং যদি একজন শ্বেতাঙ্গিনী পরিচালিকা (বিদ্যেসাধ্যি তাঁর যাই হোক্না কেন) সংগ্রহ করা যায়, তো সোনায় সোহাগা।

কিন্তু সত্যই কি একটি উৎকৃষ্ট নার্সারী বিদ্যালয় সংগঠন এতই সহজ? দুই বৎসর থেকে পাঁচবছরের ছেলেমেয়েদের ঝামেলা থেকে মায়েদের কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দেওয়াই এসব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয়। বিধিবদ্ধ ভাবে বইপুস্তক সাহায্যে শিশুরা ক্লাসে বসে বর্ণপরিচয় লাভ করবে আর একটু যোগবিয়োগ গুণভাগ শিখবে, এ জন্যেও এই প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিকল্পিত হয় নি। এখানেও শিক্ষা আছে, কিন্তু সে শিক্ষাদান বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও শিশুর স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতা ও ঔৎসুক্যকে ভিত্তি করে সুস্থ, সুষম জীবন গঠনের উপযোগী শিশুমনোবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারী একটি সুস্থ সুন্দর উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই আনন্দময় স্বাধীন অথচ সুশৃংখল পরিবেশে খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধি, আবেগ অনুভূতি সৃজনাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে। বিদ্যালয়ের সমস্ত খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা আয়ত্ত কচ্ছে জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। দশের সঙ্গে মিলবার, অন্যকে ভালবাসবার, এবং সহযোগিতা প্রতি-যোগিতার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক আত্মবিকাশ ও সমাজজীবনের উৎকর্ষ সাধনও স্বভাবতই ঘটছে। এই প্রাণবন্ত পরিবেশটি সৃষ্টিই হচ্ছে শিশুবিদ্যালয়ের সংগঠনের মূলমন্ত্র। ডিউয়ি বলেছেন শিশু বিদ্যালয় সমাজজীবনেরই অন্তর্ভুক্ত এক বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন যেখানে সমাজজীবনের জটিলতা কুশ্রীতা বা স্বার্থের সংঘাত থাকবে না। থাকবে স্বাভাবিক ও সুসদত জীবনযাপনের সুযোগ ও শিক্ষা। এখানে

শিশু বিদ্যালয়ের পরিবেশ

শিশুবিদ্যালয় এক বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন

সমস্ত ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য হবে শিশুর জীবনের সম্যক বিকাশ। শিশুবিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সার্থকতাও ওখানেই। শিক্ষাদান? হ্যাঁ, শিশু শিখবে তার সুঠাম জীবনযাপনের সুযোগের মধ্য দিয়েই।[১]

শিশুর কৌতূহল, অনুভূতি সৃজনাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের সমস্ত গুণের উদ্বোধক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সুচিন্তিত পরিকল্পনা-সাপেক্ষ। শিশু বিদ্যালয়ের সমস্ত উপাদান, সমস্ত খেলা-ধূলা ও গঠনাত্মক কাজ এমন সুশৃংখলভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রত্যেক শিশু নিজ বিকাশের স্তর এবং স্বাভাবিক আগ্রহানুযায়ী সুস্থভাবে এবং সানন্দে গড়ে উঠতে পারে। মন্তেসরী এবং রবীন্দ্রনাথ এই সুপরিকল্পিত উৎসাহোদ্দীপক ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। উৎকৃষ্ট শিশুবিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট পরিবেশ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা উপাদানের যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে।[২]

শিশুবিদ্যালয়ের পরিবেশের বৈশিষ্ট্য

শিশু দুবছর, আড়াই বছর হলেই তার জন্য প্রয়োজন গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশের চেয়ে বিস্তৃততর ক্ষেত্র। শিশু চায় কিছু স্বাধীনতা, কিছু সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গ, কিছু প্রতিযোগিতার অঙ্কুশ। সে বড় হতে চায়, অন্যের প্রশংসা চায়, জগৎকে ও নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়। তাই তার জন্যে গৃহের বাইরে নার্সারী বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধতর ও উদ্দীপক নূতন সামাজিক পরিবেশেরও প্রয়োজন আছে। এখানে মায়ের সব বিপদ আঘাত থেকে আগলে-রাখা অতিনিরাপদ পরিবেশের পরিবর্তে আছে শিক্ষিকাদের সংযত অথচ আন্তরিক প্রীতি, অনেকখানি স্বাধীনতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত সুপরিচালনা। **শিশু-বিদ্যালয়ে স্নেহ-ভালবাসা এবং স্বাধীনতা এ দুয়েরই সুসমন্বয় ঘটে।** শিশুবিদ্যালয়ে গৃহের স্নেহময়গণ্ডী যুক্তিপূর্ণভাবে বিস্তৃত হবে। গৃহে শিশুর মৌলিক আগ্রহতৃপ্তির সব ব্যবস্থা নেই, সে অভাব পূরণ করবে শিশু বিদ্যালয়।[৩]

কেন গৃহপরিবেশ যথেষ্ট নয়

১। In the school the life of the child becomes the all-controlling aim: All the media necessary to further the growth of the child centre there. Learning? Certainly, but living primarily, and learning through and in relation to this living.

Dewey: The School and Society. p. 36.

২। The Montessori Method lays particular stress on this prepared environment in which the child works at apparatus and activities with interest under the guidance of a trained directress.

Prospectus of the Gokul Montessori House.

৩। The ideal home has to be enlarged: The child must be brought into contact with more grown up people and with more children in order that there may be the freest and richest social life: Moreover the occupations and relationships of the home environment are not specially selected for the growth of the child. the main object is something else and what the child can get out of them is incidental.

Dewey: The School & Society, p.p, 35-36.

গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ : গৃহপরিবেশের সঙ্গে শিশু বিদ্যালয়ের পরিবেশের এ বিষয়ে মিল আছে যে শিশুর প্রতি প্রীতি ও মমত্ববোধ এই দুই স্থানেরই মূল সুর। আর দুই জায়গার কোথায়ও অতিরিক্ত নিয়ম কানুন, শাসনের কড়াকড়ি নেই। শিশুবিদ্যালয়ে 'ক্লাশে' ছেলেমেয়েদের জড়ো করে 'পড়া দেওয়ার' আড়ষ্ট আবহাওয়া নেই। একটা সহজ আনন্দ ও প্রীতির নিশ্চিন্ত ঢিলে ঢালা ভাবই (a relaxed informal atmosphere) আছে। তাই শিশুরা উৎকৃষ্ট শিশু-বিদ্যালয়ে 'স্কুলে যাওয়া'র ভয় ও অনিচ্ছা নিয়ে আসে না, সহজ আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ 'খেলা-খেলা' মন নিয়েই আসে। রবীন্দ্রনাথ যখন বোলপুরে প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুললেন, তখন তাঁর মনে এই কথাটিই ছিল যে, তাঁর আশ্রমের আবহাওয়া এমন হবে যে শিশুরা এখানে মনের খুশিতে ছুটে আসবে। এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইবে না। এমনিই আকর্ষক হওয়া চাই একটি আদর্শ নার্সারী স্কুলের আবহাওয়া।

মনোরম উদ্যান এবং খোলামেলা খেলার মাঠ এবং নানাপ্রকার খেলার উপকরণ থাকতেই হবে। খেলার মাঠের মধ্যে একটা স্যাণ্ড্‌পিট এবং একটি ফোয়ারা থাকলে খুব ভাল হয়। বর্ষার দিনে খেলাধূলার জন্য ঢাকা বারান্দা বা প্লে-সেড্ থাকা উচিত।

ছাত্রছাত্রী সংখ্যা : আধুনিক শিশুশিক্ষাবিদদের মত যে, শিশুদের বিদ্যালয় ছোটই হবে। তা না হ'লে সেখানে 'ঘরোয়া পরিবেশটি' সৃষ্টি করা যায় না। অনেক যেখানে ছাত্রসংখ্যা, সেখানে শিশু ভিড়ে দিশাহারা হয়ে যায়, তার নিরাপত্তা বোধ বিঘ্নিত হয়। তাই মন্তেসরী ও অন্যান্য শিক্ষাবিদেরা মনে করেন 'আদর্শ' শিশুবিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪০ জনের বেশী হওয়া উচিত নয় এবং এক এক জন শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ২০ জনের বেশী ছাত্রছাত্রী থাকলে প্রত্যেক শিশুর বৈশিষ্ট্য বিকাশের দিকে ব্যক্তিগত এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

অধ্যক্ষ, সঞ্চালিকা, শিক্ষিকা, পরিচারিকা ইত্যাদি : একটি সুপরিচালিত শিশুবিদ্যালয়ে অবশ্যই একজন অধ্যক্ষ বা সঞ্চালিকা থাকবেন। তাঁর উপরে থাকবে বিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব। তাঁকে সংগঠনপটু, সুশিক্ষিতা এবং শিশুমনস্তত্ত্বে পারদর্শিনী হতে হবে। তিনি যেন হন মধুর অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যাতে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং তাঁর নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করতে ইচ্ছুক হন। তিনি পরিশ্রমীও ধৈর্যশীলা হবেন এবং বিদ্যালয়ের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষাই যেন তাঁর সমস্ত উদ্যমের মূল হয়। তিনি বুদ্ধিমতী এবং সুবিবেচক হবেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়েও যেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। কোন ত্রুটি, অসাবধানতা ও শৈথিল্য চোখে পড়ামাত্র তার সংশোধনের দৃঢ়তা তাঁর থাকবে। প্রত্যেকটি অভিভাবকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন। তাঁদের সন্তানদের

অধ্যক্ষের কর্তব্য ও গুণ

উন্নতি ও সুস্থ বিকাশ সম্বন্ধে তিনি ঘন ঘন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করবেন এবং তাঁদের সন্তানদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য, এ কথাটি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

সকলের চেয়ে বড় কথা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা যেন অকৃত্রিম, অকুণ্ঠ ও অপরিমেয় হয়। তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে জানবেন। কোন ছেলে বা মেয়ের কি প্রকৃতি, আগ্রহ, কি তার বিকাশের স্তর সে সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে। কার কোথায় দুর্বলতা, বা চারিত্রিক ত্রুটি তা তাঁর জানা থাকায় তাদের যথোচিত ব্যক্তিত্ব বিকাশে তিনি সতত সচেষ্ট থাকবেন। তাঁকে কুসুমের মত কোমল, অথচ বজ্রের মত দৃঢ়ও হতে হবে। যে সমস্ত ছেলে ভীরু, অভিমানী এবং দুর্বল তারা যাতে উৎপীড়িত না হয়, তাদের মনের কুণ্ঠা, জড়তা, আত্মনির্ভরতার অভাব যাতে দূর হয়, সেদিকে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকবে। অন্যদিকে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে অহঙ্কারী, স্বার্থপর, এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ন্যায্য স্বাধীনতায় যারা হস্তক্ষেপ করে, বিদ্যালয়ের সুশাসনের বিধিনিষেধ যারা মেনে চলে না, যারা অন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা বা কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, তাদের দৃঢ়ভাবে শাসন করে, সংশোধন করতেও তিনি এতটুকু দ্বিধা করবেন না। শিশু বিদ্যালয়ে শারীরিক পীড়ন ও কঠোর শাস্তির স্থান নাই, কিন্তু প্রত্যেক শিশুর মনে এই বোধটি তিনি জন্মিয়ে দেন যে বিদ্যালয়টি তাদেরই আপন সম্পত্তি এবং তাদের সকলের শুভ ও কল্যাণের জন্যই এর সমস্ত নিয়ম-কানুন, বিধি নিষেধ। এবং তাই বিদ্যালয়ে নিয়মশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই। সুশোভন সামাজিক আচরণে যেন শিশুরা অভ্যস্ত হয়, সেজন্য অধ্যক্ষ এবং শিক্ষিকাদের আচরণও শুচিতা ও সম্ভ্রম বোধের দ্বারা চিহ্নিত হবে, যাতে শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের অনুকরণ করে উপকৃত হতে পারে। তিনি নিজে এবং তাঁর সহকর্মী শিক্ষিকারাও বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলেন। কারণ এ বিদ্যালয়ের তাঁরাও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এর বিধিনিষেধ সকলেরই কল্যাণের জন্য।

সহকারী শিক্ষিকা: বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা ও পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অন্তত: দু'জন সহকারী শিক্ষিকা থাকবেন। এরা শিশুদের খেলা ও কাজের নিত্যসঙ্গী।

আধুনিক শিশুবিদ্যালয়ে শিশুই কেন্দ্র। শিক্ষিকা পশ্চাৎপটে থেকে শিশুদের নিজ নিজ প্রকৃতি, সামর্থ্য ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী নানা খেলা ও কাজ লক্ষ্য করবেন; তাদের সঙ্গী হয়ে, তাদের উৎসাহ দেবেন। আধুনিক শিশু বিদ্যালয়ে শিশুর স্বাধীনতাই সমস্ত কর্মের উৎস। কিন্তু শিশুর অপরিণত বুদ্ধি ও সামর্থ্য তার নিজ জীবনের সার্থক বিকাশ কোন পথে হবে, তার পদনির্দেশ করতে পারে

না। তার সমস্ত খেলাধুলা ও কাজই উদ্দেশ্য-চালিত। শিক্ষিকাই পশ্চাতে থেকে শিশুর সমস্ত ক্রিয়া তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করে দেন। সুতরাং শিক্ষিকার শিশু মনস্তত্ত্বে বিশেষ পারদর্শিতা থাকতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, সামর্থ্য, বিকাশের স্তর লক্ষ্য করে প্রত্যেকের উপযুক্ত কাজ ও খেলার ব্যবস্থা শিক্ষিকাকেই করতে হবে। শিক্ষিকাকে তাই, বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলা, নাচ, গান, শিল্পকর্ম জানতে হবে। কি করে শিশুদের মন পেতে পারা যায়, কি করে তাদের আগ্রহকে উদ্দেশ্যমুখী করা যায়, তা তাঁকে জানতে হবে। বিভিন্ন শিশুর উপযোগী খেলা কাজ ও আনন্দের উপকরণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে। অন্ততঃ একজন শিক্ষিকাকে শিশুর বুদ্ধি, আগ্রহ, সামর্থ্য ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগে পারদর্শিনী হতে হবে।

শিক্ষিকার কর্তব্য ও গুণ

শিশু বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সাধারণ সু-অভ্যাস যাতে শিশুরা আয়ত্ত করে এ বিষয়ে দৃষ্টিদান একটি প্রথম কর্তব্য। তাই একজন শিক্ষিকাকে অন্ততঃ শিশুর স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। প্রত্যহই শিক্ষিকারা দেখবেন, শিশুরা ভাল করে মুখ ধুয়েছে কিনা, দাঁত মেজেছে কিনা, চুল আঁচড়েছে কিনা, তাদের নখে ময়লা আছে কিনা। তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন তাদের পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন কিনা। প্রতি মাসে একবার প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। কাজেই প্রত্যেক শিশুবিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হবে একজন শিশু রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। প্রত্যেক অভিভাবকের কাছেই তাঁর সন্তানটির স্বাস্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট নিয়মিত ভাবে পাঠাতে হবে। যে সব ছেলেমেয়েদের চোখ, দাঁত, নাক বা দেহের অন্য কোন অঙ্গের রুগ্নতা আছে দেখা যায়, তাদের চিকিৎসা বিষয়ে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে সাহায্য করা হবে। যারা দরিদ্র, তাদের সন্তানদের স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বা পরিচালিকার দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস গঠন

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

যদিও শিশুবিদ্যালয়ে শিশুদের শারীরিক প্রয়োজনগুলি পরিচর্যা করবার জন্যে পরিচারিকা থাকবে, তথাপি শিক্ষিকাদেরও এমন ক্ষমতা থাকা দরকার, যাতে কোন শিশুর হঠাৎ কাপড়জামায় মলমূত্র ত্যাগ হয়ে গেলে, তিনি নিজ হাতেই তা পরিষ্কার করে শিশুকে আবার নূতন পরিচ্ছদ পরিয়ে আরাম দিতে পারেন। দু'তিন বছরের শিশুদের মলমূত্রের বেগ ধারণের ক্ষমতা ভাল করে জন্মে না। কাজেই এ সমস্ত শিশুদের এ জাতীয় 'দুর্ঘটনা' ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। সেজন্যে অনেক শিশু

শিক্ষিকাসুলভ বিশেষ গুণ

বিদ্যালয়েই তিন বছরের নীচের শিশুদের ভর্তি করা করা হয় না। যাই হোক্, আসল কথাটি হোল, শিক্ষিকার অন্য সমস্ত গুণ যাই থাক না কেন, সর্বপ্রধান গুণ শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও মমত্ববোধ অবশ্যই থাকতে হবে।

শিক্ষিকার আর একটি বাঞ্ছনীয় গুণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুরা সর্বদা ছুটাছুটি করে। নানা খেলা ও কাজে, কোন কোন সময় বে-পরোয়া ভাবে মেতে উঠে। শিশুরা নিজেদের ক্ষমতার সীমা অথবা বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। তাই কখনো কখনো তারা আঘাত পেতে পারে, রক্তপাত হতে পারে। ছোটখাট আঘাত শিশুরা অগ্রাহ্য করবে, এ শিক্ষাই তাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু তারা কখনোও গুরুতর দুর্ঘটনায় পতিত হলে, শিক্ষিকাকে সাহসের সঙ্গে সে-অবস্থার সম্মুখীন হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

শিক্ষিকার আর দু'টি বাঞ্ছনীয় গুণ ধৈর্য ও প্রসন্নতা। শিশু-বিদ্যালয়ের আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টিতে এ দুটি গুণের বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিকাদের মধ্যে এগুণ থাকলেই শিশুরা বোধ করে বিদ্যালয় তাদের পক্ষে বনবাস নয়।

শিশুদের শক্তি সামর্থ্য সামান্য, কাজেই তাদের হাতে আঁকা ছবি, বা হাতে গড়া পুতুল অনেক সময়েই খুব সুন্দর হয় না। তখন শিক্ষিকার অনেক সময় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, নিজে হাতে কাজটা সম্পূর্ণ করে দেওয়ার। কিন্তু যিনি সুশিক্ষিকা তাকে এই সহজপথে কার্যসিদ্ধির লোভ সংবরণ করতে হবে। শিশুর প্রতি যে শিক্ষিকার প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তিনি শিশুর স্বাধীনতারও মর্যাদা দিবেন। হোক্ না শিশুর কাজ অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর, তবুও সে কাজ সে নিজের চেষ্টায় করেছে। তাকে ভুলত্রুটির মধ্য দিয়েই শিখবার সুযোগ দিতে হবে। তা হলেই শেখাটা তার নিজস্ব হবে এবং তার সত্যমূল্য থাকবে।

মেট্রন ঃ যে সব শিশু বিদ্যালয়ে শিশুদের দ্বিপ্রাহরিক আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা আছে সেখানে একজন মেট্রন থাকা প্রয়োজন। তাঁর শিশুর উপযোগী পুষ্টিকর ও সুস্বাদু বিভিন্ন রকমের খাদ্য প্রস্তুতের পদ্ধতি জানতে হবে। যে শিশুরা রুগ্ন বা দুর্বল অথবা যে শিশুর বিশেষ কোন খাদ্যের প্রতি অরুচি আছে, তাদের উপযোগী পথ্য বা খাদ্য কি করে প্রস্তুত করতে হয়, তাও তাঁকে জানতে হবে। বড় ছেলে মেয়েরা জায়গা সাজিয়ে, খাদ্য পরিবেশনে মেট্রনকে সাহায্য করবে। শিশুরা যদি সেখানে দুপুরে ঘুমায় তা হলে, মেট্রনই দেখেন, তাদের বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকনী ধোয়া পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, বিছানায় ছারপোকা আছে কিনা। শিশুদের তোয়ালে নিত্য এবং বিছানার চাদর ইত্যাদি অন্ততঃ তিন দিন অন্তর যাতে ধোওয়া হয়, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

পরিচারিকা ঃ শিশুরা বিদ্যালয়ে এলে, তারা যাতে নিজ নিজ ক্লাশে যায়, জুতো ছেড়ে ঘরের মধ্যে খেলায় বা কাজে লাগে, যথাসময়ে বাথরুমে যায়,

হাত মুখ ধোয়, জামা কাপড়ে পরিচ্ছন্ন থাকে, এসব তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পরিচারিকার। ছেলেমেয়েদের জুতো, জামা, টিফিন বাক্স, জলের বোতল যাতে তারা যথাস্থানে রাখে, তা তিনি দেখেন। রান্নার বাসনপত্র, বিছানা এবং বিদ্যালয়ের উপকরণ যথাস্থানে রাখা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে, শিক্ষিকাদের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচারিকা কাজ করবেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে চিনতে হবে। যে কোন বাড়ীর, কোনো ছেলেমেয়েকে কে বাড়ী থেকে নিয়ে যেতে আসবে এ সবই তাঁর জানা চাই। পরিচারিকার প্রধান ক'টি গুণ হবে, পরিচ্ছন্নতা, তৎপরতা সহিষ্ণুতা এবং পরিশ্রম-ক্ষমতা। শিশুদের প্রতি সদয় ব্যবহারও তার পক্ষে একটা বাঞ্ছনীয় গুণ।

নার্সারী বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র: নার্সারী বিদ্যালয়ের শিশুদের আসবাব পত্র তাদের মাপের হওয়া প্রয়োজন। টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক সবই হবে ছোট মাপের, নীচু শিশুর পক্ষে আরাম দায়ক এবং সুদৃশ্য। মন্তেসরীর নির্দেশ তাঁর বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র গোলাপী বা হাল্কা নীল রং-এর হবে, কারণ এ রং শিশুরা পছন্দ করে। তাদের সমস্ত আসবাব পত্র ও উপকরণ মনোরম এবং সম্পূর্ণ তাদেরই উপযোগী হওয়াতে এগুলির প্রতি মমত্ববোধ সহজেই শিশুদের মনে উৎপন্ন হয়। তা হলে, তারা নিজেরাই এগুলি যথোচিত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করে এবং সর্বদা নিজেরাই এগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে এবং শ্রেণীকক্ষ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। আসবাবপত্রগুলি হালকা হবে, যেন সেগুলিকে শিশুরাই নিজেদের প্রয়োজন মত সরাতে পারে। শিশুরা অধিকাংশ সময় মেঝেতে বসেই খেলা বা কাজ করতে ভালবাসে, তাই ঘরের মেঝে সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে—এতটুকু ধুলো ময়লা, যেন কোথাও না থাকে। শান্তিনিকেতন আনন্দ পাঠশালার মেঝে বেশ বড় বড় সুন্দর নক্সা কাটা কিছুটা অমসৃণ সিমেন্ট বাঁধানো—তাতে রঙীন বা সাদা চক্ দিয়ে নিজেদের খুসী মত শিশুরা আঁকতে পারে বা লিখতে পারে। বিদ্যালয়ের শেষে মেঝে সুন্দর করে মুছে ফেলা হয়। গ্রামের প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাঁচা ঘরের উঁচু গোবর নিকানো আঙ্গিনাও ঠিক একই ভাবে ব্যবহার করা চলে। খড়ি গোলা দিয়ে সেখানে চমৎকার আলপনা দেওয়া যায়। মাদুর ও আসন অনেক থাকবে এবং কাজের পর তাদের যথাস্থানে, দৃষ্টির অন্তরালে গুছিয়ে রাখতে হবে। ব্ল্যাক্ বোর্ডও নীচু, বেশ লম্বা ও প্রশস্ত হবে—যেন ছেলে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে তাতে লিখতে পারে, ছবি আঁকতে পারে। তাদের বাথরুমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। মলমূত্র ত্যাগের স্থান যেন শিশুদের উপযোগী, ছোট, আরামপ্রদ এবং পরিচ্ছন্ন, সাদা, ধবধবে ও মসৃণ হয়। প্রত্যেক বার বাথরুম ব্যবহারের পরেই, জল ঢেলে দিতে হবে, যাতে এতটুকু দুর্গন্ধ না হয়। এ অভ্যাস শিশুদের করাতে হবে। তা ছাড়া প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিচারিকা দেখবেন যেন বাথরুম পরিষ্কার থাকে, কোন দুর্গন্ধ বা মাছি না হয়। বিদ্যালয়ে ছেলে

মেয়েদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা থাকলে রান্নাঘর এবং বাসনপত্র যাতে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত হয়, সে দিকে অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত দৃষ্টি থাকবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য পৃথক ও নির্দিষ্ট ডিস্, কাপ, গ্লাস ইত্যাদি থাকবে। যথাস্থানে কাবার্ডে (cupboard) শিশুরা নিজেরাই সেগুলি সাজিয়ে রাখবে। সেজন্যে কাবার্ড, আলমারী, ড্রয়ার ইত্যাদি নীচু ও প্রশস্ত হবে, যাতে শিশুরা কোন অসুবিধা বোধ না করে। বিদ্যালয়ে দুপুরে শিশুদের ঘুম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকলে তাদের কট (cot)-গুলি যেন নীচু ও আরামপ্রদ হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের বিছানা, বালিশ নিয়মিত রোদে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেগুলি যাতে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও বীজাণুমুক্ত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়ার ধবধবে সাদা এবং সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হতে হবে। দুপুরে ঘুমের পরে কট্ ও বিছানাপত্র গুছিয়ে যথাস্থানে সরিয়ে রাখতে হবে। টেবিল চেয়ার ইত্যাদি গুলি একটার নীচে একটা ঢুকিয়ে রাখা যায় বা ভাঁজ করে রাখা যায়, এমন হলে স্থানের সাশ্রয় হয়।

বিদ্যালয়ের দৈনিক কর্মসূচী ঃ একেবারে ছোটদের যে বিদ্যালয়, তাতে নিয়ম কানুন, বিধিনিষেধের খুব কড়াকড়ি থাকলে, নার্সারী স্তরে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও স্বাধীনতার মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ —তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয় এবং খেলাধুলাই যদিও শিক্ষার মাধ্যম, তথাপি খেলাধুলারও কিছু নিয়ম থাকতে হবে। শিশুর স্বাধীনতাই প্রধান কথা হলেও, শিশু বিদ্যালয়ের সমস্ত খেলা ও কাজই উদ্দেশ্যাভিমুখী এবং সুপরিকল্পিত। শিশু শিক্ষার গোড়াতেই তাই সুশৃংখল জীবন যাত্রার উপযোগী সহজ কিছু নিয়ম অনুসরণে তাদের অভ্যস্ত করানো প্রয়োজন। এ জন্যেই প্রত্যেক শিশু-বিদ্যালয়েরও একটি দৈনিক কর্মসূচী থাকে। মন্তেসরী বিদ্যালয়ে ক্লাশের কোন 'ঘণ্টা' বাজে না। বাস্তবিক পক্ষে ক্লাশ বলেই কিছু সেখানে নেই। তথাপি সেখানেও দৈনিক কর্মসূচী আছে। সম্পূর্ণ বিশৃংখলার মধ্যে কোন সংগঠনেই কাজ চলতে পারে না। বিভিন্ন ঋতুভেদে শিশুদের আগ্রহ ও মেজাজ অনুযায়ী, বিশেষ উৎসবে এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন অবস্থায় সেই কর্মসূচী অবশ্যই পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কাজ, খেলার ও বিশ্রামের একটা মূল কাঠামো চাই-ই।[১] ধরাবাঁধা 'রুটিন' না থাকলেও, একটা সময় তালিকা সব নার্সারি স্কুলেই মেনে চলতে হয়। দিনের কার্যতালিকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলা কাজ ও বিশ্রামের সমতা (balance) রক্ষা করা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম ছাড়া আর কোন নিয়মের নাগপাশে শিশুকে নির্জীব না করে তোলা।[২]

১। A daily program of activity is advisable, even at the nursery stage, since the following of a simple routine is an essential part of the childrens education; but it should be clearly realised that the programme must be flexible and should

বিলাতের একটি নার্সারী বিদ্যালয়ের দৈনিক কর্মসূচী দেওয়া হোল : সকাল ৮.৪৫—৯.০. বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষিকা ও সহপাঠিদের প্রীতি সম্ভাষণ, জুতো ছাড়া ও বাড়ীর পোষাকের উপর কাজ ও খেলার উপযোগী ওভার অল্ পড়ে নেওয়া, বাগানে ফুল গাছের যত্ন, ঘর গোছানো ইত্যাদি সহজ কিছু কাজ করা।

	৯-২০	সকলে বৃত্তাকারে শিক্ষিকাকে ঘিরে কিছু উপদেশ শ্রবণ, উপাসনা প্রার্থনা, দিনের খবর বলা ও শোনা, বাইবেলের গল্প শোনা বা ছবি দেখা।
	৯-৩৫	(দিন পরিষ্কার থাকলে) ঘরের বাইরে বড় খেলনা ইত্যাদি দিয়ে খেলা।
	১০-১৫	বাথরুমে যাওয়া, মুখ ধুয়ে দুধ, কমলার রস ইত্যাদি সকালের খাওয়া (break-fast)।
	১০'৩০	ঘরের মধ্যে বা বারান্দায় শিক্ষাউপাদান নিয়ে, কাঠের ব্লক বা পুতুল নিয়ে খেলা
	১১'১৫	চুপ করে গল্প শোনা ছবির বই দেখা, সঙ্গীত শোনা দুপুরে খাওয়ার জন্য টেবিল সাজানো। সবাইর খাবার টেবিলে যথাস্থানে বসা, সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, খাওয়ার প্রস্তুতি
দুপুর	১২'০০	দুপুরের খাওয়া (lunch)
	১২'৪৫	বাথরুমে যাওয়া। বিছানা পেতে নিয়ে বিশ্রামের প্রস্তুতি
	১'০০	ঘুম বা শুয়ে বিশ্রাম
	২'৩০	বাথরুমে যাওয়া, দুধ বা লেবুর রস পান।
	৩.০০	ঘরের বাইরে খেলাধুলা বা বেড়ানো
	৩'৩০	গল্প, অভিনয়, সঙ্গীত শ্রবণ ; আর যে ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করে তারা পুতুল, খেলনাপাতি নিয়ে, ধাঁধার সমাধান ইত্যাদি নিয়ে চুপ করে বসে খেলবে। দিন পরিষ্কার থাকলে এ সময়টা তারা ঘরের বাইরে বা বারান্দায় কাটাবে।
	৩'৫০	সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা। পোষাক পরে বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি। শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ।

---

vary according to season, the mood of the children and the opportunity to enjoy any fresh experience that may occur unexpectedly.

Hume : Learning and Teaching in Infants School. p. 40.

২। ডঃ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ : আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২১৫

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিশু বিভাগ (মূলতঃ মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত) ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কাজ চলে। এঁরা ৩ বৎসরের নীচে শিশু ভর্তি করেন না।

১১·০০	বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষিকা সহকর্মীদের প্রীতিসম্ভাষণ, প্রার্থনা, গান, দৈনিক সংবাদ বা সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা।
১১·২০	বাথরুমে যাওয়া, হাত মুখ ধোওয়া ; জুতো ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে যাওয়া।
১১·২৫	জল খাওয়া দুধ বা লেবুর রস পান
১১·৩০	প্রত্যেক শিশুর অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা উপাদান নিয়ে নাড়াচাড়া। ঘরে বসে ছবিআঁকা বা নানা জিনিষ গঠনের কাজ
১·০০	দ্বিপ্রাহরিক আহার
১—২	খেলাধুলা—যতটা সম্ভব ঘরের বাইরে
২·০০	বাথরুমে যাওয়া, পা ধোওয়া মোছা
২·৫	৩।৪ বৎসরের শিশুদের শয্যায় ঘুম বা বিশ্রাম।
৩·২৫	ঘরে বা বারান্দায় বসে হাতের কাজ, সেলাই, কাঁচি নিয়ে কাগজ কাটা, কাগজভাঁজ করে নানা জিনিষ তৈরী, গান, নাচ, আলোচনা, খেলা ধুলা।
৩·৩০	চুল আঁচড়ানো, জুতো পরা, জিনিষ পত্র গুছিয়ে রাখা, বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি
৪·০০	বাড়ী যাওয়া

গোখেল্ মেমোরিয়াল স্কুলের শিশুবিভাগে ছাত্রছাত্রীদের ৪ থেকে ৭ বৎসর বয়স। কাজেই এখানে শিশুদের দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার ব্যবস্থা নেই। এখানে সবচেয়ে নীচু ক্লাশ K_{G^1}। ১০ টা থেকে ১২-৩০ ; আর তার পর থেকে K_{G_2}, P_B, B_A ইত্যাদিতে কাজ হয় ১০টা থেকে ২·৩০। এখানেও অবশ্য, ঘরের বাইরে খেলাধুলা, এবং ঘরে বসে কাগজকাটা, কাগজ ভাঁজ করা, বালিকাঠের ব্লক, রঙীন পুতি দিয়ে নানা হাতের কাজ, রঙীন চক বা তুলি দিয়ে অঙ্কন। ছবির বই, গান নাচের মধ্য দিয়েই শিশুশিক্ষার কাজ অগ্রসর হয়। হেষ্টিংস্ হাউসে নার্সারী বিদ্যালয় একটি প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নার্সারী বিদ্যালয়। এখানে বিদ্যালয়ের কাজ ১০টা থেকে ৩টা। এখানে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুদের প্রত্যহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রত্যহ আধপোয়া করে খাটি দুধ পান করতে দেওয়া এবং ১টি করে মালটিভিটামিন্ ট্যাব্লেট্ এবং প্রত্যেকটি শিশুকে শীতকালে এক চামচ করে Cod liver oil দেওয়া। আনন্দময় খেলাধুলা, গান, নাচ ও গঠনাত্মক নানা কাজের মধ্য দিয়ে এখানেও শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বৈজ্ঞানিক ও মমতা পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।

প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সবই প্রায় খুব সকালেই বসে। সেখানে অবশ্যই দ্বিপ্রাহরিক ঘুম বা আহারের ব্যবস্থা নেই। আর্থিক সঙ্গতি এদের কম, সুতরাং দামী খেলাধুলা বা শিক্ষা উপদানের প্রাচুর্য সেখানে নেই। কিন্তু আনন্দময় পরিবেশ এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।[১]

এড়োয়ালী প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সময় :

বিদ্যালয় বসার সময় গ্রীষ্মকালে সকাল ৬-৩০ মিনিট এ

ছুটি	"	৯-৪৫	" "
শীতকালে	সকাল	৭টায়	
ছুটি	"	১০টায়	

আর একটি প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় :

কাশীশ্বরী শিশু নিকেতন [শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত সরকার অনুমোদিত প্রাক্ বুনিয়াদী (নার্সারী) বিদ্যালয়। সিউড়ী, বীরভূম]।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন বসার সময়—

গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন :	সকাল	৭-১০	মিনিট
অন্য সময় :	দুপুর	১১-১০	মিনিট

ছুটির সময়—

গ্রীষ্মকালে :	সকালে	১০-৩০	মিনিট
অন্য সময় :	বিকাল	৩টা	

শান্তিনিকেতনের 'আনন্দ পাঠশালা' ও একটি উৎকৃষ্ট প্রাক্-প্রাথমিক শিশু বিদ্যালয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মূল কথা সর্বত্রই এক উদ্দেশ্য : আনন্দ, স্বাধীনতা, স্বাভাবিক আগ্রহভিত্তিক খেলা ধুলা এবং কাজের মধ্য দিয়ে সুস্থ বলিষ্ঠ উৎসুক, কুশল এবং সমাজজীবনের সঙ্গে সুস্থিত (well-adjusted) রুচিবান্ কর্মী মানুষ সৃষ্টি করা।

পূর্ণাঙ্গ প্রথম শ্রেণীর নার্সারী বিদ্যালয়ের (যেখানে দ্বিপ্রহরে বিদ্যালয়েই শিশুদের আহার ও ঘুমের ব্যবস্থা আছে এবং প্রচুর শিক্ষা ও ক্রীড়ার উপকরণ আছে) কর্মসূচী থেকে এটা সহজেই চোখে পড়ে যে, খেলার জন্যেই সর্বাধিক সময় ব্যয়িত হয়। মোটামুটি সময় ভাগটা এ রকম : (ধরে নেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়ের সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩·৩০ পর্যন্ত)

খেলা ৩ ঘণ্টা

দ্বিপ্রাহরিক আহার, দুধ, ফলের রস ও জলপান প্রায় দেড় ঘণ্টা। বিশ্রাম ১ ঘণ্টা—২।৩ বছরের ছোট শিশুরা প্রয়োজন হ'লে আরো আধঘণ্টা বেশী বিশ্রাম করবে।

---

* শ্রীমতী কণা সেনের সৌজন্যে এ সব তথ্য প্রাপ্ত।

মলমূত্রত্যাগ ও মুখ হাত, পা ধোওয়া—এক ঘণ্টা
দলগত ভাবে খেলা, ব্যাণ্ড বাজনা, গান ইত্যাদি—আধ ঘণ্টা।

শিক্ষিকারা এদিকেই বেশী দৃষ্টি রাখবেন প্রত্যেকটি শিশুই যেন নিবিষ্ট হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কোন খেলা বা কাজে মগ্ন হয়ে থাকে এবং যাতে তারা আনন্দের সঙ্গে অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিলতে পারে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের কার্যসূচী শিশুর প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই রচিত। এমনি ভাবে এ সূচী পরিকল্পনা করতে হ'বে, যেন এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি সুষম ও সমৃদ্ধ বিকাশ লাভ করতে পারে; তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী ক্রিয়া সুমঞ্জস, ও সবল হতে পারে: তার দেহ ও মন যাতে সুস্থ হয়ে গড়ে ওঠে।

নার্সারী বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

শিশুর পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ও সুন্দর রুচি, খেলা, চিত্রাঙ্কন, গান ও হাতের কাজের মধ্য দিয়ে সম্যক বিকাশের যাতে সুযোগ পায়, সে জন্যেই দেখা দরকার যে, কর্মসূচী কোন একটি গুণ বা শক্তি বিকাশের দিকেই যেন বেশী জোর না দেয়। এই কর্মসূচীর মস্ত আর একটা দিক হোল, গোষ্ঠি জীবনের ও সামাজিক সদগুণ-ভদ্রতা সহানুভূতি ইত্যাদির বিকাশ। খেলা ধুলা খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম এ সব কাজে সব ছেলেমেয়েদেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব থাকবে। ঘরের জিনিষপত্র, খেলা বা কাজের পর গুছিয়ে রাখা, খাওয়ার সময় টেবিল চেয়ার সাজানো, বাসন পত্র ধুয়ে মুছে যথাস্থানে তুলে রাখা, বিছানা মাদুর ইত্যাদি D. D. T ছড়িয়ে বীজাণুমুক্ত করা, ঝেড়ে মুছে সেগুলি রোদে দেওয়া, নাচ, গান অভিনয়, পিক্‌নিক্, জন্মদিনের আয়োজন করা এসবের মধ্য দিয়েই আসে শৃংখলা বোধ, আত্মকর্তৃত্ব ও আত্মবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ শিশু শিক্ষায় আর একটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন আমাদের দেশের শিশুরা বড় বেশী লালিত—তাই তারা কখনও নিজের পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই তাঁর মতে "শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো। অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে প্রয়োজন যোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনকে আদুরে করে তোলা হয়। তাদের নষ্ট করা হয়। তারা যে এত কিছু চায়, তা নয়। আমরা বয়স্ক লোকেরা চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে, তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি। শরীর মনের শক্তির সম্যক চর্চা সেখানেই ভালো করে সম্ভব, যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষ আপনার সৃষ্টির উদ্যমে আপনিই জাগে। যাদের না জাগে, প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মত ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়।"

শান্তিনিকেতন 'আনন্দ পাঠশালা'য় তাই শিশুর স্বাভাবিক আনন্দ ও গঠনাত্মক কাজের সুযোগের অভাব নেই, কিন্তু শিশুরা উপকরণ বিরলতায় অভ্যস্ত হোক্, এবং পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত হোক্, এদিকেও দৃষ্টি রয়েছে। তাই সেখানের

আবহাওয়া বাহুল্যের নয়—সারল্য ও কৃচ্ছ্রতার। শিশুরা নিজেদের জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরাই করবে। স্বল্প উপকরণ দিয়ে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সুন্দর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গড়ে তুলবে—এইটি শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য। বুনিয়াদি বিদ্যালয়েরও বৈশিষ্ট্য উপকরণ বাহুল্য-বর্জন, বিলাস পরিহার ও স্বাবলম্বন শিক্ষা।

শিশুবিদ্যালয়ের কর্মসূচীর যে পরিচয় দেওয়া হ'ল তা থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হবে যে এ কর্মসূচী 'ইস্কুলের ছক্ বাঁধা রুটিন' নয়। এ কর্মসূচী হচ্ছে সুস্থ সুন্দর জীবনের গঠনের প্রস্তুতি—The Nursery School routine is the routine of living, not of schooling.

শিশু বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা (Discipline in the Nursery School):

প্রাচীন শিক্ষাবিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড হচ্ছে শাসন ও শৃঙ্খলা। শিশুরা স্বভাবতঃ চঞ্চল, লেখাপড়া বিষয়ে অনিচ্ছুক, অমনোযোগী ও দুষ্টপ্রকৃতি। সুতরাং শাসন এবং নিয়মশৃঙ্খলের নিগড়ে তাদের গোড়া থেকেই বাঁধতে হবে। তা হলেই তাদের সুঅভ্যাস গঠিত হবে। তারা ভবিষ্যতে সংযত, ভদ্র, চরিত্রবান মানুষে পরিণত হবে।

শাসন তাড়নে বিশ্বাসী প্রাইমারী শিক্ষকের যে ছবিটি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ সেটি পরম উপভোগ্য :

প্রাইমারি ইস্কুলে
প্রায় মারা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খত দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যতো নাক।
কথা শোনাবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক
ক্লাশে যত কান ছিল
সব হল খণ্ডিত।
বেঞ্চি-টেঞ্চিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত।[১]

রুশো শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সবলে প্রচার করলেন যে, স্বভাবতঃ শিশু শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহশীল এবং নীতিবান্। শাসন

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া, ৯৮ নং কবিতা

তাড়ন দ্বারা শিশুকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিতান্তই বর্বর ও নিষ্ঠুরপ্রথা। শিশুকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ দিলেই তার প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় এবং নিজ কর্মের ফলভোগ দ্বারাই সে সত্যিকার নীতিশিক্ষা লাভ করে। রুশোর পর থেকে শিক্ষাজগতে শাসন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

শিক্ষকের হাতে কর্তৃত্ব আছে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আছে। দুর্বল শিক্ষক শিশুর এতটুকু চাঞ্চল্য ও অমনোযোগকে তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি 'চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করে অসহায় দুর্বল শিশুকে কঠোর শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হ'ন। এর চেয়ে কাপুরুষতা আর কি হ'তে পারে?[১] তাঁর এই নির্মমতার ফলে শিশু শিক্ষককে ভয় করতে শিখবে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তার আন্তরিক সংশোধন তো হবেই না—শিক্ষা ও শিক্ষক সম্পর্কে সে বিদ্বিষ্ট হয়েই থাকবে।

Discipline কথার মূলগত অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থী বা disciple-এর উপযোগী শিষ্ট আচরণ। গোড়াতে এই আচরণ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবশাৎ স্বতঃ-উৎসারিত হবে এই ছিল কথাটির তাৎপর্য। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শাসন ও তাড়না দ্বারা অনিচ্ছুক ছাত্রকে শিক্ষক ছাত্রজনোচিত আচরণে অভ্যস্ত করাবেন, এই বিকৃত অর্থ এসে দাঁড়ায়।[২]

আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বলেন শিশুর প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে শৃঙ্খলা ও বাধ্যতার আকাঙ্ক্ষা। শিশু বিশৃঙ্খলাই পছন্দ করে, সে উচ্ছৃংখল হতেই চায় একথা সত্য নয়। তার জীবনের প্রথম মৌল প্রয়োজন অকৃত্রিম ভালবাসার, দ্বিতীয় প্রয়োজন স্বাধীনতার এবং তৃতীয় প্রয়োজন সুশৃংখলার। বিশৃংখলার মধ্যে শিশু অস্বস্তি বোধ করে। তার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হয়।[৩] শিশু স্বাভাবিক আগ্রহ-বশাৎ জ্ঞান লাভ করতে চায়। সে নিজ শক্তির ব্যবহার দ্বারা নিজ পরিচিত জগতের একটু অংশের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায়—সে সুন্দর কিছু সৃষ্টি

১। সোভিয়েট রাশিয়ার সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ ম্যাকারেংকো গভীর ক্ষোভের সঙ্গেই লিখেছেন যে, যে শিক্ষক বা পিতামাতা শাস্তি হিসাবে শিশুকে শারীরিক পীড়ন করেন তিনি শিশুরও যেমন ক্ষতি করেন, তেমনি স্বয়ংও অধঃপতিত হন। তিনি লিখেছেন If you beat your child, in any case it is a tragedy for him, either a tragedy of pain and offencd, or a tragedy of habitual indifference and cruel childish endurance.

But it is a gretaer tragedy for you. You, a grown up strongman, a personality and a citizen, a creature with brains and muscles, stiking blows at the frail weak body of the child : what are you? First of all, you are unbearably comical and but for pity for your child, one could laugh until one cried, looking at your educational barbarity. At the best, you are like a monkey teaching its children, you think this is necessary for discipline, don't you?

Such parents never achieve discipline. Their children simply fear them and try to keep away from their prestige and authority.

Makarenko : Letters to the parents.

২। Hughes & Hughes : Education-some fundamental problems p. 197.

৩। Hadfield : Child hood & Adolescence : p. 272.

করতে চায় এবং তার অবুঝ অপরিণত মন দিয়েও সে জানে কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে শৃংখলা ও নিয়মের মধ্যেই তা সম্ভব। বাস্তবিক স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হ'লেও, তারা পরস্পরের সহায়ক। যেখানে শৃংখলা ও বিধিবদ্ধতা নেই, সেখানে স্বাধীনতা আত্মঘাতী উচ্ছৃংখলতারই নামান্তর; আর যেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে শৃংখলা মানে হৃদয়হীন উৎপীড়ন। যেখানে শৃংখলা বাইরের থেকে উপর থেকে চাপানো, যেখানে তা স্বাভাবিকভাবে শিশুর প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত নয় এবং শিক্ষকের অকৃত্রিম স্নেহ যার মূল উৎস নয়, সেখানেই স্বাধীনতা ও শৃংখলা পরস্পর বিরোধী।[১]

আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানী আজ একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে স্নেহময় ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে স্বাভাবিক সম্বন্ধের মধ্যেই শিশু আপনাকে সংযত করতে শেখে, নিজের স্থান ও অধিকার সম্বন্ধে যেমন সে সচেতন হয়, নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধেও তেমনি অবহিত হয়। এই সুন্দর স্বাধীন আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টিই শিশু বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। শিশু যেখানে সহজ, সেখানে সে নিরাপদ। কিন্তু যেখানে শিশু-স্বভাবের উপর জবরদস্তি করিয়া তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শান্ত সংযত করতে চেষ্টা করা হয় সেখানেই যত অনাসৃষ্টির সূচনা হয়। ছেলেমানুষেরা স্বাভাবিক ছেলেমানুষীর মধ্য দিয়েই নিজেদের বালসুলভ চাপল্য কাটিয়ে উঠতে পারে—অনাবশ্যক বাধা দিয়ে তাদের হঠাৎ সভ্য ভাল মানুষ বানাতে গেলেই শিশুর প্রবৃত্তি তেজী ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়দের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে, সে জলে যদি দোষ স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই। কেননা, সচলতার মধ্যে সমস্ত দোষের সহজ প্রতিকার আছে। বেগ যেখানে থামিয়াছে, সেখানেই বিপদ, সেখানেই সাবধান হওয়া চাই। এই জন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয়, ছাত্রদের তত নহে।"[২]

আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্ব আর একটি গভীর নেতিবাচক সত্যও নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করেছে যে অতিরিক্ত ও কঠোর শাসন কেবল যে তা নিষ্ফল তাই নয়, তা শিশু চরিত্রের উপর অত্যন্ত প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। এতে শিশুর মনে অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রবল বিক্ষোভ ভয় ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্ষোভগুলি, স্বাভাবিক-ভাবে প্রকাশের পথ না থাকায়, অবদমিত হয়ে ভবিষ্যতে নানা মানসিক বিকার রূপে আত্মপ্রকাশের আশঙ্কা থাকে। যে শিশু ভয়ের দ্বারা শিশুকালে

১। **Raymont : Principles of Education.**

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন স্মৃতি। পৃঃ—৩৫

পুনঃ পুনঃ শাসিত হয় সে নিজস্ব তেজস্বী ব্যক্তিত্বের উপাদান হারিয়ে ফেলে, না হয় সে তিক্ত অসামাজিক মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠে।[১]

রুশো ও হারবার্ট স্পেন্সার বলেছিলেন প্রকৃতির নিয়ম আমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী। তাই শিশুকে প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে উঠতে দিলে নিজ কর্মের ফলভোগের মধ্য দিয়েই নিজেকে সংযত করে, সংশোধন করে। একথার মধ্যে যথেষ্ট সততা থাকলেও তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। শুধু শিশুর নিজ প্রকৃতি ও বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম দিয়েই তার সমস্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় না। পিতামাতা, শিক্ষক গুরুজনের সস্নেহ পরিচালনের প্রয়োজন আছে।

আধুনিক শিশু বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার দিকে যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়, তেমনি একটি স্নেহময় ও উৎসাহোদ্দীপক মানবিক পরিবেশ সৃষ্টিকেও উচ্চমূল্য দিয়ে থাকে।

আধুনিক শিশু মনোবিদ্যায় শিক্ষক এ কথা বিশ্বাস করেন যে, শিশু বিদ্যালয়ে স্বাধীন আগ্রহে ও আনন্দে যে খেলাধূলা ও কাজ করে, তারি মধ্য দিয়েই সে সম্পূর্ণ অনায়াসে নিয়মনিষ্ঠা আত্মসংযম, অপরের প্রতি বিবেচনা, পরাজয়ে নির্লিপ্তি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণ আয়ত্ত করে—যার সামগ্রিক নামই হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মকর্তৃত্ব (selfdiscipline)। শিশু বিদ্যালয়ে সমস্ত খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে বুঝতে শেখে যে নিয়মের শৃংখলা স্বেচ্ছায় না মানলে, কোন খেলাও আনন্দও হয় না, কোন কাজও করা যায় না। একটা কাঠের টুকরোকে, চটকে দলে, ইচ্ছামত পুতুল গড়া যায় না—আবার জল দিয়েও বাড়ী বানানো চলে না। বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে যে বাধা আছে, তাকে মেনে নিতে হয় সেখানে যথেচ্ছাচার চলে না—প্রকৃতির দ্রব্য ও ঘটনার মধ্যেই রয়েছে অনিবার্যতা (objective coercion of facts)।

মন্তেসরীর শিক্ষা উপাদানগুলি এমনভাবেই গঠিত যে, তাদের নাড়াচাড়া করে শিশু বস্তু সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষা উপাদানের মধ্যেই রয়েছে স্বয়ংসংশোধনের ব্যবস্থা। সেখানে স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নেই। কাঠের বোর্ডে বা সিলিণ্ডারের বাক্সে যে ফুটো আছে, তাতে নির্দিষ্ট আকারের, নির্দিষ্ট বেধের, নির্দিষ্ট উচ্চতার কাঠের টুকরোটিই বসবে—অন্য কোন টুকরো জোর করে সেখানে বসানো যাবে না। বিদ্যালয়েও খেলার মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে, শিশু স্ব-চেষ্টার দ্বারা discipline শিখছে। এ ডিসিপ্লিন্ বাইরে থেকে চাপানো নয়।

তাছাড়া, শিশু যখন কোন কিছু গঠন কচ্ছে, তাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে, তখন ধৈর্য, নিষ্ঠা কাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ, স্বভাবতঃই সঞ্জাত হবে।

১। Punishment as a motivating devise, especially when severe, has the additional disadvantage of being a disrupting, fear-producing disintegrating influence leading to neurotic behaviour and emotional outbursts.

Russeli : On Education.

এখানে যে শৃংখলা ও সংযমবোধ আসে, তা বাইরের থেকে চাপানো ডিসিপ্লিন নয়—কাজেই তার মূল্য অনেক বেশী। এর মধ্য দিয়েই সত্যিকার চরিত্র গঠন হয়।[১]

শিশু বিদ্যালয়ের এইটিই আদর্শ যে শিশু নিজ চেষ্টায় গড়বে, ভুল করে হলেও, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সত্যিকার মনুষ্যত্বের শিক্ষা লাভ করবে। তাকে সবই তৈরী করে হাতের কাছে পৌঁছে দিলে, তার নিজস্ব ক্ষমতার উদ্বোধন কখনই হবে না। তাতে সে আত্ম-সংযম দ্বারা আত্মকর্তৃত্ব কখনও আয়ত্ত করবে না।[২]

প্রাচীন শিক্ষকরা মনে করতেন শিশু স্বেচ্ছায় শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছুক হবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। লেখাপড়াটা তাই শিশুর কাছে স্বভাবতঃই বিরক্তিকর ও কষ্টকর। লেখাপড়ার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক বিমুখতা দূর করতে হলে, শাস্তি ও শাসনের ভয়ের নিতান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু ফ্রোএবেল্ মন্তেসরী ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাব্রতীরা আবিষ্কার করেছেন যে শিশুর শিক্ষা যখন তার স্বাভাবিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী এবং স্বাভাবিক আগ্রহ অনুযায়ী হয়, তখন তা বিরক্তিকর হয় না। আধুনিক শিক্ষায় ডিসিপ্লিন্‌কে বিদায় দেওয়া হয়েছে, একথা সত্য নয়। আধুনিক শিক্ষকও ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন মানেন, কিন্তু তিনি এমন নূতন শিক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন, যাতে ডিসিপ্লিন বাইরে থেকে চাপানো বিরক্তিকর ব্যাপার নয়—নিজ স্বাভাবিক আগ্রহভিত্তিক হওয়াতে, তা শিশুর পক্ষে সুখকর। বাস্তবিকপক্ষে এমন সাগ্রহভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণের প্রীতিকর অভ্যাসই তো সত্যিকার চরিত্রগঠন। নূতন শিক্ষাপ্রণালীতে শিশু নিজ আগ্রহকে আশ্রয় করে, নিজ স্বভাবেরও ক্রমবিকাশের স্তর অনুযায়ী, ধীরে ধীরে নূতন থেকে নূতনতর শিক্ষার পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয়—কাজেই তা বিরক্তিকর মনে হয় না। শিশু বিদ্যালয়ে ডিসিপ্লিনের সহজ ক'টি নিয়মমাত্রই শিশুকে মানতে হয়—যথা অন্য ছেলেমেয়ের খেলা বা কাজে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না—একই সময়ে একাধিক শিক্ষা বা ক্রীড়া উপকরণ কোন শিশু আটকে রাখবে না—এ নিয়মগুলি শিশু সহজেই বুঝতে পারে এবং এই নিয়মগুলি যে সঙ্গত তাও শিশুরা

১। Constructive work proves a strenuous form of moral discipline, for the child has to face the difficulties, and shoulder responsibility, both of which demand effort and continuity of purpose to fight through to the end in view. This develops character and grit far better than the so-called disciplinary task imposed from without.

Kenwrick : The Child from Five to Ten p. 71,

২। Education which ignores the child's cravings to create, crowding out all opportunities for personal experimentalism choosing rather to present ready-made doctrines and theories to the children, derives the child its right to mental freedom.

সহজেই বোঝে—তাই এ নিয়ম মেনে চলা শিশুর পক্ষে ক্লেশকর বা বিরক্তিকর হয় না।[১] এবং এ নিয়মগুলি স্বেচ্ছায় অনুসরণ করে, শিশুর মনে আত্মসংযমের সুঅভ্যাস শিগগীরই গড়ে ওঠে।[২]

কিন্তু শিশুবিদ্যালয় যত সুন্দর ও সুসংগঠিতই হোক না কেন, তাতে কিছু ছেলেমেয়ে থাকবেই যারা অবাধ্য, যারা অমনোযোগী, যারা অন্যদের উপর উৎপাত করে, এবং যারা বিদ্যালয়ে উদ্বেগ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। কাজেই কিছুটা মৃদু তিরস্কার ও শাসনের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদেরা মনে করেন—কঠোর নির্মম শাসনের কোন স্থান নেই শিশু বিদ্যালয়ে। শিক্ষিকা বিরক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবে ক্রোধ প্রকাশ করবেন, এর চেয়ে বেশী শাসন কোন বিদ্যালয়েই প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। মন্তেসরী তাঁর বিদ্যালয়ে যে সব ছেলেমেয়ে অন্যদের খেলা বা কাজ নষ্ট করে তাদের কিভাবে শাস্তি দিয়ে সংশোধন করেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। এসব ছেলেমেয়েকে প্রথমেই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। এমন ছেলে বা মেয়ে যদি শারীরিক দিক থেকে সুস্থ হয়, তবে তাকে অন্য সব ছেলেমেয়েরা যেখানে খেলা বা কাজ করছে তার থেকে সরিয়ে, ঘরের এক কোণাতে আরামপ্রদ কেদারায় বসিয়ে দেওয়া হয়। তার প্রিয় খেলনা বা কাজও তার কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। সে সেখানে বসে নিজের মনে খেলা করতে পারে। অন্য সব ছেলেমেয়েরা যে খেলা কচ্ছে বা কাজ কচ্ছে তা সে দেখতে পায় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে গিয়ে বসবার অধিকার সে হারিয়েছে। যখন নিজ থেকেই সে বোঝে যে তার আচরণ অন্যায় হয়েছে, এবং তা সংশোধন করতে সে আগ্রহী তখন সে আবার সবার সঙ্গে মিলতে পারবে। এতে সব সময়ই প্রায় সুফল পাওয়া যায়।[৩]

১। The old idea was that children could not possibly wish to learn; and could only be compelled to learn by terror. It has been found that this was entirely due to lack of skill in pedagogy. By dividing what has to be learnt into suitable stages, every stage can be made agreeable to the average. Children are doing what they like, so, there is, of course, no reason for external discipline.

Bertrand Russel : On Education p. 29.

২। Russell : On Education. p. 30

৩। This isolation almost always succeeded in calming the child ; from his position he could see the entire assembly of his companions, and the way in which they carried on their work was an object lesson much more efficacious than any words of the teacher could possibly have been. Little by, he would come to see the advantages of being one of the company working so busily before his eyes, and he would really wish to go back and do as the others did.

Montessori : The Montessori Method p. 103

রাসেল্ মনে করেন, যে ছেলেমেয়ে অন্যদের উপরে উৎপাত করে, সে অন্য সহকর্মীদের প্রীতি ও সহানুভূতি হারায় এবং তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি। রুশো ও হারবার্ট স্পেনসার একেই বলবেন কর্মফলের দ্বারা শিক্ষা (Learning by consequences) কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সব সময়ই কি অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য? তা নয়। তাই রাসেল মনে করেন শিক্ষকের নিন্দা এবং প্রশংসা কখনো কখনো মৃদু শাসনও—হয়তো বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে, শিশুকে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, যাতে তার আত্মসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং তার অন্তরে পাপবোধ জন্মে।[১]

আধুনিক শিশুদের বিদ্যালয়ে তাদের নিজেদের ব্যাপার পরিচালনায় তাদের অনেকখানি কর্তৃত্ব ও অধিকার দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে "আশ্রম সম্মিলনীর" প্রবর্তন করেছিলেন। এই সম্মিলনীর একটি কর্তব্য ছিল ছাত্রদের দোষত্রুটি কিছু হলে নিজেরা তার মীমাংসা করা। ছাত্রদের মধ্যে আত্ম-কর্তৃত্ব, আত্ম-সংযম ও আত্ম-সম্ভ্রম উদ্বুদ্ধ করতে হ'লে এটি বাস্তবিকই একটি শ্রেষ্ঠ ও সফল উপায়। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ কালে সেখানে শিশুবিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির চমৎকার প্রয়োগ দেখে মুগ্ধ হন[২] এবং শান্তি নিকেতনে এ প্রথা প্রচলন করেন।

১। Russel: On Education p. 135.

২। এর সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন তিনি রাশিয়ার চিঠিতে:

একটি মেয়ে বললে, আমরা নিজেদের চালনা করি: আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয়, সেইটেই আমাদের স্বীকার্য।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, কেউ কোন অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কী।'

একটি মেয়ে বললে—"আমাদের কোন শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বললুম—'আর একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাক? নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্বাচন কর? শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রকমের?

একটি মেয়ে বললে—"বিচার সভা যাকে বলে তা নয়; আমরা বলা কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বললে—"সেও দুঃখিত হয়, আমরাও দুঃখিত হই—বাস্ চুকে যায়।"

আমি বললুম—'মনে করো, কোনো ছেলে যদি ভাবে, তার প্রতি অথবা দোষারোপ হচ্ছে তা হ'লে তোমাদের উপরেও আর কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে?'

ছেলেটি বললে—'তখন আমরা ভোট নিই। অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে, তা হ'লে, তার উপরে আর কথা চলে না।'

আমি বললুম—"কথা না চলতে পারে, কিন্তু তবু যদি ছেলেটি মনে করে' অধিকাংশই তার উপর অন্যায় করেছে, তাহ'লে তার কোন প্রতিবিধান আছে কি?"

একটি মেয়ে উঠে বললে—'তাহ'লে হয়তো আমরা শিক্ষকের পরামর্শ নিতে যাই,—কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি।'

কিন্তু যেখানে অপরাধ গুরুতর অর্থাৎ মারধোর করা, কুৎসিত গালাগালি দেওয়া, বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙাচুরা ইত্যাদি, সেখানেও কি কঠিন শাস্তি বা শাসন করা হবে না ?

আধুনিক শিশু মনোবিদের সিদ্ধান্ত যে, যে সমস্ত ছেলে এমন অপরাধ করে, তারা মনের দিকে থেকে সুস্থ নয়। এমন শিশুর ধ্বংসাত্মক ও অসামাজিক ব্যবহারের মূলে কি কারণ আছে, তা তাঁরা, উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেন এবং ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার প্রবণতা ও শক্তির মোড় ফিরিয়ে তাকে গঠনাত্মক কাজে রত করান। যেমন, যে ছেলে স্কুলের টেবিল চেয়ার ভাঙে তাকে বাগানের মাটি কোপাবার কাজে লাগিয়ে দেন বা বাগান থেকে পাতা ঝাঁট দিয়ে ছোট ঠেলাগাড়ি করে সেই আবর্জনা দূর সরিয়ে, পুড়িয়ে ফেলার কাজে লাগান। আর যে ছেলে গালাগালি করে, তাকে নজরুল ইস্লামের মজার কবিতা 'পেয়ারা ও কাঠবিড়ালী' বা সুকুমার রায়ের 'হুকোমুখো হ্যাংলা' আবৃত্তি করে সবাইকে শুনিয়ে দিতে বলেন, তাতে মজার মজার গাল দিয়ে কুৎসিত গালাগালির অভ্যাসটা হয়তো কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

আধুনিক শিশুবিদ্যালয়ে শিশুর অপরাধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বড়দের মাপকাঠি দিয়ে মাপা হয় না। অর্থাৎ অধুনিক শিক্ষাবিদ্ শিশুর ব্যক্তিত্বকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করেন এবং তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে গৌরবের দীপ্তি বিদ্যমান, তাহাকেই প্রস্ফুটিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। "সৎগুরু ছাত্রদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্দ্ধের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন।"

শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক : শিশুদের মানুষ করবার প্রাথমিক দায়িত্ব পিতামাতার। জীবনের প্রথম দুটি বৎসর তো শিশু মায়ের কোলে, গৃহের স্বাভাবিক স্নেহময় পরিবেশে লালিত পালিত হয়। তার পরে তারা আসে নার্সারী বিদ্যালয়ে এবং তাও কয়েক ঘণ্টা মাত্র। তারা বিদ্যালয়ের নূতন প্রভাবের মধ্যে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দশবৎসর পর্যন্ত শিশুদের জীবনের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাদের নিজ গৃহে। তাই প্রত্যেক শিশুবিদ্যালয়ের সঞ্চালিকা এবং শিক্ষিকারা শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে চান। শিশুর প্রকৃতি, তার মেজাজ, তার আগ্রহ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে না জানলে, তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। আর তা জানতে গেলে, তার গৃহ ও সমাজ পরিবেশকে ভালো করে বুঝতে হয়। আবার মায়েদেরও বুঝতে হবে যে নার্সারী বিদ্যালয়ে যে বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এবং যে শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করে, শিক্ষিকারা শিশুদের গড়ে তোলেন তা সত্যই কল্যাণপ্রদ, এবং শিশুর সুস্থ ও সবল ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযোগী। বিদ্যালয়ের

দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে মায়েদের যদি ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটে, তা হ'লে গৃহের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ ঘটতে পারে এবং তাতে দুই বিপরীত আদর্শের দোটানায় পড়ে শিশু বিভ্রান্ত হবে এবং তাতে শিশুর সর্বাধিক ক্ষতির সম্ভাবনা। তাই এটা নিতান্ত প্রয়োজন যে শিশুবিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের সঙ্গে পিতামাতা অভিভাবকেরা ঘন ঘন মিলিত হবেন এবং নিজেদের সন্তান সম্পর্কে তাঁরা খোলাখুলিভাবে আলাপ করবার সুযোগ পাবেন। সেজন্যে প্রত্যেক শিশু বিদ্যালয়ে, Mother's Day বা 'মাতৃদিবস'কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেদিন মায়েরা বিদ্যালয়ের কাজ কি ভাবে চলে, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কি রকম খেলা ও কাজের ব্যবস্থা আছে সব ঘুরে ঘুরে দেখেন, নানা প্রশ্ন করেন, বাড়ীতে শিশুর আচরণ কেমন, তার সমস্যা কি, এবং কি করে তাঁরা শিশুর স্বার্থে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন এ সবই আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ের সঞ্চালিকা ও শিক্ষিকারাও কি করে বিদ্যালয়ের কাজের উন্নতি হতে পারে, কি করে তাঁরাও গৃহের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন, সে বিষয়ে মা বা অভিভাবকদের পরামর্শ চান। অর্থাৎ দুই পক্ষকেই একথাটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে শিশুবিদ্যালয় গৃহের পরিবর্ত নয়, তাঁরা গৃহ থেকে ছেলেমেয়ের আনুগত্য ও অনুরাগ কেড়ে নিতে চেষ্টা কচ্ছেন না। গৃহ ও বিদ্যালয় দুইয়ের স্বার্থই এক— শিশুর সর্বাঙ্গীণ সুষম ও সবল ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এ দিনে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অভিনয় নাচ, গান ইত্যাদি নিজেদের কৃতিত্ব আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে মায়েদের সামনে মেলে ধরে। Mother's day কেবলমাত্র বাৎসরিক উৎসব দিবস না হয়ে, ঘন ঘন সহৃদয় ও বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্দেশ্যমুখী আলোচনার ক্ষেত্র হলেই বেশী উপকার হয়।

মাতৃদিবস

শিশু দিবস, আনন্দমেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি ঃ নার্সারী ইত্যাদি শিশু বিদ্যালয় তো শিশুদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, সেখানে তারাই রাজা, তাদেরই রাজত্ব। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে শিশুদের আনন্দময় ও সুস্থ বিকাশের উপযোগী সমস্ত ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানেই তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। তারা অভিনয় করে, আবৃত্তি করে, গান করে, নানা ঋতুউৎসবের আয়োজন করে। সে সব উৎসবে তাদের বাপমায়েরা এবং গণ্যমান্য বিশেষ ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, তাঁদের সামনে নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে। এসব ব্যাপারেই সংগঠনের কর্তৃত্ব শিশুদের হাতে অনেকটা দেওয়া হয়। বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত 'শিশুদিবসে' শিশুরা প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, নিজেদের ছবি ও হাতের কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য নিজেদের তৈরী নানা জিনিস বিক্রী এবং বাড়ী থেকে তৈরী করে আনা খাবার বিক্রী করে (আনন্দমেলা, fete ইত্যাদি) আনন্দের সঙ্গে সমাজ-

সেবাও যুক্ত করে। কখনো কখনো জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদি প্রত্যক্ষ গ্রামসেবার কাজেও তারা বেরিয়ে পড়ে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে শিশু বিভাগে একদিন শিশুদের সংগৃহীত বা নিজে-হাতে গড়া পুতুলের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবের উদ্দেশ্যে শুধুই আনন্দ লাভ নয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের স্বাবলম্বন, সংগঠন শক্তি, সামাজিক জীবনের সর্বপ্রধান শক্তি—সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবার ক্ষমতা ও অভ্যাস—আয়ত্ত করে। এ আনন্দ অনুষ্ঠান সবই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য শিশুকে সুস্থ, আনন্দময়, বহুমুখী, কর্মকুশল জীবন যাপনের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করা। শিশুরা বুঝতে শেখে তারা সমাজ জীবনেরই অঙ্গ, তাদেরও স্থান আছে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে—তারা প্রস্তুত হচ্ছে সেই জীবনে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে। এ সমস্ত শিক্ষাই তাদের মনে এই বিশ্বাস ও সাহস জন্মে দেয় যে—আমরা পারি—আমরা পারবো—আমরা বড় হবো—আমরা মানুষ হবো। এই শিক্ষার শেষ কথা।

Questions

1. What are intelligent tests ? Trace the development of these tests and indicate their importance.
2. Indicate the value of mental tests in appraising individual differences in pr-primary children. Describe some performance tests to measure their abilities and attainments.
3. Describe some Intelligent tests which are suitable for pre-primary children. Indicate how these tests are applied.
4. Write short notes on—I. Q., Standardised tests, Form board, Prognostic tests, Thermatic Apperception tests, Group tests, Psychograph.
5. Describe the organisation of a good Nursery school. What are the essential ingredients of such a scheol ?
6. What are the functions of the Principal or Dictress of an ideal pre-primary school ? What should be the special qualifications of a teacher in a Nursery school ?
7. If you are to organize a good Nursery school, how should you proceed with regard to play apparatus, furniture and teaching equipments ?
8. How to maintain discipline in a pre-primary school ? Is student participation in this regard desirable ? If so, how far would you go, in the matter ?
9. Indicate the role of parents and guardians in a pre-primary school.

ভ্রম সংশোধন

৬। ১৭	নিবেদন	পৃ	লাইন	অনিতা স্থলে অমিতা হইবে
৬। ৩২	”	”	”	মন্তেসরী বালমন্দির স্থলে মন্তেসরী শিশু-ভবন হইবে।
৭। ৫	”	”	”	বালমন্দিরের স্থলে শিশুভবন হইবে।

প্রচ্ছদপট শিল্পী —সমীর রায়চৌধুরী
... মুদ্রিকা প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-৬